



সহীহ আত্তিরমিয়ী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

তাহকুক্স :

মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ আলবানী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হ্সাইন বিন সোহুরাব

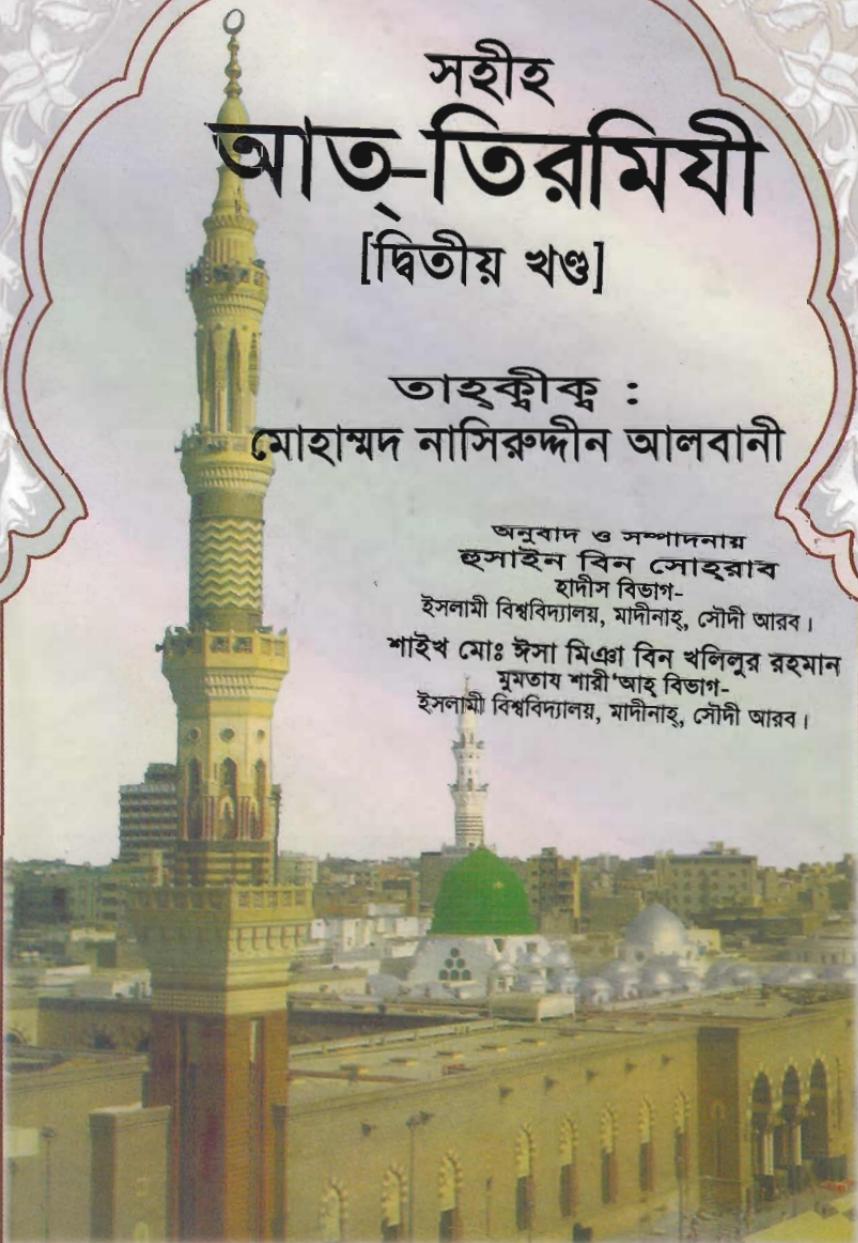
হাদীস বিভাগ-

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ, সৌদী আরব।

শাইখ মোঃ ঈসা মিএও বিন খলিলুর রহমান

মুস্তাফ শারী'আহ বিভাগ-

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ, সৌদী আরব।



সহীহ আত-তিরমিয়ী [ব্রিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম হাফিয় মুহাম্মদ বিন ঈসা সাওরাহ
আত-তিরমিয়ী (রহিমাল্লাহ)

মৃত্যু : ২৭৯ হিজরী

তাহকীক
মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ আলবানী
(আবু আন্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদীআরব
শাইখ মোঃ ঈসা মিএও বিন খলিলুর রহমান
লিসাক, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিষিটিউট
জামইয়াতু ইহুয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত

সহীহ

সুনান আত্-তিরিমিয়ী (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল : ইমাম হাফিয় মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ আত্-তিরিমিয়ী (রাহ.)

তাহ্কুক :

মুহাম্মাদ নাসিরুল্লাহ আলবানী (আবু আব্দুর রাহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় :

* হ্সাইন বিন সোহরাব

* শাইখ মো: 'ঈসা মির্ঝা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়

হ্সাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

আগস্ট ২০১০ ঈসায়ী
রামাযান ১৪৩২ হিজরী

মুদ্রণে

হেরো প্রিণ্টার্স
হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

বাঁধাই

আল-মাদানী বাঁধাই সেন্টার
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, পাকিস্তান মাঠ, (মুক্তম বাজার)

মূল্য : ২৫১/= টাকা মাত্র

Published by Hossain Al-Madani Prokashoni

Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : August- 2010

Price Tk- 251/=, US \$: 8

ISBN NO. 984 : 605 : 072 : 0

হ্সাইন বিন সোহুরাব সাহেবের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রক্ষুল ‘আলামীনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে সহীহ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বাঙালুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যূতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ হাদীস বাঙালুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ তিরমিয়ী গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হলেও অনুবাদকগণের কেহই প্রসিদ্ধ তিরমিয়ী গ্রন্থকে ফাঁফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিয়ীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বক্তু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসাল মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এই জন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে আমার বক্তু শাইখ ঈসা এই মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিএও-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙালুবাদ সহীহ তিরমিয়ী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা পোষণ করছি- পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষত্র প্রচেষ্টাকে কুরুল কর এবং আমাকে এক্সেপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক দান কর। -আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ক্রতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রক্ষ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দৃঢ়খিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংক্রণে ভুল-ভাস্তি শুন্দ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بسم الله الرحمن الرحيم *

شاہی خ مোঃ ইসা মিএও বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীকত সহীহ তিরমিয়ীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হ্সাইন বিন সোহুরাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরবুদ ও সালাম।

আমার বঙ্গ হ্�সাইন বিন সোহুরাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিয়ীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সঙ্কান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ করে হ্�সাইন বিন সোহুরাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলমানদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মুখ্যে এই সহীহ তিরমিয়ীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিয়ীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দীনী খিদমাত করার তাওফীক দান করেন। জনাব হ্�সাইন বিন সোহুরাব দীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দীনী খিদমাত কৃবূল করুন। আমীন!

বিসামুদ্দা-হির রহমা-নির রহীম

সহীত আত্-তিরমিয়ী’র ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র ‘আল্লাহ তা’আলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিয়ী গ্রন্থের তাহকীক এবং এর মধ্যে নিহিত সহীত ও যঙ্গিফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদহ মাকতাবাতুত তারবিয়াহ আল-আরাবী’র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলকুদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পস্তাই অবলম্বন করেছি, যে পস্তা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ’র তাহকীক করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেইসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ’র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্পত্তি করেছি। তবে এই ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ’র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি ‘এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি—
সহীত ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে “সহীত” ইরওয়াহ ৪১ নং সহীত আবু দাউদ ৩২ নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন

ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ভৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীকৃত হাদীসের মূল গহ্বের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিয়ীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে ছকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি-

১- সনদ সহীহ অথবা হাসান;

২- সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোধ;

৩- সহীহ অথবা হাসান।

অর্থাৎ- তিরমিয়ী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ। কোন কোন সময় এভাবেও বলি “সেটার পূর্বেরটা দ্বারা” অর্থাৎ পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ।

আবার কোন সময় বলি- সহীহ; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিয়ী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ‘মিছলুহ’ যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন- ‘নাহরুহ’ যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের ছকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিয়ীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, “কুতুবুস সিন্তাহ” এর মধ্যে ইমাম তিরমিয়ী’র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের

চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ অথবা হাসান বা যঙ্গফ। যা তাঁর ঘন্টের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহকরণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক ঘন্টেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হৃকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হৃকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরিমিয়া ঘন্টে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নাস্বারযুক্ত হাদীসগুলো— ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে একপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঙ্গফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ত আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই একপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরিমিয়া) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজু বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাতে ও কিতাবুস সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নাস্বারযুক্ত হাদীসগুলো— ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওজু) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরিমিয়া (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন— “এই অধ্যায়ে আলী, যাইদি ইবনু আরকাম, জাবির ও

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে অনুকূল বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মুয়ল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এই ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের শুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

শুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী : ইমাম তিরমিয়ী রচিত হাদীসের প্রস্তুতি ‘আলিম সমাজের নিকট দু’টি নামে প্রসিদ্ধ-

এক. জামিউত্ তিরমিয়ী

দুই. সুনানুত তিরমিয়ী।

প্রস্তুতি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজি, যাহাবী এবং আসক্তালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ “কাশফুজ্জ জুনুনে” এই নামে উল্লেখ করেছেন “সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম” বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিয়ী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিয়ীকে আল-জামিউস সহীহ নাম দিয়ে প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন। এ সন্দেও যে, তিনি এই প্রস্তুতির জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহকীক করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে যঙ্গীফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্ত “দারুল ফিকর”।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত :

১ম কারণ : এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ “যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি” এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

سہیہ آنڈ-تیرمیذی- پڑھا : دخ

۲য় কারণ : হাফিজ ইবনু কাসীর তাঁর “ইখতিসার উলুমুল হাদীস” গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন- “হাকিম আবু আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব বাগদাদী তিরমিয়ী’র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ : লেখকের রচনাশৈলীই এক্সপ্রেস নামকরণকে অঙ্গীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ক্রটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিয়ীর শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই-

“এই কিতাব জামে’তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ক্রটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।”

৪র্থ কারণ : জামিউত্ তরিমিয়ী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস সহীহ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিজ যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়াবে ‘আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস ‘আলার মূল সহীহ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ আর তা অধিকাংশই ফায়ায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু বাকার ইবনুল আরাবী তার রচিত তিরমিয়ী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিয়ীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ ও ফলোক বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা ‘আমালযোগ্য’ বা ‘আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই ঈলমসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। এই গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমর্পিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্ষতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহ্যীবুত তাহ্যীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিয়ীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, “আবু ঈসা (তিরমিয়ী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ) রচনা করার পর হিয়ায়, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।”

আমি বলবো : “না তা কক্ষণও নয়” এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই-

প্রথমঃ “মুসনাদ সহীহ” কথাটি যে ইমাম তিরমিয়ীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্বতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইয়াম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেন্নপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধৰ্মসপ্রাণ।

صحیح الترمذی / سہیل تاریخی - پڑتا : ہارلو

دُبْتیَّہ: تاہیٰ بَرَوْنَاتِیٰ تَاجِکِرَاہ و سیَّارَلَعْ 'آلَامِین نُبَالَا' اَرَوْ بَرَنَارِ بِپَرَیِت. کَارَنَغ اَرَدْ دُوَیِ غَسْتِ تِرَمِیَّیِکَے 'جَامِی' بَلَهْچَن مُوسَنَاد سَہِیٰ بَلَهْنَن. تَاهَاضَ خَالِدَیِ بَرَنَارِیَ مُوسَنَاد شَبَّتِ اَرَوِکَتِی سَاجِ شَبَّت. مُوسَنَاد غَسْتِ فِیکَھِرِ مَتَوْ اَدْحَیَّیِ رَصِّتِ هَیِ نَأْيَا مُوْهَدِیسِگَانِرِ نِکَتِ سُوْپَارِیَتِ.

تَّبَّتِیَّہ: دُوَٹِ کَارَنَغِ اَرَدْ عَکِیِکَے اِیَمَامِ تِرَمِیَّیِرِ عَکِیِ بَلَهِ گَنْجِ کَرَوَا تِکِ نَأْی. کَارَنَغ بَرَنَارِکَارِیِ کَرَتِ یُکَرْتِ. آَرَ اَرَنِی هَچَنِ مَانَسُورِ اِبَنُ اَدِیلَّاہ اَبَوْ اَلِی اَلِی خَالِدَی. تَاکَے سَکَلَهِیِ یَغَنَارِ چَوَّخِ دَهَّتِ اَکِمَّتِ. (۱) اَلِی-خَاتِیِبِ تَارِ تَارِیَخِ بَاغَدَادِ غَسْتِرِ ۱۳/۸۴ پَرَّتَیَ بَلَهْچَنِ تِنِی اَنَنِکَرِ خَکِکَے گَارِیِ وِ مُونَکَارِ هَادِیسِ بَرَنَنِ کَرَهَن. (۲) اَبَوْ 'سَادِ اِیدَرِیسِی' بَلَهْچَنِ، 'تِنِی مِیْثَعَکِ تَارِ کَثَارِ عَوَّرِ کَرَوَا یَأَیِ نَأْ'. (۳) سَامَیَانِیِ اَنَسَابِ غَسْتِ بَلَهْچَنِ، 'آَمَارِ نِکَتِ سَنْبَادِ پُؤْچَھِے یَ، تِنِی لَهَّکَارِ سَمَیَ هَادِیسِرِ مَدِیِ جَالِ هَادِیسِ چُکِیَّیِ دِیْتَنِ.' (۴) اِبَنُ اَسَیِرِ لَوَبَّاَبِ غَسْتِ بَلَهْچَنِ- 'آَبَوْ اَدُلَّاہ اَلِی-حَکِیمِ تَارِ نِکَتِ خَکِکَے بَرَنَنِ کَرَهَن، تِنِی تَارِ سَمَکَالِیَنِ، آَرَ تِنِی سِکَاَہِ نَنِ. آَمِی بَلَبَوِ یَ، لَوَبَّاَبِ غَسْتِتِ سَامَیَانِیِرِ 'آَنَسَابِ' غَسْتِرِ اِسْکَنْدَرِ سَنْکَسَپِ. کِبُّو کَوَنِ کَوَنِ کَشْتِرِ اِسْتِدَرَّاکِ کَرَهَن. آَرَ اَرَتِی اِسْتِدَرَّاکِرِ اَسْتَرْبُکَنِ نَأْی. کَنَنَنَا اَنَسَابَوِ اَنُوْرَنِ بَرَنَنِ رَأَیَّهَ، تِنِی سِکَاَہِ نَنِ اَرَتِی کَثَارِ بَادِ. آَرَ اَرَتِی سَپَّتِ یَ، اِیُوْرَوَپِیِسِ سَنْکَرَنِ خَکِکَے اَرَتِی کَثَارِتِ بَادِ پَرِ گَھَے. (۵) یَدِیِوِ اَرَ بَرَنَاتِیِ اَرَتِی کَرَتِی یُکَرْتِ رَأَیِّیِرِ بَرَنَنِ خَکِکَے نِرَانِپَنِ لَاَبِ کَرِرِ تَخَاَپِ سِتَّوِ تِنِی وِ اِیَمَامِ تِرَمِیَّیِرِ مَاءِوِ بِقَلَّنَتِرِ کَرَتِ مُکَرْتِ نَأْی. کَارَنَغِ تَادَرِ اِیَمَامِ بَرَنَنِ مَاءِوِ بَرَنَنِ ۴۰۲ هِیْجِرِیِتِ اِیَمَامِ تِرَمِیَّیِرِ مَاءِوِ بَرَنَنِ ۲۷۶ هِیْجِرِیِ سَالِ، دُوِیْجَنِرِ مَاءِوِ بَرَنَنِ ۱۲۶ بَھَرِ. سُوتَرَاءِ دُوَیِ جَنَنِرِ مَاءِوِ دُوَیِ بَاِ تَتَوَدِیکِ بَرَاتِ رَأَیَّهَ.

دُبْتیَّہ: اَرَ بَرَنَارِ پُرَنَنِپِ اَرَتِی رَکَمِ یَ اِیَمَامِ یَاهَبَیِرِ غَسْتِ اَرَتِی شَدِ رَأَیَّهَ، 'یَارِ یَارِ اَرَتِی غَسْتِ بِدَیِمَانِ رَأَیَّهَ اَرَثَاءِ اَلِی-جَامِی یَنِ.

صحیح الترمذی / سہیہ تاریخ ترمذی - مختصر : جزء

তার ঘরে নাবী কথা বলছেন”। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিয়ীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ- যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ক্ষতিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুঘল্লিক এই দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিয়ীর জামি সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, এই কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব ‘জামি সহীহ’ সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিয়ী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিঞ্চ করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিঙ্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্঵াস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।” বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী- ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবায়াকে একত্রে সিহাহ সিন্তা বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিয়ীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পঙ্কতিগণ তা বর্ণনা

صحيح الترمذی / میرمیشی - پڑھا : ڈیم

করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। আল্লামা সুযৃতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবু দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে যঙ্গিফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঙ্গিফও বর্ণনা করেছেন। নাসাই তাদের একজন যারা যঙ্গিফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যে বলবো, আশা করি জামি তিরমিয়ীর হাদীসগুলোকে সহীহ থেকে যঙ্গিফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মায়াহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

“হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার
কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।”

আশ্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

লেখক মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ আলবানী আবু আব্দুর রহমান

সূচী পত্র

০ - كتاب الزكاة عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৫ : যাকাত

(১) باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكوة من التشديد অনুচ্ছেদ ১ : ১ ॥ যে সকল লোক যাকাত দিতে অসম্ভব সে সকল লোকের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর হঁশিয়ারি	৪৭
(২) باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك অনুচ্ছেদ ২ : ২ ॥ যখন তুমি যাকাত দিয়ে দিলে, তোমার উপর আরোপিত ফরয আদায় করলে	৪৯
(৩) باب ما جاء في زكاة الذهب، والورق অনুচ্ছেদ ৩ : ৩ ॥ সোনা-রূপার যাকাত প্রসঙ্গে	৫২
(৪) باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم অনুচ্ছেদ ৪ : ৪ ॥ উট ও ছাগল-ভেড়ার যাকাত প্রসঙ্গে	৫৩
(৫) باب ما جاء في زكاة البقر অনুচ্ছেদ ৫ : ৫ ॥ গরুর যাকাত আদায় প্রসঙ্গে	৫৫
(৬) باب ما جاء في كراهةيةأخذ خيار المال في الصدقة অনুচ্ছেদ ৬ : ৬ ॥ যাকাত হিসাবে উক্তম মাল নেয়া অপরাধ	৫৭
(৭) باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب অনুচ্ছেদ ৭ : ৭ ॥ কৃষিজাত ফসল, ফল ও শস্যের যাকাত আদায় প্রসঙ্গে	৫৮
(৮) باب ماء ليس في الخيل والرقيق صدقة অনুচ্ছেদ ৮ : ৮ ॥ ঘোড়া ও গোলামে কোন কাত আদায় করতে হবে না	৬০
(৯) باب ما جاء في زكاة العسل অনুচ্ছেদ ৯ : ৯ ॥ মধুতে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে	৬১
(১) باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول অনুচ্ছেদ ১০ : ১০ ॥ অর্জিত মালের ক্ষেত্রে বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না	৬২

١٢) باب ما جاء في زكاة الحلي	
انوچھد : ۱۲ ॥ الـکار و گھنـاپـدرـےـرـ یـاـکـاـتـ دـوـوـرـاـ ۴ـسـجـدـ	68
١٣) باب ما جاء في زكاة الخضراوات	
انوچھد : ۱۳ شـاـکـ سـجـیرـ یـاـکـاـتـ ۴ـسـجـدـ	66
١٤) باب ما جاء في الصدقة فيما يـسـقـىـ بالـأـنـهـارـ وـغـيـرـهـ	
انوچھد : ۱۴ ॥ نـدـیـ نـالـاـ ۴ـتـیـاـدـیـرـ پـانـیـرـ سـاـھـاـيـےـ ۴ـپـنـنـ	67
١٥) باب ما جاء أن العـجـمـاءـ جـرـحـهـ جـبـارـ وـفـيـ الرـكـازـ الـخـمـسـ	
انوچھد : ۱۵ ॥ پـشـرـ آـغـاـتـےـ دـوـوـرـ نـئـیـ اـبـنـ ۴ـرـیـکـاـیـےـ (ـعـنـدـمـ)	69
١٦) باب ما جاء في العـامـلـ عـلـىـ الصـدـقـةـ بـالـحـقـ	
انوچھد : ۱۶ ॥ نـیـاـیـ نـیـشـاـرـ سـاـخـےـ یـاـکـاـتـ آـدـاـیـکـارـیـ	90
١٧) باب ما جاء في المـعـتـدـیـ فـیـ الصـدـقـةـ	
انوچھد : ۱۷ ॥ یـاـکـاـتـ آـدـاـیـ سـیـمـاـ لـنـجـنـکـارـیـ	90
١٨) باب ما جاء في رضا المصدق	
انوچھد : ۱۸ ॥ یـاـکـاـتـ آـدـاـیـکـارـیـرـ سـبـلـیـتـ ۴ـبـیـانـ کـرـاـ	91
١٩) باب ما جاء من تحل له الزـكـاـةـ	
انوچھد : ۱۹ ॥ یـاـکـاـتـ آـدـاـیـ سـیـمـاـ لـنـجـنـکـارـیـ	92
٢٠) باب ما جاء من لا تحل له الصـدـقـةـ	
انوچھد : ۲۰ ॥ یـاـکـاـتـ آـدـاـیـکـارـیـرـ مـالـ بـیـدـ نـیـ	93
٢١) باب ما جاء من تحل له الصـدـقـةـ من الغـارـمـينـ وـغـيـرـهـ	
انوچھد : ۲۱ ॥ ۴ـخـنـجـرـنـ لـوـکـ اـبـنـ وـیـ سـبـ لـوـکـرـ	94
٢٢) باب ما جاء في كـراـهـيـ الصـدـقـةـ لـنـبـيـ ﷺـ وـأـهـلـ بـيـتـهـ وـمـوـالـيـهـ	
انوچھد : ۲۲ ॥ رـاـسـلـلـاـحـ سـاـلـلـاـحـ آـلـاـیـھـیـ وـیـاـسـاـلـلـاـمـرـ	95
٢٣) باب ما جاء في پـرـیـاـرـ پـرـیـجـنـدـرـ وـتـاـرـ دـاـسـ دـاـسـیـدـرـ سـاـدـکـاـ (ـیـاـکـاـتـ)	
انوچھد : ۲۳ ॥ رـاـسـلـلـاـحـ سـاـلـلـاـحـ آـلـاـیـھـیـ وـیـاـسـاـلـلـاـمـرـ	96

سہیل آف-ٹریلیشی - پڑتا : سید جوہر
صحیح البرمذی /

٢٦) باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة انوچھد : ۲۶ ॥ آجھیয়-স্বজনদের যাকাত দেয়া	৭৮
٢٨) باب ما جاء في فضل الصدقة انوچھد : ۲۸ ॥ দানের মর্যাদা	৭৯
٢٩) باب ما جاء في حق السائل انوچھد : ۲۹ ॥ সাহায্য প্রার্থনাকারীর অধিকার	৮০
٣٠) باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم انوچھد : ۳۰ ॥ তাদের মন জয়ের জন্য দান করা	৮১
٣١) باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته انوچھد : ۳۱ ॥ সাদকা দানকারীর পুনরায় দানকৃত বস্তুর উত্তরাধিকারী হওয়া	৮২
٣٢) باب ما جاء في كراهيّة العود في الصدقة انوچھد : ۳۲ ॥ দান-খায়রাত ফিরত নেয়া অতি নিন্দিত	৮৪
٣٣) باب ما جاء في الصدقة عن الميت انوچھد : ۳۳ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা	৮৪
٣٤) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها انوچھد : ۳۴ ॥ স্বামীর ঘর হতে স্ত্রীর কিছু দান করা	৮৫
٣٥) باب ما جاء في صدقة الفطر انوچھد : ۳۵ ॥ সাদাকাতুল ফিত্র (ফিত্রা)	৮৭
٣٦) باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة انوچھد : ۳۶ ॥ ঈদের নামাযের পূর্বে ফিত্রা আদায় করা	৯০
٣٧) باب ما جاء في تعجيل الزكاة انوچھد : ۳۷ ॥ অগ্রিম যাকাত আদায় করা	৯০
٣٨) باب ما جاء في النهي عن المسألة انوچھد : ۳۸ ॥ ভিক্ষা করা নিষেধ	৯২

۶۔ کتاب الصوم عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৬ : ৪ রোয়া

(۱) باب ما جاء في فضل شهر رمضان

অনুচ্ছেদ ৪ : ১ ॥ রামাযান মাসের ফাঈলাত _____

১৪

(۲) باب ما جاء لا تقدموا الشهـر بصـوم

অনুচ্ছেদ ৪ : ২ ॥ রামাযান মাস আসার পূর্বক্ষণে রোয়া পালন
করো না _____

১৬

(۳) باب ما جاء في كراهة صوم يوم الشك

অনুচ্ছেদ ৪ : ৩ ॥ سـدـهـهـيـعـكـ دـيـنـهـ رـوـيـاـ پـاـلـنـ كـرـاـ مـاـكـرـاـ _____

১৭

(۴) باب ما جاء في إحسـاء هـلـلـ شـعـبـانـ لـرمـضـانـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৪ ॥ রামাযান মাস নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শাবানের
চাঁদের গণনা _____

১৮

(۵) باب ما جاء أن الصـومـ لـرـؤـيـةـ الـهـلـالـ وـإـفـطـارـ لـهـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৫ ॥ চাঁদ দেখে রোয়া আরম্ভ করা এবং চাঁদ দেখে
রোয়া শেষ করা _____

১৯

(۶) باب ما جاء أن الشـهـرـ يـكـونـ تـسـعـاـ وـعـشـرـينـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৬ ॥ উন্ত্রিশ দিনেও একমাস পূর্ণ হয় _____

১০০

(۷) باب ما جاء شـهـرـ عـيـدـ لـيـنـقـصـانـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৮ ॥ ঈদের দুই মাস কর হয় না _____

১০১

(۸) باب ما جاء لـكـلـ أـهـلـ بـلـدـ رـوـيـتـهـمـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৯ ॥ প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চাঁদ
দেখাই ধর্তব্য হবে _____

১০২

(۹) باب ما جاء لـكـلـ أـهـلـ بـلـدـ رـوـيـتـهـمـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ১০ ॥ যে সব খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ইফতার করা
মুক্তাহাব _____

১০৪

(۱۰) باب ما جاء ما يـسـتـحـبـ عـلـيـهـ إـفـطـارـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ১১ ॥ যে সব খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ইফতার করা
মুক্তাহাব _____

১০৫

(۱۱) باب ما جاء الصـومـ يـوـمـ تصـوـمـونـ وـالـفـطـرـ يـوـمـ تـفـطـرـونـ

অনুচ্ছেদ ৪ : ১২ ॥ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয়হা সম্প্রিলিতভাবে
পালন করা _____

১০৬

(۱۲) باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفتر الصائم অনুচ্ছেদ : ۱۲ ॥ যখন রাত আসে এবং দিন চলে যায় তখন রোয়াদার ইফতার করবে	১০৫
(۱۳) باب ما جاء في تعجيل الإفطار, অনুচ্ছেদ : ۱۳ ॥ বিলম্ব না করে ইফতার করা	১০৬
(۱۴) باب ما جاء في تأخير السحور অনুচ্ছেদ : ۱۴ ॥ বিলম্ব করে সাহুরী খাওয়া	১০৮
(۱۵) باب ما جاء في بيان الفجر অনুচ্ছেদ : ۱۵ ॥ ফজরের (সুবহি সাদিকের) বর্ণনা	১০৯
(۱۶) باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم অনুচ্ছেদ : ۱۶ ॥ রোয়া থাকা অবস্থায় গীবাত করা প্রসঙ্গে কঠোর হঁশিয়ারি	১১০
(۱۷) باب ما جاء في فضل السحور অনুচ্ছেদ : ۱۷ ॥ সাহুরী খাওয়ার ফায়লাত	১১১
(۱۸) باب ما جاء في كرامية الصوم في السفر অনুচ্ছেদ : ۱۸ ॥ সফরে থাকাবস্থায় রোয়া পালন করা মাকরহ	১১২
(۱۹) باب ما جاء في الرخصة في السفر অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ সফরে রোয়া পালনের অনুমতি প্রসঙ্গে	১১৪
(۲۱) باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبل، والمرضع অনুচ্ছেদ : ۲۱ ॥ গর্ভবতী নারী ও দুঃখদানকারিণী মায়ের জন্য রোয়া ভঙ্গের অনুমতি আছে	১১৬
(۲۲) باب ما جاء في الصوم عن الميت অনুচ্ছেদ : ۲۲ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোয়া আদায় করা	১১৭
(۲۵) باب ما جاء في من استقاء عمدا অনুচ্ছেদ : ۲۵ ॥ যে লোক (রোয়া থাকাবস্থায়) ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ষি করে	১১৯
(۲۶) باب ما جاء في الصائم يأكل، أو يشرب ناسيا অনুচ্ছেদ : ۲۶ ॥ রোয়াদার ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু পানাহার করলে	১২০

সহীহ আর-তিরমিয়ি - মৃষ্টা : বিধি

(২৮) باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان	
অনুচ্ছেদ : ২৮ ॥ রামাযানের রোয়া ভঙ্গের কাফ্ফারা	১২১
(২৯) باب ما جاء في القبلة للصائم	
অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় (ক্রীকে) চুম্ব দেয়া	১২৪
(৩০) باب ما جاء في مبادرة الصائم	
অনুচ্ছেদ : ৩২ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন	১২৫
(৩১) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعرم من الليل	
অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ রাত থাকাবস্থায় সংকল্প (নিয়্যাত) না করলে রোয়া হয় না	১২৬
(৩২) باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع	
অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ নফল রোয়া ভঙ্গে ফেলা প্রসঙ্গে	১২৭
(৩৩) باب صيام المتطوع بغير تبييت	
অনুচ্ছেদ : ৩৫ ॥ রাত্রি চলে যাওয়ার পর নফল রোয়া রাখা	১২৯
(৩৪) باب ما جاء في وصال شعبان برمضان	
অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ শা'বানকে রামাযানের সাথে মিলানো	১৩০
(৩৫) باب ما جاء في كراهيّة الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان	
অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ রামাযান মাসের সম্মানার্থে শা'বান মাসের শেষ অর্ধেকে রোয়া পালন করা মাকরহ	১৩২
(৩৬) باب ما جاء في صوم المحرم	
অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ মুহার্রামের রোয়া	১৩৩
(৩৭) باب ما جاء في صوم يوم الجمعة	
অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ জুমু'আর দিন রোয়া পালন প্রসঙ্গে	১৩৩
(৩৮) باب ما جاء في كراهيّة صوم يوم الجمعة وجده	
অনুচ্ছেদ : ৪২ ॥ শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোয়া পালন করা মাকরহ	১৩৪
(৩৯) باب ما جاء في صوم يوم السبت	
অনুচ্ছেদ : ৪৩ ॥ শনিবারের রোয়া পালন প্রসঙ্গে	১৩৫

سہیح احادیث ترمذی - دوست احمد علی

- (٤٤) باب ما جاء في صوم يوم الاثنين، والخميس
انوچد : ٨٨ ॥ سومبار و بحسب ترتیب رؤایا پالن پرسنے — ١٣٦
- (٤٦) باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة
انوچد : ٨٦ ॥ آرافقاً روز رؤایا پالنے کی فوائد — ١٣٧
- (٤٧) باب كراهيّه صوم يوم عرفة بعرفة
انوچد : ٨٧ ॥ آرافقاً موقتاً قبل عرفة سوچنے کی فوائد — ١٣٨
- (٤٨) باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء
انوچد : ٨٨ ॥ آشُوراً روز رؤایا پالنے کی فوائد — ١٤٠
- (٤٩) باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء
انوچد : ٨٩ ॥ آشُوراً روز رؤایا پالن نہ کرنا سوچنے — ١٤١
- (٥٠) باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو
انوچد : ٥٠ ॥ کونٹی آشُوراً روز — ١٤٢
- (٥١) باب ما جاء في صيام العشر
انوچد : ٥١ ॥ يولھنجا ماں سے (پرتو) دش روز رؤایا پالن پرسنے — ١٤٣
- (٥٢) باب ما جاء في العمل في أيام العشر
انوچد : ٥٢ ॥ يولھنجا ماں سے دش روز رؤایا کی فوائد — ١٤٤
- (٥٣) باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال
انوچد : ٥٣ ॥ شوال ماں سے چھ دش روز رؤایا پالن کرنا — ١٤٥
- (٥٤) باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر
انوچد : ٥٤ ॥ اگر ماں تین دش روز رؤایا پالن کرنا — ١٤٦
- (٥٥) باب ما جاء في فضل الصوم
انوچد : ٥٥ ॥ رؤایا پالنے کی فوائد — ١٤٩
- (٥٦) باب ما جاء في صوم الدهر
انوچد : ٥٦ ॥ سارا بছر رؤایا پالن کرنا پرسنے — ١٥١

(٥٧) باب ما جاء في سرد الصوم

অনুচ্ছেদ : ৫৭ ॥ অব্যাহতভাবে রোয়া পালন করা ————— ১৫২

(٥٨) باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر، والنحر

অনুচ্ছেদ : ৫৮ ॥ দুই ঈদের দিন রোয়া পালন করা মাকরহ ————— ১৫৪

(٥٩) باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

অনুচ্ছেদ : ৫৯ ॥ আইয়ামে তাশ্রীক-এ রোয়া পালন করা

মাকরহ ————— ১৫৬

(٦٠) باب كراهية الحجامة للصائم

অনুচ্ছেদ : ৬০ ॥ রোয়া থাকা অবস্থায় রক্ষণ করানো ————— ১৫৭

(٦١) باب ما جاء من الرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ : ৬১ ॥ এই বিষয়ে (রক্ষণের) অনুমতি প্রসঙ্গে ————— ১৫৯

(٦٢) باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم

অনুচ্ছেদ : ৬২ ॥ সাওয়ে বিসাল মাকরহ ————— ১৬০

(٦٣) باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر، وهو يريد الصوم

অনুচ্ছেদ : ৬৩ ॥ রোয়া পালন করতে ইচ্ছা পোষণকারীর নাপাক

অবস্থায় ফজর হওয়া ————— ১৬১

(٦٤) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة

অনুচ্ছেদ : ৬৪ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় দাওয়াত গ্রহণ করা ————— ১৬২

(٦٥) باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

অনুচ্ছেদ : ৬৫ ॥ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর (নফল) রোয়া

আদায় করা মাকরহ ————— ১৬৩

(٦٦) باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان

অনুচ্ছেদ : ৬৬ ॥ রামাযানের রোয়ার কায়া আদায়ের ক্ষেত্রে

বিলম্ব করা প্রসঙ্গে ————— ১৬৪

(٦٨) باب ما جاء في قضاء الحاجض الصيام دون الصلاة

অনুচ্ছেদ : ৬৮ ॥ ঋতুবর্তী মহিলার রোয়া কায়া করা ও নামায

কায়া না করা প্রসঙ্গে ————— ১৬৪

سہیہ آدھ-تیرمذی- دُستہ: تہذیب
صحیح الترمذی /

٦٩) باب ما جاء في كراهة مبالغة الاستنشاق للصائم	باب ما جاء في الاعتكاف	١٦٥
انुচ্ছেদ : ٦٩ ॥ رؤيadaরের নাকের ভিতরে পানি পৌছানো মাকরহ ——————	انुচ্ছেদ : ٧١ ॥ ইতিকাফের বর্ণনা ——————	١٦٦
٧١) باب ما جاء في الاعتكاف	باب ما جاء في ليلة القدر	١٦٧
انुচ্ছেদ : ٧١ ॥ ইতিকাফের বর্ণনা ——————	انुচ্ছেদ : ٧٢ ॥ لাইলাতুল কাদর (কাদরের রাত্রি) ——————	١٦٨
٧٢) باب ما جاء في ليلة القدر	باب منه	١٦٩
انुচ্ছেদ : ٧٣ ॥ (لাইলাতুল কাদর সম্পর্কেই) ——————	انुচ্ছেদ : ٧٣ ॥ (লাইলাতুল কাদর সম্পর্কেই) ——————	١٧٠
٧٣) باب ما جاء في الصوم في الشتاء	باب ما جاء في الصوم في الشتاء	١٧١
انुচ্ছেদ : ٧٤ ॥ شীতকালের রোয়া ——————	انुচ্ছেদ : ٧٤ ॥ শীতকালের রোয়া ——————	١٧١
٧٤) باب ما جاء (وعلى الذين يطيفونه)	باب من أكل ثم خرج يريد سفرا	١٧٢
انुচ্ছেদ : ٧٥ ॥ "যেসব লোক রোয়া আদায়ের সমর্থ হয়েও..." এসঙ্গে ——————	انुচ্ছেদ : ٧٥ ॥ খাবারের পর কোন লোক সফরের উদ্দেশ্য বের হলে ——————	١٧٢
٧٥) باب ما جاء في الفطر، والأضحي متى يكون	باب من أكل ثم خرج يريد سفرا	١٧٣
انुচ্ছেদ : ٧٦ ॥ খাবারের পর কোন লোক সফরের উদ্দেশ্য বের হলে ——————	انुচ্ছেদ : ٧٦ ॥ কোন সময়ে ঈদুল ফিতر و�idুল আয়হা হয় ——————	١٧٣
٧٦) باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه	باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه	١٧٤
انुচ্ছেদ : ٧٧ ॥ ইতিকাফ ভঙ্গ করার পর পুনরায় ইতিকাফ করা ——————	انुচ্ছেদ : ٧٧ ॥ ইতিকাফ ভঙ্গ করার পর পুনরায় ইতিকাফ করা ——————	١٧٤
٧٧) باب المعنك يخرج لحاجته ألم؟	باب المعنك يخرج لحاجته ألم؟	١٧٥
انुচ্ছেদ : ٧٨ ॥ প্রয়োজনবোধে ইতিকাফকারী দের হতে পারে কি না؟ ——————	انुচ্ছেদ : ٧٨ ॥ প্রয়োজনবোধে ইতিকাফকারী দের হতে পারে কি না؟ ——————	١٧٥
٧٨) باب ما جاء في قيام شهر رمضان	باب ما جاء في قيام شهر رمضان	١٧٦
انुচ্ছেদ : ٧٩ ॥ রামায়ান মাসের কিয়াম (রাত্রের ইবাদাত) ——————	انुচ্ছেদ : ٧٩ ॥ রামায়ান মাসের কিয়াম (রাত্রের ইবাদাত) ——————	١٧٦

সংক্ষিপ্ত আত-তিরমিথী - পৃষ্ঠা : চারিশ

- (৮২) باب ما جاء في فضل من فطر صائم
অনুচ্ছেদ ৪ ৮২ ॥ রোয়াদারকে ইফতার করানোর ফায়লাত ————— ১৮০
- (৮৩) باب الترغيب في قيام رمضان، وما جاء فيه من الفضل
অনুচ্ছেদ ৪ ৮৩ ॥ রামায়ান মাসে (রাত্রের ইবাদাত) দণ্ডায়মান
হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং এর ফায়লাত ————— ১৮১
- ৭-كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم**
عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ৭ : হাজ্জ
- (১) باب ما جاء في حرم مكة
অনুচ্ছেদ ১ ॥ মক্কা মুকার্রমার মর্যাদা প্রসঙ্গে ————— ১৮৩
- (২) باب ما جاء في ثواب الحج، وال عمرة
অনুচ্ছেদ ২ ॥ হাজ্জ ও উমরা আদায়ের সাওয়াব প্রসঙ্গে ————— ১৮৫
- (৩) - باب ما جاء : كم حج النبي ﷺ ؟
অনুচ্ছেদ ৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কতবার হাজ্জ করেছেন? ————— ১৮৬
- (৪) باب ما جاء : كم اعتمر النبي ﷺ ؟
অনুচ্ছেদ ৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কতবার উমরা করেছেন? ————— ১৮৮
- (৫) باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي ﷺ ؟
অনুচ্ছেদ ৮ ॥ কোনু জায়গা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছেন? ————— ১৮৯
- (৬) باب ما جاء في الجمع بين الحج، وال عمرة
অনুচ্ছেদ ১১ ॥ হাজ্জ ও উমরা দুটি একসাথে আদায় করা ————— ১৯১
- (৭) باب ما جاء في التلبية
অনুচ্ছেদ ১৩ ॥ তালবিয়া পাঠ করা ————— ১৯১
- (৮) باب ما جاء في فضل التلبية، والنحر
অনুচ্ছেদ ১৪ ॥ তালবিয়া ও কুরবানীর ফায়লাত ————— ১৯৩

(١٥) باب ما جاء في رفع الصوت بالتبليغ	195
অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ	
(١٦) باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام	196
অনুচ্ছেদ : ১৬ ॥ ইহুরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা	
(١٧) باب ما جاء في موقتة الإحرام لأهل الأفاق	197
অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ বিভিন্ন এলাকার লোকদের ইহুরাম বাঁধার জায়গা (মীকাত)	
(١٨) باب ما جاء فيما لا يجوز للمرء لبسه	198
অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ যে ধরণের পোশাক পরা ইহুরামধারী লোকের জন্য বৈধ নয়	
(١٩) باب ما جاء في لبس السراويل، والخففين للمرء إذالم يجد الإزار، والنعلين	199
অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি ও জুতা জোগাড় করতে না পারলে পাজামা ও মোজা পরতে পারে	
(٢٠) باب ما جاء في الذي يحرم، وعليه قميص، أو جبة	200
অনুচ্ছেদ : ২০ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির পরনে জামা বা জুবরা থাকলে	
(٢١) باب ما يقتل المرء من الدواب	201
অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তি যে প্রাণী হত্যা করতে পারে —	
(٢٢) باب ما جاء في الحجامة للمرء	201
অনুচ্ছেদ : ২২ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির রক্তক্ষরণ করানো —	
(٢٣) باب ما جاء في كراهيّة تزويج المرء	202
অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ ইহুরামধারী লোকের বিয়ে করানো মাকরহ —	
(٢٤) باب ما جاء في الرخصة في ذلك	203
অনুচ্ছেদ : ২৪ ॥ ইহুরাম পরিহিত অবস্থায় বিয়ের অনুমতি অসঙ্গে —	
(٢٥) باب ما جاء في أكل الصيد للمرء	204
অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির শিকারের গোশ্চত খাওয়া অসঙ্গে —	

সহীহ আর-তিরিয়াই-দৃষ্টা : হামিদ
صحیح الترمذی / مصحح الترمذی

- (۲۶) باب ما جاء في كراهة لحم الصيد للحرم
অনুচ্ছেদ ৪ : ۲۶ ॥ মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া
মাকরত —————— ২০৬
- (۲۷) باب ما جاء في الضبع يصيبيها المحرم
অনুচ্ছেদ ৪ : ۲۸ ॥ মুহরিমের জন্য ভূল্লোক শিকার করা —————— ২০৭
- (۲۸) باب ما جاء في دخول النبي ﷺ مكة من أعمالها، وخروجه
من أسفلها
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۰ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উচ্চভূমি দিয়ে মকাব প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের
হতেন —————— ২০৮
- (۲۹) باب ما جاء في دخول النبي ﷺ مكة نهارا
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۱ ॥ দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের মকাব আগমন —————— ২০৯
- (۳۰) باب ما جاء كيف الطواف؟
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۳ ॥ তাওয়াف আদায়ের নিয়ম-কানুন —————— ২০৯
- (۳۱) باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۴ ॥ হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ
পর্যন্ত দ্রুত প্রদক্ষিণ করা —————— ২১০
- (۳۲) باب ما جاء في استلام الحجر، والركن اليماني دون ما سوا
إهمالا
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۵ ॥ শুধু হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী
চূর্ণন করা —————— ২১১
- (۳۳) باب ما جاء أن النبي ﷺ طاف مضطربا
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۶ ॥ ইয়তিবা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেছেন —————— ২১২
- (۳۴) باب ما جاء في تقبيل الحجر
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۷ ॥ হাজরে আসওয়াদে চূর্ণন দেওয়া —————— ২১৩
- (۳۵) باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة
অনুচ্ছেদ ৪ : ۳۸ ॥ মারওয়ার আগে সাফা হতে সাই শুরু করতে
হবে —————— ২১৪

সহিত্য-তিমিহী- দৃষ্টা : সাজে

٤٠) باب ما جاء في الطواف راكبا অনুচ্ছেদ ৪ ৪০ ॥ آراؤهی اب‌سْتَانِ تا‌ওয়াفَ کرା	২১৭
٤١) باب ما جاء في فضل الطواف অনুচ্ছেদ ৪ ৪১ ॥ تا‌ওয়াفَرِ فَضْلَ الطَّوَافِ	২১৮
٤٢) باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف অনুচ্ছেদ ৪ ৪২ ॥ آسَرَ وَ فَجَرَرِ الْمَرْءُ وَ تَأْوِيلَهُ فَكَثُرَ تا‌ওয়াفের নামায আছে	২১৯
٤٣) باب ما يقرأ في ركعتي الطواف অনুচ্ছেদ ৪ ৪৩ ॥ تا‌ওয়াفَرِ دُوِعَى رَاكِ'আতَ نَامَاءِ الرَّكْعَيْنِ	২২০
٤٤) باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا অনুচ্ছেদ ৪ ৪৪ ॥ عَلَى تَأْوِيلِهِ تَأْوِيلَ حَرَامِ	২২১
٤٥) باب ما جاء في الصلاة في الكعبة অনুচ্ছেদ ৪ ৪৫ ॥ كَأَبَارَ أَبْلَغَتِهِ نَامَاءِ آدَمَ	২২২
٤٦) باب ما جاء في كسر الكعبة অনুচ্ছেদ ৪ ৪৬ ॥ (নির্মাণকল্প) كَأَبَارَ أَبْلَغَتِهِ نَامَاءِ آدَمَ	২২৩
٤٧) باب ما جاء في الصلاة في الحجر অনুচ্ছেদ ৪ ৪৭ ॥ هَاجَرَ نَامَاءِ آدَمَ	২২৪
٤٨) باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام অনুচ্ছেদ ৪ ৪৮ ॥ هَاجَرَ نَامَاءِ آدَمَ	২২৫
٤٩) باب ما جاء في تفضيل الحجر الأسود والركن والمقام অনুচ্ছেদ ৪ ৪৯ ॥ هَاجَرَ آسَادَ وَ مَاقَمَ	২২৬
٥٠) باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها অনুচ্ছেদ ৪ ৫০ ॥ مِنَالَّا	২২৭
٥١) باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى অনুচ্ছেদ ৪ ৫১ ॥ مِنَالَّا	২২৮

সংগীত আও-তিখানি-সৃষ্টি : আঠাশ
صحیح الترمذی / محدثیہ

٥٢) باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها অনুচ্ছেদ ৪ ৫৩ ॥ آرাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা	— ২২৯
٥٤) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. অনুচ্ছেদ ৪ ৫৪ ॥ সম্পূর্ণ আরাফাতই অবস্থান স্থল	— ২৩০
٥٥) باب ما جاء في الإفاضة من عرفات অনুচ্ছেদ ৪ ৫৫ ॥ آরাফাতের ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন	— ২৩৩
٥٦) باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة অনুচ্ছেদ ৪ ৫৬ ॥ মাগরিব ও এশা একসাথে মুয়দালিফাতে আদায় করা	— ২৩৪
٥٧) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، فقد أدرك الحج অনুচ্ছেদ ৪ ৫৭ ॥ মুয়দালিফায় যে লোক ইমামকে পেল সে লোক হাজ্জ পেয়ে গেল	— ২৩৬
٥٨) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل অনুচ্ছেদ ৪ ৫৮ ॥ রাতেই দুর্বল লোকদের মুয়দালিফা হতে (মিনায়) পাঠানো	— ২৩৯
٥٩) باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى অনুচ্ছেদ ৪ ৫৯ ॥ কুরবানীর দিন সকাল বেলা কংকর মারা	— ২৪১
٦٠) باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس অনুচ্ছেদ ৪ ৬০ ॥ সূর্য উঠার আগেই মুয়দালিফা হতে (মিনার উদ্দেশ্যে) রাওয়ানা হওয়া	— ২৪১
٦١) باب ما جاء أن الجمار التي يرمي بها مثل حصى الخذف অনুচ্ছেদ ৪ ৬১ ॥ ছোট নুড়ি পাথর নিষ্কেপ (রমী) করতে হবে	— ২৪৩
٦٢) باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس অনুচ্ছেদ ৪ ৬২ ॥ সূর্য চলে পড়ার পর রমী (কংকর নিষ্কেপ) করা	— ২৪৩
٦٣) باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً অনুচ্ছেদ ৪ ৬৩ ॥ আরোহী বা হাঁটা অবস্থায় রমী করা	— ২৪৪
٦٤) باب ما جاء كيف ترمي الجمار অনুচ্ছেদ ৪ ৬৪ ॥ জামরায় কিভাবে কংকর মারতে হবে	— ২৪৫

سہیت آدیٰ ترمیمی - پڑھتے : عالمیہ
صحیح الفرمدی

- (۶۵) باب ما جاء في كراهة طرد الناس عند رمي الجمار
অনুচ্ছেদ ৪ ৬৫ ॥ জামরায় কংকর মারার সময় লোকদের
হাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়া নিষেধ ————— ২৪৭
- (۶۶) باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة
অনুচ্ছেদ ৪ ৬৬ ॥ উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া প্রসঙ্গে ————— ২৪৭
- (۶۷) باب ما جاء في إشعار البدن
অনুচ্ছেদ ৪ ৬৭ ॥ (হারাম শারীক এলাকায় কুরবানীর জন্য
পাঠানো) উটে চিহ্ন লাগানো ————— ২৪৯
- (۶۹) باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم
অনুচ্ছেদ ৪ ৬৯ ॥ কুরবানীর পশুর গলাতে মুকীমের জন্য মালা
পরানো ————— ২৫০
- (۷۰) باب ما جاء في تقليد الغنم
অনুচ্ছেদ ৪ ৭০ ॥ কুরবানীর মেষ-বকরীর গলায় মালা পরানো ————— ২৫১
- (۷۱) باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به
অনুচ্ছেদ ৪ ৭১ ॥ কুরবানীর পশু পথ চলতে না পারলে যা করতে
হবে ————— ২৫২
- (۷۲) باب ما جاء في ركوب البدنة
অনুচ্ছেদ ৪ ৭২ ॥ কুরবানীর উটে আরোহণ করা ————— ২৫৩
- (۷۳) باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق
অনুচ্ছেদ ৪ ৭৩ ॥ মাথার কোনু পাশ দিয়ে চুল মুড়ানো শুরু
করবে ————— ২৫৪
- (۷۴) باب ما جاء في الحلق والتقصير
অনুচ্ছেদ ৪ ৭৪ ॥ চুল কেটে ফেলা অথবা ছেটে ফেলা ————— ২৫৪
- (۷۶) باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي
অনুচ্ছেদ ৪ ৭৬ ॥ কুরবানীর পূর্বে মাথা মুশল বা কংকর মারার
পূর্বে কুরবানী করে ফেললে ————— ২৫৫
- (۷۷) باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة
অনুচ্ছেদ ৪ ৭৭ ॥ তাওয়াকে যিয়ারাতের পূর্বে ইহুরামগুজ
হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার ————— ২৫৬

صحیح البرمذی / جلد آنحضرتی - پختا : تحریر

(٧٨) باب ما جاء متى تقطع القلبية في الحج
انواعه : ٧٨ ॥ کখন হতে হাজে তালিবিয়া পাঠ বক্স করা
হবে —————— ২৫৭

(٨١) باب ما جاء في نزول الأبطح
انواعه : ٨١ ॥ آবاتাহ نامک جায়গায় অবতরণ করা —————— ২৫৮

(٨٢) باب من نزل الأبطح
انواعه : ٨٢ ॥ يে ب্যক্তি آবاتাহ نامک جায়গায় অবতরণ
করেছেন —————— ২৫৯

(٨٣) باب ما جاء في حج الصبي
انواعه : ٨٣ ॥ شিশদের হাজে —————— ২৬০

(٨٥) باب ما جاء في الحج عن الشيئ الكبير والصغير
انواعه : ٨٥ ॥ اতি بُرْد و مُرْت ب্যক্তির পক্ষে হাজে آدায়
করা —————— ২৬২

(٨٦) باب ما جاء في الحج عن الشيئ الكبير والصغير
انواعه : ٨٦ ॥ (مُرْت ب্যক্তির পক্ষে হাজে آدায় করা) —————— ২৬৩

(٨٧) باب منه
انواعه : ٨٧ ॥ (অন্যের পক্ষে হতে উমরা آدায় করা) —————— ২৬৪

(٨٩) باب منه
انواعه : ٨٩ ॥ (উমরা آدায় ওয়াজিব কি না) —————— ২৬৫

(٩٠) باب ما ذكر في فضل العمرة
انواعه : ٩٠ ॥ উমরার ফাযলাত —————— ২৬৬

(٩١) باب ما جاء في العمرة من التعليم
انواعه : ٩١ ॥ تানسم হতে উমরাহ করা —————— ২৬৬

(٩٢) باب ما جاء في العمرة من الجعرانة
انواعه : ٩٢ ॥ জিরামা হতে উমরা করা —————— ২৬৭

(٩٣) باب ما جاء في عمرة رجب
انواعه : ٩٣ ॥ رجب মাসের উমরাহ —————— ২৬৮

(٩٤) باب ما جاء في عمرة ذي القعدة
انواعه : ٩٤ ॥ যুলকাদা মাসের উমরাহ —————— ২৬৯

(٩٥) باب ما جاء في عمرة رمضان

অনুচ্ছেদ : ৯৫ ॥ রামাযান মাসের উমরা — ২৭০

(٩٦) باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج

অনুচ্ছেদ : ৯৬ ॥ হাজের ইহুরাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তির
শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁজা হয়ে গেলে — ২৭১

(٩٧) باب ما جاء في الاشتراط في الحج

অনুচ্ছেদ : ৯৭ ॥ হাজের মধ্যে শর্ত আরোপ করা — ২৭২

(٩٨) باب منه

অনুচ্ছেদ : ৯৮ ॥ (যারা হাজের মধ্যে শর্তারোপ করা বৈধ মনে
করেন না) — ২৭৩

(٩٩) باب ما جاء في المرأة تحيسن بعد الإفاضة

অনুচ্ছেদ : ৯৯ ॥ কোন মহিলার তাওয়াক্ফে যিয়ারাত শেষে
মাসিক ঝুতু হলে — ২৭৪

(١٠٠) باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسب

অনুচ্ছেদ : ১০০ ॥ হাজের কোন কোন অনুষ্ঠান ঝুতুবতী মহিলা
পালন করবেঁ — ২৭৫

(١٠٢) باب ما جاء أن القارئ يطوف طوافاً واحداً

অনুচ্ছেদ : ১০২ ॥ হাজ ও উমরার জন্য কিরান হাজকারী এক
তাওয়াক্ফই করবে — ২৭৭

(١٠٣) باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة

অনুচ্ছেদ : ১০৩ ॥ মুহাজিরগণ মিনা হতে ফেরার পর মুক্তাতে
তিন দিন থাকবে — ২৭৮

(١٠٤) باب ما جاء أ يقول عند القبول من الحج ، لعمره

অনুচ্ছেদ : ১০৪ ॥ হাজ ও উমরা শেষে কে সময় যা বলবে — ২৭৯

(١٠٥) باب ما جاء في المحرم يومت في إحرامه

অনুচ্ছেদ : ১০৫ ॥ ইহুরামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে — ২৮০

(١٠٦) باب ما جاء في المحرم يشكتي عينه، فيضمدها بالصبر

অনুচ্ছেদ : ১০৬ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির চক্ষু উঠলে তাতে
মৃত্যুমারীর রস দেয়া — ২৮১

(১০৭) باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه
অনুচ্ছেদ ৪ ১০৭ ॥ ইহুরামে থাকাবস্থায় মাথা মুণ্ডন করলে কী
করতে হবে? —————— ২৮২

(১০৮) باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً، ويندعوا يوماً
অনুচ্ছেদ ৪ ১০৮ ॥ রাখালদের জন্য একদিন কংকর মেরে
অপরদিনে তা বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে —————— ২৮৩

(১০৯) باب ما جاء في يوم الحج الأكبر
অনুচ্ছেদ ৪ ১১০ ॥ হাজের বড় (মহিমাবিত) দিন প্রসঙ্গে —————— ২৮৫

(১১০) باب ما جاء في استسلام الركين
অনুচ্ছেদ ৪ ১১১ ॥ দুই ঝুকন (হাজরে আসওয়াদ ও ঝুকনে
ইয়ামানী) স্পর্শ করা —————— ২৮৬

(১১১) باب ما جاء في الكلام في الطواف
অনুচ্ছেদ ৪ ১১২ ॥ তাওয়াফকালে কথাবার্তা বলা —————— ২৮৮

(১১২) باب ما جاء في الحجر الأسود
অনুচ্ছেদ ৪ ১১৩ ॥ হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে —————— ২৮৯

(১১৩) باب ما جاء في ثواب المريض
অনুচ্ছেদ ৪ ১১৫ ॥ (যমযমের পানি বহন করা প্রসঙ্গে) —————— ২৮৯
অনুচ্ছেদ ৪ ১১৬ ॥ (৮ই জিলহাজ্জ মিনায় জুহরের নামায পড়া
প্রসঙ্গে) —————— ২৯০

٨ - كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الجنائز

عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৮ ৪ জানায়

(১) باب ما جاء في ثواب المريض
অনুচ্ছেদ ৪ ১ ॥ রোগভোগের সাওয়াব —————— ২৯২

(২) باب ما جاء في عيادة المريض
অনুচ্ছেদ ৪ ২ ॥ ঝুঁতু ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া —————— ২৯৩

(৩) باب ما جاء في النهي عن التمني للموت
অনুচ্ছেদ ৪ ৩ ॥ মৃত্যু কামনা করা নিষেধ —————— ২৯৪

٤) باب ما جاء في التعوذ للمريض

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ বাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগীর জন্য (আল্লাহ
তা'আলার) আশ্রয় প্রার্থনা করা —————— ২৯৮

٥) باب ما جاء في الحث على الوصية

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ ওয়াসিয়াতের জন্য উৎসাহ দেওয়া —————— ৩০০

٦) باب ما جاء في الوصية بالثلث والرابع

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ এক-ত্রৈয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদের
ওয়াসিয়াত করা —————— ৩০০

٧) باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت، والدعاء له عند

অনুচ্ছেদ : ৭ ॥ অন্তিম সময়ের লোককে তালকীন দেয়া এবং
তার জন্য দু'আ করা —————— ৩০২

٨) باب ما جاء في التشديد عند الموت

অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গে —————— ৩০৪

٩) باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ মুমিনদের মৃত্যুর সময় কপাল ঘামে —————— ৩০৪

١١) باب

অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ (মৃত্যুর সময় আল্লাহর নিকট কল্যাণের আশা
করা) —————— ৩০৫

١٢) باب ما جاء في كراهيّة النعي

অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ মৃত্যুসংবাদ ফলাও করে প্রচার করা মাকরাহ —————— ৩০৬

١٣) باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى

অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করা —————— ৩০৭

١٤) باب ما جاء في تقبيل الميت

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ মৃত লোককে ছুমা দেয়া —————— ৩০৮

١৫) باب ما جاء في غسل الميت

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ লাশের গোসল দেয়া —————— ৩০৮

١٦) باب في ما جاء في المسک للنبي

অনুচ্ছেদ : ১৬ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কস্তুরি ব্যবহার করা —————— ৩১০

سہیح تاریخ ترمذی - پختا : سُنْدِیْخ / صحيح الترمذی

(۱۷) باب ما جاء في الغسل من غسل الميت

অনুচ্ছেদ : ۱۷ ॥ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল
করা

৩১২

(۱۸) باب ما يستحب من الأكفان

অনুচ্ছেদ : ۱۸ ॥ কাফনের জন্য যেরূপ কাপড় উত্তম

৩১৩

(۱۹) باب منه

অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ (উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া)

৩১৩

(۲۰) باب ما جاء في كفن النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ : ۲۰ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
কি পরিমাণ কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল?

৩১৪

(۲۱) باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت

অনুচ্ছেদ : ۲۱ ॥ মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য খাবার
তৈরী করে পাঠানো

৩১৫

(۲۲) باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند
المصيبة

অনুচ্ছেদ : ۲۲ ॥ বিপদের সময় কপালে হাত চাপড়ানো ও
জামার বুক ছেড়া নিষেধ

৩১৭

(۲۳) باب ما جاء في كراهة النوح

অনুচ্ছেদ : ۲۳ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা মাকরহ

৩১৭

(۲۴) باب ما جاء في كراهة البكاء على الميت

অনুচ্ছেদ : ۲۴ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা মাকরহ

৩১৯

(۲۵) باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

অনুচ্ছেদ : ۲۵ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি

৩২০

(۲۶) باب ما جاء في المشي أمام الجنائز

অনুচ্ছেদ : ۲۶ ॥ জানায়ার (লাশের) আগে আগে চলা

৩২৩

(۲۹) باب ما جاء في الرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ : ۲۹ ॥ জানায়ায সাওয়ার হয়ে যাওয়ার অনুমতি
প্রসঙ্গে

৩২৬

(٣٠) باب ما جاء في الإسراع بالجنازة

অনুচ্ছেদ : ৩০ ॥ জানায়া (লাশ) নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে
যাওয়া ————— ৩২৭

(٣١) باب ما جاء في قتلى أحد، وذكر حمزة

অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ও হাময়া (রাঃ) প্রসঙ্গে
আলোচনা ————— ৩২৮

(٣٢) باب

অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মৃত্যুর স্থান ও দাফনের স্থান) ————— ৩৩০

(٣٤) باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع

অনুচ্ছেধ : ৩৫ ॥ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পূর্বে বসা ————— ৩৩১

(٣٥) باب فضل المصيبة إذا احتسب

অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ বিপদের মাঝে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরার
ক্ষয়ীলাত ————— ৩৩২

(٣٧) باب ما جاء في التكبير على الجنازة

অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ জানায়ার নামাযের তাকবীর ————— ৩৩৩

(٣٨) باب ما يقول في الصلاة على الميت

অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ জানায়ার নামাযের দু'আ ————— ৩৩৫

(٣٩) باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

অনুচ্ছেদ : ৩৯ ॥ জানায়ার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ ————— ৩৩৭

(٤٠) باب ما جاء في الصلاة على الجنازة، والشفاعة للميت

অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ জানায়ার নামাযের ধরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য
সুপারিশ ————— ৩৩৮

(٤١) باب ما جاء في كراهيّة الصلاة على الجنازة عند طلوع
الشمس وعند غروبها

অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ সূর্য উদয় ও অন্ত যাওয়ার সময় জানায়ার
নামায আদায় করা মাকরহ ————— ৩৪০

(٤٢) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال

অনুচ্ছেদ : ৪২ ॥ শিশুদের জন্য জানায়ার নামায আদায় করা ————— ৩৪১

سہیل آٹھ-تیرمذی- پختا: ہدایتی

- ٤٣) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل
انوچھد : ٨٣ ॥ بُرْمِشَتْ هَوْيَهْ تِرْكَوَارْ نَا كَرَلَهْ سِئَهْ شِنْوَرْ
جَانَّاَيَهْ آَدَأَيَهْ نَا كَرَا ————— ٣٨٢
- (٤٤) باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد
انوچھد : ٨٤ ॥ جَانَّاَيَهْ نَامَّاَيَهْ مَاسِجِيدَهْ آَدَأَيَهْ كَرَا ————— ٣٨٣
- (٤٥) باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟
انوچھد : ٨٥ ॥ إِيمَامَ سَاهَبَهْ پُرْبَسْ وَ سَنَّیَلَوَهْ كَرَهَ جَانَّاَيَهْ
نَامَّاَيَهْ آَدَأَيَهْ كَوَثَّاَيَهْ دَنْجَوَهْ ————— ٣٨٤
- (٤٦) باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
انوچھد : ٨٦ ॥ شَهِيدَهْ بَعْدِكِيرَ جَانَّاَيَهْ آَدَأَيَهْ نَا كَرَا ————— ٣٨٥
- (٤٧) باب ما جاء في الصلاة على القبر
انوچھد : ٨٧ ॥ كَبَرَهْ عَوْنَرَ جَانَّاَيَهْ آَدَأَيَهْ كَرَا ————— ٣٨٦
- (٤٨) باب ما جاء في صلاة النبي ﷺ على النجاشي
انوچھد : ٨٨ ॥ نَاجَشَهْ جَنَّهْ رَأْسُلُلَّاَهْ سَالَّاَلَّاَهْ آَلَالَّاَهِ
وَيَسَالَّاَمَهْ جَانَّاَيَهْ نَامَّاَيَهْ ————— ٣٨٧
- (٤٩) باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة
انوچھد : ٨٩ ॥ جَانَّاَيَهْ نَامَّاَيَهْ فَيَلَاتْ ————— ٣٨٨
- (٥٠) باب ما جاء في القيام للجنازة
انوچھد : ٩٠ ॥ مُتَ بَعْدِكِيرَ نِيَوَهْ يَهَتَهْ دَنْجَانَهْ ————— ٣٨٩
- (٥١) باب الرخصة في ترك القيام لها
انوچھد : ٩١ ॥ مُتَ بَعْدِكِيرَ دَنْجَانَهْ آَنُومَتِ
پَرسَجَهْ ————— ٣٩٠
- (٥٢) باب ما جاء في قول النبي ﷺ: "اللحد لنا، والشق لغيرنا"
انوچھد : ٩٢ ॥ رَأْسُلُلَّاَهْ سَالَّاَلَّاَهْ آَلَالَّاَهِ
وَيَسَالَّاَمَهْ آَمَادَهْ جَنَّهْ لَاهَدْ كَبَرَهْ اَبَدَهْ آَنَّدَهْ جَنَّهْ شَاكَهْ كَبَرَهْ ————— ٣٩١
- (٥٣) باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر
انوچھد : ٩٣ ॥ مُتَ بَعْدِكِيرَ كَبَرَهْ رَأْخَارَ سَمَّاَيَهْ يَهْ دُّعَاءَ
پَارَثَ كَرَتَهْ هَوَيَهْ ————— ٣٩٢

سہیل آہ-تلہمی- پڑتا : شاہیندخت
صحیح الترمذی

(۵۵) باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر
�نुच্ছेद : ۵۵ ॥ कबरे लाशेर निचे एकटि कापड़ बिछिये
देओया ————— ३५५

(۵۶) باب ما جاء في تسوية القبور

अनुच्छेद : ५६ ॥ कबरके समान करा ————— ३५६

(۵۷) باب ما جاء في كراهيۃ المشي على القبور، والجلوس عليها،
والصلة إليها

अनुच्छेद : ५७ ॥ कबरेर उपर दिये चलाफिरा करा एवं एर
उपर बसा, उहार दिके मुख करे सालात आदाय करा माकरह —— ३५७

(۵۸) باب ما جاء في كراهيۃ تجصیص القبور، والكتابة عليها

अनुच्छेद : ५८ ॥ कबर पाका करा, एते फलक लागानो निषेध —— ३५९

(۶۰) باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور

अनुच्छेद : ६० ॥ कबर यियारात करार अनुमति ————— ३५९

(۶۱) باب ما جاء في كراهيۃ زيارة القبور للنساء

अनुच्छेद : ६१ ॥ कबर यियारात करा महिलादेर जन्य माकरह —— ३६०

(۶۲) باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت

अनुच्छेद : ६३ ॥ मृत ब्यक्तिर प्रशंसा वर्णना करा ————— ३६१

(۶۴) باب ماء جاء في ثواب من قدم ولدا

अनुच्छेद : ६४ ॥ ये ब्यक्तिर शिशु सन्तान मारा याय से ब्यक्तिर
साओयाब ————— ३६३

(۶۵) باب ما جاء في الشهداء من هم

अनुच्छेद : ६५ ॥ शहीदगणेर वर्णना ————— ३६४

(۶۶) باب ما جاء في كراهيۃ الفرار من الطاعون

अनुच्छेद : ६६ ॥ महामारीते आक्रान्त एलाका हते पालानो
निषेध ————— ३६५

(۶۷) باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

अनुच्छेद : ६७ ॥ आल्लाह ता'आलार साथे साक्षात लाभके ये
लोक पहन्द करे आल्लाह ता'आलाओ तार साक्षात लाभके पहन्द

करेन ————— ३६६

সহীহ আহ-তিরমিয়ী - পৃষ্ঠা : আটার্থিশ
صحیح الترمذی / سہیہ آہ-تیرمیذی - صفحہ : آٹارٹھیش

(٦٨) باب ما جاء فيمن قتل نفسه.

অনুচ্ছেদ : ৬৮ ॥ আঘাতকারীর (জানায়ার নামায) প্রসঙ্গে ————— ৩৬৮

(٦٩) باب ما جاء في الصلاة على المديون

অনুচ্ছেদ : ৬৯ ॥ খণ্ঠস্ত লোকের জানায়া ————— ৩৬৯

(٧٠) باب ما جاء في عذاب القبر

অনুচ্ছেদ : ৭০ ॥ কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে ————— ৩৭১

(٧٢) باب ما جاء في مات يوم الجمعة

অনুচ্ছেদ : ৭২ ॥ জুম'আর দিন যে লোক মৃত্যু বরণ করে ————— ৩৭৩

(٧٥) باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة

অনুচ্ছেদ : ৭৫ ॥ জানায়া আদায়ে দুই হাত উঠানো (রাফটল ইয়াদাইন) ————— ৩৭৪

(٧٦) باب ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُوَةٌ بِدِينِهِ
حتى يقضى عنه"

অনুচ্ছেদ : ৭৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
বাণীঃ মু'মিন ব্যক্তির কাহ দেনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত দেনার
সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে ————— ৩৭৫

٩ - كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৯ : বিবাহ

(١) باب ما جاء في فضل التزويج والحمد عليه

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ বিয়ের ফায়লাত এবং এজন্য উৎসাহ দেয়া ————— ৩৭৭

(٢) باب ما جاء في النهي عن التبلي

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ বিয়ে না করা বা চিরকুমার থাকা নিষিদ্ধ ————— ৩৭৮

(٣) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ তোমরা যে ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে সম্মুষ্ট
সে ব্যক্তির সাথে বিয়ে দাও ————— ৩৭৯

(٤) باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ মেয়েদেরকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখে বিয়ে করা
হয় ————— ৩৮১

٥) باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা	৩৮২
٦) باب ما جاء في إعلان النكاح অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ বিয়ের ঘোষণা করা	৩৮৩
٧) باب ما جاء فيما يقال للمتزوج অনুচ্ছেদ : ৭ ॥ নব দম্পতিদের জন্য দু'আ	৩৮৪
٨) باب ما يقول إذا دخل على أهله অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ সহবাসের সময়ে পঠিত দু'আ	৩৮৫
٩) باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح অনুচ্ছেদ : ৯ ॥ বিয়ে করার উভয় সময়	৩৮৬
١٠) باب ما جاء في الوليمة অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ ওয়ালীমার (বৌ-ভাতের) অনুষ্ঠান	৩৮৬
١١) باب ما جاء في إجابة الداعي অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ দাওয়াত কবুল করা	৩৮৮
١٢) باب ما جاء في فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ যে ব্যক্তি বিবাহভোজে দাওয়াত ছাড়াই হায়ির হয়	৩৮৯
١٣) باب ما جاء في تزويج الأباء অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা	৩৯০
١٤) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ অভিভাবক ব্যক্তীত বিয়ে সম্পন্ন হয় না	৩৯১
١٧) باب ما جاء في خطبة النكاح অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ বিয়ের খুত্বা প্রসঙ্গে	৩৯৫
١٨) باب ما جاء في استئمار البكر، والشيب অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ বিয়ের ব্যাপারে কুমারী (বিক্র) ও অকুমারীর (সায়িব) অনুমতি নেয়া	৩৯৮
١٩) باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ জোরপূর্বক ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দেওয়া	৪০০
২১) باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ মনিবের বিনা অনুমতিতে গোলামের বিয়ে	৪০১

(۲۳) - باب منه

অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ (মহিলাদের মোহরানার বর্ণনা)	802
(۲۴) باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة، ثم يتزوجها	
অনুচ্ছেদ : ২৪ ॥ নিজের দাসীকে আযাদ করে বিয়ে করা	808
(۲۵) باب ما جاء في الفضل في ذلك	
অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ দাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার ফায়লাত	805
(۲۶) باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها	
অনুচ্ছেদ : ২৭ ॥ কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে এবং সহবাসের পূর্বে সেও তাকে তালাক দিলে	806
(۲۷) باب ما جاء في المحل والمحل له.	
অনুচ্ছেদ : ২৮ ॥ যে লোক হিলা করে এবং যে লোক হিলা করায়	808
(۲۹) باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة	
অনুচ্ছেদ : ২৯ ॥ মুত্তআ বিয়ে হারাম	809
(۳۰) باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار	
অনুচ্ছেদ : ৩০ ॥ শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ	810
(۳۱) باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها	
অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ কোন মহিলাকে তার ফুরু অথবা খালার সতীন হিসেবে বিয়ে করা বৈধ নয়	812
(۳۲) باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح	
অনুচ্ছেদ : ৩২ ॥ বিয়ে 'আকদ (বিধিবদ্ধ) হওয়ার সময় শর্তারোপ	818
(۳۳) باب ما جاء في الرجل يسلم، وعنه عشر نسوة	
অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ কোন লোক তার দশজন স্ত্রী থাকাবস্থায় মুসলমান হলে	815
(۳۴) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنه أختان	
অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ কোন লোক তার অধীনে দুই বোন স্ত্রী থাকাবস্থায় মুসলমান হলে	816

সহীহ আহ-তিরিমিয়া- পৃষ্ঠা : একচল্লিশ
/ صحيح الترمذى /

(৩৫) باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل অনুচ্ছেদ : ৩৫ ॥ কেনি লোক গৰ্ভবতী দাসীকে ক্রয় করলে	817
(৩৬) باب ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ যুদ্ধবন্দিনীর স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ কি-না?	818
(৩৭) باب ما جاء في كراهية مهر البغي অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ ব্যভিচারিনীর উপার্জন হারাম	819
(৩৮) باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ কোন লোক তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব যেন না দেয়	819
(৩৯) باب ما جاء في العزل অনুচ্ছেদ : ৩৯ ॥ আয়ল প্রসঙ্গে	820
(৪০) باب ما جاء في كراهية العزل অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ আয়ল করা মাকরহ	824
(৪১) باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ বাকিরা ও সাইয়িবা স্ত্রীর মধ্যে পালা বন্টন	825
(৪২) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر অনুচ্ছেদ : ৪২ ॥ স্ত্রীদের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করা	826
(৪৩) باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما অনুচ্ছেদ : ৪৩ ॥ মুশ্রিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করলে	827
(৪৪) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها অনুচ্ছেদ : ৪৪ ॥ বিয়ের পরবর্তীতে সহবাস ও মোহর নির্ধারণের আগে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে	828

। - كتاب الرضاع

অধ্যায় ১০ : শিশুর দুখপান

(১) باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب অনুচ্ছেদ : ১ ॥ যে সকল লোক বংশগত সূত্রে হারাম সে সকল লোক দুখপানের কারণেও হারাম	830
--	-----

(۲) باب ما جاء في لبن الفحل অনুচ্ছেদ : ۲ ॥ পুরুষের মাধ্যমে নারী দুধবর্তী হয়	8৩১
(۳) باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان অনুচ্ছেদ : ۳ ॥ এক-দুই চূমুক দুধ পান করলেই বিয়ে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না	8৩৩
(۴) باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع অনুচ্ছেদ : ۴ ॥ দুধপান প্রসঙ্গে একজন মহিলার সাক্ষা	8৩৫
(۵) باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين অনুচ্ছেদ : ۵ ॥ দুই বছরের কম বয়সের শিশু দুধপান করলেই বিয়ের সম্পর্ক হারাম হয়	8৩৬
(۷) باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج অনুচ্ছেদ : ۷ ॥ সধবা মহিলাকে দাসত্বমুক্ত করা হলে	8৩৭
(۸) باب ما جاء أن الولد للفراش অনুচ্ছেদ : ۸ ॥ বাচ্চার মালিক বিছানা	8৪০
(۹) باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه অনুচ্ছেদ : ۹ ॥ কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের ভাল লাগলে	8৪০
(۱) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة অনুচ্ছেদ : ۱۰ ॥ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার	8৪১
(۱۱) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها অনুচ্ছেদ : ۱۱ ॥ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার	8৪২
(۱۲) باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن অনুচ্ছেদ : ۱۲ ॥ শুহুদ্বারে সংগম করা নিষেধ	8৪৪
(۱۴) باب ما جاء في الغيرة অনুচ্ছেদ : ۱۴ ॥ আত্মর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে	8৪৫
(۱۵) باب ما جاء في كراهية أن تسفر المرأة وحدها অনুচ্ছেদ : ۱۵ ॥ মহিলাদের একাকী সফর করা মাকরহ	8৪৬
(۱۶) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات অনুচ্ছেদ : ۱۶ ॥ যার স্বামী অনুপস্থিত তার সাথে দেখা করা নিষেধ	8৪৮

(১৭) باب	
অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ (শাইতান প্রবাহিত রক্তের ন্যায় বিচরণ করে) —————	৮৪৯
(১৮) باب	
অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ (শাইতান মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে) —————	৮৫০
(১৯) باب	
অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ (স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ) —————	৮৫০
।। - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ	
অধ্যায় ১১ : তালাক ও লিআন	
(১) باب ما جاء في طلاق السنة	
অনুচ্ছেদ : ১ ॥ তালাকের সুন্নাত পদ্ধতি —————	৮৫২
(৪) باب ما جاء في الخيار	
অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ স্বাধীনতা প্রদান প্রসঙ্গে —————	৮৫৪
(৫) باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقه	
অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ তিন তালাকপ্রাণী নারী ইহাত চলাকালে বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ পাবে না —————	৮৫৫
(৬) باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح	
অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ বিয়ের আগেই তালাক দেয়া প্রকৃতপক্ষে কোন তালাক নয় —————	৮৫৭
(৮) باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته	
অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ স্ত্রীকে মনে মনে তালাক দেয়ার ধারণা করলে —————	৮৫৯
(৯) باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق	
অনুচ্ছেদ : ৯ ॥ প্রকৃতপক্ষে অথবা ঠাউচ্ছলে তালাক দেওয়া —————	৮৬০
(১০) باب ما جاء في الخلع	
অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ খোলার বর্ণনা —————	৮৬১
(১১) باب ما جاء في المختلطات	
অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ খোলা দাবিকারিণী নারী প্রসঙ্গে —————	৮৬২
(১২) باب ما جاء في مداراة النساء	
অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ মহিলাদের সাথে উদার ব্যবহার —————	৮৬৩

সহীহআত-তিরমিয়া- দ্ব্যাত-চুয়ালিশ
/ صحيح الترمذى

- (۱۳) باب ما جاء في الرجل يسأل أبوه أن يطلق زوجته
অনুচ্ছেদ : ۱۳ ॥ স্ত্রীকে পিতার নির্দেশে তালাক দেওয়া প্রসঙ্গে ————— ৮৬৪
- (۱۴) باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
অনুচ্ছেদ : ۱۴ ॥ কোন নারী যেন তার বোনের তালাক প্রার্থনা
না করে ————— ৮৬৫
- (۱۷) باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
অনুচ্ছেদ : ۱۷ ॥ গর্ভবতী বিধবার ইদ্বাত সন্তান জন্মার্থণ
করা পর্যন্ত ————— ৮৬৬
- (۱۸) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
অনুচ্ছেদ : ۱۸ ॥ যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্বাত ————— ৮৬৮
- (۱۹) باب ما جاء في المظاهر ي الواقع قبل أن يكفر
অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ কাফফারা আদায়ের পূর্বে যিহারকারী
সহবাস করলে ————— ৮৭১
- (۲۰) باب ما جاء في كفارة الظهار
অনুচ্ছেদ : ۲۰ ॥ যিহারের কাফফারা ————— ৮৭২
- (۲۲) باب ما جاء في اللعان
অনুচ্ছেদ : ۲۲ ॥ লিআনের বর্ণনা ————— ৮৭৪
- (۲۳) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
অনুচ্ছেদ : ۲۳ ॥ স্বামী মৃত্যুর পর স্ত্রী কোথায় ইদ্বাত
পালন করবে? ————— ৮৭৭
- ١٢ - كتاب البيوع عن رسول الله ﷺ**
- অধ্যায় ۱۲ : ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য
- (۱) باب ما جاء في ترك الشبهات
অনুচ্ছেদ : ۱ ॥ সন্দেহজনক জিনিস পরিহার করা ————— ৮৮০
- (۲) باب ما جاء في أكل الربا
অনুচ্ছেদ : ۲ ॥ সূদ গ্রহণ প্রসঙ্গে ————— ৮৮১
- (۳) باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه
অনুচ্ছেদ : ۳ ॥ মিথ্যা ও প্রতারণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর
হঁশিয়ারি ————— ৮৮২

سہیح ترمذی - پختا : پست لیش / صحیح الترمذی

٤) باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই নামকরণ করেন ——————	8৪২
٥) باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ নিজের পণ্য প্রসঙ্গে যে লোক মিথ্যা শপথ করে ——————	8৪৩
٦) باب ما جاء في التبكيير بالتجارة অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ সকালে ব্যবসায়ের কাজে বের হওয়া ——————	8৪৪
٧) باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل অনুচ্ছেদ : ৭ ॥ নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি ——————	8৪৬
٨) باب ما جاء في كتابة الشروط অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ লেনদেনের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা ——————	8৪৮
٩) باب ما جاء في بيع المدبر অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ মোদাবার গোলাম বিক্রয় ——————	8৪৯
١٠) باب ما جاء في كراهيّة تلقى البيوع অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ বাজারে পৌছার পূর্বে শহরের বাইরে গিয়ে পণ্যব্য কেনা নিষেধ ——————	8৫০
١٢) باب ما جاء لا بيع حاضر لباد অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ শহরের লোকেরা ধামাঞ্চলের লোকদের পণ্যব্য বিক্রয় করবে না ——————	8৫১
١٤) باب ماجاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ মুহাকালা ও মুখাবানা ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ——————	8৫৩
١٥) باب ما جاء في كراهيّة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ ফল পরিপূর্ণ বা ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ ——————	8৫৪

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مُذَهَّبٌ.

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, এই
সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

-রাদুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

০- کِتَابُ الزَّكَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় ৫ : যাকাত

۱) بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْعِ
 الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ যে সকল লোক যাকাত দিতে অসম্ভব সে সকল লোকের প্রতি
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর হিংশিয়ারি

٦١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِّيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو
 مُعاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : جِئْتُ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ : فَرَأَنِي مُقْبِلًا، فَقَالَ
 : « هُمُ الْأَخْسَرُونَ - وَرَبُّ الْكَعْبَةِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي؟!
 لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِي شَيْءٍ! قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟! فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ : « هُمُ الْأَكْثَرُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا »، فَحَثَّا بَيْنَ
 يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَائِلِهِ، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوتُ
 رَجُلٌ، فَيَدْعُ إِبْلًا أَوْ بَقْرًا، لَمْ يُؤْدِ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَ تِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمُ
 مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطْوِهِ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقَرْوَنِهَا، كَلَمَا نَفَتْ

أَخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّىٰ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». .

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٢٦٧/١)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْبِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ سُفِيَّانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْدَّلِيلِ، عَنِ الْفَضَّاحِكِ بْنِ مَزَاحِيمٍ، قَالَ : الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافِ.

- صحيح الإسناد مقطوع : يعني موقوف عن الضحاك.

৬১৭। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলাম। তিনি সে সময় কা'বার ছায়াতে বসে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে সম্মুখে আসতে দেখে বলেনঃ কা'বার প্রভুর শপথ! তারা কিয়ামাতের দিবসে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হাযির হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার কি হল, মনে হয় আমার প্রসঙ্গে তাঁর উপর কোন কিছু নায়িল হয়েছে। আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা নিবেদিত হোক! এধরণের লোক কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অধিক ধনদৌলত আত্মসাক্ষাত্কারী, কিন্তু যে সব লোক এই, এই ও এই পরিমাণ দিয়েছে সে সব লোক ছাড়া। তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাতের ইশারা করলেন। আরপর তিনি বললেনঃ সেই সক্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে লোক এধরণের উট অথবা গরু রেখে মৃত্যুবরণ করল যার যাকাত সে দেয়নি, কিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বাবস্থা হতে বেশি মোটাতাজা হয়ে তার নিকটে আসবে এবং নিজেদের পায়ের ক্ষুর দ্বারা তাকে দলিল করবে এবং শিং দ্বারা গুঁতো মারবে। সবশেষের জন্মস্তুটি চলে যাওয়ার পর আবার প্রথম জন্মস্তুটি ফিরে আসবে। মানুষের সম্পূর্ণ বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির এ ধারা চলতে থাকবে।

- سہیہ، تا'لیم‌کুর রাগীব (১/২৬৭)

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) বলেন, যাকাত অমান্যকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কাবীসা ইবনু হুলব তার পিতা থেকে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সেসা বলেন, আবু যারের হাদীসটি হাসান সহীহ। আবু যার (রাঃ)-এর নাম জুনদাব ইবনুস সাকান, কারো মতে ইবনু জুনদা। দাহহাক ইবনু মুয়াহিম বলেন, যার দশ হাজার (দিরহাম) রয়েছে সেই অধিক সম্পদশালী।

- সহীহ মাকতু অর্থাৎ যাহাকের উপর মাওকুফ

এই হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহ ইবনু মুনীর মারওয়ায়ী একজন নিষ্ঠাবান লোক।

(۲) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدْبَتَ الزَّكَةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ২ ॥ যখন তুমি যাকাত দিয়ে দিলে, তোমার উপর আরোপিত ফরয আদায় করলে

৬১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيرِيِّ^১ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ : كَانَ الْكُوفِيُّ^২ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ : كَانَ تَنْتَهَى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيًّا، فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : يَا مُحَمَّدَ! إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعِمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَبِإِلَّا ذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ، أَلَّا أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعِمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَبِإِلَّا ذِي أَرْسَلَكَ، أَلَّا هُنَّ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا

أَنك تزعم أَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَدَقَ»، قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تزعم أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تزعم أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَدْعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، وَلَا أُجَازِّهُنَّ! ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

- صحيح : «تخيير إيمان ابن أبي شيبة» <٤/٥> ق.

৬১৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা ইচ্ছা করতাম, আমাদের উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করুক! এমন সময় এক বেদুঈন হায়ির হল। সে তার হাঁটু গেড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের নিকট আপনার প্রতিনিধি এসে বলল, আপনি দাবি করছেন, ‘আপনাকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল করে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সন্তার শপথ, যিনি আকাশসমূহ সমুন্নত করেছেন, যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং পাহাড়সমূহ দাঢ় করিয়েছেন, সত্যিই কি আপনাকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল করে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন আমাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সন্তার শপথ, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি

এই প্রসঙ্গে আপনাকে আদেশ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। বেদুইন বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন বছরে এক মাস আমাদের উপর রোয়া বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে সঠিক বলেছে। লোকটি বলল, সেই সত্ত্বার শপথ, আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন! আল্লাহ তাআ'লা কি এই প্রসঙ্গে আপনাকে আদেশ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন আমাদের ধনদৌলতের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আমাদের মাধ্যে যে লোক দূরত্ব অতিক্রম করার (আর্থিক ও দৈহিক) যোগ্যতা রাখে আপনি মনে করেন তার জন্য বাইতুল্লাহর হাজ বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। বেদুইন বলল, সেই সত্ত্বার শপথ, আপনাকে যিনি রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ তাআ'লা কি আপনাকে এই প্রসঙ্গে আদেশ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্ত্বার শপথ, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি এগুলোর কোনটিই ছাড়বো না এবং এগুলোর সীমাও পার করব না। তারপর সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই বেদুইন যদি সত্য বলে থাকে তবে সে জান্নাতে যাবে।

– سہیہ، تاکہ ریজِ ایمین ایوبنُ آریٰ شایدہ (۴/۵)، بُخاری، مسلم

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদে হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও আনাস (রাঃ) হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমি একথা মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, একদল মুহাদ্দিস বলেন, এ হাদীসের একটি আইনগত (ফিকুরী) দিক এই যে, উস্তাদের নিকট পাঠ করা এবং তা তার শুনা উস্তাদের নিকট হতে শুনার মতই গ্রহণযোগ্য। তারা উক্ত হাদীস দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে বলেন, এই

বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে (বর্ণনা) উপস্থাপন করল, আর তিনি তার সত্যতা স্বীকার করলেন।

(۳) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَّةِ الْذَّهَبِ، وَالْوِرْقِ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ সোনা-রূপার যাকাত প্রসঙ্গে

৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلَىٰ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينِ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ»، فَإِذَا بَلَغَتِ مِئَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».

- صحيح : «ابن ماجه» . ۱۷۹۰ -

৬২০। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়া ও গোলামের সাদকা (যাকাত) আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু প্রতি চলিশ দিরহাম রূপার ক্ষেত্রে এক দিরহাম সাদকা (যাকাত) আদায় কর। কিন্তু একশত নবরই দিরহামে কোন সাদকা নেই। যখন তা দুই শত দিরহামে পৌছবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম সাদকা দিতে হবে।

- سہیہ، ایوب نما-জاہ (۱۷۹۰)

আবু বাকার সিদ্দীক ও আমর ইবনু হায়ম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে! আবু ঈসা বলেন, আমাশ, আবু আওয়ানা ও অন্যান্যরা আবু ইসহাকের সনদের ধারাবাহিকতায় আলী (রাঃ)-এর নিকট হতেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উআইনা ও অন্যরাও আবু ইসহাকের বরাতে আল-হারিসের সূত্রে আলী (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উভয় সূত্রকেই ইমাম বুখারী সহীহ বলেছেন। কারণ, হয়ত আসিম ও হারিস দু'জনের নিকট হতে এটি বর্ণিত আছে।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبْلِ وَالْفَنَمِ

অনুচ্ছেদ ৪ ॥ উচ্চ ও ছাগল-ভেড়ার যাকাত প্রসঙ্গে

٦٢١- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَرْوَزِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، عَنْ سَفِيَّانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عَمَالِهِ حَتَّى قِبْضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قِبَضَ، عَمَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قِبْضَ، وَعُمِرَ حَتَّى قِبْضَ، وَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبْلِ شَاةً، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثَ شَيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعَ شَيَاهٍ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بَنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَجَذْعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ابْنَتَ لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقَّاتٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبِيعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ، وَفِي الشَّاءِ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاهَ شَاهَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا زَادَتْ، فَشَاتَانٌ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ، فَثَلَاثَ شَيَاهٍ إِلَى ثَلَاثَ مِئَةَ شَاهَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ شَاهَ، فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاهَ، شَاهَ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةً، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ

مِنْ خَلِيفَتِهِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوْيَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ،
وَلَا ذَاتُ عَيْنٍ.

- صحیح : «ابن ماجہ» . ۱۷۹۸

۶۲۱ । سالیم (راہ) ہتھے تاں پیتاں سو سترے برجیت آچے، سادکا (یا کاٹ) پرسنجے راسو لٹھاہ سا لٹھاہ آلا ایہی ویسا سا لٹھاہ اکٹی فرمان (ادھیا دेश) لیکھا لئن । تاں کرمچاری دے ر نیکٹے اٹا پاٹھانوں آگئے تینی مارا یا ن । تینی اٹا نیجے ر تر وباریں سا خٹے رکھے ہیلن । تاں میڈھر پر آب یا کا ر (را) تا کارکر کر رئے । تینی و مارا یا ن । عما ر (را)-و سے انویسی کا ج کر رئے । تار پر تینی و مارا یا ن । تا تے لیکھا ہیل پاٹھیٹی ٹوٹے ر جنی اکٹی رکری، دشٹی ٹوٹے ر جنی دوٹی بکری، پنیرٹی ٹوٹے ر جنی تینٹی بکری ای و بیشٹی ٹوٹے ر جنی چارٹی بکریں یا کا ت آدای کر رتے ہے । پنچیٹ ہتھے پیٹھیٹی پر یتھ ٹوٹے ر جنی اکٹی بین تھ مارا یا (اکٹی پوری اک بھرے ر مادی ٹوٹ)؛ ار بیشی ہلے پیٹھیٹی پر یتھ (چڑھیٹ ہتھے پیٹھیٹی پر یتھ) ٹوٹے ر جنی اکٹی بین تھ لابون (اکٹی پوری دوئی بھرے ر مادی ٹوٹ)؛ ار بیشی ہلے شاٹ پر یتھ (چھڑھیٹ ہتھے شاٹ پر یتھ) ٹوٹے ر جنی اکٹی ہیکاہ (اکٹی پوری تین بھرے ر مادی ٹوٹ)؛ آوارا ار بیشی ہلے پنچاٹر پر یتھ (اکٹی ہیکاہ پر یتھ) ٹوٹے ر جنی اکٹی جایا آتھ (اکٹی چار بھرے ر مادی ٹوٹ)؛ آراؤ بیشی ہلے نکھاہ پر یتھ (چیڑھاٹر ہتھے نکھاہ پر یتھ) ٹوٹے ر جنی دوٹی بین تھ لابون؛ آراؤ بیشی ہلے اکشات بیش پر یتھ (اکانکھاہ-اکشات بیش) ٹوٹے ر جنی دوٹی ہیکاہ ای و بیشان اکشات بیشی ر بیشی ہبے تھان پر یتھان ٹوٹے ر جنی اکٹی ہیکاہ ای و بیشان پر یتھان ٹوٹے ر جنی اکٹی بین تھ لابون یا کا ت آدای کر رتے ہے ।

بندھا بکریں یا کا ت ہل: چھڑھیٹ ہتھے اک شات بیش پر یتھ بکریں یا کا ت جنی اکٹی بکری؛ ار بیشی ہلے دوٹشات پر یتھ دوٹی بکری؛ ار بیشی ہلے تینشات پر یتھ بکریں یا کا ت جنی تینٹی بکری؛ تینشاتر بیشی ہلے پر یتھ اکشات بکریں یا کا ت جنی اکٹی کر رے بکری یا کا ت آدای کر رتے ہے । تار پر بکریں یا کا ت پریمیان آوارا اکشات پر یتھ نا پیٹھا لے (پونرای) کوئی یا کا ت دیتے ہے نا ।

যাকাতের ভয়ে (একাধিক মালিকানায়) বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্র করা
ব্যবহৃত একত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এক সাথে দুই শরীকের পশু
থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের হিসাব করে সঠিকভাবে যাকাত আদায়
করবে। যাকাতে বৃদ্ধ এবং ক্রটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হবে না।

- سہیل، ایبن نو مَا-جَاه (۱۷۹۸)

যুহুরী (রাহঃ) বলেন, সাদকা আদায়কারী আসলে (মালিক)
বুকরীগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করবে। একটি ভাগে থাকবে উন্নত
মানের বকরী, অন্য ভাগে থাকবে মধ্যম মানের বকরী এবং আর এক
ভাগে থাকবে নিকৃষ্ট মানের বকরী। মধ্যম মানের বকরী হতে সাদকা
আদায়কারী যাকাত গ্রহণ করবে। যুহুরী (রাহঃ) গরুর প্রসঙ্গে কিছু
বলেননি।

আবু বাকার সিদ্দীক, বাহ্য ইবনু হাকীম পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও
দাদা হতে, আবু যার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত
আছে। আবু ঝিসা ইবনু উমারের হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এই হাদীস
অনুসারে সকল ফিক্‌হবিদ মত গ্রহণ করেছেন। একদল রাবী মারফুতাবে
এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র সুফিয়ান ইবনু হুসাইন মারফুত
হিসাবে এটাকে বর্ণনা করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ গরুর যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِيِّ الْمَهْارِيِّيُّ، وَأَبْوُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «فِي ثَلَاثَيْنَ مِنِ الْبَقَرِ تَبِعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينِ مَسِيْنَةً».

- صحیح : «ابن ماجہ» (۱۸۰۴) -

৬২২। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ত্রিশটি গরুর যাকাত (দিতে হবে) একটি এক বছরের এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর। চল্লিশটি গরুর যাকাত (দিতে হবে) একটি দুই বছরের বাছুর।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاهٍ (১৮০৪)

মুআয় ইবনু জাবাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবুস সালাম ইবনু হারব খুসাইফ হতে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আবদুস সালাম নির্ভরযোগ্য এবং স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন বর্ণনাকারী। শারীক এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খুসাইফ হতে, তিনি আবু উবাইদাহ হতে, তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ হতে, আবু উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ তাঁর পিতার নিকট কোন প্রকার হাদীস শুনেননি।

٦٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا

سُفِيَّاً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَعاذِ بْنِ جَبَلٍ،
قَالَ : بَعْثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمْرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً
تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ
مَعَافِرًا.

- صحيح : «ابن ماجه» <১৮০৩>

৬২৩। মুআয় ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে (গৱর্ণর করে) প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেনঃ আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুর ক্ষেত্রে একটি এক বছরের এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর; প্রতি চল্লিশটি গরুর ক্ষেত্রে একটি দুই বছরের বাছুর (যাকাত হিসেবে) এবং প্রত্যেক প্রাণ বয়সের (জিজী) লোকের নিকট হতে এক দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অথবা একই মূল্যের মাআফির নামক কাপড় (জিয়্যা হিসাবে) আদায় করি।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاهٍ (১৮০৩)

ଆବୁ ଈସା ହାଦୀସଟିକେ ହାସାନ ବଲେଛେନ । ଏ ହାଦୀସଟି କତିପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣନାକାରୀ ସୁଫିୟାନେର ସୂତ୍ରେ, ତିନି ଆମାଶେର ସୂତ୍ରେ, ତିନି ଆବୁ ଓସାଇଲେର ସୂତ୍ରେ, ତିନି ମାସରକେର ସୂତ୍ରେ ବର୍ଣନା କରେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, ମୁଆୟକେ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓସାଲ୍ଲାମ ଇୟାମାନେ ପାଠାଲେନ । ତାଙ୍କେ ତିନି ଆଦେଶ କରଲେନ..... । ଏ ବର୍ଣନାଟି ଅଧିକଜ୍ଞ ସହିହ ।

٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّاِرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عُمَرِ بْنِ مُرْتَهِ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبِيدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ يَذْكُرُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ : لَا.

- صحیح الإسناد عن أبي عبیدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود.

٦٢٤ । ଆମର ଇବନୁ ମୁରରା (ରାହ୍) ହତେ ବର୍ଣିତ ଆଛେ, ତିନି ବଲେନ, ଆବୁ ଉବାଇଦାକେ ଆମି ପ୍ରଶ୍ନ କରଲାମ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହର ନିକଟ ହତେ ତିନି କି କୋନ କିଛୁ ବର୍ଣନା କରେନ? ତିନି ବଲେନ, ନା ।

- ଆବୁ ଉବାଇଦାହ ହତେ ସୂତ୍ରଟି ସହିହ, ଆର ତିନି ହଲେନ ଆପୁଲ୍ଲାହ ଇବନୁ ମାସଉଦେର ଛେଳେ ।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ୬ ॥ ଯାକାତ ହିସାବେ ଉତ୍ତମ ମାଲ ନେଯା ଅପରାଧ

٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِيِّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُودٍ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ مُعاذًا إِلَى الْيَمَنَ، فَقَالَ لَهُ : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَنَادَعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ

عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دُعَوةَ الظَّلَمَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا۔

- صحيح : «ابن ماجه» (۱۷۸۳) ق.

৬২৫। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুআয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেনঃ এমন একটি জাতির নিকটে তুমি যাচ্ছ যারা আহলি কিতাব। তাদেরকে এমন সাক্ষ্য দিতে আহ্বান কর যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল। এটা তারা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও। অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহ তাআ'লা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে ফরয করেছেন। তারা এটাও মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও। তাদের ধন-দৌলতে আল্লাহ তাআ'লা যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। তাদের ধনীদের মধ্য হতে এটা আদায করে তাদের গরীবদের মাঝে বিলি করে দেয়া হবে। যদি তারা এটিও মেনে নেয় তাহলে সাবধান! তাদের উত্তম মাল (যাকাত হিসাবে) নেয়া হতে বিরত থাকবে। নিজেকে নিপীড়িতদের অভিশাপ হতে দূরে রাখ। কেননা, তার আবেদন এবং আল্লাহ তাআ'লার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

- سہیہ، ایوب نما-جاہ (۱۷۸۳)، بুখারী، مুসলিম

সুনাবিহী (রাহঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু মা'বাদ (রাহঃ) হচ্ছেন ইবনু আকবাস (রাঃ)-এর মুক্তদাস এবং তাঁর নাম না-ফিয।

৭) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتمِيرِ وَالحَبْوَبِ
অনুচ্ছেদঃ ৭ ॥ কৃষিজাত ফসল, ফল ও শস্যের যাকাত আদায প্রসঙ্গে

৬২৬- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ

يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذُوْ صَدْقَةٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقِ صَدَقَةً . لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةً أَوْسَقَ صَدَقَةً .

- صحیح : «ابن ماجہ» ۱۷۹۳ <ق.

۶۲۶ । آبُو سَانِدَ آل-خُدَرَی (رাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচের কম সংখ্যক উটে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না; পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ ঝুপাতে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না ।

- سہیہ، ایوبن معاویہ (۱۷۹۳)، بُوخاری، مُسلم

آبُو حُرَيْرَةَ، اِبْنُ عُمَرَ، جَعْلَةَ وَأَبَدَ الدُّلَّاَهِ اِبْنُ اَمَّارَ (رাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে ।

۶۲۷ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَثَنَا سُفِيَّانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ، عَنْ عَمِّرُو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمِّرُو بْنِ يَحْيَى .

۶۲۷ । مুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার আব্দুর রহমান ইবনু মাহনী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি মালিক ইবনু আনাস হতে, তিনি আমর ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু সান্দ আল-খুদরী হতে আমর ইবনু ইয়াহইয়া হতে আব্দুল আজীজের হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন । আবু সান্দ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু দুসা হাসান সہیہ বলেছেন ।

আরো কয়েকটি সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসটি তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে ।

এই হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ শস্যে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। ষাট সা' পরিমাণে এক ওয়াসাক হয়। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকে তিনশত সা' হবে। সোয়া পাঁচ রোতলে বাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা' হত। কৃফাবাসীদের এক সা' হয় আট রোতল পরিমাণে। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার ক্ষেত্রে যাকাত ধার্য হয় না। চলিশ দিরহাম পরিমাণে এক উকিয়া হয়। অতএব, পাঁচ উকিয়া পরিমাণে দুই শত দিরহাম হয়। পাঁচ যাওড় অর্থাৎ পাঁচের কম সংখ্যক উটের ক্ষেত্রে যাকাত ধার্য হয় না। উটের সংখ্যা পঁচিশে পৌছলে তখন যাকাত হিসেবে এক বছরের একটি মাদ্দী উট আদায় করতে হবে। পঁচিশের কম সংখ্যক উট হলে প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী যাকাত আদায় করতে হবে।

٨) بَابُ مَاجَاءِ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً

অনুচ্ছেদ ৮ : ৮ ॥ ঘোড়া ও গোলামে কোন যাকাত

আদায় করতে হবে না

٦٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدٌ بْنُ غِيلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ، عَنْ سُفِيَّانَ، وَشَعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَالِكَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ»

- صحيح: "ابن ماجه" (١٨١٢), "الضعيفة" (٤٠١٤) ق

৬২৮। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়া ও ক্রীতদাসের জন্য মুসলমানের কোন সাদকা (যাকাত) আদায় করতে হবে না।

- سہیہ، ابن ماجہ (۱۸۱۲)، یষیفہ (۸۰۱۸)، بُوکاری، مُسلم

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস

বর্ণিত আছে। আবু ইসা আবু ছুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে আলিমগণ বলেছেন, চারণভূমিতে চরে বেড়ায় এমন ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের উপর যাকাত ধার্য হয় না, যদি সেবা দানের উদ্দেশ্যে তা (ক্রীতদাস) রাখা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এগুলো রাখা হলে তবে এক বছর পার হওয়ার পর এর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَةِ الْعَسْلِ

অনুচ্ছেদ ৪৯ ॥ মধুতে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيِّسِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي الْعَسْلِ؛ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقٍ رِزْقٌ"

- صحیح: "ابن ماجہ" (۱۸۲۴)

৬২৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতি দশ মশক মধুর ক্ষেত্রে এক মশক যাকাত ধার্য হবে।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۱۸۲۸)

আবু ছুরাইরা, আবু সাইয়্যারা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা বলেন, ইবনু উমারের হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে আপত্তি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে মধুর যাকাত প্রসঙ্গে সহীহ সূত্রে বেশি কিছু প্রমাণিত নেই। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বেশির ভাগ মনীষী মধুর উপর যাকাত ধার্যের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ, ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। অন্য আরেক দল মনীষী বলেছেন, মধুর উপর কোন প্রকার যাকাত ধার্য হবে না।

বর্ণনাকারী সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ স্মৃতি শক্তির অধিকারী নন। নাফি হতে সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتَنِي عَمْرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسْلِ؟ قَالَ: قَلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسْلٌ نَتَصْدِقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرْنَا الْمَغِيرَةَ بْنَ حَكِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسْلِ صَدَقَةً، فَقَالَ عَمْرٌ: أَعْدِلْ مَرْضِيَّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ: أَنْ تَوْضَعَ - يَعْنِي: عَنْهُمْ - .

- صحيح الإسناد.

নাফি (৩৪১) নামের টেক্সট এবং জাতীয় আদালত

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحْوِلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

- صحيح: "ابن ماجه" (۱۷۹۲) .

৬৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক সম্পদ অর্জন করল, তার উপর বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না ।

- سہیہ، ابن ماجہ (۱۷۹۲)

সারবারাআ বিনতু নাবহান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে ।

٦٢٢ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقِيُّ: حَدَثَنَا أَيُوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا: فَلَا زَكَةَ فِيهِ، حَتَّىٰ يَحْوِلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

- صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع.

৬৩২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক সম্পদ অর্জন করল, মালিকের হাতে তা পুরো এক বছর না থাকা পর্যন্ত তাতে যাকাত আদায় করতে হবে না ।

- سند سہیہ، مাওকুফ، এটি মারফু হাদীসের মতই

আবু দুসা বলেন, পূর্ববর্তী বর্ণনা হতে এই বর্ণনাটি (সনদের বিচারে) বেশি সহীহ । ইবনু উমারের নিকট হতে অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী এটি মাওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন । আবদুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল । তাকে আহমাদ ইবনু হাস্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী প্রযুক্ত হাদীস বিশারদগণ ঘষ্টফ বলেছেন এবং তিনি অনেক ভুলের শিকার হন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা হতে বর্ণিত আছে যে, মালিকের হাতে বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত মালের যাকাত আদায় করতে হবে না । মালিক ইবনু আনাস, শাফিউ,

আহমাদ ইবনু হাষাল ও ইসহাকের এই মত। কিছু সংখ্যক মনীষী বলেছেন, যাকাত বাধ্যকর হওয়ার সমপরিমাণ সম্পদ কারো নিকটে থাকলে এবং বছরের মধ্যে আরো কিছু পরিমাণ মাল এসে যদি তার সাথে যুক্ত হয় তবে এক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন সকল মালেরই যাকাত আদায় করতে হবে। নতুনভাবে আমদানী হওয়া মাল ব্যতীত তার নিকটে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত অন্য কোন মাল না থাকলে এই নতুন অর্জিত সম্পদে বর্ষচক্র অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। তার নিকটে যাকাতের নিসাব পরিমাণ মাল আছে, কিন্তু এখনও এক বছর পূরো হয়নি। এরই মাঝে এর সাথে আরো নতুন মাল এসে যুক্ত হল। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালের সাথে সাথে এই নতুনভাবে আসা মালেরও যাকাত আদায় করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কৃফাবাসীগণের এই মত।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَةِ الْحُلُّ

অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ অলংকার ও গহনাপত্রের যাকাত দেওয়া প্রসঙ্গে

٦٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَلَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ أَبْنِ أَخِي زَيْنَبِ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنْ زَيْنَبِ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصْدِقُنَّ وَلَوْ مِنْ حَلِيقَنَّ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

- صحيح بما بعده.

৬৩৫। আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে মহিলাগণ! তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও তোমরা দান-খায়রাত কর। কেননা, কিয়ামাত দিবসে তোমাদের সংখ্যাই জাহানামীদের মধ্যে বেশি হবে।

- পূর্ববর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ।

٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ يَحْدُثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ، امْرَأَ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৬৩৬। মাহমুদ ইবনু গাইলান আবু দাউদ হতে, তিনি শুবা হতে তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবু ওয়ায়িল হতে তিনি জায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র হতে তিনি আব্দুল্লাহর স্ত্রী যাইনাব হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন.....। এই বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি সহীহ ।

আবু মুআবিয়া সন্দেহে পতিত হয়ে বলেছেন, যাইনাবের ভাইয়ের ছেলের নিকট হতে আমর ইবনু হারিস বর্ণনা করেছেন। অথচ সঠিক হল- আমর ইবনু হারিস যাইনাবের ভাইয়ের ছেলে। আমর ইবনু শুআইব হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছেঃ গহনাপত্রের যাকাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। অবশ্য এ হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে সমালোচনা আছে ।

আলিমগণের মধ্যে অলংকারপত্রের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল সাহাবা ও তাবিঙ্গ বলেছেন, অলংকারাদির যাকাত আদায় করতে হবে, তা স্বর্ণের কিংবা রূপারই হোক না কেন। সুফিয়ান সাওরী, ও ইবনুল মুবারাকের একই রকম মত। আরেক দল সাহাবা, যেমন ইবনু উমার, আইশা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেছেন, অলংকারাদির উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। কয়েকজন ফিক্হবিদ তাবিঙ্গ হতেও একইরকম বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, শাফিঙ্গ, আহমাদ ও ইসহাক এরকমই মত প্রকাশ করেছেন ।

٦٣٧ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبَيْبٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَاتِنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتَؤْدِيَانِ زَكَاتَهُ؟" قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرُكُمَا اللَّهُ بِسُوَارِيْنِ مِنْ نَارٍ؟" قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِيَا زَكَاتَهُ".

- حسن بغير هذا اللفظ: "الإرواء" (٢٩٦/٣)، "المشاكاة"

. - صحيح أبي داود (١٨٠٩) .

৬৩৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যাক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তাদের দুজনের হাতে স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাদের উভয়কে প্রশ্ন করেনঃ তোমরা কি এর যাকাত প্রদান কর? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাতের দিন) তোমাদের আগনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন? তারা বলল, না। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা এর যাকাত প্রদান কর।

-অন্য শব্দে হাদীসটি হাসান, ইরওয়া (৩/২৯৬), মিশকাত (১৮০৯), সহীহ আবু দাউদ (১৩৯৬)

আবু ঈসা বলেন, মুসান্না ইবনুস সাবুাহ ও ইবনু লাহীআও আমর ইবনু শুআইবের নিকট হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে ঘষ্টিফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

١٣) بَابَ مَا جَاءَ فِي زَكَةِ الْخُضْرَاءِ

অনুচ্ছেদ : ১৩ শাক-সজির যাকাত প্রসঙ্গে

٦٢٨- حدثنا علي بن خشري: أخبرنا عيسى بن يونس، عن

الْحَسِنُ بْنُ عَمَارَة، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِيِّ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَاءِ - وَهِيَ الْبَقْوَةُ -؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".

- صحيح: "ابرواء" (٢٧٩/٢)

৬৩৮। মুআয় (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সজি অর্থাৎ তরিতরকারির উপর যাকাত ধার্য প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ এতে যাকাত ধার্য হবে না।

- سہیہ، ایرওয়া (৩/২৭৯)

আবু ঈসা এ হাদীসের সনদ সহীহ নয় বলেছেন। সহীহ সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ অনুচ্ছেদে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। এ হাদীসটি মুসা ইবনু তালহা তাঁর সনদসূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আলিমগণও এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, শাক-সজি ও তরিতরকারির যাকাত আদায় করতে হবে না। আবু ঈসা বলেন, হাসান হলেন উমারার ছেলে। তিনি হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে যঙ্গফ বর্ণনাকারী। শুবা প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। তাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ নদী-নালা ইত্যাদির পানির সাহায্যে

উৎপন্ন ফসলের যাকাত

٦٣٩- حَدَثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدْنِيُّ: حَدَثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذَبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

يَسَارٍ، وَبَسِرٌ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّفْسِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.

- صحيح: بما بعده.

৬৩৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে যদী ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে সিক্ত হয় সে যদীতে উশর ধার্য হবে। সেচের সাহায্যে যে যদী সিক্ত হয় তাতে অর্ধেক উশর ধার্য হবে।

- পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ

আনাস ইবনু মালিক, ইবনু উমার ও জা-বির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ও বুসর ইবনু সাইদ মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী বর্ণনার তুলনায় সনদের বিচারে এই (মুরসাল) বর্ণনাটি বেশি সহীহ। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের উপরই সকল ফিক্হবিদ আমল করেন।

٦٤٠ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ: حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَثَنِي يُونسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ سَنَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرًا لِلْعَشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّفْسِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.

- صحيح: "ابن ماجه" (١٨١٧) ق.

৬৪০। সালিম (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, এমন ধরণের যদীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উশর ধার্য

କରେଛେ ଯେଟି ବୃଷ୍ଟିର ପାନି ଅଥବା ଝର୍ଣ୍ଣାର କିଂବା ନାଲାର ପାନିର ସାହାଯ୍ୟ ସିଙ୍ଗ ହେଁ ଥାକେ । ଆର ସେଚେର ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ସମୀ ସିଙ୍ଗ ହୁଏ ତାତେ ଅର୍ଧେକ ଉଶ୍ରବ ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮১৭) বুখারী, মুসলিম

ଆବୃ ଈସା ଏଇ ହାଦିସଟିକେ ହାସାନ ସହିତ ବଲେଛେ ।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجَمَاءَ جَرِحُهَا جُبَارٌ

وَفِي الرِّكَازِ الْخَمْسُ

অনুচ্ছেদঃ ১৬ ॥ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং রিকায়ে (গুপ্তধন)

পাঁচ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) নির্ধারিত হবে

^{٦٤٢}- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ

سَعِيدٌ بْنُ الْمُسِّيْبِ، وَأَبِي سَلَّمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: "الْعَجَمَاءُ جَرْحَهَا جَبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ، وَالْبَئْرُ جَبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ
الْخَمْسَ".

- صحيح: "ابن ماجه" (٢٦٧٣) ق.

৬৪২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পশুর আঘাতে, খনিতে, এবং কৃপে
পড়াতেও কোন দণ্ড নেই। রিকায়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগ (যাকাত)
নির্ধারিত হবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৬৭৩), বুখারী, মুসলিম

ଆନାସ ଇବନୁ ମାଲିକ, ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନୁ ଆମର, ଉବାଦା ଇବନୁ ସାମିତ, ଆମର ଇବନୁ ଆଓଫ ଓ ଜା-ବିର (ରାଶ) ହତେଓ ଏ ଅନୁଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଏ ହାଦୀସଟିକେ ଆବୃ ଈସା ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେ ।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী

٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْبِعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَيَاضٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. (ح) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيْبَةَ، عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ؛ كَالْفَارِزِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ". -

- حسن صحيح: "ابن ماجه" (١٨٠٩).

৬৪৫। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন) যে পর্যন্তনা সে বাঢ়িতে ফিরে আসে।

- হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮০৯)

এ হাদীসটিকে আবু সৈদ হাসান বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনু ইয়ায একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীসটি অনেক বেশ সহীহ।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَعْتَدِيِّ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ যাকাত আদায়ে সীমা লংঘনকারী

٦٤٦ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

سَعْدٌ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِهَا".

- حسن: "ابن ماجہ" (۱۸۰۸).

৬৪৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **ব্রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত সংগ্রহে সীমা লক্ষণকারী যাকাত আদায়ে বাধা দানকারীর (অঙ্গীকারকারীর) মতই।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (۱۸۰۸)

ইবনু উমার, উম্ম সালামা ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু দ্বিসা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদে গারীব বলেছেন। আহমাদ ইবনু হাসাল এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী সাঁদ ইবনু সিনানের সমালোচনা করেছেন। লাইস ইবনু সাঁদ হাদীসের সনদ এভাবে বলেছেনঃ ইয়ায়ীদ ইবনু আবী হাবীব সাঁদ ইবনু সিনান হতে তিনি আনাস ইবনু মালিক হতে। আর আমর ইবনুল হারিস সনদ বর্ণনা করেছেন এভাবে, ইবনু লাহীআ ইয়ায়ীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি সিনান ইবনু সাঁদ হতে তিনি আনাস হতে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সাঁদ ইবনু সিনান সঠিক নয়; বরং সিনান ইবনু সাঁদ হবে। তিনি আরো বলেন, যে লোক যাকাত আদায় করে না তার যে জ্ঞাহ হবে, অনুরূপ যে লোক যাকাত আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে সে লোকেরও একইরকম গুনাহ হবে।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصْدَقِ

অনুচ্ছেদ ১: ۲۰ ॥ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি বিধান করা

۶۴۷ - حَدَّثَنَا عَلِيًّا بْنُ حِرْبٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصْدَقَ: فَلَا مُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَا".

- صحیح: "ابن ماجہ" (۱۸۰۲) م مختصر।

৬৪৭। জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী (সংগ্রহকারী) তোমাদের নিকটে আসলে তিনি যেন (তোমাদের উপর) সতুষ্ট হয়েই ফিরতে পারে (তার সাথে ভাল ব্যবহার কর)।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮০২), মুসলিম সংক্ষিপ্তভাবে

৬৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسِينُ بْنُ حَرِيْثٍ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ دَاؤِدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ... بِنْ حَوْهَ.

৬৪৮। আবু আশার আল-হসাইন ইবনু হুরাইস সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি দাউদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি জারীর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা মুজালিদের হাদীসের (৬৪৭) তুলনায় দাউদের হাদীসকে (৬৪৮) বেশি সহীহ বলেছেন। মুজালিদকে কিছু হাদীস বিশেষজ্ঞ যঙ্গী বলেছেন এবং তিনি অনেক ভূলের শিকার হন।

২২) بَابُ مَا جَاءَ مِنْ تَحْلِلٍ لِهِ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদঃ ২২ ॥ যে লোকের জন্য যাকাত নেয়া
(ভোগ করা) বৈধ

৬৫ - حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قَتِيبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ؛ وَقَالَ عَلِيًّا: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ -، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يَغْنِيهِ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسَأَلَهُ فِي وَجْهِهِ خَمْوَشٌ - أَوْ خَدْوَشٌ -، أَوْ كَدْوَحٌ -، قِيلَ: يَا رَسُولَ

الله! وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ : "خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الْذَّهَبِ".

- صحیح : "صحیح أبي داود" (۱۴۳۸)، "المشکاة" (۱۸۴۷)

۶۵۰। آبادعلاء الحب بن ماسعود (رض) هنگام برشیت آمد، تینی بدلئن، راسعلاء الحب سائل ایسی ویراست کرنے کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔

۶۵۱- صحیح، سہیہ آباد داؤد (۱۴۳۸)، میشکات (۱۸۴۷)

آبادعلاء الحب بن ماسعود (رض) هنگام برشیت آمد، ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔

۶۵۲- حدثنا محمود بن غیلان: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير ... بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبه: لو غير حكيم حدث بهذا الحديث! فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟! قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

۶۵۳। ماحمود الحب بن ماسعود (رض) هنگام برشیت آمد، تینی سو فیضان کرنے کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔

۶۵۴। ماحمود الحب بن ماسعود (رض) هنگام برشیت آمد، تینی سو فیضان کرنے کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔ ایسی کاروباری کا انتہا مانع کر دیا۔

बललः शुवार कि हाकीम हते वर्णना करा उचित नयः तिनि बललेन, हँा, सुफियान बलेन, आमि युवाइदके उहा मुहाम्मद इब्नु आब्दुर राहमान हते वर्णना करते शुनेछि ।

ए हादीस अनुयायी आमादेर किछु सঙ्गी आमल करेछेन । सुफियान साओरी, आबदूल्लाह इब्नुल मुवाराक, आहमाद ओ इसहाक बलेछेन, पञ्चाश दिरहाम कोन लोकेर मालिकानाय थाकले से लोकेर जन्य याकातेर माल खाओया बैध नय । अन्य एकदल आलिम ए हादीस अनुयायी सिन्धान्त ग्रहण करेननि । ताँरा ए सुयोगटाके आरो ब्यापक रेखेछेन । ताँरा बलेछेन, पञ्चाश दिरहाम थाकार परवो कोन व्यक्ति यदि प्रयोजने याकात नेयार मुखापेक्षी हय तबे सेटा नेया तार जन्य बैध । इमाम शाफ़ी, ओ अन्यान्य फ़िक्हविदेर अनुरूप मत ।

(٤٣) بَأْبُ مَا جَاءَ مِنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

अनुच्छेद : २३ ॥ ये लोकेर जन्य याकातेर माल बैध नय

٦٥٢ - حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ شَارِيْرٍ : حَدَثَنَا أَبُو دَادِدَ الطَّيَّالِسِيُّ : حَدَثَنَا سَفِيَّاً بْنُ سَعِيْدٍ . (ج) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ غِيلَانَ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا سَفِيَّاً، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" .

- صحیح : "المشکاة" (١٤٤٤)، "البراء" (٨٧٧)

٦٥٢ । आबदूल्लाह इब्नु आमर (राः) हते वर्णित आছे, नावी साल्लाल्लाह आलाइहि ओयासल्लाम बलेछेनः अवस्थापन सच्छल ओ सुस्त-सबल लोकेर जन्य याकात नेया बैध नय ।

- سہیہ, میشکات (1888), ایرওয়া (৮৭৭)

আবু হুরাইরা, হৃষী ইবনু জুনাদা ও কাবীসা ইবনু মুখারিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি শুবাও সা'দ ইবনু ইবরাহীম হতে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসকে তিনি মারফুহিসেবে বর্ণনা করেননি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “অবস্থাপন্ন সচ্ছল লোক এবং শক্তিমান ও সুস্থ দেহের অধিকারী লোকের পক্ষে অন্য কারো নিকটে হাত পাতা জায়িয় নয়।”

এ প্রসঙ্গে আলিমগণের অভিমত এটাই যে, যদি শক্তিমান সুঠাম দেহের অধিকারী লোক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং যদি তার নৃন্যতম প্রয়োজন মেটানোর মত সম্ভল না থাকে তবে সে লোককে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিছু মনীষীর মতে, ভিক্ষাবৃত্তি প্রসঙ্গে এ হাদীসটি বলা হয়েছে (যাকাত গ্রহণ জায়িয় হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গে নয়)।

٢٤) بَأْبُ مَا جَاءَ مِنْ تَحْلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

مِنَ الْفَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ ৪ ২৪ ॥ খণ্ডনস্ত লোক এবং আরও

যে সব লোকের জন্য যাকাত নেয়া বৈধ

٦٥٥- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْبَيْثَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجَ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أَصِيبُ رُوَجَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغَرْمَائِهِ : "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا ذَلِكَ" .

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٥٦) ।

৬৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফল কিনে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনেক খণ্ডে জর্জরিত হয়ে পড়ে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের) বললেনঃ একে তোমরা দান-খায়রাত কর। লোকেরা তাকে দান-খায়রাত করল, কিন্তু তা খণ্ড পরিশোধের সম্পরিমাণ হল না। তারপর খণ্ডগ্রন্থ লোকের পাওনাদারদের রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এখন যা পাছ নিয়ে নাও, (আপাতত) এরচেয়ে বেশি আর পাবে না।

- سَاهِيْهِ، إِبْنُ مَا-جَاهَ (২৩৫৬)، مُسْلِم

আইশা, জুয়াইরিয়া ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

অনুচ্ছেদঃ ২৫ ॥ রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনদের ও তাঁর দাস-দাসীদের সাদকা (যাকাত) নেয়া মাকরহ

১৫৬ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَثَنَا مَكْيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْفَصِيعِيِّ السَّدُوسيِّ، قَالَا : حَدَثَنَا بُهْزُبْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَتَى بَشَّيْرًا سَأَلَ : "أَصْدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟" ، فَإِنْ قَالُوا : صَدَقَةٌ؛ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا : هَدِيَّةٌ؛ أَكَلَ.

- حسن صحيح : عن أبي هريرة ق.

৬৫৬। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, কোন কিছু রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আনা হলে তিনি প্রশ্ন করতেনঃ এটা সাদকা না-কি উপহার? লোকেরা যদি এটাকে সাদকা বলত তবে

تینی تا ختنے نا اور لوکرہا یدی اٹاکے عپھار بلت تبے تینی تا ختنے ।

- حسان سہیل،

آبू ہرایرا (رض) ہتے بُخَاریٰ، مسلم

سالمان، آبू ہرایرا، آناس، حسان ایبُن عالیٰ، آبू امیراہ،
ایبُن اکبراس، مایمون ایبُن میحران، ایبُن اکبراس آبادلہاہ ایبُن
امراہ، آبू رافیٰ و آبادل راحمان ایبُن عالکاما (رض) ہتے وہ اے
انوچھے دہیس برجت آছے । علیحدیت دہیسٹی آبُور راحمان ایبُن
عالکاما ہتے، آبُور راحمان ایبُن آبُر اکیلار سُتھے وہ ناہی
سالہاہاہ آلاہیہ ویساںلہاہ ہتے برجت ہوئے । باہی (رض)-اے
دادر نام معاویہ ایبُن ہائدا آل-کوشایری । آبू یوسیہ باہی ایبُن
ہاکیم (رض) ہتے برجت دہیسٹیکے حسان گاریب بلنے ہن ।

٦٥٧ - حدثنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا محمد بن جعفر :

حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع - رضي الله عنه : أن النبي ﷺ بعث رجلاً من بنى مخزوم على الصدقه، فقال لأبي رافع : أصلحتني كيماً تصيب منها، فقال : لا؛ حتى آتني رسول الله ﷺ فسألته، فانطلق إلى النبي ﷺ، فسألته؟ فقال : إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم.

- صحیح : " المشکاة " (۱۸۲۹)، " البراءة " (۳۶۵/۲ و ۸۸۰).

"الصحيحة" (۱۶۱۲).

٦٥٧ । آبू رافیٰ (رض) ہتے برجت آছے، ماخیم بخشہر اک
لوککے راسلہاہ سالہاہاہ آلاہیہ ویساںلہاہ یا کات آدیاکاری
نیوکر کرے پریگ کرئے । سے آبू رافیٰ (رض)-کے بولل، آپنی آمار
سہیاڑی ہوئے یا ن، آپنی وہ یا تے کیو پتے پارئے । تینی بلنے، نا،
آگے راسلہاہ سالہاہاہ آلاہیہ ویساںلہاہمیر نیکتے گیئے جیجےس
کرے دئی । راسلہاہ سالہاہاہ آلاہیہ ویساںلہاہمیر نیکتے گیئے

তিনি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেনঃ আমাদের (হাশিম বংশের) জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়। আর কোন বংশের মুক্তদাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

- সহীই, মিশকাত (১৮২৯), ইরওয়া (৩/৩৬৫ ও ৮৮০), সহীহাহ (১৬১২)

ଆବୁ ଈସା ବଲେନ, ଏ ହାଦୀସଟି ହାସାନ ସହିତ । ଆବୁ ରାଫି (ରାଃ) ରାସୂଲୁଙ୍ଗାହ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟାଶାଲାମେର ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଦାସ ଛିଲେନ । ତାଁର ନାମ ଆସଲାମ । ରାଫିର ଛେଲେର ନାମ ଉବାଇଦୁଲ୍ଲାହ, ତିନି ଆଲୀ (ରାଃ)-ଏର ସଚିବ ଛିଲେନ ।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ : ২৬ ॥ আজীয়-স্বজনদের যাকাত দেয়া

٦٥٨ . حَدَثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ،
عَنْ حَفْصَةَ بْنِتِ سَيْرِينَ، عَنِ الرَّبَّابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنَ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتُ أَحَدَكُمْ فَلَا يَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ شَوَّرٌ وَهُوَ كَوْكَبٌ.

- ضعيف، والصحيح : من فعله صلوة "ابن ماجه" (١٦٩٩).

وقال: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمَةِ ثَنَانٌ؛
صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٤٤).

৬৫৮। সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কোন লোক ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা, এতে বারকাত আছে। যদি সে খেজুর না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হল পবিত্র।

- য়েফ, সঠিক হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম
(নির্দেশ নথ), ইবনু মা-জাহ (১৬৯৯)

تینی آراؤ بولئے ہن؛ گریب دے دان-خاکہ رات کرنا شدُ دان بولئے
گئے ہے؛ کیونکہ آجیاں-بُرجنکے دان کر لے تو دان وہ ہے اور
آجیاں تا وہ رکھا کرنا ہے ।

- سہیل، ایوب نو مارچ (۱۸۸۸)

آباد علیہ السلام ایوب نو ماسٹر دے ستری یائی ناوار، جا-بیر و آبُو حرباءِ رضا (راہ) ہتھے اور انوچے دے ہادیس بُرجنکے آچے । اے ہادیس تکے آبُو جسوس
ہاسان بولئے ہن । بُرجنکا کاری آر-رَّاواَبَ ہلن سُلائے اُر کنیاً عُشُر
رَاویہ ہے । اے بَارِبَرِ سُفیان سا وری بُرجنکا کر رہے ہن اسیم ہتھے، تینی
ہافسا بینتو سیڑیں ہتھے، تینی آر-رَّاواَبَ ہتھے । آر شوہا بُرجنکا
کر رہے ہن اسیم ہتھے، تینی ہافسا بینتو سیڑیں ہتھے، تینی سالماں
ایوب نو امیر ہتھے । شوہا آر-رَّاواَبَ اُر کنیاً عُشُر کر رہن ناہی । اے مধے
سُفیان سا وری و ایوب نو عَلَیْهِ السَّلَامُ بُرجنکا بُرجنکا بُرجنکا بُرجنکا
اوہ ہیشام ایوب نو ہاسان بُرجنکا کر رہے ہن ہافسا بینتو سیڑیں ہتھے،
تینی آر-رَّاواَبَ ہتھے، تینی سالماں ایوب نو امیر ہتھے ।

٢٨) بَأْ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

انوچے دے : ۲۸ ॥ دانے دے مریدا

۶۶۱ - حدثنا قتيبة : حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبرى، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا تَصْدَقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ - وَلَا يَقْبِلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبُ - إِلَّا
أَخْذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ - وَإِنْ كَانَتْ تَمَرَّةً - تَرْبَوْ فِي كَفَ الْرَّحْمَنِ،
حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ؛ كَمَا يَرَبِّي أَحْدَكُمْ فَلُوهٌ - أَوْ فَصِيلَةٌ -".

- صحیح : "ظلال الجنۃ" (۶۲۲)، "التعليق الرغیب"، "البراء"

(۸۸۶) ق.

۶۶۱ । ساند ایوب نو ہیاسار (راہ) ہتھے بُرجنکے آچے، تینی آبُو
حرباءِ رضا (راہ)-کے بولتے شنے ہن، راسُلُ علیہ السلام سالماں
علیہ السلام ایوب نو

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক বৈধ উপার্জন হতে দান খায়রাত করে, আর আল্লাহ তাআ'লা হালাল ও পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, সেই দান দয়াময় রাহমান স্বয়ং ডান হাতে গ্রহণ করেন, তা যদি সামান্য একটি খেজুর হয় তাহলেও। এটা দয়াময় রাহমানের হাতে বাড়তে বাড়তে পাহাড় হতেও বড় হয়ে যায়; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকে।

সহীহ, জিলালুল জুন্নাহ (৬২৩), তা'লীকুর রাগীব, ইরওয়া (৮৮৬),
বুখারী, মুসলিম

আইশা, আদী ইবনু হাতিম, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা,
হারিসা ইবনু ওয়াহব, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সিসা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ : ২৯ ॥ সাহায্য প্রার্থনাকারীর অধিকার

٦٦٥ - حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَثَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَّابٍ عَنْ جَدِّهِ أَمْ بَجِيدٍ - وَكَانَتْ مِنْ بَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ الْمِسْكِينَ لِيَقْوُمُ عَلَى بَأْبِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أَعْطِيهِ إِيَّاهُ ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لَمْ تَحْدِي شَيْئاً تَعْطِيْنِي إِيَّاهُ ; إِلَّا ظِلْفًا مَحْرَقًا؛ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ .

- صحيح : "التعليق الرغيب" (২৯/২)، صحيح أبي داود

. (۱۴۶۷)

৬৬৫ । আবদুর রাহমান ইবনু বুজাইদ (রাহঃ) হতে তার দাদী উচ্চ
বুজাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকটে যে সকল মহিলা বাইআ'ত গ্রহণ করেছিলেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভিক্ষুক এসে আমার দরজায় দাঁড়ায়, অথচ আমার হাতে তাকে দেওয়ার মত কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যদি তুমি (পশুর পায়ের) একটি ক্ষুর (খুবই সামান্য জিনিস) ছাড়া তাকে দেওয়ার মত আর কিছু না পাও তবে তাই তার হাতে তুলে দাও।

- সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/২৯), সহীহ আবু দাউদ (১৪৬৭)

আলী, হসাইন ইবনু আলী, আবু হুরাইরা ও আবু উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উম্ম বুজাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ হাদীস।

٣٠ ﴿بَأْبُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤْلَفَةِ قُلُوبَهُمْ﴾

অনুচ্ছেদঃ ৩০ ॥ তাদের মন জয়ের জন্য দান করা

٦٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدْمَ، عَنِ ابْنِ الْمَبَارِكِ، عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيبِ، عَنْ صَفَوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَينَ؛ وَإِنَّهُ لِأَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي؛ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَلْقَ إِلَيَّ.

صحيح: ৩

৬৬৬ । সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু (গানীমাতের) মাল দান করেন। তিনি আমার দৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য দুশ্মন ছিলেন। আমাকে তিনি দান করতে থাকলেন। যার ফলে তিনিই আমার নিকটে সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে পছন্দনীয় লোক হয়ে গেলেন।

- সহীহ, মুসলিম

আবু সাউদ আল-খুদরী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা বলেন, সাফওয়ানের হাদীসটি মামার এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি সাউদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া হতে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেছেন..... এই হাদীসটি অধিক সহীহ।

‘মুয়াল্লাফাতুল কুলবদের’ দান করার ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ আছে। বেশির ভাগ আলিমদের মতে, তাদেরকে দান করা যাবে না। তারা বলেন, এ ধরণের একটা দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল যাদেরকে তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তারপর তারা ইসলাম মেনে নেয়। এ ধরণের লোকদেরকে বর্তমানে যাকাত হতে দান করার প্রয়োজন নেই। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসীগণ, আহ্মাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেন। আরেক দল আলিম বলেছেন, যদি এ ধরণের লোক বর্তমানেও থেকে থাকে এবং ইমাম যদি তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তাদেরকে কিছু দান করলে তা জায়িয় হবে। ইমাম শাফিস্টি এই মত প্রকাশ করেছেন।

بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتِهِ (৩১)

অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ সাদকা দানকারীর পুনরায় দানকৃত বস্তুর

উত্তরাধিকারী হওয়া

٦٦٧ - حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَبْرٍ : حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي
بِحَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ؛ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَدَهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ"؛ قَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهِيرٍ؛ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي

عنها، قالت: يا رسول الله! إنها لم تحجّ قطّ؛ فأفأحجّ عنها؟ قال: نعم، حجّي عنها.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٥٩) و "الحاكم" (٢٣٩٤) م.

৬৬৭। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত
আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক
মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী
দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি সাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং
উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর
রাসূল! এক মাসের রোয়া আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হতে
আমি কি রোয়া আদায় করতে পারি? তিনি বললেনঃ তার পক্ষে তুমি
রোয়া আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কখনও তিনি হাজ়ি
করেননি। তার পক্ষ হতে আমি কি হাজ়ি আদায় করতে পারি? তিনি
বললেনঃ হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হাজ়ি আদায় কর।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৫৯, ২৩৯৪), মুসলিম

ଆବୁ ଈସା ଏ ହାଦୀସଟିକେ ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେନ । ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ବୁରାଇଦାର ହାଦୀସ ହିସାବେ ଜାନା ଯାଇନି । ହାଦୀସ ବିଶାରଦଦେର ମତେ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନ୍ ଆତା ସିକାହ (ନିର୍ଭର୍ୟୋଗ୍ୟ) ବର୍ଣନାକାରୀ । ଏ ହାଦୀସ ଅନୁଯାୟୀ ବେଶିର ଭାଗ ଆଲିମ ଆମଲ କରାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେନ । କୋନ ଲୋକ କିଛି ସାଦକା କରଲ ଏବଂ ପରେ ଆବାର ମେ ତାର ଉତ୍ସର୍ଧିକାରୀ ହଲ, ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ଜନ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପଦ ବୈଧ । ଅପର ଏକଦଳ ମନୀଷୀ ବଲେନଃ ସାଦକା ବା ଦାନ-ଖାୟରାତ ଏମନ ଏକଟି ଜିନିସ ଯା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର ଜନ୍ୟ ଖରଚ କରା ହୟ । ଏରକମ ସମ୍ପଦ ଓୟାରିସ ସୂତ୍ରେ ପ୍ରାଣ୍ତେ ହଲେ ଉଚିତ ହଛେ ଏହି ଜିନିସ ପୁନରାୟ ମେ ପଥେ ଖରଚ କରେ ଦେୟା । ସୁଫିଯାନ ସାଓରୀ ଓ ଯୁହାଇର ଇବନ୍ ମୁଆବିୟା-ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନ୍ ଆତାର ସୂତ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହାଦୀସଟି ବର୍ଣନ କରେଛେ ।

(۳۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : ৩২ ॥ দান-খায়রাত ফিরত নেয়া অতি নিন্দিত

۶۶۸ - حَدَثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ،

عَنْ مَعْمِرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبْنِ عُمْرٍ، عَنْ عُمْرٍ: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَىٰ فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۳۹۰) ق.

৬৬৮ । উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তিনি আল্লাহ তা'আলার পথে ঘোড়া দান করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সে লোক ঘোড়াটিকে বিক্রয় করছে। তিনি তা কিনতে ইচ্ছা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার দান করা বস্তু তুমি ফিরত নিও না।

- سہیہ، ایوب نو مہاج (۲۳۹۰)، بُوكاری، موسالیم

আবু ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করার কথা বলেছেন।

(۳۳) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمُبْتَدَأِ

অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা

۶۶۹ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ: حَدَثَنَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ: حَدَثَنَا

زَكَرِيَّاً بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَوْفِيتُ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟

قَالَ: "نَعَّمْ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَنْهَا.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٦٥٦٦) خ.

৬৬৯। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পক্ষে আমি দান-খায়রাত করলে তার কি কোন কল্যাণে আসবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে আমি সাক্ষী রেখে তার পক্ষ থেকে তা দান করলাম।

- سَهْيَهُ، سَهْيَهُ آبَوْ دَاؤْدَ (٦٥٦٦)، بُوكَارِي

আবু দুসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, মৃত ব্যক্তির নিকটে দু'আ এবং দান-খায়রাত পৌছে। এ হাদীসটিকে কিছু বর্ণনাকারী মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। মাখরাফ শব্দের অর্থ হলো ফলের বাগান।

(٣٤) بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ স্বামীর ঘর হতে স্ত্রীর কিছু দান করা

٦٧. - حَدَثَنَا هَنَادٌ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَثَنَا شَرْحِبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ يَقُولُ : "لَا تَنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا يَأْنِي زَوْجِهَا" ، قَيْلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ : "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٢٩٥).

৬৭০। আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বক্তৃতায় বলতে শুনেছিঃ স্বামীর ঘর হতে তার

পূর্ণনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যেন কিছু দান না করে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! খাবারও কি নয়? তিনি বললেনঃ খাবার তো আমাদের উচ্চম সম্পদ।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (২২৯৫)

সাদ ইবনু আবু ওয়াকাস, আসমা বিনতু আবু বাক্র, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتْنِيْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شَعْبَةَ، عَنْ عُمَرِ بْنِ مَرْدَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ يَحْدِثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَصَدَّقْتَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلخَارِزِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (২২৯৪) ق.

৬৭১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর ঘর হতে স্ত্রী কোন কিছু দান করলে এতে তার সাওয়াব হয়। স্বামীরও সমপরিমাণ সাওয়াব হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীরও সমপরিমাণ সাওয়াব হয়। এতে একজন অন্যজনের কিছু পরিমাণ সাওয়াবও কমাতে পারে না। স্বামীকে উপার্জনের জন্য এবং স্ত্রীকে খরচের জন্য সাওয়াব দেওয়া হয়।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২২৯৪), বুখারী, মুসলিম

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا الْمَؤْمِلُ، عَنْ سُفِّيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول ﷺ : "إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، بِطِيبٍ نَفِيسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ؛ لَهَا مَا نَوْتَ حَسَنًا، وَلِلخَارِزِينَ مِثْلُ ذَلِكَ".
- صحیح : بما قبله.

৬৭২। آইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর ঘর হতে যে মহিলা কোনোক্ষণ অপচয় না করে এবং খুশি মনে কোন কিছু দান করে সে স্বামীর সম্পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। তার সৎ উদ্দেশ্যের জন্য সে সাওয়াব লাভ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী একই পরিমণে সাওয়াব অর্জন করে।

- پূর্ববর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ।

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু ওয়ায়িল হতে আমর ইবনু মুররাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে এটা অনেক বেশি সহীহ। কেননা আমর ইবনু মুররাহ তার বর্ণনায় মাসরূকের উল্লেখ করেন নাই।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ৩৫ || سادাকাতুল ফিত্র (ফিত্রা)

٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : كَانَ نَخْرِجُ زَكَّةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِيمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمِّرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطَعٍ، فَلَمْ نَزِلْ نَخْرِجَهُ، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةِ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسُ : إِنِّي لَأَرِي مَدِينَةَ الشَّامِ تَعْدِلْ صَاعًا مِنْ تَمِّرٍ، قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَرَأَلْ أَخْرِجَهُ كَمَا كُنْتَ أَخْرِجَهُ.

صحیح : ابن ماجہ (۱۸۲۹) ق.

৬৭৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমরা (মাথাপিছু) এক সা' খাবার অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' পনির (ফিত্রা হিসাবে) দান করতাম। আমরা এভাবেই দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু মুআবিয়া (রাঃ) মাদীনায় এসে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকদের সাথে আলোচনা করলেন। তার আলোচনার মধ্যে একটি ছিলঃ আমি দেখছি, সিরিয়ার দুই মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকেরা এটাই অনুসরণ করতে লাগলো। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমি পূর্বের মতই দিতে থাকব।

- سَهْيَةٌ، إِبْرَاهِيمُ مَعَاشٌ (১৮২৯)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

আবু ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের অনুসরণ করে একদল মনীষী বলেন, প্রতিটি জিনিস এক সা' পরিমাণ হতে হবে। একই রকম মত প্রকাশ করেছেন ইমাম শাফিন্দ, আহমাদ ও ইসহাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যান্যরাও বলেছেন, এক সা' পরিমাণই প্রতিটি জিনিস হতে হবে কিন্তু গম অর্ধ সা' পরিমাণ দিলেই যথেষ্ট। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও কুফাবাসীদের মত এটাই যে, গম অর্ধেক সা' পরিমাণ দিলেই চলবে।

٦٧٥- حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَةَ الْحِتَّاطِ؛ عَلَى الذَّكَرِ
وَالْأَنْثَى، وَالْحَرِّ وَالْمَلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ:
فَعَدَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٢٥) خ.

৬৭৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক পুরুষ, নারী, মুক্ত দাস-দাসীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব ফিত্রা

ହିସାବେ ନିର୍ଧାରଣ କରେ ଦିଯେଛେ । ବର୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ, କିନ୍ତୁ ପରବତୀତେ ଲୋକେରା ଅର୍ଧେ ସା' ଗମକେ ଏର ସମ୍ପରିମାଣ ଧରେ ନିଯେଛେ ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮২৫), বুখারী

ଆବୁ ଇସା ଏ ହାଦୀସଟିକେ ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେ । ଆବୁ ସାନ୍ଦିଦ, ଇବନୁ ଆକାସ, ହାରିସ ଇବନୁ ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆବୁ ଯୁବାବେର ଦାଦା, ସାଲାବା ଇବନୁ ଆବୁ ସୁଆଇର ଓ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନୁ ଆମର (ରାଃ) ହତେଓ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ।

٦٧٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُونٌ :
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرِضَ
زَكَّةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ
حَرْثٍ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أَنْتَشَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٢٦) (ق).

৬৭৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুসলমান মুক্ত অথবা গোলাম, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নির্বিশেষে সকলের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব রামাযান মাসের ফিত্রা হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

- সহীহ ইবনু মা-জাহ (১৮২৬), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ
বলেছেন। মালিক নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম হতে আইয়ুবের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন এবং
তাতে তিনি মুসলিমীন শব্দের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আরও
অনেকে নাফি হতে বর্ণনা করেছেন তবে তারা মুসলিমীন শব্দের উল্লেখ
করেননি। ইমাম মালিক, শাফিউ ও আহমাদ বলেন, কারো নিকটে কাফির
দাস থাকলে তার জন্য ফিতরা আদায় করতে হবে না। সুফিয়ান সাওরি,

ইবনুল মুবারাক ও ইসহাক বলেন, কাফির গোলাম হলেও তার জন্য ফিত্রা আদায় করতে হবে।

(৩৬) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ ঈদের নামাযের পূর্বে ফিত্রা আদায় করা

৬৭৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ عَمْرُو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرُو الْحَذَّاءُ الْمَدْنِيُّ :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نَافِعٍ الصَّابِغُ، عَنْ أَبِي الرَّزْنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغَدْوِ لِصَلَاةِ يَوْمِ الْفِطْرِ.

- حسن صحيح : "صحیح أبي داود" (১৪২৮)، "الإرواء"

. (৪৩২)

৬৭৭ । ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ঈদের দিন সকালে ঈদের নামায আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে ফিত্রা আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

হাসান সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (১৪২৮), ইরওয়া (৮৩২), বুখারী, মুসলিম, হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসানসহীহ গারীব বলেছেন। সকাল বেলা ঈদের নামায আদায় করতে যাওয়ার পূর্বেই ফিত্রা আদায় করাকে আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

(৩৭) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ অগ্রিম যাকাত আদায় করা

৬৭৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاً، عَنِ الْحَجَاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

عَتِيْبَةُ، عَنْ حَجِيْةَ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ : أَنَّ الْعَبَاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَرَخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . - حَسْنٌ : "ابن ماجه" (١٧٩٥) .

৬৭৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৭৯৫)

٦٧٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حِبْرِ الْعَدُوِّيِّ، عَنْ عَلِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ : "إِنَا قَدْ أَخْذَنَا زَكَاةَ الْعَبَاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ" . - حَسْنٌ أَيْضًا .

৬৭৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমরা বছরের শুরুতেই আব্বাসের এই বছরের যাকাত নিয়ে নিয়েছি।

- হাসান

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, হাজাজ ইবনু দীনার হতে ইসরাইল কর্তৃক বর্ণিত অগ্রিম যাকাত আদায়ের হাদীসটি অমরা এই সূত্র ব্যতীত অবগত নই। (তিরমিয়া বলেন) আমার মতে, হাজাজ হতে ইসমাইল ইবনু যাকারিয়া বর্ণিত হাদীসটি হাজাজ ইবনু দীনার হতে ইসরাইলের বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ। এটি হাকাম ইবনু উতাইবাহ হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে। আলিমদের মাঝে অগ্রিম যাকাত আদায় করার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। একদল মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করা উচিত নয় বলে

মত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান সাওরী এই মতের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা না করাই আমার মতে উত্তম। বেশিরভাগ মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করলে তা জায়িয় হওয়ার কাথা বলেছেন। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন শাফিস্ট, আহ্মদ ও ইসহাক।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسَالَةِ

অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ ভিক্ষা করা নিষেধ

٦٨٠ - حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ بَيْانِ بْنِ يَشْرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَأَنْ يَغْدُوا أَحَدُكُمْ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدِّقُ مِنْهُ، فَيُسْتَغْفِرُ بِهِ، عَنِ النَّاسِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا: أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلَياً أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدأْ بِمَنْ تَعْوَلُ.

- صحيح : "الإرواء" (٨٣٤) م.

৬৮০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক সকালে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে করে বহন করে এনে তা হতে প্রাণ উপার্জন হতে সে দান-খায়রাত করল এবং লোকদের নিকটে হাত পাতা হতে বিরত থাকল। তার জন্য এটা অনেক উত্তম অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হতে। আর অন্য লোকের নিকটে চাইলে সে তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। কেননা, নিচের হাত হতে উপরের হাত (দান গ্রহণকারীর চেয়ে প্রদানকারী) উত্তম। নিজের প্রতিপাল্যদের নিকট হতে (অর্থ ব্যয় ও দান-খায়রাত) শুরু কর।

- সহীহ, ইরওয়া (৮৩৪), মুসলিম

হাকীম ইবনু হিযাম, আবু সাঈদ আল-খুদরী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আতিয়া আস-সাদী, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, মাসউদ ইবনু

আমর, ইবনু আবোস, সাওবান, যিয়াদ ইবনু হারিস আস-সুদাই, আনাস, হবশী ইবনু জুনাদা, কাবীসা ইবনু মুখারিক, সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান, সহীহ গারীব বলেছেন। কায়িস (রাহঃ) হতে বায়ান (রাহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে গারীব হাদীস বলে গণ্য করা হয়েছে।

٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدِبَ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدِيكَدَ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ
الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يُبَدِّلُ مِنْهُ".

- صحیح : "التعليق الر غیب" (۲/۲).

৬৮১। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অন্য কারো নিকটে হাত পাতাটা ক্ষতের সমতুল্য (হীন ও শান্তিকর)। সাহায্য প্রার্থী নিজের মুখমণ্ডলকে এর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত (লাঞ্ছিত) করে। কিন্তু শাসকের নিকটে কোন কিছু চাওয়া বা যে লোকের হাত পাতা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই তার কথা ভিন্ন।

- سَهْيَهُ، تَأْلِيْكُ الرَّاغِيْبِ (۲/۲)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جামিন কৃত্তুময়ে দ্যালু আল্লাহর নামে তৃতীয় কৃত্তুম

٦۔ کتاب الصوم عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৬ : রোয়া

(۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ
অনুচ্ছেদ ১ ॥ রামায়ান মাসের ফায়লাত

٦٨٢ - حَدَثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ كَرِيبٍ : حَدَثَنَا أَبُو

بَكْرٍ بْنُ عِيَاشَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ صُفِّدَ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتُحْتَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَغْلِقْ مِنْهَا بَابٌ، وَبَنَادِي مِنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ! أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٢).

৬৪২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে ব'র্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শাইতান ও দুষ্ট জিন্দেরকে রামায়ান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহানামের দরজাগুলো বক্ষ করা হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বক্ষ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন : হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে

پاپا سکٹ! بیرات ہو! اُار بہلے کوکے آٹھاڑھ تا'آلار پکھ ہتے اے ماسے جاہانیاں خیکے مُکھ کرے دے ویا ہیا اب و اپنے ک را تھے اے انکو ہتے خاکے!

- سہیہ، ایوب نے معاذ (۱۶۸۲)

آبادوں را ہمان ایوب نے آویش، ایوب نے ماسنڈ و سالماں (رواۃ) ہتھوں اے انکو چھدے ہادیس بُرْجیت آچے!

٦٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالْمَهَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبٍ، وَمَنْ قَامَ لِلَّةِ الْقَدْرِ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبٍ.

- صحیح: "ابن ماجہ" (۱۳۲۶) ق.

۶۸۴۔ آبُو ہرائیہ (رواۃ) ہتھے بُرْجیت آچے، تینی بلنے، راسوں لٹھاڑھ آلا ایھی ویسا لٹھاڑھ بلنے ہے: ہماینے را ساتھے اب و سا ویا بے را آشنا کرے یہ لئے را ماما یان ماسے را رویا پالن کر لے اب و (ایبادا تھے دیشے) را تھے جے گے رائی لے، تار پُر بُر بُری گنھ لے کھما کرے دے ویا ہیا! آر ہماینے را ساتھے اب و سا ویا بے را آشنا کرے یہ لئے لائی لائی تھل کا دھر را (ایبادا تھے جنی) را تھے جے گے خاکے، تار پُر بُر بُری گنھ لے کھما کرے دے ویا ہیا!

- سہیہ، ایوب نے معاذ (۱۳۲۶)، بُر خاری، مُسالمی

آبُو ہسیا آبُو باکر ایوب نے آسے را ساتھے آبُو ہرائیہ (رواۃ)-اے بُر جیت ہادیس تھکے گاری بے بلنے ہے! آمیز را آمیز-آبُو سالمی-اے ساتھے بُر جیت آبُو ہرائیہ (رواۃ)-اے ہادیس تھکے گنھ ماما تھ آبُو باکر ایوب نے آییا سے را مادھیمے ہے جنے ہی! آمیز اے ہادیس پرسنے مُسالمی دیوبنی ایسماں دیکے پرش کر لے تینی بلنے، ہاسان ایوب نے را بی، آبُو ل آہ ویا س ہتھے، تینی آمیز ہتھے، تینی مُجاہد ہتھے تاڑ را

বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রামায়ান মাসের প্রথম রাতে..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। মুহাম্মদ বলেন, আমার নিকটে এই সনদটি আবৃ বাক্র ইবনু আইয়াসের তুলনায় বেশি সহীহ।

بَأْبُ مَا جَاءَ لَا تَقْدِمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ
 অনুচ্ছেদ ১২॥ রামায়ান মাস আসার পূর্বক্ষণে
 রোয়া পালন করো না

١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٌ : حَدَّثَنَا عِبْدَةُ بْنُ سَلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَقْدِمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَوْافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صَوْمًًا لِرَؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرَؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوَا ثَلَاثَيْنَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥٥) و (١٦٥٠) ق.

৬৪৪। আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামায়ান মাস আসার একদিন কিংবা দুইদিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) রোয়া পালন করো না। হ্যাঁ, তবে তোমাদের কারো পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী রোয়া পালনের দিন পড়ে গেলে সে ঐ দিনের রোয়া পালন করতে পারবে। তোমরা রোয়া রাখ চাঁদ দেখে এবং রোয়া শেষও কর চাঁদ দেখেই। (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ক্রিশ দিন পুরো কর চাঁদ দেখতে না পেলে), এরপর ইফ্তার কর (রোয়া শেষ কর)।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৫০ ও ১৬৫৫), বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ

আলিমগণ আমল করেন। তাদের মতে রামাযান মাস শুরুর অব্যবহিত পূর্বে রামাযানের মর্যাদার লক্ষ্যে রোয়া পালন করা মাকরহু। তবে কোন নির্ধারিত দিনে রোয়া আদায়ের পূর্ব-অভ্যাস কারো থাকলে এবং রামাযানের আগের দিন সেই দিন হলে তবে এদিনে তার রোয়া পালনে কোন সমস্যা নেই।

٦٨٥ - حَدَثَنَا هَنَدٌ : حَدَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلَيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَقْدِمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بَيْوِمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صُومًا؛ فَلِيَصُمِّهِ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۶۵۰) ق.

৬৮৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রামাযান মাস শুরুর এক দিন বা দু'দিন আগে রোয়া পালন করো না। হ্যাঁ, তবে যে লোক অভ্যাসমত রোয়া পালন করে সে লোক ঐ দিনে রোয়া পালন করতে পারে।

- سہیہ، ایوب نو ما-जाह (۱۶۵۰)، بُوكاڑی، مُسْلِم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۳) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ সন্দেহযুক্ত দিনে রোয়া পালন করা মাকরহু

٦٨٦ - حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِ : حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُمَرِ بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَلَةِ بْنِ زَفَرَ، قَالَ : كَنَا عِنْدَ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأَتَيْنَا بِشَاةً مَصْلِيَّةً، فَقَالَ : كُلُوا،

فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ
الَّذِي يَشْكُونَ فِيهِ النَّاسُ؟ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
— صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٥).

৬৮৬। সিলা ইবনু যুফার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আশ্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-এর নিকটে আমরা উপস্থিত ছিলাম। একটি ভূনা বক্রী (খাবারের উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, তোমরা সকলেই খাও। কিন্তু কোন এক লোক দূরে সরে গিয়ে বলল, আমি রোষাদার। আশ্মার (রাঃ) বললেন, সন্দেহযুক্ত দিনে যে লোক রোষা পালন করে সে লোক আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফারমানী করে।

— سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৪৫)

আবু হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আশ্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিদিদের মধ্যে বেশিরভাগই আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিউ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর এরকমই অভিমত। সন্দেহের দিনে রোষা পালন করাকে তারা মাকরহ বলেছেন। উক্ত দিনে কেউ রোষা পালন করলে আর তা রামায়ান মাস হলে, তথাপিও বেশিরভাগ আলিমের মত অনুযায়ী সে লোককে এই দিনের স্থলে একটি কায়া রোষা পালন করতে হবে।

٤) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هَلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ রামায়ান মাস নির্ধারণের উদ্দেশ্যে

শাবানের চাঁদের গণনা

— حدثنا مسلم بن حجاج : حدثنا يحيى بن يحيى : حدثنا

أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ".
- حسن : "الصحيحة" (٥٦٥).

৬৮৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রামাযানের মাস নির্ধারণের জন্য শাবানের চাঁদেরও হিসাব রাখ ।

- হাসান, সহীহা (৫৬৫)

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব । এ হাদীস আবু মুআবিয়ার সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে আমরা জানতে সক্ষম হইনি । সহীহ রিওয়ায়াত হলঃ মুহাম্মাদ ইবনু আম্র-আবু সালামা হতে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামাযান মাসকে তোমরা এক দিন বা দু'দিন এগিয়ে সামনে নিয়ে আসবে না । ইয়াহুইয়া ইবনু কাসীর হতে তিনি আবু সালামা হতে, তিনি আবু হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-লাইসীর হাদীসের মতই হাদীস বর্ণিত আছে ।

٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَالْإِفْطَارَ لَهُ

অনুচ্ছেদ ৪৫ ॥ চাঁদ দেখে রোয়া আরম্ভ করা এবং

চাঁদ দেখে রোয়া শেষ করা

৬৮৮- حَدَّثَنَا قُتْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصُ، عَنْ سِيمَاكِ بْنِ حَرْبِ،
عَنْ عَكْرَمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَصُومُوا
قَبْلَ رَمَضَانَ؛ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ؛
فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ।

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠١٦)

৬৮৮। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রামাযানের পূর্বে রোয়া রেখ না। তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখার পর রোয়া রাখা আরম্ভ কর এবং চাঁদ দেখার পর তা ভাঙ। মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

- সহীহ আবু দাউদ (২০১৬)

আবু হুরাইরা, আবু বাকরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সৈসা ইবনু আকবাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাঁর নিকট হতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ উন্নতিশ দিনেও একমাস পূর্ণ হয়

৬৮৯- حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاً بْنَ أَبِي هُبَيْلٍ

زَائِدَةَ : أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّ رِوْبِنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنْ أَبْنِ مَسْعُورٍ، قَالَ : مَا صُمِّتَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ أَكْثَرُ مِمَّا صُمِّنَا ثَلَاثَيْنَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (১৬০৮)

৬৮৯। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা যতবার ত্রিশ দিন রোয়া পালন করেছি, এর চেয়ে বেশি উন্নতিশ দিন রোয়া পালন করেছি।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৫৮)

উমার, আবু হুরাইরা, আইশা, সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, ইবনু আকবাস, ইবনু উমার, আনাস, জা-বির, উম্মু সালামা ও আবু বাকরা (রাঃ)

হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উন্নত্রিশ দিনেও মাস পূর্ণ হয়।

۶۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَبْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حَمَيْدٍ، عَنْ أَنَّسٍ، أَنَّهُ قَالَ : أَلَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَاقْتَامَ فِي مَشْرِبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آتَيْتَ شَهْرًا؟! فَقَالَ : "الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ" . -

- صحيح: ✅

৬৯০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা (সপথ) করেন। ঘরের মাচানের একটি কক্ষে তিনি ২৯ দিন থাকেন। লোকেরা বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা (সপথ) করেছিলেন? তিনি বললেনঃ এই মাসটি উন্নত্রিশ দিনের।

-সহীহ, বুধারী। আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(۸) بَأْبُ مَا جَاءَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ
অনুচ্ছেদঃ ৮ ॥ ঈদের দুই মাস কম হয় না

۶۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَصَرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمَفْضِلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۵۹) ق.

৬৯২। আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

سالہ اٹھاٹھ آلا ایہی ویسا سالہ میں بلنے ہے: دوئی صدیکہ میں رامایان و یونہیجہ (اکسنس) کم ہے نا۔

- سہیہ، ایوبن معاذ (۱۶۵۹)، بُرخاڑی، مسلم

آبُو بَكْرٍ (رضی اللہ عنہ) بَرِّیتَ حَادِیسَتِکَمَکَ آبُو عَلَیٰ عَسَیَا حَادِیسَانَ بَلَنَے ہے۔ آبَدُورَ رَاهِمَانَ ایوبنَ آبُو بَكْرٍ اَرَسَلَ سُنْنَتَ اَهَدِیسَتِ مُوْرَسَالَ حِسَبَوَے وَ بَرِّیتَ آچَے۔ ایمَامَ آہِمَانَ اَهَدِیسَتِ اَهَدِیسَتِ تَارِیخَ پُرسَنَجَے بَلَنَے ہے: “اکساتھے دوئی صدیکہ میں رامایان کم ہے نا۔ اُرثاً اکھی بَرِّسَرَ اکٹی میں رامایان کم ہے گے (۲۹ دین ہے) انیجتی پُرْجَنَتَ ہے” (۳۰ دین ہے)۔ ایسہاک بَلَنَے، کم ہے نا اُرثَ ہے ڈنٹریش دینے میں رامایان پُرْجَنَتَ میں رامایان ہے اُنیجتی گنج ہے، تاٹے کونرکم اپُرْجَنَتَ نہیں۔ ایسہاک (رَاهِمَ)-اَرَسَلَ مَتَانُوسَارَے ایسے دوئی میں رامایان اکھی بَرِّسَرَ کم (۲۹ دینے) ہتے پاڑے۔

۹) بَأْبُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلِدٍ رُؤْيَاَتِهِمْ

انواعِ ۹: ۹ ॥ اُخْرَیِکَ اَنْوَاعِلَرَ لَوْکَدَرَ جَنَّتَ

تاَدَرَ چَانَدَ دَرِکَهِ اَرْتَبَیَ ہَبَیَ

۶۹۲ - حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ حَمْرَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : أَخْبَرَنِي كَرِيبٌ : أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنَ الْحَارِثِ بَعْثَتْهُ إِلَى مَعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِيمَتِ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لِيَلَةَ الْجَمْعَةِ، ثُمَّ قَدِيمَتِ الْمَدِينَةِ فِي آخرِ الشَّهِيرِ، فَسَالَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتَ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتَ: رَأَيْنَاهُ لِيَلَةَ الْجَمْعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لِيَلَةَ الْجَمْعَةِ؟ فَقُلْتَ: رَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مَعَاوِيَةُ، قَالَ: لِكِنَّ رَأَيْنَاهُ

لِيْلَةِ السَّبْتِ؛ فَلَا نَزَالْ نَصُومُ، حَتَّىٰ نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا؛ أَوْ نَرَاهُ! فَقَلَّتْ:
أَلَا تَكْتَفِي بِرَؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: ﴿لَهُ هَذَا أَمْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ﴾.
- صحيح : صحیح أبي داود (۱۰۲۱) م.

৬৯৩। কুরাইব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুআবিয়া (রাঃ)-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিস (রাঃ) তাকে শামে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেন। কুরাইব (রাহঃ) বলেন, সিরিয়ায় পৌছার পর আমি উম্মুল ফাযল (রাঃ)-এর কাজটি শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায়ই রামাযান মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়া গেল। আমরা জুমু'আর রাতে (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখতে পেলাম। রামাযানের শেষের দিকে আমি মাদীনায় ফিরে আসলাম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বললেন, কোন্ দিন তোমরা চাঁদ দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, জুমু'আর রাতে চাঁদ দেখতে পেয়েছি। তিনি বললেন, জুমু'আর রাতে তুমি কি স্বয়ং চাঁদ দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, লোকেরা দেখতে পেয়েছে এবং তারা রোয়াও পালন করেছে, মুআবিয়া (রাঃ)-ও রোয়া পালন করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, কিন্তু আমরা শনিবার (শুক্রবার দিবাগত) রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব ত্রিশ দিন পুরো না হওয়া পর্যন্ত অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা রোয়া পালন করতে থাকব। আমি বললাম, মুআবিয়া (রাঃ)-এর চাঁদ দেখা ও তাঁর রোয়া থাকা আপনার জন্য কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۱۰۲۱)، مسلم

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحْبِطُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ যে সব খাদ্য সামগ্ৰী দিয়ে

ইফতার কৱা মুস্তাহাব

٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا جَعْفُرُ
ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ
قَبْلَ أَنْ يَصْلِي عَلَى رُطُوبَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُوبَاتٍ فَتَمْিِرَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَمِيرَاتٍ؛ حَسَّا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .

- صحيح : "البراءة" (٩٢٢)، "صحيح أبي داود" (٢٠٤٠)

৬৯৬ । আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায আদায়ের পূর্বেই কয়েকটা তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে কয়েকটা শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন আর শুকনো খেজুরও না পেলে তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।

- سہیہ، ایرওয়া (৯২২) سہیہ آবু داؤদ (২০৪০)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। অপর বর্ণনায় আছে: শীতের সময় শুকনো খেজুর দ্বারা এবং গ্রীষ্মের সময় পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করতেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصْحُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ

تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحَى

অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ সৈদুল ফিত্র ও সৈদুল আয়হা

সম্মিলিতভাবে পালন কৱা

٦٩٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَنْذِرِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الصَّوْمُ يَوْمٌ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمٌ تَفَطِّرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تَضْحِيُونَ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۶۶۰).

৬৯৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেদিন তোমরা সবাই রোয়া পালন কর সে দিন হল রোয়া। যেদিন তোমরা সবাই রোয়া ভঙ্গ কর সে দিন হল ঈদুল ফিত্ৰ। আর যেদিন তোমরা সবাই কুরবানী কর সে দিন হল ঈদুল আয়হা।

- سہیہ، ایوب نو ماء-جاء (۱۶۶۰)

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন আলিম বলেন, এক সাথে এবং অধিক সংখ্যকের সাথে রোয়া ও ঈদ পালন করতে হবে।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارَ
فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

অনুচ্ছেদ : ۱۲ ॥ যখন রাত আসে এবং দিন চলে যায়
তখন রোষাদার ইফতার করবে

۶۹۸- حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُورَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ،

وَغَابَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَتْ.

- صحيح: "صحيح أبي داود" (২০৩৬)، "إبرواء" (১১৬) ق.

৬৯৮। উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন রাত্তি আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অন্তমিত হয় তখন তুমি ইফতার কর।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۲۰۳۶)، ایرওয়া (۹۱۶)، بُوكاری، مسلم

ইবনু আবু আওফা ও আবু সাঈদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ বিলম্ব না করে ইফতার করা

৬৯৯- حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ .

عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ . (ح) قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْبِحٍ - قِرَاءَةً -، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَا يَرْأَى النَّاسُ بِخِيرٍ؛ مَا عَجَلُوا الْفِطَرَ ."

- صحيح : "إبرواء" (১১৭)

৬৯৯। সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যত দিন পর্যন্ত লোকেরা বিলম্ব না করে ইফ্তার করবে তত দিন পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

- سہیہ، ایرওয়া (۹۱۷)

আবু হুরাইরা, ইবনু আবাস, আইশা ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। সূর্যাস্তের পরপরই ইফ্তার করাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও অপরাপর আলিম মুস্তাহাব বলে মনে করেন। ইমাম শাফিন্দ, আহমাদ ও ইসহাকের এরকমই অভিমত রয়েছে।

٧٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَلَّا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَحَدُهُمَا يَعْجِلُ إِلَيْنَا الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُ يَؤْخِرُ إِلَيْنَا الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيِّهِمَا يَعْجِلُ الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُ يَؤْخِرُ الصَّلَاةَ؟ قَلَّا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكُذا يَعْجِلُ الصَّلَاةَ وَيَعْجِلُ الصَّلَاةَ؟ قَلَّا: صَنْعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَالْآخَرُ: أَبُو مُوسَى.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٣٩) م.

৭০২। আবু আতিয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও মাস্কুর আইশা (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন সাহাবীর মধ্যে একজন ইফ্তার করেন এবং নামায আদায করেন বিলম্ব না করে আর অন্যজন ইফ্তার করেন এবং নামায আদায করেন বিলম্ব করে। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে কে অবিলম্বে ইফ্তার করেন এবং নামায আদায করেন? আমরা বললাম, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)। তিনি বললেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অপর সাহাবী ছিলেন আবু মুসা (রাঃ)।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤد (۲۰۳۹)، مسلم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবু আতিয়ার নাম মালিক, পিতা আবু আমির হামদানী, মতান্তরে ইবনু আমির এবং এটিই অধিকতর সহীহ।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ বিলম্ব করে সাহৰী খাওয়া

٧٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٌ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطِّبَّالِسِيُّ :

حَدَّثَنَا هَشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : تَسْحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَمَنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

- صحيح : ق.

৭০৩। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহৰী খাওয়া শেষ করেই আমরা নামায আদায় করতে দাঁড়ালাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল এ দুটির মাঝে? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াতের সমপরিমাণ (তিলাওয়াতের সময়)।

- سہیہ، بُوكاری، مُسلم

٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ ... بِنْ حَوْهٍ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً.

৭০৪। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন হান্নাদ ওয়াকী হতে, তিনি হিশাম হতে। তাতে আছে “পঞ্চাশ আয়াত পাঠের সমপরিমাণ”। হ্যাইফা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরকম মতই ইমাম, শাফিজী, আহমাদ ও ইসহাকের। বিলম্ব করে সাহৰী খাওয়াকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ ফজরের (সুবহি সাদিকের) বর্ণনা

- حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا مَلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّعْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ : حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "كُلُوا وَاشْرِبُوا، وَلَا يَهِينَكُمُ السَّاطِعُ الْمَصِيدُ، وَكُلُوا وَاشْرِبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ".

- حسن صحيح : "صحيح أبي داود" (۲۰۳۳).

৭০৫। তাল্ক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (ভোররাতে) পানাহার করে যাও। তোমাদের যেন উর্ধ্বগামী আলোকরশ্মি খাবার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা পানাহার করে যেতে পার লাল দীপ্তিটুকু প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত।

- হাসান সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (২০৩৩)

আদী ইবনু হাতিম, আবু যার ও সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা তাল্ক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে এই সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবেক আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রোয়া পালনকারীর জন্য ফজরের লালচে আলো প্রস্ত্রে বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার অবৈধ নয়। এটাই বেশিরভাগ আলিমের মত।

- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

أَبِي هَلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ - هُوَ الْقَشِيرِيُّ -، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْبَرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَمْنَعُكُم مِّنْ سُحُورِكُمْ آذَانُ بِلَالٍ، وَلَا

الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق.
- صحيح : "صحيح أبي داود" (۲۰۳۱) م.

৭০৬। سামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদেরকে যেন সাহুরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে বিলালের আযান এবং দিগন্তবৃত্তে প্রকাশিত ভোরের আলো (সুবহে কায়িব), দিগন্তবৃত্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলো (সুবহি সাদিক) ব্যতীত।

- سَهْيَةٌ، سَهْيَةٌ أَبْرَقَ دَأْدَنْ (۲۰۳۱)، مُسْلِم

আবু সেসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْفِيَّةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ১৬ ॥ রোয়া থাকা অবস্থায় গীবাত

করা প্রসঙ্গে কঠোর হঁশিয়ারি

৭.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَىٰ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً بِأَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" -

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۸۹) خ.

৭০৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অন্যায় কথাবার্তা (গীবাত, মিথ্যা, গালিগালাজ, অপবাদ, অভিসম্পাত ইত্যাদি) ও কাজ যেলোক (রোয়া থাকা অবস্থায়) ছেড়ে না দেয়, সে লোকের পানাহার ত্যাগে আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই।

- سَهْيَةٌ، إِبْرَاهِيمَ-জাহَ (۱۶۸۹)، بুখারী

آناناس (رواۃ) ہتھو۔ اُسے انوچھے دہنے والیں بُرْجِت آچے۔ آبُو یُوسُف
اُسے ہادیستکے حسان سہیہ بُلے چئے۔

۱۷) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُورِ انوچھد : ۱۹ ॥ ساہری خاومیار فایلات

- ۷۰۸ - حدثنا قتيبة : حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، وعبد العزizin بن
صهيب، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: "تسحروا؛ فإن في السحور
بركة".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۶۹۲) ق.

۹۰۸ । آناناس (رواۃ) ہتھے بُرْجِت آچے، نافی سالٹاٹاھ آلائیھی
ওয়াসাল্লাম بُلے چئے : তোমরা সাহরী খাও، কেননা، সাহরী খাওয়ার মধ্যে
বারকাত আচে ।

سہیہ، ایبن نعیم (۱۶۹۲)، بُখاری، مُسْلِم

آبُو ہرایرہ، آبادنلّاھ ایبن نعیم، جابر ایبن نعیم، آبادنلّاھ،
ایبن نعیم، آبکاس، آمیر ایبن نلّاھ آس، ایربیان ایبن نلّاھ ساریہ، عتبہ ایبن نعیم،
آباد و آبُو داردا (رواۃ) ہتھو۔ اُسے انوچھے دہنے والیں بُرْجِت آچے۔ آبُو
یُوسُف آناناس (رواۃ) ہتھے بُرْجِت ہادیستکے حسان سہیہ بُلے چئے۔ نافی
سالٹاٹاھ آلائیھی اوয়াসাল্লাম ہتھے آرও بُرْجِت آچے، تینی بُلے چئے :
আমাদের ও আহলি কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) রোধার মধ্যে পার্থক্য
হচ্ছে সাহরী খাওয়া ।

- ۷۰۹ - حدثنا بذلك قتيبة: حدثنا الليث، عن موسى بن علي، عن
أبيه، عن أبي قيس - مولى عمرو بن العاص -، عن عمرو بن العاص،
عن النبي ﷺ ... بذلك.

- صحیح : "حجاب المرأة المسلمة" (ص ۸۸)، "صحیح أبي

داود" (۲۰۲۹) م.

৭০৯। উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কুতাইবা লাইস হতে, তিনি মূসা ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা (আলী) হতে, তিনি আবু কাহিস হতে, তিনি আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

সহীহ, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা (পঃ ৮৮), সহীহ আবু দাউদ (২০২৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেন। এ হাদীসটির বর্ণনাকারী মূসা প্রসঙ্গে মিসরবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইবনু আলী এবং ইরাকবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইবনু উলাই। তিনি হলেন মূসা ইবনু উলাই ইবনু রাবাহ আল-লাখ্মী।

(۱۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ১৮ || সফরে থাকাবস্থায় রোধা পালন করা মাকরহ-

৭১۔ حَدَثَنَا قُتْبَةُ : حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كِرَاعَ الْفَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامَ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظَرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدْحٍ مِّنْ مَاءِ بَعْدِ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ؛ وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضَهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ : "أُولَئِكَ الْعَصَمَاءُ".

- صحيح : "البراءة" (۵۷/۴) .

৭১০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুক্তা

বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হন। তিনি রোয়া রাখেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে রোয়া রাখে। কুরাউল গামীমে পৌছানোর পর তাঁকে বলা হল, রোয়া রাখা লোকদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন তারা সেই অপেক্ষায় আছে। আসরের নামায আদায়ের পর তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ফলে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক রোয়া ভাঙলো এবং কিছু লোক রোয়া থাকল। তখনও কিছু লোক রোয়া অবস্থায় আছে এ কথা তাঁর নিকটে পৌছলে তিনি বললেন : এরা হচ্ছে অবাধ্য নাফরমান।

- سہیہ، ایروয়া (۸/۵۷)، مسلمیم

ক'ব ইবনু আসিম, ইবনু আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : “সফরের মাঝে রোয়া পালন করাটা সাওয়াবের কাজ নয়”।

আলিমদের মধ্যে সফরে থাকাবস্থায় রোয়া পালন করা প্রসঙ্গে মতবিরোধ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের মতানুযায়ী সফরে থাকা অবস্থায় রোয়া পালন না করাই উত্তম। এমনকি কারো কারো মতানুযায়ী সফরে থাকাবস্থায় কোন লোক রোয়া পালন করলে তাকে আবার সে রোয়া কায়া করতে হবে। সফরে রোয়া না পালনের পক্ষে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক অভিমত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য আরেকদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলিম বলেছেন শক্তি-সামর্থ্যবান লোকে শব্দি সফরে রোয়া পালন করে তাহলে তা ভাল এবং তাই উত্তম, রোয়া আবায় না করলে তাকেও ভাল বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের এই মত। ইমাম শাফিউ বলেন, “সফরে থাকাবস্থায় রোয়া পালন করা সাওয়াবের কাজ নয়” এবং “এরা নাফরমান” এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে, যে লোকের অন্তর আল্লাহর দেয়া অবকাশ (ক্রুখসাত) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় সে লোকের ক্ষেত্রে ঐ কথা

প্রয়োজ্য। কিন্তু সফরে রোয়া ভেঙ্গে ফেলাকে যে লোক জায়িয় মনে করে এবং রোয়া রাখার সামর্থ্য থাকায় রোয়া পালন করে, তা আমার নিকটে পছন্দনীয়।

(۱۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ সফরে রোয়া পালনের অনুমতি প্রসঙ্গে

৭১১- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ

سَلِيمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو
الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؛ وَكَانَ يَسْرِدُ
الصَّوْمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطُرْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۶۲) ق.

৭১১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসলাম গোত্রের হাময়া ইবনু আমর (রাঃ) সফরে থাকাবস্থায় রোয়া পালন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। আর তিনি প্রায়ই রোয়া পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : ইচ্ছা করলে তুমি রোয়া পালন করতেও পার আবার ইচ্ছা করলে ভাঙ্গতেও পার।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (۱۶۶۲), বুখারী, মুসলিম

আনাস ইবনু মালিক, আবু সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবু দারদা ও হাময়া ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত 'হাময়া ইবনু আমর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন' হাদীসটি হাসান সহীহ।

৭১২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا يُشْرِبَنْ بْنُ الْمَفْسِلِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَذَا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ: فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صُومَهُ، وَلَا عَلَى الْمُفْطَرِ إِفْطَارَهُ.

- صحيح : (۱۴۲/۲) م.

৭১২। আবু সাউদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা সফরে গিয়েছি। কিন্তু রোযাদারকে সফরে রোয়া পালনের কারণে কিংবা রোয়া ভঙ্গকারীকে রোয়া ভঙ্গেফেলার কারণে কোনরকম দোষারোপ করতেন না।

- سہیہ (۳/۱۸۳), مسلم

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭১৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٌّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ : حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ . (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنَ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : كَذَا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : فَمِنَ الصَّائِمِ، وَمِنَ الْمُفْطَرِ؛ فَلَا يَحِدُّ الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ.

فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قَوَّةً، فَصَامَ؛ فَحَسَنَ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا،

فَأَفْطَرَ؛ فَحَسَنَ.

- صحيح : أيضا م.

৭১৩। আবু সাউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা সফরে যেতাম। আমাদের

মধ্যে রোযাদার এবং রোযা ভঙ্গকারী উভয়েই থাকতেন। রোযাদারের বিরুদ্ধে রোযা ভঙ্গকারী এবং রোযা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে রোযাদার কোনরকম অভিযোগ করেননি। তারা মনে করতেন, শক্তিশালী লোক রোযা পালন করলে তা ভালই করেছে এবং দুর্বল লোক রোযা পালন না করলে তাও ভাল করেছে।

- সহীহ, মুসলিম

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(۲۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَبْلَى، وَالْمَرْضِعِ

অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ গভর্বতী নারী ও দুর্ঘানকারিণী মায়ের জন্য
রোযা ভঙ্গের অনুমতি আছে

৭১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعَانُ
: حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٌ مِنْ
بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -، قَالَ : أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيلُ رَسُولِ اللَّهِ
رَسُولُ اللَّهِ، فَوَجَدَتْهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ : "اَدْنِ فَكْلَ" ، فَقَلَّتْ : إِنِّي صَائِمٌ،
فَقَالَ : اَدْنِ احْدِثُكَ عَنِ الصَّوْمِ - أَوِ الصِّيَامِ - إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى -
وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةَ، وَعَنِ الْحَامِلِ - المَرْضِعِ -
الصَّوْمَ - أَوِ الصِّيَامَ - . وَاللَّهُ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ
إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهُفَّ نَفْسِي؛ أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمَتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ
- حسن صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۷)

হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী হঠাৎ আক্ৰমণ কৰল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমি তাঁকে সকালের খাবার খাওয়ারত অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন : কাছে আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি রোয়া আছি। তিনি বললেন : সামনে আস, আমি তোমাকে রোয়া প্রসঙ্গে কথা বলব। আল্লাহু তা'আলা মুসাফির লোকের রোয়া ও অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন আর গৰ্ভবতী ও দুঃখদানকারিণী মহিলাদের রোয়া মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনের কিংবা একজনের কথা বলেছেন। আমার আফসোস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি খাবার খাইনি।

- হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৬৭)

আবু উমাইয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আনাস ইবনু মালিক আল-কাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এই একটি মাত্র হাদীস ছাড়া তার (আনাস) সূত্রে বর্ণিত অন্য কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আঘাত করেছেন। অন্য একদল আলিম বলেন, গৰ্ভবতী ও দুঃখদানকারিণী মহিলাগণ রোয়া ভেঙ্গে ফেলবে, পরে এর কায়া আদায় করবে এবং (মিসকীনদের) খাওয়াবে। এরকম অভিমতই প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান, মালিক, শাফিউদ্দিন ও আহমাদ (রাহঃ)। অন্য আরেকদল আলিম বলেন এরা রোয়া আদায় করবে না এবং মিসকীনদের খাবার খাওয়াবে। কায়া রোয়া পালন করাটা তাদের উপর জরুরী নয়, ইচ্ছা করলে কায়া আদায় করবে, তাহলে মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এরকম অভিমত ইসহাকেরও।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ২২ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোয়া আদায় করা

৭১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِنِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْيَلٍ، وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَرٍ، وَعَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُخْتِي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَخِتِكَ دَيْنٌ؛ أَكْنَتْ تَقْضِيهِ؟، قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : "فَحَقُّ اللَّهِ أَحْقَّ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۷۰۸) ق.

৭১৬। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি মহিলা এসে বলল, আমার বোন মারা গেছে, অথচ তার উপর পরম্পর দুমাসের রোধ কায় অবস্থায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দেখ কোন খণ্ড যদি তোমার বোনের উপর থাকত তাহলে কি তুমি সেটা পরিশোধ করতে ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে আল্লাহ তা'আলার হাক (অধিকার) সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

- سہیہ، ایبن ماجہ (۱۷۵۸)، بُخاری، مسلم

বুরাইদা, ইবনু উমার ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

৭১৭- حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٌ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ

... بِهَا إِسْنَادٌ نَحْوَهُ.

৭১৭। আবু কুরাইব আবু খালিদ আল-আহমার হতে, তিনি আ'মাশ হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবু খালিদ আল-আহমার এই হাদীসটি আ'মাশ হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন,

ଆବୁ ଖାଲିଦ ସ୍ଥତୀତ ଆରୋ ଅନେକେ ଆ'ମାଶ (ରାହଃ) ହତେ ଆବୁ ଖାଲିଦେର ପ୍ରତିଇ ବର୍ଣନ କରେଛେ । ଆବୁ ଈସା ବଲେନ, ଆବୁ ମୁଆବିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ହାନୀସଟିକେ ଆମାଶ ହତେ, ତିନି ମୁସଲିମ ଆଲ-ବାତିନ ହତେ, ତିନି ସାଇଦ ଇବନୁ ଜୁବାଇର ହତେ, ତିନି ଇବନୁ ଆକବାସ (ରାଃ)-ଏର ସୂତ୍ରେ ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ହତେ ବର୍ଣନ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାରା ବର୍ଣନକାରୀ ସାଲାମା ଇବନୁ କୁହାଇଲ, ଆତା ଓ ମୁଜାହିଦେର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନନି । ଆବୁ ଖାଲିଦେର ନାମ ସୁଲାଇମାନ ଇବନୁ ହାଇୟାନ ।

٢٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا

অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ যে লোক (রোয়া থাকাবস্থায়)

ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে

٧٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ حَسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
”مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْهُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلَيْقَضِيْنَ“.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧٦).

୭୨୦ । ଆବୁ ହ୍ରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ, ନାବୀ ସାମ୍ବାଲ୍ଲାହୁ
ଆଲାଇହି ଓୟାସାମ୍ବାମ ବଲେଚେନଃ କୋନ ଲୋକେର ରୋଯା ଥାକାବଶ୍ଵାସ ବମି ହଲେ
ମେ ଲୋକକେ ଐ ରୋଯାର କାଯା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ କୋନ ଲୋକ
ଇଚ୍ଛାକ୍ରତ୍ତଭାବେ ବମି କରଲେ ତାକେ କାଯା ରୋଯା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৬)

ଆବୁ ଦାରଦା, ସାଓବାନ ଓ ଫାୟାଲା ଇବନୁ ଉବାଇଦ (ରାଃ) ହତେଓ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଆବୁ ଈସା ଆବୁ ହୁରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସଟିକେ ହାସାନ ଗାରୀବ ବଲେହେନ । ଏହି ହାଦୀସଟି ଈସା ଇବନୁ ଇଉନୁସେର ସୂତ୍ର ଛାଡ଼ା ହିଶାମ ଇବନୁ ସୀରୀନ-ଏର ସୂତ୍ରେ ଆବୁ ହୁରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ବଲେ ଆମାଦେର ଜାନା ନେଇ । ମୁହାମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ବଲେନ, ଆମି ଈସା ଇବନୁ ଇଉନୁସକେ ଏକଜନ ନିର୍ଭର୍ୟୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ବଲେ ମନେ କରି ନା । ଆବୁ ଈସା

বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদগুলো সহীহ নয়। আবু দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন এবং রোয়া পালন করা ছেড়ে দিলেন।” এ হাদীসের মর্ম হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোয়া পালন করছিলেন। বমি হওয়াতে তিনি দুর্বল হয়ে পড়ায় রোয়া ভেঙ্গে ফেলেন। এ বিষয়টি কোন কোন হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, রোয়াদার ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তার কোন কায়া আদায় করতে হবে না। কিন্তু কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সে কায়া রোয়া আদায় করবে। ইমাম শাফিসহ, সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাকের এই অভিমত।

(۲۶) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيَّاً

অনুচ্ছেদ : ২৬ ॥ রোয়াদার ব্যক্তি ভুলবশতঃ

কিছু পানাহার করলে

٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجَنْدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

حَجَاجِ بْنِ أَرْطَاهَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرِيزِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ نَاسِيَّاً: فَلَا يُفْطِرُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ

رَزْقُهُ اللَّهُ ."

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۷۳) ق.

৭২১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ভুলবশতঃ যেলোক (রোয়া থাকা অবস্থায়) কিছু খায় বা পান করে সে যেন রোয়া ভেঙ্গে না

ফেলে। কেননা, এটা এমন এক রিয়িক যা আল্লাহ তা'আলা তাকে ভোজন করিয়েছেন।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (১৬৭৩)، নাসা-ই

۷۲۲ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَقُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ، وَخَلَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ.

- صحیح : انظر ما قبله۔

۷۲۲। আবু সাঈদ আল-আশাঞ্জ আবু উসামা হতে, তিনি আউফ হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি খালাস হতে তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

- سہیہ، جز�ون پূর্বের হাদীস।

আবু সাঈদ ও উম্ম ইসহাক আল-গানাবিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু সোহান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করতে বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিউদ্দীন, আহমাদ ও ইসহাক বলেন, ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোয়া নষ্ট হয় না। ইমাম মালিক বলেন, কোন লোক রামায়ান মাসে ভুলবশতঃ পানাহার করলে সে লোককে এর কায়া আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতই বেশি সঠিক।

(۲۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ۲۸ ॥ রামায়ানের রোয়া ভঙ্গের কাফ্ফারা

۷۲۴ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو عَمَّارٍ - وَالْمَعْنَى
وَاحِدٌ: وَاللَّفْظُ لِفَظُ أَبِي عَمَّارٍ -، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الْزَّهْرِيِّ، عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ كُتُّ ، قَالَ : وَمَا أَهْلُكَ ؟ ، قَالَ : وَقَعَتْ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَعْقِبَ رَقْبَةً ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَطْعَمَ سِتِينَ مُسْكِنًا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : "أَجْلِسْ" ، فَجَلَسَ ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْقِ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعِرْقُ الْكِتْلُ الضَّخْمُ ، قَالَ : "تَصْدِقْ بِهِ" ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَبَتِيهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا ! قَالَ : فَضَحِّكَ النَّبِيُّ ﷺ ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيابُهُ ، قَالَ : "فَخَذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۷۱) ق.

৭২৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো ধৰ্স হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কিসে তোমাকে ধৰ্স করল? সে বলল, আমি রোয়া থাকাবস্থায় স্বীসংগ্রহ করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তুমি কি একসাথে দু'মাস রোয়া রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন: তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন : তুমি বস। লোকটি বসে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক (বড়) ঝুড়িভর্তি খেজুর আসলো। তিনি তাকে বললেন: এগুলো নিয়ে দান-খায়রাত করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে দরিদ্র মাদীনার পাথরময় দুপ্রান্তের মাঝে আর কোন লোক নেই। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, (তার কথায়) তিনি হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর ঢোয়ালের দাঁত দেখা গেলো। তিনি বললেন : এগুলো নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও।

- سہیہ، ایوب نو مہاجا (۱۶۷۱)، بُخاری، مسلم

ইবনু উমার, আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলিমগণ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, রামায়ন মাসে কোন লোক স্বেচ্ছায় শ্রীসংগম দ্বারা রোয়া ভঙ্গে ফেললে প্রত্যেকটি রোয়ার জন্য তাকে একটি করে দাস মুক্ত করতে হবে অথবা দু'মাস একটানা রোয়া পালন করতে হবে অথবা ষাটজন গরীব লোককে খাওয়াতে হবে। কিন্তু পানাহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কোন লোক রোয়া ভঙ্গে ফেললে তার কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল আলিম বলেন, তাকে রোয়ার কায়া ও কাফ্ফারা দুটোই আদায় করতে হবে। পানাহারকে তাঁরা শ্রীসংগমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। এরকমই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও ইসহাকের। অন্য একদল আলিম বলেন, তাকে কায়া রোয়া আদায় করতে হবে কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কারণ, শ্রীসংগমের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কাফ্ফারার উল্লেখ আছে, পানাহারের ক্ষেত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। তারা বলেন, শ্রীসংগমের সাথে পানাহারের সাদৃশ্য নেই। এরকম অভিমত ইমাম শাফিউ ও আহমাদ (রাহঃ)-এর। ইয়াম শাফিউ বলেন, যে লোক রোয়া ভঙ্গে ফেলেছিলো সে লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খেজুর দান করেছিলেন। তাঁর উক্তি “নাও, তোমার পরিবারবর্গকে তা খাওয়াও” বাক্যাংশ বিভিন্ন অর্থ বহন করে। এমনও হতে পারে যে, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কিন্তু এ লোকটি কাফ্ফারা আদায় করার মত সামর্থ্যবান ছিল না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু দান করে তার মালিক বানিয়ে দিলে সে বলল, আমাদের চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত এ এলাকায় অন্য কোন লোক নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও”。 কেননা, কাফ্ফারা বাধ্যতামূলক হয় জীবনধারণের কোন অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই। এরকম অবস্থাসম্পন্ন লোক সম্বন্ধে ইয়াম শাফিউর অভিমত হচ্ছে, সে লোক ঐ মাল ভোগ করতে পারে। আর কাফ্ফারা তার দায়িত্বে খণ্ড হিসাবে থেকে যাবে। সে যে সময়ে তা দিতে সমর্থ হবে সে সময়েই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

(۳۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّانِمِ

অনুচ্ছেদ ৩১ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমু দেয়া

— ۷۲۷ — حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقَتْبِيَّةُ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادٍ

ابْنِ عَلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبِلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .

— صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۸۲) م، خ نحوه .

۷۲۷ । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রোয়া থাকাবস্থায় স্ত্রীকে) চুমু দিতেন ।

— سহীহ, ইবনু মা-জাহ (۱۶۸۳), মুসলিম, বুখারী অনুরূপ

উমার ইবনুল খাভাব, হাফ্সা, আবু সাঈদ, উম্মু সালামা, ইবনু আববাস, আনাস ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন । রোয়া থাকাবস্থায় চুমু দেয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে । বৃক্ষদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী চুমু দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু যুবকদেরকে রোয়া ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে এই অনুমতি দেননি । আর তাদের মতে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার বিষয়টি আরো বেশি মারাওক । কোন কোন আলিম বলেন, চুম্বনে রোয়ার সাওয়াব কমে, কিন্তু তাতে রোয়া নষ্ট হয় না । তাদের মতে, রোয়া পালনকারী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সে চুম্বন করতে পারে । আর যদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার আঙ্গা না থাকে তাহলে সে চুম্বন করবে না, যাতে করে রোয়ার হিফায়াত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় । এরকম মতই সুফিয়ান সাওয়াবী ও শাফিঝীর ।

(۳۲) بَابٌ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّانِيمْ

অনুচ্ছেদ : ৩২ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন

- ৭২৮ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُبَاشِرِنِي وَهُوَ صَانِيمْ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِيهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۸۴) ق.

৭২৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রোয়া থাকাবস্থায় আলিঙ্গন করতেন। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সামর্থ্বান ছিলেন।

- سہیہ، ایوب نو مہاج (۱۶۸۴)، بুখারী، مুসলিম

- ৭২৯ - حَدَّثَنَا هَنَدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَانِيمْ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِيهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۷۸) ق.

৭২৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রোয়া থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীকে) চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন।

- سہیہ، ایوب نو مہاج (۱۶۷۸)، بুখারী، مুসলিম

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবু মাইসারার নাম আম্র এবং পিতার নাম শুরাহবীল। 'লিইরবিহি' অর্থ 'তাঁর নিজের উপর'।

(۳۳) بَابُ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِنَّ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيلِ

অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ রাত থাকাবস্থায় সংকল্প (নিয়মাত)

না করলে রোয়া হয় না

٧٣٠ - حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي مَرِيمَ :

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۷۰۰) .

৭৩০ । হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ফজরের পূর্বেই যে লোক রোয়া থাকার নিয়মাত করেনি তার রোয়া (ক্রবূল) হয়নি ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (۱۷۰۰)

আবু ঈসা বলেন, শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি আমরা মারফুভাবে জেনেছি । এ হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবেও বর্ণিত আছে এবং এটিই বেশি সহীহ । এভাবেই হাদীসটি যুহুরী হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত আছে । ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেননি । কিছু আলিমের মতানুযায়ী এই হাদীসটির অর্থ হচ্ছে : রাত থাকতেই অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রামাযানের রোয়া অথবা কায়া বা মানতের রোয়ার ক্ষেত্রে কোন লোক নিয়মাত না করলে তার রোয়া আদায় হবে না । কিন্তু ভোর হওয়ার পরও নফল রোয়ার নিয়মাত করা যায় । এরকম মতই ইমাম শাফিস্টি, আহমাদ ও ইসহাকের ।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّانِمِ الْمُتَطَوِّعِ

অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ নফল রোয়া ভেঙ্গে ফেলা প্রসঙ্গে

٧٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِيمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيَنِي بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَشَرِبَتُ مِنْهُ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ؟، قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ : أَمِنْ قَضَاءً كُنْتُ تَقْضِيَنَّهُ؟، قَالَتْ : لَا، قَالَ : فَلَا يُضُرُّكِ.

- صحيح : "تخریج المشکاة" (۲۰۷۹)، "صحیح أبي داود"

. (۲۱۲۰)

৭৩১। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমি বসা ছিলাম। তাঁর কাছে কিছু শরবত নিয়ে আসা হল। তা হতে তিনি পান করলেন, তারপর আমাকে তা দিলেন। আমি তা হতে কিছু পান করলাম। আমি বললাম, আমি তো অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন : তা কিভাবে? আমি বললাম, আমি রোয়া রেখেছিলাম, তা ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি বললেন : তুমি কোন রোয়ার কাষা আদায় করছিলে কি? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।

- سَيِّدُ الْجَمَائِلِ، تَাখَرِيْজُ الْمِشْكَاهِ (۲۰۷۹)، سَيِّدُ الْجَمَائِلِ آবُ دَاؤِدَ (۲۱۲۰)

আবু সাঈদ ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤِدَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ

قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ سِيمَاكِ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ : أَحَدُ أَبْنَى أُمَّ هَانِئٍ حَدِيشِيَّ.

فَلَقِيتَ أَنَا أَفْضَلُهُمَا، وَكَانَ اسْمُهُ : جَعْدَة، وَكَافَتْ أُمَّ هَانِيْ جَدَتْهُ، فَحَدَثَنِيْ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَى بِشَرَابٍ، فَشَرَبَ، ثُمَّ نَوَّلَهَا، فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينٌ لِنَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

- صحيح : المصدر نفسه .

৭৩২। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে আসেন এবং পানীয় আনতে বলেন। তা হতে তিনি নিজে পান করলেন, তারপর উম্মু হানীকে দিলেন এবং তিনিও তা পান করলেন। তারপর উম্মু হানী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো রোয়া রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নফল রোয়া পালনকারী নিজের আমানাতদার। সে ব্যক্তি চাইলে রোয়া পূর্ণও করতে পারে আবার ভাঙ্গতেও পারে।

- سہیہ، پاؤغڈ

শুবা বলেন, আমি জাদাকে বললাম আপনি কি উম্মু হানী (রাঃ) হতে সরাসরি এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বলেন, না। আবু সালিহ ও আমাদের পরিবারের লোকজন উম্মু হানী (রাঃ)-এর মারফতে আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা এই হাদীস সিমাক হতে, তিনি উম্মু হানীর দৌহিত্র হারুন হতে, তিনি উম্মু হানী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শুবা রিওয়ায়াতটি অধিক হাসান। মাহমুদ ইবনু গাইলান আবু দাউদের সূত্রে এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, “রোয়া পালনকারী নিজের আমানাতদার”। আবু দাউদের সূত্রে মাহমুদ ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ সংশয়পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, “রোয়াদার ব্যক্তি নিজের উপর ক্ষমতাবান অথবা নিজের আমানাতদার”。 শুবা হতেও একাধিক সূত্রে দ্বিধা সহকারে এরকমই বর্ণিত আছে। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে বিরূপ বক্তব্য আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের মতে নফল রোয়া পালনকারী যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কায়া নেই। তবে ইচ্ছা করলে (মুস্তাহাব হিসাবে) সে লোক কায়া আদায় করতে পারে। এ মত সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, ইসহাক ও শাফিউর।

(৩০) بَابُ صِيَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيَنٍ

অনুচ্ছেদ : ৩৫ ॥ রাত্রি চলে যাওয়ার পর নফল রোয়া রাখা

৭২২ - حَدَّثَنَا هَنَدٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُ يَوْمًا، فَقَالَ : "هَلْ عِنْدُكُمْ شَيْءٌ؟" ، قَالَتْ : قُلْتُ : لَا، قَالَ : "فَإِنِّي صَائِمٌ".

حسن صحيح : "البراءة" (٩٦٥), "صحيح أبي داود" (٢١١٩) م

৭৩৩ । উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার নিকট আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে (খাওয়ার) কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেনঃ তাহলে আমি রোয়া রাখলাম।

হাসান সহীহ, ইরওয়া (৯৬৫), সহীহ আবু দাউদ (২১১৯), মুসলিম

৭২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سَفِيَّانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ يَعْلَمُ يَأْتِينِي، فَيَقُولُ : "أَعِنْدَكَ غَذَاءٌ؟" ، فَأَقُولُ : لَا، فَيَقُولُ : "إِنِّي صَائِمٌ" ، قَالَتْ : فَأَتَانِي يَوْمًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّهُ قَدْ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً، قَالَ: "وَمَا هِيَ؟" قَالَتْ: قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ أَكَلَ.

- حسن صحيح : المصدر نفسه .

৭৩৪। মু'মিনদের মাতা আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন এবং বলতেনঃ তোমার নিকট সকালের খাবার কোন কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। তিনি বলতেনঃ আমি রোয়া রাখলাম। আইশা (রাঃ) বলেন, তিনি একদিন আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিছু উপহার এসেছে আমাদের জন্য। তিনি বললেনঃ তা কি? আমি বললাম, ‘হাইস’। তিনি বললেনঃ আমি তো সকাল হতে রোয়া রেখেছি। আইশা (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি তা খেলেন।

- হাসান সহীহ, প্রাঞ্চক

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, তালহা ইবনু সাঈদ হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নন।

(খেজুর, ছাতু ও ঘি এর সংমিশ্রনে তৈরী খাদ্যকে “হাইস” বলে-
অনুবাদক)

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
অনুচ্ছেদঃ ৩৭ ॥ শা'বানকে রামাযানের সাথে মিলানো

৭৩৬- حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفِّيَّانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْبُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۴۸).

۷۳۶ । উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শা'বান ও রামাযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটানা দু'মাসের রোয়া পালন করতে দেখিনি ।

- سہیہؒ ایوبؑ ماء-الجاح (۱۳۸۸)

আইশা (রাঃ)-এর সূত্রেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । আবু ঈসা উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন ।

٧٣٧ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ...

- حسن صحيح : المصدر نفسه.

۷۳۷ । আবু সালামার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শা'বান মাসের অনুরূপ অন্য কোন মাসে এত বেশি (নফল) রোয়া পালন করতে দেখিনি । কিছু অংশ ছাড়া এ মাসের পুরো মাসটাই, বলতে কি সারা মাসটাই তিনি (নফল) রোয়া রাখতেন ।

- হাসান সহীহ, প্রাঞ্জলি

এ হাদীস প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাক বলেছেন, যদি কোন লোক মাসের বেশিরভাগ দিন রোয়া পালন করে তবে আরবী বাগধারা অনুযায়ী বলা যায় সে লোক সারা মাসই রোয়া পালন করেছে । যেমন আরবরা বলে থাকে, অযুক লোক সম্পূর্ণ রাত (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল । অথচ সে লোক রাতের খাবারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু সময় ব্যয় করেছে । ইবনুল মুবারাক এর প্রেক্ষিতে মনে করেন, হাদীস দু'টির তাৎপর্য একই । হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মাসের বেশিরভাগ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোয়া পালন করতেন । আবু ঈসা বলেন, সালিম আবু নায়র এবং আরও অনেকে আবু সালামার সূত্রে আইশা হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমরের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الثَّانِيُّ
مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ রামাযান মাসের সম্মানার্থে শা'বান মাসের শেষ
অর্ধেকে রোয়া পালন করা মাকরুহ

٧٢٨ - حَدَّثَنَا قُتْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا
بَقَيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَلَا تَصُومُوا".

- صحيح : ابن ماجه (۱۶۵۱) -

৭৩৮ । আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শা'বান মাসের অর্ধেক
বাকী থাকতে তোমরা আর রোয়া পালন করো না ।

- سہیہ، ایبن ماجہ (۱۶۵۱)

আবু ঈসা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ
বলেছেন । এই শব্দে এ স্তুতি ছাড়া আর কোন বর্ণনা আছে কি না তা
আমাদের জানা নেই । কোন কোন আলিমদের মতানুযায়ী এই হাদীসটি
সে সব লোকের জন্য প্রযোজ্য যে সাধারণতঃ (শা'বানের) রোয়া পালন
করে না, কিন্তু শা'বান মাসের কিছু দিন বাকী থাকতেই রামাযানের
সম্মানার্থে রোয়া পালন শুরু করে দেয় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের উক্ত অভিমতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি হাদীস আবু হুরাইরা
(রাঃ)-এর মারফতেও বর্ণিত আছে । তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (শা'বানের) রোয়া রেখে তোমরা
রামাযানকে স্বাগত জানাবে না । তবে কারো নির্ধারিত দিনগুলোর রোয়ার
সাথে এই দিনের রোয়ার মিল পড়ে গেলে ভিন্ন কথা । এ হাদীস হতে
জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির রামাযানকে স্বাগত জানানোর জন্য
(শা'বানের) রোয়া রাখা মাকরুহ ।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحْرَمِ

অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ মুহার্রামের রোয়া

- ٧٤ - حَدَّثَنَا قَتْبِيَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَمَيْدٍ

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمِيرِيِّ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٤٢) .

৭৪০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রামাযান মাসের রোয়ার পরে আল্লাহ তা'আলার মাস মুহার্রামের রোয়াই সবচেয়ে ফায়লাতপূর্ণ।

- سہیہ، ایوب نو مارکے (۱۷۴۲)، مسلم

আবু ঈসা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ জুমু'আর দিন রোয়া পালন প্রসঙ্গে

- ٧٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى،

وَطَلْقَ بْنُ غَنَّامَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَمَّا كَانَ

يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

- حسن : "تخریج المشکاة" (٢٠٥٨)، "التعلیق على ابن

خزیمه" (٢١٤٩)، "صحيح أبي داود" (٢١١٦).

৭৪২। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক মাসের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন রোয়া পালন করতেন এবং জুমু'আর দিনের রোয়া খুব কমই ভাঙতেন।

- হাসান, তাখরীজুল মিশকাত (২০৫৮) তা'লীক আলা ইবনু খুয়াইমা (২১৪৯), সহীহ আবু দাউদ (২১১৬)

ইবনু উমার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। জুমু'আর দিন রোয়া পালন করাকে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের একদল মুস্তাহাব বলেছেন, জুমু'আর আগের বা পরের দিন রোয়া পালন না করে শুধু জুমু'আর দিন রোয়া পালন করাকে মাকরহু বলেছেন। আসিম (রাহঃ)-এর বরাতে শুবাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এটিকে তিনি মারফুতাবে বর্ণনা করেননি (মাওকুফতাবে বর্ণনা করেছেন)।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ
অনুচ্ছেদঃ ৪২ ॥ শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোয়া পালন করা মাকরহু

৭৪৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ .

- صحيح : "ابن ماجه" (১৭২২) ق.

৭৪৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যেন শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে রোয়া না রাখে জুমু'আর আগের দিন বা পরের দিন রোয়া না রেখে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭২৩), বুখারী, মুসলিম

আলী, জাবির, জুনাদা আল-আয়দী, জুওয়াইরিয়া, আনাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। তারা আগের বা পরের দিনের সাথে না মিলিয়ে শুধুমাত্র জুম'আর দিনে রোয়া পালন করাকে মাকরুহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ يَوْمَ السَّبْتِ অনুচ্ছেদ : ৪৩ ॥ শনিবারের রোয়া পালন প্রসঙ্গে

٧٤٤ - حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثُورِ
ابْنِ يَزِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَّرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنْبَةَ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلِيَمْضِفَهُ۔
- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۲۶)۔

৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাহঃ) হতে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের উপর ফরযকৃত রোয়া ছাড়া তোমরা শনিবারে আর অন্য কোন রোয়া পালন করো না। আঙুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া তোমাদের কেউ যদি আর কিছু না পায় (সেদিনের আহারের জন্য) তবে সে যেন তাই চিবিয়ে নেয় (রোয়া ভাঙ্গার জন্য)।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۱۷۲۶)

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শুধুমাত্র শনিবারের দিনকে রোয়া পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়াই মাকরুহ হওয়ার কারণ। কেননা, শনিবারের প্রতি ইয়াতুদীরা বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকে।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ : ৪৪ ॥ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোয়া পালন প্রসঙ্গে

৭৪৫ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَسُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

ابْنَ دَاؤَدَ، عَنْ شُورِبْنِ يَزِيدٍ، عَنْ خَالِدِبْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجَرَشِيِّ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٣٩).

৭৪৫ । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোয়ার প্রতি বেশি খেয়াল রাখতেন ।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৩৯)

হাফসা, আবু কাতাদা, আবু হুরাইরা ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । আবু ঈসা এই সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন ।

৭৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ

رِفَاعَةَ، عَنْ سَهْلِبْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "تَعَرَّضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ فَأَحِبْ أَنْ يُعرَضَ

عَلَيْيِ وَأَنَا صَائِمٌ".

- صحيح : "تخریج المشکاة" (২০৫৬) التحقیق الثانی)،

"التعليق الرغيب" (٢/٨٤)، "البراءة" (٩٤٩).

৭৪৭ । আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ

তা'আলার দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন রোয়া পালনরত অবস্থায় পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয়।

- سَهْيَهُ، تَأْخِرَيْجُلُّ مِشْكَاتُ (۲۰۵۶)، تَلْقِيْكُرُ رَاجِيَّبُ (۸/۲)،
ইরওয়া (৯৪৯)

এই অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٤٦) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : ৪৬ ॥ আরাফার দিন রোয়া পালনের ফায়লাত

٧٤٩ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْصَّبِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادٌ

ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الرَّمَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٣٠) م.

৭৪৯। আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরাফাতের দিনের রোয়া সম্পর্কে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

- سَهْيَهُ، ইবনু মা-জাহ (১৭৩০)، মুসলিম

আবু সাঈদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু কাতাদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আরাফাতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য এই দিনে রোয়া পালন করাকে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মুস্তাহব বলেছেন।

৪৭) بَابُ كَرَاهِيَّةِ صَوْمٍ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ৪৭ ॥ আরাফাতে অবস্থানকালে সে দিনের
রোয়া পালন করা মাকরহু

٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا

أَيُوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَ
إِلَيْهِ أُمَّ الْفَضْلِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، فَسَرَبَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (২১০১)، "التعليق على ابن

خزيمة" (২১০২) ق أَمَّ الْفَضْلِ.

৭৫০ । ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে রোয়া ভেঙ্গে ফেলেন। সেদিন তাঁর জন্য
উম্মুল ফাদল (রাঃ) কিছু দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেন।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۲۱۰۱)، تا'لیک آلا ইবনু ৰুয়াইমা
(۲۱۰۲)، উম্মুল ফাযল হতে বুখারী ও মুসলিম

আবু হুরাইরা, ইবনু উমার ও উম্মুল ফাযল (রাঃ) হতেও এই
অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত
হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইবনু উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাথে আমি হাজ্জ করেছি কিন্তু আরাফার দিন তিনি রোয়া
পালন করেননি; আবু বাক্র (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, তিনিও
সেদিন রোয়া পালন করেননি; উমার (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি,
তিনিও সেদিন রোয়া পালন করেননি এবং উসমান (রাঃ)-এর সাথেও
হাজ্জ করেছি কিন্তু তিনিও রোয়া পালন করেননি।

এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম আমলের কথা
বলেছেন। তাঁরা আরাফার দিন দু'আর ক্ষেত্রে শক্তিলাভের জন্য রোয়া

پالن نا کرائے مुکتھاں و بلنے ہے । اب شیعہ آراؤ فاتحے اب سڑانکا لے کوئی کوئی اعلیٰ سے دینے رہا پالن کر رہے ہے ।

٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ، وَعَلَيْهِ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَئَلَ أَبْنُ عُمَرَ عَنْ صُومِ يَوْمِ عِرَفَةَ بِعِرَفَةِ؟ فَقَالَ: حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِيهِ بَكْرٍ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا أَمْرِيهُ، وَلَا أَنْهِي عَنْهُ.

- صحیح الاستناد -

٧٥١ । ایوب ناجیہ (راہ) ہتھے تاریخ پیتا ر سُترے برجیت آچے، تینی بلنے، آراؤ فاتحے دین رہا پالن پرسنجے ایوب عمر (راہ)-کے پرش کرایا ہلے تینی بلنے، آمی راسوں لٹاہ سالٹاہ آلا ایہی سویسا لٹامے رہا ساتھے ہاجز کر رہے، تینی سو دین رہا پالن کر رہے ہیں । آبُو باکر (راہ)-کے ساتھے ہاجز کر رہے، اسی دین تینی وہ رہا پالن کر رہے ہیں । عمر (راہ)-کے ساتھے ہاجز کر رہے، اسی دین تینی وہ رہا پالن کر رہے ہیں । عسمان (راہ)-کے ساتھے ہاجز کر رہے، اسی دین تینی وہ رہا پالن کر رہے ہیں । اس دین آمی نیجوں رہا پالن کریں، کاٹ کے رہا را ختھے و بولی نا اور نیشید و کریں نا ।

- سند سہیہ

آبُو ڈسما ایسی ہادیستیکے ہاسان بلنے ہے । ایسی ہادیستی ایوب آبُو ناجیہ، تاریخ پیتا آبُو ناجیہ ہتھے، تینی جنکے بJK ہتھے، تینی ایوب عمر (راہ)-کے سُترے برجیت ہے ۔ آبُو ناجیہ-کے نام ہیسما را ।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثَّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

অনুচ্ছেদ : ৪৮॥ আশূরার দিন রোয়া পালনের উৎসাহ প্রদান করা

- ৭৫২ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِهِ الرَّضِيَّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ

ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۲۸) -

৭৫২। আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশাপোষণ করি যে, তিনি আশূরার রোয়ার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ) ক্ষমা করে দিবেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৩৮), মুসলিম

এই অনুচ্ছেদে আলী, মুহাম্মাদ ইবনু সাইফী, সালামা ইবনুল আকওয়া, হিন্দ ইবনু আসমা, ইবনু আকবাস, রুবাই বিনতু মুআওবিয ইবনু আফ্রা, আবদুর রাহমান ইবনু সালামা আল-খুযান্ত, তার চাচার বরাতে এবং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আশূরার দিন রোয়া পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি ছাড়া আর অন্য কোন বর্ণনায় “আশূরার দিনের রোয়া এক বছরের (গুনাহের) কাফ্ফারা স্বরূপ” এই কথা উল্লেখ আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ীই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
অনুচ্ছেদ ৪৮৯ ॥ আশূরার দিন রোয়া পালন না করার সুযোগ

- حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيَّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنَ سَلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قَرِيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمِدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمْرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانَ : كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيقَةُ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

- صحیح : "صحیح أبي داود" (۲۱۱۰) ق.

৭৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরাইশরা জাহিলী যুগে এমন একটি দিনে রোয়া রাখত যে দিনটি ছিল আশূরা। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোয়া পালন করতেন। তিনি মাদীনায় আসার পরও ঐ রোয়া পালন করেছেন এবং রোয়া পালনের জন্য লোকদেরকেও আদেশ করেছেন। রামাযান মাসের রোয়া ফরয হওয়ার পর এটাই ফরয হিসাবে রয়ে গেল এবং তিনি আশূরার রোয়া ছেড়ে দিলেন। ফলে এই দিনে যে লোক ইচ্ছা করে সে রোয়া পালন করতে পারে আর যে ইচ্ছা না করে সে তা ছেড়েও দিতে পারে।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤد (۲۱۱۰)، بুখারী، مুসলিম

ইবনু মাসউদ, কাইস ইবনু সাদ, জাবির ইবনু সামুরা, ইবনু উমার ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার মত ব্যক্ত করেছেন। এই হাদীস সহীহ। আশূরার রোয়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তির এই দিনে রোয়া রাখার আগ্রহ হলে সে তা রাখতে পারে।

কারণ, বিভিন্ন হাদীসে এই দিনের রোয়া প্রসঙ্গে অনেক ফায়লাতের কথা উল্লেখ আছে।

৫.) بَأْبُ مَا جَاءَ عَاشُورَاءُ أَيْ يَوْمٌ هُوَ

অনুচ্ছেদ : ৫০ ॥ কোনটি আশূরার দিন?

৭৫৪ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو كَرِيْبٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبٍ

ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ : اَنْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاعَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءِ؛ أَيْ يَوْمٌ هُوَ أَصْوَمُهُ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحْرَمَ؛ فَاعْدُ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قَالَ : فَقُلْتُ : أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (۲۱۱۴) م.

৭৫৪ । হাকাম ইবনুল আ'রাজ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি যমযম কূপের সামনে তার চাদরকে বালিশের মত করে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম, আমাকে আশূরা প্রসঙ্গে কিছু বলে দিন তো, কোন দিনটিতে আমি রোয়া রাখবঃ তিনি বললেন, যখন মুহার্রামের চাঁদ দেখতে পাবে তখন হতেই তুমি দিন শুনতে থাকবে। আর রোয়া শুরু করবে নয় তারিখ ভোর হতে। আমি বললাম, এভাবেই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোয়া পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

- سہیہ، سہیہ آব داؤد (۲۱۱۸)، مسلم

৭৫৫ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونِسَ، عَنِ الْحَسِينِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءِ يَوْمَ الْعَاشِرِ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (۲۱۱۲) م. أتم منه.

۷۵۵ । اے بن نوں آکھاں (راہ) ہتے بُرْنِت آچے، تینی ہلے، (مُعَہَّرَرَامَرِ) دشِم تاریخے راسُلُلَّا ح سالِلَّا ح آلاِیِہِ وَیَا سالِلَّا م آشُّرَار رُویَا پالن کرتے آدے ش کرئے ہن ।

- سہیہ، سہیہ آبُ دَعْوَى (۲۱۱۳)، مُسْلِم آر او پُرْنَج ڈپے ।

آبُ ایسا اے بن نوں آکھاں (راہ) ہتے بُرْنِت ہادیسٹکے ہاسان سہیہ ہلے ہن । آلِمِ گنےِ مধیہ آشُّرَار دین پرسنے دُمِت ریئے ہے । کےو کےو (مُعَہَّرَامَرِ) نی تاریخے کथا ہلے، آباں اُنی اکدُل دش تاریخے کथا ہلے ہن । اے بن نوں آکھاں (راہ) ہلے، ٹومرہ نی و دش (ای دُوی دین) رُویَا پالن کر اے و (ای کسٹرے) ای یا ہلے دی دیر بیپریت کر । اے ہادیس انویاے میت پرکاش کرئے ہن ایماں شافیٰ، آہماد و ایسہاک ।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

انوی ہن ۵۱ ॥ یوں ہیجڑا ماں سر (پرثِم) دش دین
رویَا پالن پرسنے

۷۵۶ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَشْرِ - قَطُّ - .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۲۹) ۔

۷۵۶ । آہشہ (راہ) ہتے بُرْنِت آچے، تینی ہلے، آمی کخن و راسُلُلَّا ح سالِلَّا ح آلاِیِہِ وَیَا سالِلَّا م کے (یوں ہیجڑا ماں سر) دش دین رُویَا پالن کرتے دیخنی ।

- سہیہ، اے بن نوں ما-جاء (۱۷۲۹)، مُسْلِم

آبُ ایسا ہلے، اے ہادیسٹ اکادیک بُرْنِت کاری آماش ہتے، تینی اے برائیم ہتے، تینی آس ویا د ہتے، تینی آہشہ (راہ)-اے سُتھے ایتا بے اے بُرْنِت کرئے ہن । اے ہادیسٹکے ساواری پرمُخ بُرْنِت کاری

মানসূর হতে, তিনি ইবরাহীম... সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দশ দিন কখনও রোধ্য অবস্থায় দেখা যায়নি। এই হাদীসটিকে আবুল আহওয়াস মানসূর হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনাকারী আসওয়াদের উল্লেখ করেননি। এই হাদীসের সনদে মানসূরের পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ উক্ত মতবিরোধ করেছেন। আমাশের বর্ণনাটিই এই সনদগুলোর মধ্যে অধিক সহীহ এবং মুত্তাসিল। ওয়াকী বলেন, মানসূরের নিকট হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবরাহীম অপেক্ষা আমাশ বেশি বিশ্বস্ত সংরক্ষক।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشِيرِ

অনুচ্ছেদ : ৫২ ॥ যুলহিজ্জা মাসের দশ দিনের

সৎকাজের ফায়লাত

- ৭৫৭ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ

هُوَ الْبَطِينُ؛ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى
اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشِيرِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۷۲۷) خ.

৭৫৭। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট যুলহিজ্জা মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর

ରାସ୍ତୁ ! ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ପଥେ ଜିହାଦ କରାଓ କି (ଏତ ପ୍ରିୟ) ନୟ ? ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ୍ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓ୍ୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନ : ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ପଥେ ଜିହାଦଓ ତାର ଚେଯେ ବେଶ ପ୍ରିୟ ନୟ । ତବେ ଜାନ-ମାଲ ନିଯେ ଯଦି କୋନ ଲୋକ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ପଥେ ଜିହାଦେ ବେର ହୟ ଏବଂ ଏ ଦୁ'ଟିର କୋନଟିଇ ନିଯେ ଯଦି ସେ ଆର ଫିରେ ନା ଆସତେ ପାରେ ତାର କଥା (ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶହିଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା) ଆଲାଦା ।

- সহীত. ইবন মা-জাহ (১৭২৭), বুখারী

ইবনু উমার, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা ইবনু আকবাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سَتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ : ৫৩ ॥ শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোয়া পালন করা

٧٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْعِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا سَعْدٌ

ابن سعید، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قال: قال النبي ﷺ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال؛ فذلك صيام الدهر".

- حسن صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۱۶) م.

৭৫৯। আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক রামায়ান মাসে রোয়া পালন করলো, তারপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোয়া পালন করলো, সে লোক যেন সম্পূর্ণ বছরই রোয়া পালন করলো ।

- হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭১৬), মুসলিম

জাবির, আবু হুরাইরা ও সাওবান (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এই হাদীসের ভিত্তিতে শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোধ পালন করাকে মন্তব্য মনে করেন।

ইবনুল মুবারাক বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া পালনের মত এটি ও মুস্তাহাব। এ রোয়া রামাযানের রোয়ার পরপরই পালনের কথা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ আছে। তাই তিনি এই ছয়টি রোয়া শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে পালন করাকে বেশি পছন্দীয় মনে করেছেন তিনি আরও বলেছেনঃ শাওয়াল মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনের রোয়া পালন করাও জায়িয় আছে।

আবু দুসা বলেন, বর্ণনাকারী আবদুল আয়ীয় ইবনু মুহাম্মাদ এই হাদীসটি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম ও সাদ ইবনু সাঈদের সূত্রে উমার ইবনু সাবিত হতে আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। শুবা (রাঃ) এই হাদীস ওয়ারকা ইবনু উমার হতে সাদ ইবনু সাঈদ (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সাদ ইবনু সাঈদ হলেন ইয়াহ্বীয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারীর ভাই। একদল হাদীস বিশেষজ্ঞ তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

- হাসান বাসরী হতে বর্ণিত আছে যে, তার নিকট শাওয়ালের ছয়টি রোয়ার উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ তিনি পূর্ণ বৎসরের পরিবর্তে এই মাসের রোয়ার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সনদ সহীহ, মাকতু।

٥٤) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ : ৫৪ ॥ প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া পালন করা

৭৬. - حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ : عَهْدٌ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةٌ : أَنْ لَا أَنَّا مِنْ إِلَّا عَلَىٰ وِئْرٍ، وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصْلِيَ الصَّحَىٰ .

- صحيح : "الإرواء" (٩٤٦)، "صحيح أبي داود" (١٢٨٦) ق.

৭৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রূতি নেন। আমি যেন বিত্র আদায়ের পূর্বে না মুমাই, প্রত্যেক

মাসে তিন দিন রোয়া আদায় করি এবং চাশ্তের নামায নিয়মিত আদায় করি।

- سَهْيَةً، إِرْوَاهَا (۹۴۶)، سَهْيَةً آبَوْ دَاؤْدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا

٧٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤْدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامِ يَحْدِثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا ذَرٍ إِذَا صَمَّتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَصُمِّ ثَلَاثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ، وَخَمْسَ عَشَرَةَ،

- حسن صحيح : "الإرواء" (٩٤٧)، "المشاكاة" "التحقيق

. الثاني (٢٠٥٧)

৭৬১। আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ হে আবু যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া পালন করতে চাইলে তের, চৌদ ও পনের তারিখে তা পালন কর।

- হাসান সহীহ, ইরওয়া (۹۴۷), মিশকাত তাহকীক ছানী (২০৫৭)

আবু কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুয়ানী, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবু আকরাব, ইবনু আবোস, আইশা, কাতাদা ইবনু মিলহান, উসমান ইবনু আবুল আস ও জারীর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু যার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছেঃ প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন রোয়া পালন করলো সে যেন সারা বছর রোয়া পালন করলো।

٧٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّارٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهَدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَامَ

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-
تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} الْيَوْمُ بِعِشْرَةِ
أَيَّامٍ.

- صحيح : "البراء" أيضاً.

৭৬২। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন রোয়া পালন করে তা যেন সারা বছরই রোয়া পালনের সমান। আল্লাহ তা'আলা এর সমর্থনে তাঁর কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন : "কোন লোক যদি একটি সাওয়াবের কাজ করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে এর দশ গুণ" (সূরা : আন'আম- ১৬০)। সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান।

- سہیہ، ایرওয়া

আবু ইস্তা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শুরা এই হাদীসটি আবু শিম্র হতে ও আবূত তাইয়্যাহ হতে, তারা উভয়ে উসমান হতে, তিনি আবু হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ : أَخْبَرَنَا

شُعبَةُ، عَنْ يَزِيدِ الرُّشْكِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ : قُلْ لِعَائِشَةَ :
أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قُلْ :
مِنْ أَيْهِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ : كَانَ لَا يُبَالِيْ مِنْ أَيْهِ صَامَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۷۰۸) م.

৭৬৩। মু'আয়াহ (রাহঃ) বলেন, আমি আইশা (রাঃ)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া রাখতেন? তিনি বললেন, না। আমি আবার বললাম, কোন কোন তারিখে

তিনি এই রোয়া রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি যে কোন দিন এই রোয়া রাখতেন, এই বিষয়ে তিনি কোন সংকোচ করতেন না।

- سَهْيَةٌ، إِبْنُ مَا-جَاهٍ (۱۷۰۸)، مُسْلِم

আবু ঈসা বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহীহ। বর্ণনাকারী ইয়ায়ীদ আর-রিশ্ক হলেন ইয়ায়ীদ আয়-যুবান্স এবং ইনিই ইয়ায়ীদ ইবনুল কাসিম। ইনি ছিলেন বণ্টনকারী। বসরাবাসীদের ভাষায় ‘রিশ্ক’ অর্থ বণ্টনকারী।

(۵۰) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : ৫৫ ॥ রোয়া পালনের ফায়লাত

۷۶۴ - حَدَّثَنَا عِمَرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَازَّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ

سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِّبِ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ : كُلُّ حَسَنَةٍ يُعَشِّرُ أَمْثَالَهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ الصَّوْمُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخْلُوفٌ فِيمَا صَائِمٌ؛ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَاهَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهَلٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلِيقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ.

- صحيح : "التعليق الرغيب" (۲/۵۷-۵۸)، "صحيح أبي

داود" (۲۰۴۶).

৭৬৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, “প্রতিটি সৎ কাজের প্রতিদান হলো দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোয়া শুধুমাত্র আমার জন্যই এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব।” রোয়া জাহান্নাম হতে (বাঁচার) ঢালস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রোয়া পালনকারীর মুখের গন্ধ কস্তুরী ও মিশ্ক আম্বরের গন্ধের

চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। তোমাদের কোন রোয়া পালনকারীর সাথে যদি কোন জাহিল মূর্খতা সুলভ আচরণ করে তবে সে যেন বলে, আমি রোয়াদার।

- سَهْيَهُ، تَأْلِيقُ الرَّاغِبِ (২/৫৭-৫৮)، سَهْيَهُ الْأَবْرَوْدِ (২০৪৬)

মুআয় ইবনু জাবাল, সাহল ইবনু সাদ, কা'ব ইবনু উজরা, সালামা ইবনু কাইসার ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বাশীর (রাঃ)-এর নাম যাহুম ইবনু মা'বাদ, খাসাসিয়া হলেন তাঁর মাতা। আবু ঈসা এই সূত্রে আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا - يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٠) ق دون جملة الظمة.

৭৬৫। সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “রাইয়্যান” নামে জান্নাতে একটি দরজা আছে। রোয়া পালনকারীকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে। যে সব লোক রোয়া পালন করে তারা এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর তাতে যে লোক প্রবেশ করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

- سَهْيَهُ، إِبْرَاهِيمُ (১৬৪০)، "পিপাসার্ত হবে না"
ব্যাক্যাংশ ব্যতীত - বুখারী, মুসলিম

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান, সহীহ গারীব বলেছেন।

٧٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ : فَرْحَةُ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةُ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۲۸) م.

৭৬৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোয়া পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ আছে- একটি আনন্দ যখন সে ইফ্তার করে এবং আরেকটি আনন্দ যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

- سہیہ، ایوبن ماء جاہ (۱۶۳۸)، مسلمیم

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٥٦) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ : ৫৬ ॥ সারা বছর রোয়া পালন করা প্রসঙ্গে

৭৬৭ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ،

عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُودٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ : قَيْلَ بْنَ يَا-
رَسُولِ اللَّهِ! كَيْفَ يَمْنَ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ : "لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ لَمْ
يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِرْ ."

- صحيح : "إلا رواه" (۹۵۲) م.

৭৬৭। আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে সব লোকের কাজগুলো কেমন যে সব লোক সারা বছর রোয়া পালন করে? তিনি বললেনঃ তার রোয়া পালনও হল না, ইফ্তারও হল না।

- سہیہ، ایرওয়া (۹۵۲)، مسلمیم

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্থীর, ইমরান ইবনু

হসাইন ও আবু মূসা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সারা বছর রোয়া পালন করাকে আলিমগণের একদল মাকরহ মনে করেন। আরেক দল আলিম সারা বছর রোয়া পালন করা জায়িয় মনে করেন। তারা বলেন, দুল ফিত্র, দুল আয্হা ও আইয়্যামে তাশ্রীকের দিনও (কুরবানীর দিনের পরবর্তী তিন দিন) যদি কোন লোক রোয়া পালন করে তবে সেটা হবে সারা বছর রোয়া (যা মাকরহ)। যেসব লোক এই দিনগুলোতে রোয়া পালন করবে না সে উপরোক্ত মাকরহ-এর মধ্যে পড়বে না এবং সে সারা বছর রোয়াদার হবে না। একইরকম অভিমত ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) হতেও বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর বক্তব্যও এটাই। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুল ফিত্র, দুল আয্হা, আইয়্যামে তাশ্রীক এই পাঁচ দিন রোয়া পালন করতে নিষেধ করেছেন। সেই পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য কোন দিনের রোয়া ত্যাগ করা ওয়াজিব নয়।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : ৫৭ ॥ অব্যাহতভাবে রোয়া পালন করা

৭৬৮ - حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ شَهْرًا كَامِلًا: إِلَّا رَمَضَانَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۷۱۰) ق.

৭৬৮। আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোয়া পালন প্রসঙ্গে আইশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোয়া পালন করেই যেতেন, এমনকি

আমরা বলতাম, তিনি তো রোয়া পালন করেই যাচ্ছেন। আবার রোয়া পালন হতে তিনি বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর রোয়া পালন করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রামায়ান মাস ব্যতীত সম্পূর্ণ মাস রোয়া পালান করেননি।

- سہیہ، ایوبن مالک (۱۷۱۰)، بُخَاریٰ، مُسْلِمٌ

আনাস ও ইবনু আববাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ : كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصْلِيًّا؛ إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصْلِيًّا، وَلَا نَائِمًا؛ إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا.

- صحیح : خ (۱۶۲/۳)، و م (۱۹۷۲) مختصرًا دون جملة

. الصلاة .

۷۶۹ । আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোয়া প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কোন মাসে তিনি রোয়া পালন করতে শুরু করলে মনে হত যে, তাঁর হয়তো আর রোয়া ত্যাগের ইচ্ছা নেই। আবার যখন তিনি রোয়া পালন করা ছেড়ে দিতেন তখন মনে হত তিনি হয়তো আর রোয়া পালন করবেন না। তুমি যদি তাঁকে রাতে নামায রত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে। আর তুমি যদি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে।

- سہیہ، بُخَاریٰ (۱۹۷۲)، مُسْلِمٌ (۳/۱۶۲)، نামাযের ব্যাক্যাংশ
বাদে সংক্ষিপ্তভাবে।

আবু ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

۷۷۰ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسَفِيَانَ، عَنْ حَبْيَّ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّوْمَ صَوْمٌ أَخِي دَاؤْدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيَفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى".

- صحيح : ق.

۷۷۰ । আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর রোয়া হল সবচেয়ে উত্তম রোয়া। তিনি একদিন রোয়া পালন করতেন এবং একদিন পালন করতেন না। আর যুদ্ধের ময়দানে শক্র মুখোমুখী হলে তিনি পালাতেন না।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম

আবু দৈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। বর্ণনাকারী আবুল আবাস একজন মকার কবি ছিলেন এবং তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। তার নাম সাইব ইবনু ফার্রাখ। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, সবচেয়ে উত্তম (নফল) রোয়া হচ্ছে সেই রোয়া যা একদিন পরপর পালন করা হয়। বলা হয় যে, এই নিয়মে রোয়া রাখা কঠিন।

(۵۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ৫৮ ॥ দুই ঈদের দিন রোয়া পালন করা মাকরুহ

۷۷۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْيَدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -، قَالَ : شَهِدَتْ عَمَّرُ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ :

بِدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَا عَنِ الصَّوْمَاءِ هَذِينِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ؛ فَفَطَرَكُمْ مِنْ صَوْمَكُمْ، وَعِيدَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى؛ فَكُلُوا مِنْ لَحْومِ نَسْكَكُمْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٢) ق.

৭৭১। আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর মুক্তিদাস আবু উবাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ)-কে কুরবানীর দিন দেখতে পেয়েছি যে, খুত্বা দেওয়ার আগে প্রথমে তিনি নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন, এই দুই ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি রোয়া পালন করতে নিষেধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিত্রের দিন হল তোমাদের (সারা মাসের) রোয়া ভঙ্গের দিন এবং মুসলিমদের ঈদের দিন। আর তোমরা ঈদুল আযহার দিন তোমাদের কুরবানীর গোশৃত খাবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭২২), বুখারী, মুসলিম

ଆବୁ ଦ୍ରୁଷ୍ଟିକେ ହାସାନ ସହିତ ବଲେଛେନ । ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆଓଫ (ରାଃ)-ଏର ମୁକ୍ତ ଦାସ ଆବୁ ଉବାଇଦେର ନାମ ସା'ଦ । ତାକେ ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆୟହାରେର ମାଓଲାଓ ବଳା ହ୍ୟ । ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆୟହାର ହଲେନ ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନୁ ଆଓଫ (ରାଃ)-ଏର ଚାଚାତ ଭାଇ ।

٧٧٢- حدثنا قتيبة : حدثنا عبد العزير بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال : نهى رسول الله ﷺ عن صيامين : يوم الأضحى، ويوم الفطر.

- صحيح ابن ماجه (١٧٢١) ق. الإرواء (٩٦٢) الرررض

(٦٤٣)، صحيح أبي داود (٢٠٨٨)

৭৭২। আবু সাঈদ আল-খুদৰী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দিন রোয়া পালন করতে বারণ করেছেনঃ ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭২১), বুখারী, ইরওয়া (৯৬২), আর রাওয় (৬৪৩), সহীহ আবু দাউদ (২০৮৮), মুসলিম।

উমার, আলী, আইশা, আবু হুরাইরা, উক্বা ইবনু আমির ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আমর ইবনু ইয়াহ্যাহ হলেন ইবনু উমারা ইবনু আবুল হাসান আল-মায়িনী আল-মাদানী। তিনি একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। সুফিয়ান সাওরী, শুবা ও মালিক ইবনু আনাস তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۵۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
অনুচ্ছেদঃ ৫৯॥ আইয়ামে তাশ্রীক-এ রোষ পালন করা মাকরহ

- ٧٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَوْمُ عِرْفَةَ، وَيَوْمُ النَّحرِ،
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ : عِينَنَا - أَهْلُ الْإِسْلَامِ -، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ".
- صَحِيفَةُ "صَحِيفَةِ أَبْيَ دَاؤِدَ" (٢٠٩٠)، "الْإِرْوَاءُ" (٤/١٢٠).

৭৭৩। উক্বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের মুসলিম
জনগণের দ্টদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশ্ৰীকের
দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন।

- সহীহ, সহীহ আবৃ দাউদ (২০৯০), ইরওয়া (৪/১৩০)

আলী, সাদ, আবু হুরাইরা, জাবির, নুবাইশা, বিশ্র ইবনু সুহাইম, আবদুল্লাহ ইবনু হ্যাফা, আনাস, হাম্যা ইবনু আমর আল-আসলামী, কা'ব

ইবনু মালিক, আইশা, আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা উকবা ইবনু আমির হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাশ্রীকের দিনগুলোতে রোয়া পালন করাকে তারা মাকরহ (হারাম) মনে করেন। কিন্তু তামাতু হাজ্জ পালনকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম এই দিনগুলোতে রোয়া পালনের সুযোগ দিয়েছেন- যদি তারা কুরবানীর জানোয়ার না পায় এবং প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোয়া পালন করতে না পেরে থাকে। এরকম মতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। আবু ঈসা বলেন, ইরাকবাসী মুহাদ্দিসগণ বলেন, (বর্ণনাকারীর নাম) মূসা ইবনু আলী ইবনু রাবাহ। মিসরবাসীগণ বলেন, মূসা ইবনু উলাই। আবু ঈসা আরও বলেন, কুতাইবাকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলতে শুনেছেন যে, মূসা ইবনু আলী বলেছেন, আমার পিতার নাম তাসগীররূপে (উলাই) উচ্চারণ কারো জন্য হালাল মনে করি না।

٦٠) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْجِمَامِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ : ৬০ ॥ রোয়া থাকা অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানো

774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النِّيسَابُورِيُّ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ وَسَى، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ
مَعْمِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَفْطَرَ
الْحَاجُّ وَلَا حِجُومٌ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۶۷۹-۱۶۸۱)

৭৭৪ । রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক রক্তক্ষরণ করে এবং যাহার রক্তক্ষরণ করানো হয় তাদের দু'জনের রোয়াই নষ্ট হয়ে যায়।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৯-১৬৮১)

আলী, সাদ, শান্দাদ ইবনু আওস, সাওবান, উসামা ইবনু যাইদ, আইশা, মাকিল ইবনু সিনান (বলা হয় ইনি মাকিল ইবনু ইয়াসার), আবু হুরাইরা, ইবনু আববাস, আবু মুসা ও বিলাল (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা রাফি ইবনু খাদীজ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদ ইবনু হাস্বাল (রাহঃ) বলেন, রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসই এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হাদীস এবং আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) বলেন, সাওবান ও শান্দাদ ইবনু আওস হতে বর্ণিত হাদীসই হচ্ছে এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হাদীস। ইয়াত্ত-ইয়া ইবনু আবু কাসীর (রাহঃ) আবু কিলাবা (রাঃ) হতে সাওবান ও শান্দাদ ইবনু আওসের দু'টি হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

রোয়া অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের একটি দল মাকরহ মনে করেন। এমনকি অনেক সাহাবী (রামাযানের) রাতে তা করাতেন যেমন আবু মুসা আল-আশআরী ও ইবনু উমার (রাঃ)। এরকম মতপ্রকাশ করেছেন ইবনুল মুবারাকও। আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, কেউ যদি রোয়া থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করায় তাহলে তাকে এর কায়া আদায় করতে হবে। এরকম মত দিয়েছেন আহমাদ ইবনু হাস্বাল ও ইসহাকও। ইমাম শাফিন্দ (রাহঃ) বলেছেন, রোয়া পালনরত অবস্থায় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন। আবার এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ রক্তক্ষরণকারী এবং যে লোকের রক্তক্ষরণ করা হয় তাদের উভয়ের রোয়াই বাতিল হয়ে গেল। আমার এ দু'টি হাদীসের মধ্যে একটিও সঠিক বলে জানা নেই। কোন ব্যক্তি যদি রোয়া থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করানো হতে দূরে থাকে তাহলে সেটাই আমার মতে বেশি পছন্দনীয়। আর যদি কোন লোক তার রোয়া থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করায় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না এতে করে তার রোয়া বাতিল হয়। আবু ঈসা

बलेन, बागदादे थाका अबस्त्राय ईमाम शाफिसेर मत छिल एटाइ। किन्तु ऐसे विषये तिनि मिसरे याओयार पर रक्तक्षरणेर अनुमतिर पक्षपाती छिलेन एवं कोनरकम समस्या आছे बले मने करेननि रोया थाकाबस्त्राय रक्तमोक्षण करानोते। तार ऐसे मतेर समर्थने तिनि दलील हिसाबे बलेन ये, रासूलुल्लाह सल्लाल्लाहू आलाइहि ओयासल्लाम रोया ओ इहराम अबस्त्राय बिदाय हाज्जे रक्तक्षरण करियेहेन।

(۶۱) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

अनुच्छेद ६१ ॥ ऐसे विषये (रक्तक्षरणेर) अनुमति प्रसঙ्गे

٧٧٥ - حَدَثَنَا يَشْرُبُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصَرِيُّ : حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَثَنَا أَيُوبٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ صَائِمٌ.

- صحيح : بلفظ : واحتجم وهو صائم خ "ابن ماجه"

(۱۶۸۲)

٧٧٥ । इबनु आबास (राः) हते वर्णित आछे, तिनि बलेन, रोया पालन ओ इहराम अबस्त्राय रासूलुल्लाह सल्लाल्लाहू आलाइहि ओयासल्लाम रक्तक्षरण करियेहेन।

- سہیہ, ऐसे "रोया थाकाबस्त्राय तिनि रक्तक्षरण करियेहेन",
बुखारी, इबनु मा-जाह (۱۶۸۲)

ऐ हादीसटिके आबू ईसा सहीह बलेहेन। आब्दुल ओयारिसेर वर्णनार न्याय ओहाइबो वर्णना करेहेन। इस्माईल इबनु इबराहीम आइयूब हते तिनि इकरिमा हते मुर्साल रूपे वर्णना करेहेन इबनु आबासेर उल्लेख ना करें।

٧٧٦ - حَدَثَنَا أَبُو مُوسَىٌ : حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ :

عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مِيمُونَ بْنِ مُهَرَّانَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ؛ وَهُوَ صَائِمٌ.

- صحيح : المصدر نفسه .

۷۷۶ । ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোয়া থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করিয়েছেন ।

- سہیہ آگوئ

আবু দৈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব ।

(۶۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ لِلصَّانِمِ
অনুচ্ছেদ : ৬২ ॥ সাওমে বিসাল মাকরুহ

۷۷۸ - حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ : حَدَثَنَا يَشْرُبُ بْنُ الْمُفْضَلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تُواصِلُوا"، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ : "إِنِّي لَسْتُ كَأَحْدَكُمْ؛ إِنْ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي".

- صحيح : خ .

۷۷۸ । আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বিসাল কর না । সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তো সাওমে বিসাল করেন । তিনি বললেনঃ আমি তো তোমাদের কারো মত নই । আমাকে আমার প্রতিপালক পানাহার করান ।

- سہیہ، بুখারী

আলী, আবু হুরাইরা, আইশা, ইবনু উমার, জাবির, আবু সান্দদ ও বাশীর ইবনুল খাসিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত

আছে। আবু ঈসা আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। সাওমে বিসালকে তাঁরা মাকরুহ বলে মত দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিক দিন সাওমে বিসাল করতেন এবং ইফতার করতেন না।

بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْجَنْبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ،
وَهُوَ يَرِيدُ الصَّوْمَ

অনুচ্ছেদ : ৬৩ ॥ রোয়া পালন করতে ইচ্ছা পোষণকারীর
নাপাক অবস্থায় ফজর হওয়া

٧٧٩ - حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ، وَأَمْ
سَلَمَةُ - زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ؛ وَهُوَ جَنْبٌ
مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، فَيَصُومُ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۰۳) ق.

৭৭৯। আবু বাকর ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আইশা ও উম্ম সালামা (রাঃ) জানিয়েছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কোন কোন সময়) কোন স্ত্রীর (সাথে সহবাসের) কারণে নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোয়া পালন করতেন।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۱۷۰۳)، بুখারী، مুসলিম

আইশা ও উম্ম সালামা হতে বর্ণিত হাদীসকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও তাবিঙ্গ আমল করেছেন। এ মত

দিঘেছেন সুফিয়ান, শাফিউল্লাহ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। তাবিঙ্গণের একটি দল বলেন, সহবাসজনিত কারণে নাপাক অবস্থায় কোন লোকের ফজর হয়ে গেলে সে লোককে এই দিনের রোয়ার কায়া করতে হবে। তবে প্রথমে বর্ণিত মতটিই অধিক সহীহ।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الصَّانِمِ الدَّعَوَةَ

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৪ ॥ রোয়া থাকাবস্থায় দাওয়াত গ্রহণ করা

- ৭৮০- حَدَثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ

: حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَحْبِبْ

فَإِنْ كَانَ صَائِمًا؛ فَلْيَصِلْ". - يَعْنِي : الدُّعَاءَ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٥٠) .

৭৮০ । আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলে সেলোক যেন তা গ্রহণ করে। সে রোযাদার হলে (দাওয়াতকারীর জন্য) যেন দু'আ করে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৫০), মুসলিম

- ৭৮১- حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عِيْنَةَ، عَنْ أَبِي

الْزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ

أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلِيقْلُ : إِنِّي صَائِمٌ".

- صحيح : المصدر نفسه.

৭৮১ । আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন রোষাদারকে যদি খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে সে যেন বলে, আমি রোষা আছি।

- ସହୀଦ, ଥାଉଡ଼

ଆବୁ ଦେଖା ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଭୟ ହାଦୀସକେଇ ହାସାନ
ସହୀହ ବଲେଛେ ।

(٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ الْمُرَأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
অনুচ্ছেদ : ৬৫ ॥ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর (নফল) রোয়া
আদায় করা মাকরুহ

٧٨٢- حَدَّثَنَا قُتْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْيَةَ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَا تصوم المرأة؛ وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان؛ إلا باذنه.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٦١) في دون ذكر رمضان.

৭৮২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা যেন স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া রামায়ান মাসের রোগ্য ব্যক্তিত একদিনও অন্য কোন (নফল) রোগ্য পালন না করে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৬১), নাসা-ই-রামাযানের উল্লেখ ব্যতীত।

ଇବନୁ ଆକ୍ବାସ ଓ ଆବୁ ସାଈଦ (ରାଃ) ହତେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଆବୁ ଈସା, ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସଟିକେ ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେ । ଏ ହାଦୀସଟି ଆବ୍ୟ ଯାନାଦ ହତେ, ତିନି ମୂସା ଇବନୁ ଆବୁ ଉସମାନ ହତେ, ତିନି ତାର ପିତା ହତେ, ତିନି ଆବୁ ହରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ତିନି ନାବି ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯୋସାଲ୍ଲାମ ହତେ ଏହି ସୂତ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ৬৬ ॥ রামাযানের রোয়ার কায়া আদায়ের ক্ষেত্রে
বিলম্ব করা প্রসঙ্গে

٧٨٢ - حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّدِيِّ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَقْضِيُ مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ
رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تَوْفِيقِ رَسُولِ اللَّهِ .

- صحيح : "الإرواء" (٩٤٤)، "الروض النضير" (٧٦٣).

"صحيح أبي داود" (٢٠٧٦)، "تمام المنة" ، ق.

٧٨٣ । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শাবান মাস ব্যতীত আমার রামাযান মাসের কায়া রোয়া আদায় করতে পারতাম না (কোন সংগত ওজরবশত), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল ।

- سہیہ، ایرওয়া (৯৪৪)، راومون نায়ীর (৭৬৩)، سہیہ آবু داؤদ (২০৭৬)، تামামুল মিমান্সা، بুখারী، مুসলিম

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । হাদীসটিকে ইয়াহুইয়া ইবনু সাইদ আনসারী (রাহঃ) আবু সালামা হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : ৬৮ ॥ খাতুবতী মহিলার রোয়া কায়া করা ও
নামায কায়া না করা প্রসঙ্গে

٧٨٧ - حَدَثَنَا عَلَيْيَ بنْ حَجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلَيْيَ بنْ مَسْهِيرٍ، عَنْ عَبِيدَةَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَنَا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٦٢١) ق، وليس عند خ ذكر الصلاة

৭৮৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা মাসিক ঋতুর পর পবিত্র হলে তখন আমাদেরকে তিনি রোয়ার কায়া আদায়ের হৰ্কুম করতেন কিন্তু নামায কায়া আদায়ের কথা বলতেন না ।

- سہیہ، ابوبکر بن عاصم (۶۳۱)، مسلم، بุخاریতে نামাযের কথা উল্লেখ নেই ।

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । মুআয়া হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে । এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন । এই বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলাকে তার বাদপড়ে যাওয়া রোয়ার কায়া আদায় করতে হবে কিন্তু নামাযের কায়া করতে হবে না । আবু ঈসা বলেন, বর্ণনাকারী উবাইদা হলেন ইবনু মুআত্তিব আয় যাব্বী আল-কুফী তাঁর উপনাম আবু আবদুল কারীম ।

(٦٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْإِسْتِنْشَاقِ لِلصَّانِمِ
অনুচ্ছেদ ১: ৬৯ ॥ রোয়াদারের নাকের ভিতরে
পানি পৌছানো মাকরুহ

৭৮৮- حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَدَاقُ، وَأَبُو عَمَّارِ الْحَسَنِ بْنِ حَرَيْثَ، قَالَا: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَ: حَدَثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطَ بْنَ صَبِّرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخِيرِنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ"

وَخَلَّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا۔

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٠٧) .

৭৮৮। লাকীত ইবনু সাবিরা (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ওয় প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ ভালোভাবে ওয় কর, আঙুলগুলোর মাঝে খিলাল কর এবং রোয়া পালনকারী নাহলে নাকের গভীরে পানি পৌছাও।

- سہیہ، ایبن ماجہ (۴۰۷)

আবু দুসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। রোয়া পালনকারীর জন্য নাক দিয়ে উষ্ণ গ্রহণ করাকে আলিমগণ মাকরহু বলেছেন। এরফলে রোয়া ভেঙ্গে যায় বলে তারা মনে করেন। এই মতের পক্ষে উল্লেখিত হাদীস হতে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

(٧١) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৭১ ॥ ইতিকাফের বর্ণনা

٧٩.- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِبِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُرُوْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّىٰ قَبْضَةَ اللَّهِ.

- صحيح : "البراء" (٩٦٦)، "صحيح أبي داود" (٢١٢٥) ق.

৭৯০। আবু হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযানের শেষদশকেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগপর্যন্ত ইতিকাফ করতেন।

- سہیہ، ایرওয়া (৯৬৬)، سہیہ আবু দাউদ (২১২৫)، বুখারী، মুসলিম

উবাই ইবনু কা'ব, আবু লাইলা, আবু সাঈদ, আনাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٧٩١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفٍ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۷۷۱) ق.

৭৯১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায আদায় করে ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতেন।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۱۷۷۱)، بুখারী، মুসলিম

আবু ঈসা বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ-আমরার সূত্রে এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ হতে আমরার সূত্রে ইমাম মালিক (রাহঃ) এবং একাধিক বর্ণনাকারী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আওয়াঙ্গি ও সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আমরা হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী কোন কোন আলিমের মতে, কোন ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চাইলে ফজরের নামায আদায়ের পর তাকে ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতে হবে। ইমাম আহুমাদ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীমের এই মত। অপর একদল আলিম বলেছেন, যে দিন হতে কোন ব্যক্তি ইতিকাফ শুরু করতে চায় সে দিনের পূর্বের রাতের সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর যেন সে ব্যক্তি ইতিকাফে বসে। এরকম মতই সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۷۲)

অনুচ্ছেদ ৪ ۷۲ ॥ লাইলাতুল কাদর (কাদরের রাত্রি)

٧٩٢- حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ : "تَحْرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ".

- صحیح : ق۔

۷۹۲। آئیشا (راۃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামায়ান মাসের শেষের দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে থাকতেন (ইতিকাফ করতেন)। তিনি বলতেনঃ রামায়ান মাসের শেষের দশদিন তোমরা কাদরের রাতকে খোঁজ কর।

- سہیہ، بখاری، مسلم

উমার, উবাই ইবনু কাব, জাবির ইবনু সামুরা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, ইবনু উমার, ফালাতান ইবনু আসিম, আনাস, আবু সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস, আবু বাক্রা, ইবনু আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা�ۃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আইশা (রা�ۃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সہیہ বলেছেন। ‘ইউজাবিরু’ শব্দের অর্থ ‘তিনি ইতিকাফ করতেন’। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হাদীসের শব্দ হচ্ছেঃ শেষ দশদিনের প্রতি বিজোড় রাত্রে তোমরা লাইলাতুল কাদর খোঁজ কর। লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা রামায়ানের শেষরাত্রি।

ইমাম শাফিউ (রাহঃ) বলেন, আমার মতে এর অর্থ হল, আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই উভরে প্রদান করতেন তাঁকে যেভাবে প্রশ্ন করা হত। তাঁর কাছে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, অমুক রাত্রে কি আমরা তা খোঁজ করব? উভরে তিনি বলেছেন, তোমরা অমুক রাত্রে তা খোঁজ কর। ইমাম শাফিউ (রাহঃ) আরও বলেন, আমার নিকটে একুশ তারিখ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি হচ্ছে এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। আবু ঈসা বলেন, উবাই ইবনু কাব (রা�ۃ) শপথ করে বলতেনঃ তা হল সাতাশ তারিখের রাত্রি।

تینی آرও بলতেন, এর আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা আমরা হিসাব করে রেখেছি এবং স্মরণ রেখেছি।

আবু কিলাবা (রাঃ) বলেন, লাইলাতুল কাদর শেষ দশকের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। আব্দ ইবনু হুমাইদ আবদুর রায়ঘাক হতে, তিনি মামার হতে, তিনি আইযুব হতে, তিনি আবু কিলাবা (রাঃ) হতে এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন।

٧٩٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشَ، عَنْ عَاصِيمٍ، عَنْ زِرٍ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ كَعْبٍ : أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَنَّهَا لِيَلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ؟ قَالَ : بَلَى، أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لِيَلَةٌ صَبِّحَتْهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شَعَاعٌ، فَعَدَدْنَا وَحَفَظْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعِدَّةِ لَيْلَةٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لِيَلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ كَرِهُ أَنْ يُخْبِرَكُمْ، فَتَكِلُوا.

- صحیح : صحیح أبي داود (۱۲۴۷) م نحوه .

৭৯৩। যির (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উবাই ইবনু কাব (রাঃ)-কে আমি বললাম, হে আবুল মুনয়ির! এই যে সাতাশের রাত লাইলাতুল কাদর আপনি সেটা কিকরে জানতে পারলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এই রাত্রের পরবর্তী সকালে সূর্য উদিত হয় ক্ষীণ আলো নিয়ে দীপ্তিহীন অবস্থায়। আমরা সেটাকে গুনে এবং স্মরণ করে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলার শপথ! ইবনু মাসউদ (রাঃ)-ও জানেন যে, সেটা হচ্ছে রামাযানের রাত্র এবং সাতাশেরই রাত্র। কিন্তু তোমাদেরকে তিনি তা জানাতে পছন্দ করেননি, তোমরা যদি পরে এটার উপর নির্ভর করে বসে থাক।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤد (۱۲۴۷)، مسلمیم اننکونپ
আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

۷۹۴ - حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا تَلَيْرِيدُ بْنُ زَرِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : ذُكِرَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ : مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِيَّةِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : "الْمِسْوَهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَخْرِ لَيْلَةٍ".

- صحيح: "المشكاة" (۲۰۹۲) - التحقيق الثاني .

۷۹۸ । আবদুর রাহমান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে একবার আবু বাকরা (রাঃ)-এর কাছে আলোচনা হল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী শোনার কারণে আমি রামায়ান মাসের শেষ দশদিন ব্যতীত অন্য কোন রাত্রে লাইলাতুল কাদরকে খোঁজ করি না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কাদরের রাত্রে খোঁজ কর রামায়ানের নয়দিন বাকী থাকতে বা সাতদিন বাকী থাকতে বা পাঁচদিন বাকী থাকতে বা তিন দিন বাকী থাকতে অথবা এর শেষ রাত্রে।

- سہیہ، میشکات تاہکیم چانی (۲۰۹۲)

বর্ণনাকারী বলেন, রামায়ানের বিশদিন পর্যন্ত আবু বাকরা (রাঃ) সারা বছরের মতই নামায আদায করতেন, কিন্তু তিনি শেষ দশদিন আসলে যতটুকু সন্তুব সাধনা করতেন।

আবু দৈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

بَابُ مِنْهُ (۷۳)

অনুচ্ছেদ ৪ : ৭৩ ॥ (লাইলাতুল কাদর সম্পর্কেই)

۷۹۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلَيٍّ .

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

- صحيح: "ابن ماجه" (١٧٦٨) ق، عائشة.

৭৯৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযানের শেষ দশদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে (ইবাদাতে মগ্ন থাকার জন্য) ঘূম থেকে উঠাতেন।

- سہیہ، ایوبن معاذ (۱۷۶۸)، بخاری، مسلم بن احمد (را) হতে
বর্ণিত। আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭৯৬- حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا .

- صحيح: "ابن ماجه" (١٧٦٧).

৭৯৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইবাদাতে) এত বেশি সাধনা করতেন যে, অন্য কোন সময়ে এরকম সাধনা করতেন না।

- سہیہ، ایوبن معاذ (۱۷۶۷)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

৭৪) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشَّتَاءِ

অনুচ্ছেদ : ৭৪ ॥ শীতকালের রোগ

৭৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا

سُفِيَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَمِيرِ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشَّتَاءِ".
- صحيح: "الصحيحة" (۱۹۲۲)، "الروض" (۶۹).

৭৯৭। আমির ইবনু মাসউদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, নারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীতকালের রোয়া হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলক্ষ মালের অনুরূপ।

- سহীহ، سহীহা (۱۹۲۲)، آর-রাওয (۶۹)

আবু ঈসা হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। কারণ, আমির ইবনু মাসউদ (রাহঃ)-এর সাক্ষাৎ ঘটেনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যার সূত্রে শুবা ও সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু আমির আল-কুরাশীর পিতা।

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ] ۷۵

অনুচ্ছেদ : ۷۵ ॥ “যেসব লোক রোয়া আদায়ের
সমর্থ হয়েও...” অসঙ্গে

৭৭৮- حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُصَرَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ بَكَّيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجَّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ : لَمَّا نَزَّلَتْ [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ
مِسْكِينِ] : كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي، حَتَّى نَزَّلَتِ الْآيَةُ الَّتِي
بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا.

- صحيح: "البرواء" (۲۲/۴) ق.

৭৯৮। সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ “যেসব লোক রোয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্বান হয়েও (না রাখবে) সেসব লোক যেন একজন মিসকীনের আহার দেয়” আমাদের মধ্যে তখন যার ইচ্ছা হত সে রোয়া পালন না করে তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া আদায় করত। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত “তোমাদের মধ্যে যে লোক রামায়ান মাস পায় সে লোক যেন রোয়া পালন করে” অবতীর্ণ হলে উপরের আয়াতের (সূরা ৪: বাকারা- ১৮৪) বিধান বাতিল হয়ে যায়।

- সহীহ, ইরওয়া (৪/২২), বুখারী, মুসলিম

আবু ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইয়াযীদ হলেন, ইবনু আবু উবাইদ সালামা ইবনু আকওয়ার মুক্তদাস।

٧٦) بَأْبُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ حَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا

অনুচ্ছেদ ৪ : ৭৬ ॥ খাবারের পর কোন লোক
সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে

৭৯৯- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَنْكِدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلتَ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَيْسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَاهُ بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ، فَقَلَتْ لَهُ : سَنَة؟ قَالَ : سَنَة، ثُمَّ رَكِبَ.

- صحيح: تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد

الفجر. (ص ১৩-২৮)

৭৯৯। মুহাম্মাদ ইবনু কাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামায়ান মাসে আমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি

সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিছিলেন। তার সফরের উট্টিতে হাওদা বেঁধে দেয়া হল। তিনি সফরের পোশাক পরলেন এবং খাবার নিয়ে আসতে বললেন, তারপর তিনি তা খেলেন। আমি বললাম, এটা কি সুন্নাত? তিনি বললেন, সুন্নাত। তারপর তিনি জন্মযানে আরোহণ করলেন।

- سَهْيَةً (তাসহীহ হাদীসে ইফতারিস সা-য়িমি কাবলা সাফারিহি বা'দাল ফাজরি (পৃঃ ১৩-২৮)

٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْكِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৮০০। মুহাম্মাদ ইবনু কাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসে আমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। পূর্বোক্ত হাদীসের মতই।

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হলেন ইবনু আবু কাসীর মাদীনী, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি ইসমাইল ইবনু জাফরের ভাই। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর হলেন ইবনু নাজীহ; তিনি আলী ইবনু আব্দুল্লাহ মাদীনীর পিতা। তাঁকে ইয়াহ্যাইয়া ইবনু মাঝেন দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন। এ হাদীসটির ভিত্তিতে কোন কোন অলিম বলেন, কোন মুসাফির লোক বাড়ী হতে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে রোয়া ভঙ্গ করে পানাহার করে নিতে পারবে, কিন্তু নামায কসর করতে পারবে না তার গ্রাম বা নগরপ্রাচীর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত। এরকম মতই প্রকাশ করেছেন ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী।

(۷۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَىٰ مَتَىٰ يَكُونُ

অনুচ্ছেদ : ۹۸ ॥ কোন্ সময়ে ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হা হয়

- ۸۰۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ

مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

"الْفِطْرُ يَوْمٌ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمٌ يُضْحِي النَّاسُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۶۶۰).

৮০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেরা যেদিন রোয়া ভেঙে ফেলে সেদিন হল ঈদুল ফিত্র এবং লোকেরা যেদিন কুরবানী করে সেদিন ঈদুল আয্হা।

- سہیہ، ایوب نبی مارا جاہ (۱۶۶۰)

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আইশা (রাঃ)-এর নিকট কি মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার হাদীসে তিনি বলেন, আইশা (রাঃ)-এর নিকট আমি শুনেছি। এই সূত্রে আবু ঈসা হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন।

(۷۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ۹۹ ॥ ইতিকাফ ভঙ্গ করার পর পুনরায় ইতিকাফ করা

- ۸۰۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ :

أَبْنَائَا حَمِيدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ

فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ خَرَجَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ

الْمُقْبِلِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.

- صحيح: "صحيح أبي داود" (۲۱۲۶)

৮০৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামায়ানের শেষ দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন। কিন্তু তিনি এক বছর ইতিকাফ করতে সক্ষম হননি। তাই তিনি পরের বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤد (۲۱۲۶)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা আনাস ইবনু মালিকের হাদীস হিসেবে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আলিমগণের মধ্যে নিয়াত করার পর পূর্ণ করার আগেই ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম তার কায়া আদায় করাকে ওয়াজিব বলেছেন। নিরোক্ত হাদীসটি দ্বারা তারা দলীল গ্রহণ করেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসলেন, পরে শাওয়াল মাসের দশদিন ইতিকাফ করেন।” এরকম মত ইমাম মালিক (রাহঃ)-এরও। অন্য একদল আলিম বলেন, মানত বা নিজেদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইতিকাফ যদি না হয়ে থাকে এবং যদি নফল ইতিকাফ হয়ে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় ইতিকাফ ছেড়ে বের হয়ে গেলে তার কায়া আদায় করা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কায়া করে তবে তা করতে পারে কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিউ (রাহঃ) এই মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমার জন্য যেসব আমল ছেড়ে দেয়া জায়িয় তুমি যদি এ ধরণের কোন আমল করতে শুরু কর এবং তা পূর্ণ না করে ছেড়ে দাও তাহলে তোমার উপর এ ধরণের কোন আমল কায়া করা ওয়াজিব নয় শুধুমাত্র হাজ্জ ও উমরা ব্যতীত। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٠) بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا:

অনুচ্ছেদ : ৮০ ॥ প্রয়োজনবোধে ইতিকাফকারী

বের হতে পারে কি না?

- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعِبُ الْمَدْنِيُّ - قِرَاءَةً -، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ

ابن شہاب، عن عروة، وعمرة عن عائشة، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، أدنى إلى رأسه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت؛ إلا لحاجة الإنسان.

- صحیح : "ابن ماجہ (۶۳۳) و (۱۷۷۸)."

۸۰۴। آئیشا (راۃ) هतے بर्णित آছے، تینی بلئن، راسُلُّوَّلَّا ه سَلَّمَ آلا ایھی وَيَا سَلَّمَ ام یخنِ ایتکافِ خاکِ تلن، آماڑا دیکے تارِ ماٿا اگیযے دیتئن اب و آمی تا اَنْصَبِيَّو دیتاام । مانبیيَّ پروژن (پرشاَب-پاڻخانا) بختیت تینی ڦارے آساتهن نا ।

- سہیہ، ایبُنُ مَّا-جَاهَ (۶۳۳) و (۱۷۷۸)

آبُو یُوسُفِیَّا اے ہادیسٹیکے ہاسان سہیہ بلئهن । آئیشا (راۃ)-اے سُنْدَرِ اکادیک بَرْنَانَا کاری ہادیسٹی اکِرکم بَرْنَانَا کرئهن । تبے آئیشا (راۃ) هتے ڈرُویا و آمُرَّا (راہ*)-اے سُنْدَرِ سہیہ ।

۸۰۵- حَدَّثَنَا بِذِكْرِ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

- صحیح : انظر ما قبله.

۸۰۵। ایبُنُ شِھَابَ هتے ڈرُویا و آمُرَّا-آئیشا (راۃ)-اے سُنْدَرِ لایس ایبُنُ سَدَّوَ ہادیسٹیکے بَرْنَانَا کرئهن ।

- سہیہ دے�ن پُروردہ ہادیس ।

اے ہادیس انُویاڻی آلِیمگان بلئهن، مانبیيَّ پروژن چاڏا ایتکافکاری ایتکافسُل هتے باهِرے ٻئے هتے پاربے نا । تارا سکلنے ای ٻیسے اکمات یے، اب شاید سے پرشاَب-پاڻخاناَر پروژن ھلن ٻئے هتے پاربے । تبے ایتکافکاری ڙوگی دےڻا، جُمُّا و ڄالناڻاَر ناماڻے اَنْسَبِیَّن کرلتے پاربے کی نا تاَدَرِ ماڻو اے ٻیسے مَتْپَارَكَجْ اَقْعَدَ । کون کون سا ہاڻی و تابیسِرِ مَتْهَ سے لોک ڦندی

ইতিকাফে বসার সময় এসব প্রয়োজনে বের হওয়ার শর্ত করে থাকে তাহলে সে লোক রোগী দেখতে, জানায়ায় এবং জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। এরকম মতই দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারাক। কোন কোন আলিম বলেন, সে লোক উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বাইরে বের হতে পারবে না। তাদের মতে শহরে বসবাসকারী জামে মাসজিদ ব্যতীত আর অন্য কোথাও ইতিকাফ করবে না। জুমু'আর জন্য ইতিকাফের জায়গা ছেড়ে বের হওয়াকেও তারা মাকরহ বলেন, আবার জুমু'আ ত্যাগ করাকেও তারা জায়িয মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, ইতিকাফ শুধু জামে মাসজিদেই আদায় করবে যেন ইতিকাফস্তল হতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়ার প্রয়োজন না হয়। মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরকম মত প্রকাশ করেন ইমাম মালিক ও শাফিউ।

ইমাম আহমাদ বলেন, আইশা (রাঃ)-এর হাদীসের আলোকে সে লোক রোগী দেখতে ও জানায়ায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হতে পারবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, এই বিষয়ে সে লোক যদি পূর্বেই নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে জানায়ায় অংশগ্রহণ ও রোগী দেখার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হতে পারবে।

(۸۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ৪৮১ ॥ রামায়ান মাসের কিয়াম (রাত্রের ইবাদাত)

٨٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاؤَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جَبَيرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : صَمَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَصِلْ بِنَا حَتَّى بَقَى سَبْعَ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَقِمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطَرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ

نَفْلَتَنَا بِقِيَّةٍ لِيلَتَنَا هُذِهِ! فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ
كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ لِيلَةٍ، ثُمَّ لَمْ يُصْلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَى
بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا، حَتَّى تَخوَفَنَا الْفَلَاحُ. قَلَتْ
لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ.

- صحيح : "ابن ماجہ" (۱۲۲۷) .

۸۰۶। آبُو یار (راہ) ہتھے بُرْجیت آچے، تینی بوللن، راسُلُوُاللَّاھُ ساٹلُوُاللَّاھُ آلَالِ ایھی وَیَالِ ساٹلُوُاللَّاھِمَر ساتھے آمِرِا رُویا پالن کرئے چی۔ تینی آمادے رکے نیوے راما یان ماسے کون (نفل) نامای آدای کرئن نی۔ اور شے تینی راما یان نے سات دن باکی خاکتے آمادے رکے نیوے نامای داڑھلن۔ اتے اک-تُتھی یا ۱۳ ش را تھ چلے گل۔ آمادے رکے نیوے تینی مشتھ را تھ نامایوے روپ داڑھن نی۔ تینی آبَارِ آمادے رکے نیوے پختگم را تھ نامایوے روپ داڑھن۔ اتے ارڈک را تھ چلے گل۔ آمِرِا تاکے بوللماں، ھے آلَالِ راسُلُ! یہ دی آمادے رکے باکی را تھ تو نامایوے روپ داڑھن۔ تینی بوللن؛ ایما یان ساتھے یہ دی کون لوک (فری) نامای شامیل ہی۔ اور ایما یان ساتھے نامای آدای شے کرے تاھلے سے لوکوں کے جنے سارا را تھ (نفل) نامای آدایوے سا ڈیا ب لیپی بندھ کر را ہی۔ ارپر ماسے رکے تین را تھ باکی خاکا پرست تینی آر آمادے رکے نیوے نامای آدای کرئن نی۔ آبَارِ تینی تُتھی (۲۷ ش) را تھ خاکتے آمادے رکے نیوے نامایوے جنے داڑھلن۔ تاکے پریجن و سُریگن کے او تینی ار را تھ دے کے تُل للن۔ اتے (دیئر)-سمیو ڈرے تینی نامای آدای کر للن یے، یار فلن سا ہریوں سمیو چلے یا ڈیا ر سُنھیو ہل آمادے رکے ملنے۔ بُرْجنا کاری چو ڈاہیوں ای ہن نو ڈیا ہریوں بوللن، آبُو باکر (راہ)-کے آمِی بوللماں؛ "فَالَّاھُ" کی؟ تینی بوللن، سا ہریو خا ڈیا۔

- سہیہ، ای ہن نو ما-جاح (۱۳۲۷)

آبُو ڈسما ہادیسٹیکے ہاسان سہیہ بوللے ہئن۔ آلیم گنے رکے مধے

রামাযানের রাতসমূহে (তারাবীহ নামায ও নফল ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) দণ্ডয়মান হওয়া প্রসঙ্গে দ্বিমত আছে। কোন কোন আলিম বলেন, বিতর সহকারে এর রাক'আত সংখ্যা একচল্লিশ। মাদীনায় বসবাসকারীদের অভিমত এটাই এবং এরকমই আমল করেন এখানকার লোকেরা। কিন্তু আলী ও উমার (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ি কিরাম হতে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিমের অভিমত অর্থাৎ (তারাবীহ) বিশ রাক'আত। এই মত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও শাফিউদ্দিন (রাহঃ)-এর। ইমাম শাফিউদ্দিন (রাহঃ) বলেন, আমাদের মক্কা নগরীর লোকদেরকেও বিশ রাক'আত আদায় করতে দেখেছি। আহমাদ (রাহঃ) বলেন, এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এই ব্যাপারে তিনি কোনরকম সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেন, আমরা উবাই ইবনু কাব (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী একচল্লিশ রাক'আত আদায় করাকেই পছন্দ করি।

রামাযান মাসে ইমামের সাথে তারাবীহ আদায় করাকে ইবনুল মুবারাক, আহমাদ, ও ইসহাক (রাহঃ) সমর্থন করেছেন। ইমাম শাফিউদ্দিন কুরআনের হাফিয় ব্যক্তির জন্য একাকী (তারাবীহ) নামায আদায় করাকে উত্তম বলেছেন। আইশা, নুমান ইবনু বাশীর ও ইবনু আবুস রামাযান (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

(৪২) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلٍ مِّنْ فَطَرَ صَانِمًا

অনুচ্ছেদ : ৮২ ॥ রোয়াদারকে ইফতার করানোর ফায়লাত

٨٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنَمِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ فَطَرَ صَانِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٤٦) -

৮০৭। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন রোয়া পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোয়া পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোয়া পালনকারীর সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৪৬)

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(৮২) بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ،

وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : ৮৩ ॥ রামাযান মাসে (রাত্রের ইবাদাত) দণ্ডায়মান
হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং এর ফায়লাত

- ৮০৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمْيِدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
يُرْغِبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِعِزِيزَةِ
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ فَعُرِفَ لَهُ مَا تَقْدِيمَ مِنْ ذَنْبٍ.

فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ
وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي
خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدَرَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.
- صحيح : "صحيح أبي داود" (১২৪১) ق وقوله : "فتوفي"
مدرج من قول الزهرى عند خ.

৮০৮। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযানের (রাত্র জেগে) ইবাদাত-বন্দিগীতে মাশগুল থাকতে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করতেন, তবে সেটাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেনঃ ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশা করে যে লোক রামাযান মাসে (রাতে ইবাদাতে) দণ্ডায়মান হবে সে লোকের পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। এ নিয়মই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত চালু ছিল। এ বিষয়টি আবু বাকর (রাঃ)-এর খিলাফাত এবং উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও এমনই ছিল।

- সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (১২৪১), নাসা-ঈ, ইমাম বুখারীর মতে মৃত্যু পর্যন্ত..... এই ব্যাক্যাণ্শটি যুহরী হাদীসে সংযোগ করেছেন।

আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী-উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ)-হতে এই সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ଶ୍ରୀ କୃପାମୂଳ ଦୟାଲୁ ଆଶ୍ରାହ୍ରନାମେ ତଥା କରାତ୍

٧-كتاب الحج عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৭ : হাজ্জ

।) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ১ ॥ মক্কা মুকারুরমার মর্যাদা প্রসঙ্গে

٨٠٩- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبي شريح العدوى: أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث بهمومه إلى مكة: ائذن لي أهلاً الأمير! أحذتك قولاً، قاما به رسول الله ﷺ الغدا من يوم الفتح: سمعته أذناني، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: أنه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، أو يغضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتل رسول الله ﷺ فيها؛ فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ﷺ، ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عاشرت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ولبيك الشاهد الغائب".

- صحيح : ق.

فَقِيلَ لِبْيِ شُرِّيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمَّرُ؟ وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرِّيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًّا، وَلَا فَارًا بِدَمِ، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ.

৮০৯। আবু শুরাইহ আল-আদাওবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মাদীনার গভর্নর আমর ইবনু সাঈদ (আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে) মক্কাতে সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি (আবু শুরাইহ) তাকে বললেনঃ হে আমীর! আপনি আমাকে অনুমতি দিন একটি হাদীস বর্ণনা করার। মক্কা বিজয়ের পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি বলেছিলেন। তখন তা আমার কর্ণদ্বয় শুনেছিল, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছিল এবং আমার চক্ষুদ্বয় তা প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুণগান করলেন, তারপর বললেনঃ মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা “হারাম” ঘোষণা করেছেন, তাকে কোন মানুষ “হারাম” করেনি। অতএব, আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে এখানে সে লোকের জন্য রক্তপাত করা বা এখানকার কোন বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। যদি কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এখানে (মক্কা বিজয়কালে) যুদ্ধ করার অজুহাত তুলে এখানে কোনরকম যুদ্ধাভিযান চালানোর সুযোগ খোঁজ করে তাহলে তোমরা সে লোককে বলে দিবে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছেন কেবল তাঁর রাসূলকেই, এর অনুমতি তোমাকে দেননি। শুধু দিনের কিছু সময়ের জন্য তিনি আমাকেও এর অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমনি গতকাল তা হারাম ছিল তেমনিভাবে আজও সেটা হারাম। তোমাদের উপস্থিত লোক যেন (একথা) অনুপস্থিত লোকের কাছে পৌছে দেয়।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম]

আবু শুরাইহ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, তখন আম্র ইবনু সাঈদ আপনাকে কি বলেছিল? তিনি বললেন, সে বলেছিল, হে আবু শুরাইহ! আমি এই হাদীস প্রসঙ্গে আপনার চেয়ে বেশি অবগত। কোন পাপী, পলাতক খুনী ও পলাতক অপরাধীকে হারাম শারীফ আশ্রয় দেয় না।

আবু ঈসা বলেন, ওয়াল্লাহ ফাররান ‘বিখারবাতিন’-এর স্থল ‘ওয়ালা

ফাররান'-ও বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা ও ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু শুরাইহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। আবু শুরাইহ আল-খুয়াঙ্গের মূল নাম খুওয়াইলিদ ইবনু আমর আল-আদাওবী আল-কা'বী। ওয়ালা ফাররান 'বিখারবাতিন' -এর অর্থ 'অপরাধী'। বাক্যটির অর্থ হল, কোন লোক কোন ফৌজদারী অপরাধ করে অথবা খুন করে হারাম শারীফে আশ্রয় নিলে সে লোকের উপর হাদ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর হবে।

(۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةِ

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ হাজ্জ ও উমরা আদায়ের সাওয়াব প্রসঙ্গে

- ৮১ - حَدَّثَنَا قُتَّيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَابُوا بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةِ؛ فَإِنَّمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ؛ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ وَالْدَّهِبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّ الْمُبَرُّورَةُ تَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (২৮৮৭) .

৮১০। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ তোমরা হাজ্জ ও উমরা পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা, এ হাজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুণাহ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-কুপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়। একটি কৃবূল হাজের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

- হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৮৮৭)

উমার, আমির ইবনু রাবীআ, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী,

উন্মু সালামা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

٨١١ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانَ بْنَ عَيْنَةَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

- صحيح : "حجّ النبي ﷺ" (ص ٥) ق.

৮১১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যদি হাজ্জ করে এবং তাতে কোন রকম অশ্রীল ও অন্যায় আচরণ না করে তাহলে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

- সহীহ, হাজ্জাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গৃঃ ৫),
বুখারী, মুসলিম

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবু হাযিম আল-কুফী হলেন আল-আশজাই, তাঁর নাম সালমান। তিনি আয্যা আল-আশজাইয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

٦) - بَأْبُ مَا جَاءَ : كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ؟

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কতবার হাজ্জ করেছেন?

١/٨١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكَوْفِيِّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابَ، عَنْ سَفِيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَّاجٍ؛ حَجَّتِينَ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا

هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَة، فَسَاقَ ثَلَاثَةَ وَسِتَّينَ بَدْنَةً، وَجَاءَ عَلَيْهِ مِنَ الْيَمَنِ
بِقَيْقَيْتَهَا؛ فِيهَا جَمْلٌ لَأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرْهَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ
مَرَقَهَا.

- صحیح : حجه النبی ﷺ . (۶۷ - ۸۲) (م) دون الحجتين

وجملة أبي جهل.

۸۱۵/۱ । জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ করেছেন তিনবারঃ দু'বার হিজরাতের আগে এবং এক বার হিজরাতের পর । তিনি এই (শেষোক্ত) হাজ্জের সাথে উমরাও করেছেন । তিনি তেষটিটি কুরবানীর উট এনেছিলেন এবং ইয়ামান হতে আলী (রাঃ) অবশিষ্ট (৩৭টি) উটগুলি এনেছিলেন । আবু জাহালের একটি উটও ছিল এই উটগুলির মধ্যে । একটি ঝুপার শিকল এর নাসারন্তে (নাকের ছিদ্রে) পরানো ছিল । তিনি এটাকেও যবেহ করেছিলেন । প্রতিটি কুরবানীর উট হতে এক টুকরো করে গোশ্ত আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন । এগুলো রান্না করা হলে তিনি এর শুরুয়া (ঝোল) পান করেন ।

সহীہ، هاجزاتون نابی ساللہ علیہ وسلم (۶۷-۸۳)،
مُسْلِم، هিজরাতের پূর্বে ۲ هاجز এবং আবু জাহল এই ব্যাক্যাংশ ছাড়া ।

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন । শুধুমাত্র যাইদ ইবনু ৎবাবের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি । আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমানের পুস্তকে ---- তিনি এটি আব্দুল্লাহ ইবনু আবু যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন । এই হাদীস সম্বন্ধে আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে প্রশ্ন করলাম । কিন্তু এই হাদীস উপরোক্ত সনদে বর্ণিত আছে বলে তিনি জানতে পারেননি । আমি দেখেছি এই হাদীসটিকে তিনি সংরক্ষিত বলে গণ্য করতেন না । তিনি বলেন, এটি সাওরী-আবু ইসহাক-মুজাহিদের সনদে মুরসালভাবে বর্ণিত আছে ।

٢/٨١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ : كُمْ حَجَّ النَّبِيِّ ؟ قَالَ : حَجَّةُ وَاحِدَةٍ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عُمَرَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمَرَةُ الْحَدِيبِيَّةِ، وَعُمَرَةُ حِجَّتِهِ، وَعُمَرَةُ الْجُعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسْمٌ غَيْرِيَّةٌ حَنِينٌ.

- صحيح : ق.

৮১৫/২। কাতাদা (রাহঃ) বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হাজ্ঞ করেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাজ্ঞ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকাদ মাসে একটি উমরা, হৃদাইবিয়ার উমরা, হাজ্জের সাথে একটি এবং হ্রনাইন যুদ্ধের গান্মীমাত বন্টনকালে জিরানা হতে একটি উমরা।

- سہیہ، بُوخاری، مسلم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাব্বান ইবনু হিলাল (আবু হাবীব আল-বাসরী) একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁকে ইয়াহ্বীয়া ইবনু সাইদ আল-কাস্তান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলে মন্তব্য করেছেন।

(٧) بَأْبُ مَا جَاءَ : كُمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ

অনুচ্ছেদ : ৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন?

٨١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا دَاؤِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عُمَرٌ : عُمْرَةُ الْحَدِيبَةِ، وَعُمْرَةُ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي نَبِيِّنَا الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةُ الثَّالِثَةِ مِنَ الْجُمُرَانَةِ، وَالرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (۳۰۰۲) .

৪১৬। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেনঃ হৃদাইবিয়ার উমরা, দ্বিতীয় উমরা এর পরের বছর, যিলকাদ মাসে কায়া উমরা হিসাবে ছিলো এটি, জিরানা নামক জায়গা হতে হচ্ছে তৃতীয় উমরা এবং তাঁর হাজের সাথে আদায় করেন চতুর্থ উমরা ।

- سہیہ، ایوبن ماجہ (۳۰۰۳)

আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি ইবনু উআইনা আমর ইবনু দীনার-ইকরিমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন। তিনি এই সন্দেহ ইবনু আকবাস (রাঃ)-এর উল্লেখ করেননি। উক্ত সন্দেহ নিম্নরূপঃ

সাইদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-মাখযুমী সুফিয়ান ইবনু উআইনা হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ।

(۸) بَأْبُ مَا جَاءَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ৪৮॥ কোন্ জায়গা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুরাম বেঁধেছেন?

৪১৭- حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِيهِ عَمْرٌ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ
ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : لَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ

الْحَجَّ: أَذْنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا، فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ، أَحْرَمَ.

- صحيح : حجة النبي ﷺ . (٤٥/٢)

৮১৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ করতে মনস্ত করলেন তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন। তারা একত্র হল। অতঃপর তিনি যখন বাইদা নামক জায়গায় পৌছলেন তখন ইহুরাম বাঁধলেন।

- سَهْيَهُ، هَاجْجَةً تَعْلَمَ نَافِي رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ وَأَهْلُهُ وَمَلَائِكَتُهُ مَعَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (৪৫/২)

ইবনু উমার, আনাস ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٨١٨- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعْيِدٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ : الْبَيْدَاءَ الَّتِي يَكْنِيْبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ وَاللَّهِ مَا أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ؛ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ.

- صحيح : ق.

৮১৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা বাইদা নামক জায়গাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে (ইহুরাম প্রসঙ্গে) মিথ্যারোপ করছে। আল্লাহর শপথ! মাসজিদের নিকটেই একটি গাছের পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুরামের তাকবীর ধ্বনি করেছিলেন।

- سَهْيَهُ، بُوখَارِيُّ، مُسْلِمٌ

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ হাজ্জ ও উমরা দুটি একসাথে আদায় করা

- ৮২১ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ حَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ،

قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةً".

- صحيح : "ابن ماجه" (২৯৬৮, ২৯৬৯) ق.

৮২১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি উমরা ও হাজ্জ উভয়ের একত্রে ইহুরাম বেঁধে লাকায়িক বলতে শুনেছি।

- سَهْيَهُ، إِবْنُ مَاجَهَ (২৯৬৮، ২৯৬৯)

উমার ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী কতিপয় আলিম আমল করেছেন। এই মতকে পছন্দ করেছেন কৃফাবাসী ফাকীহগণ ও অপরাপর আলিম।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ তালবিয়া পাঠ করা

- ৮২৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

أَيْوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ : أَنَّ تَلِيْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ : "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (২৯১৮) ق.

৮২৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নরূপ তালিয়া পাঠ করতেন : “আমি হায়ির, হে আল্লাহ! আমি হায়ির; তোমার কোন শরীক নেই, আমি হায়ির; সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামাত তোমারই, সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব তোমারই; তোমার কোন শরীক নেই।”

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯১৮), বুখারী, মুসলিম

আবু দুসা বলেন, ইবনু মাসউদ, জাবির, আইশা, ইবনু আববাস ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করার কথা বলেছেন। এই অভিমত সুফিয়ান সাওয়ী, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। ইমাম শাফিউদ্দিন (রাহঃ) বলেন, কোন লোক যদি আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ব্যঙ্গক কোন শব্দ নিজের পক্ষ হতে তালিয়াতে বাড়িয়ে নেয় তবে ইনশাআল্লাহ্ এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠকৃত তালিয়াতে সন্তুষ্ট থাকাই বেশি প্রিয়।

ইমাম শাফিউদ্দিন বলেন, “তালিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ব্যঙ্গক কোন শব্দ যুক্ত করাতে কোন সমস্যা নেই” ইবনু উমার (রাঃ)-এর এই রিওয়ায়াতটি হল আমার এই কথার দলীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তিনি তালিয়ার শব্দ সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তিনি এতে নিজের পক্ষ হতে বাড়িয়েছেন (নিম্নের হাদীস)।

٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ : حَدَّثَنَا الْيَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ : أَنَّهُ أَهْلَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ ! لَبَّيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ يَقُولُ : هَذِهِ تَلِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِي أَثْرِ تَلْبِيةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبِيكَ، لَبِيكَ وَسَعْدِيْكَ،
وَالْخَيْرُ فِي يَدِيْكَ، لَبِيكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ.

- صحيح : "المصدر نفسه" ق.

৮২৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইহুরাম বাঁধার সময় তিনি উচ্চস্থরে বলতেন : “লাকবাইকা আল্লা-হুমা লাকবাইকা লা-শারীকা লাকা লাকবাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা-শারীকা লাকা” বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলতেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়ার সাথে নিজের পক্ষ হতে তিনি এটুকু অংশ বাড়িয়ে পাঠ করতেন : লাকবাইকা, লাকবাইকা ও সাদাইকা ওয়াল খাইকু ফী ইয়াদাইকা, লাকবাইকা ওয়ার রাগবা-উইলাইকা ওয়াল আমালু।

‘আমি হায়ির, আমি হায়ির, আমি ভাগ্যবান, সকল প্রকার কল্যাণ তোমারই হাতে, আমি হায়ির, সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার প্রতিই, আমলও তোমার (সন্তুষ্টির) জন্যই’।

- سَهْيَهُ، أَبْوَابُكُ، بُرْখَارِي، مُوسَلِيمٍ

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ، وَالنَّحرِ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ তালবিয়া ও কুরবানীর ফায়লাত

৮২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدِيْكِ. (ح) وَحدَثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي فَدِيْكِ، عَنِ الْفَضَّاحِ بْنِ عَثْمَانَ.

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمَنْكِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ : أَيُّ الْحَجَّ أَفْضَلُ؟ قَالَ : "الْعُجُّ وَالشُّجُّ".
- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۲۴) .

৮২৭। আবু বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কোন প্রকার হাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেনঃ চিংকার করা (উচ্চস্থরে তালবিয়া পাঠ) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কুরাবানী দেওয়া)।

- سہیہ، ابن عثیمین (۲۹۲۸)

۸۲۸ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبِيَ إِلَّا لَبِيَ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَائِلِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرِيٍّ، حَتَّى تَقْطَعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا".

- صحيح : "المشكاة" (۲۰۰) .

৮২৮। সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।

- سہیہ، مিশکাত (۲۵۵۰)

ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশের হাদীসের ন্যায় উবাইদা ইবনু হুমাইদের বরাতে সাহল ইবনু সাদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা আবু বাক্রের হাদীসটিকে গারীব বলেছেন। তিনি বলেন, ইবনু আবু ফুদাইক-দাহহাক ইবনু উসমানের সূত্র

بُجْتَيْتَ إِنْتِى بَشِّرْتَ أَنْتَ بَلَى أَنْتَ جَانَى نَهْىٰ | أَأَرَى أَبَدُورَ رَاهِمَانَ
إِبَنُ إِيَّارَبُورَ نِيكَتَ هَتَّهُ مُهَامَّادَ إِبَنُلُ مُونَكَادِيرَ كَوَنَ هَادِيسَ
شُنَنَنَنِ | بَرِّ اَنْيَ إِكَتِي هَادِيسَ تِينِ سَانِدَ إِبَنُ اَبَدُورَ رَاهِمَانَ إِبَنُ
إِيَّارَبُورَ مَا دَحْمَمَهُ تَأَرَّهُ پِيتَارَ سُتَّرَهُ رِيَوَيَّاَتَ كَرَرَهُنَنِ | أَبَرُّ نُعَمَّاَهِمَ
آتَ-تَاهَهَانَ-يِيرَارَ إِبَنُ سُورَادَ إِهِي هَادِيسَتِكَهُ إِبَنُ اَبَرُّ
فُودَاهِكَ-يَاهَهَكَ إِبَنُ عَسَمَانَ هَتَّهُ، تِينِ مُهَامَّادَ إِبَنُلُ مُونَكَادِيرَ
هَتَّهُ، تِينِ سَانِدَ إِبَنُ اَبَدُورَ رَاهِمَانَ إِبَنُ إِيَّارَبُورَ هَتَّهُ، تِينِ تَأَرَّهُ
پِيتَارَ سُتَّرَهُ-اَبَرُّ بَاكَرَ (رَاهِه)-اَرَ سُتَّرَهُ بَرَنَنَا كَرَرَهُنَنِ | كِسْتُ يِيرَارَ
تَأَرَّهُ بَرَنَنَا يُولَ كَرَرَهُنَنِ |

آهَمَادَ إِبَنُ هَامَلَ (رَاهِه) بَلَهُنَنِ، بَرَنَنَا كَارِي مُهَامَّادَ إِبَنُلُ
مُونَكَادِيرَ-إِبَنُ اَبَدُورَ رَاهِمَانَ إِبَنُ إِيَّارَبُورَ هَتَّهُ، تِينِ تَأَرَّهُ پِيتَارَ
يِيرَارَ هَادِيسَتِرَ سُتَّرَهُ اَهِيَّتِهِ عَلَلَهُهُ كَرَرَهُنَنِ تِينِ يُولَ كَرَرَهُنَنِ | أَبَرُّ
ئِسَاءَ بَلَنَنِ، آمِي يِيرَارَ إِبَنُ سُورَادَ-إِبَنُ اَبَرُّ فُودَاهِكَهُ سُتَّرَهُ بَرَنَتَهُ
رِيَوَيَّاَتَتِي مُهَامَّادَ آلَ-بُوكَارِيَهُ نِيكَتَ عَلَلَهُهُ كَرَرَهُنَنِ تِينِ بَلَنَنِ،
اَرِتِي يُولَ | آمِي بَلَلَامَ، إِبَنُ اَبَرُّ فُودَاهِكَهُ هَتَّهُ يِيرَارَ هَادَهَهُ اَنَّيَّانَ
بَرَنَنَا كَارِي اَرَكَمَهِ بَرَنَنَا كَرَرَهُنَنِ | تِينِ بَلَلَنَنِ، اَغَلَلَهُ كِتَهُ نَهَيِ |
اَرَا إِبَنُ اَبَرُّ فُودَاهِكَهُ هَتَّهُ بَرَنَنَا كَرَرَهُنَنِ اَرَثَ اَرَتِي سَانِدَ إِبَنُ
اَبَدُورَ رَاهِمَانَنِهِ نَامَ عَلَلَهُهُ كَرَرَهُنَنِ | يِيرَارَ إِبَنُ سُورَادَكَهُ إِيَّامَ
بُوكَارِيَهُ دُورَلَ بَرَنَنَا كَارِي سَابَقَتَ كَرَرَهُنَنِ |

‘آل-آاجَّ’ اَرَثَ عَلَلَهُهُ تَالَبِيَهُ پَأْثَ كَرَرَ اَرَبِّ ‘آاس-سَاجَّ’
اَرَثَ پَشَ كُورَبَانَيِهِ كَرَرَ |

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلِيهِ

انْوَچَهَد : ۱۵ ॥ عَلَلَهُهُ تَالَبِيَهُ پَأْثَ

٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَلِ بْنِ

السَّائِرُ بْنُ خَلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَمْرَنِيْ أَنْ أَمْرَ أَصْحَابِيْ؛ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتِهِمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ،

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۹۲۲).

৮২৯। খাল্লাদ ইবনুস সাইব (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট এসে বলেন যে, আমার সাহাবীদেরকে যেন আমি উচ্চস্থানে তালিবিয়া পাঠের নির্দেশ প্রদান করি।

- سہیہ، ایوب نے ما-جاح (۲۹۲۲)

যাইদ ইবনু খালিদ, আবু হুরাইরা ও ইবনু আববাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। খাল্লাদ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটিকে কেউ কেউ খাল্লাদ ইবনু সাইব হতে, তিনি যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সহীহ নয়। খাল্লাদ ইবনুস সাইব তার পিতার সূত্রে এই বর্ণনাটিই সঠিক।

(۱۶) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْغُنْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ۱۶ ॥ ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা

৮৩.- حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدْنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الرِّزْنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ.

- صحیح : "التعليقات الجیاد" ، "المشکاة" - التحقیق الثانی،

"الحج الكبير" (۲۵۴۷).

৮৩০। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহুরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।

- سَهْيَتْ، تَأْلِيْكَاتُوْلَهُ جِيْيَاْد، مِسْكَاتْ تَاهْكِيْكَ حَانَيْيِيْ، أَلَّهُ هَاجْجُوْلَهُ كَارِيْرَ (২৫৪৭)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ইহুরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করাকে একদল আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। এই মত ইমাম শাফিউর।

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ لَأَهْلِ الْأَفَاقِ

অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ বিভিন্ন এলাকার লোকদের

ইহুরাম বাঁধার জায়গা (মীকাত)

٨٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مِنْ أَيْنَ نَهَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : يَهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحِلْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِيْنِ . قَالَ : وَيَقُولُونَ : وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (২৯১৪) ق.

৮৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোথা হতে আমরা ইহুরাম বাঁধবং তিনি বললেনঃ যুল-হুলাইফা হতে মাদীনাবাসীগণ, জুহফা হতে সিরিয়াবাসীগণ, কারন হতে নাজদ্বাসীগণ এবং ইয়ালামলাম হতে ইয়ামানবাসীগণ ইহুরাম বাঁধবে।

- سَهْيَتْ، إِبْنُ مَا-জَاهَ (২৯১৪)، بُوكَارِي، مُسَالِمَ

ইবনু আবুস, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী অলিম্বগণ আমল করতে বলেছেন।

১৮) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لِبَسَةٍ
অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ যে ধরণের পোশাক পরা ইহুরামধারী
লোকের জন্য বৈধ নয়

৮৩২ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْبَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ تَلْبِسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَلْبِسُوا الْقِمَصَ، وَلَا السَّرَّاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانٌ؛ فَلَا يَلْبِسُ الْخَفَافَينِ، وَلَا يَقْطَعُهُمَا مَا سَفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبِسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسْهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبِسِ الْقَفَازَيْنِ .

- صحيح : "البراءة" ، صحيح أبي داود (১৬০০ - ১৩০৬) .
الحج الكبير: ق.

৮৩৩ । ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে ইহুরাম অবস্থায় আপনি কি ধরণের পোশাক পরার নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জামা, পাজামা, টুপি, পাগড়ী ও মোজা পরবে না । তবে কোন লোকের জুতা না থাকলে সে লোক চামড়ার মোজা পরবে যা পায়ের গোছার নিচে থাকে । যাফরান ও ওয়ারাস রং-এ রং করা কোন-পোশাক তোমরা পরবে না । ইহুরামধারী মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে দস্তানা (হাত মোজা) পরবে না ।

- سہیہ، ایرانی، سہیہ آبू داؤد (۱۶۰۰-۱۳۰۶)، آل حاصّل
کاری، بُرخاری، مُسالیم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন।

(۱۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ السَّرَّاوِيلِ، وَالخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزارَ، وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি ও জুতা জোগাড় করতে না পারলে পাজামা ও মোজা পরতে পারে

৮৩৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيعِيَّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - يَقُولُ : "الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزارًا فَلِيَلْبِسْ السَّرَّاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلِيَلْبِسْ الْخُفَيْنِ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۹۳۱) ق.

৮৩৪ । ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ ইহুরামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারলে সে পাজামাই পরবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারলে মোজা পরবে।

- سہیہ، ইবনু مা-জাহ (۲۹۳۱)، বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, ইহুরামধারী ব্যক্তি (সেলাইবিহীন) লুঙ্গি জোগাড় করতে না পারলে পাজামাই পরবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারলে মোজা পরবে। এটা আহ্মাদ (রাহঃ)-এর মন্তব্য। ইবনু উমার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী অপর একদল আলিম বলেন, জুতা না পেলে সে মোজার

উপরিভাগ পায়ের গোড়ালি নিম্নভাগ বরাবর কেটে পরতে পারবে। এই মত সুফিয়ান সাওরী, শাফিউদ্দিন ও মালিক (রাহঃ)-এর।

(۲۰) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَحْرِمُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، أَوْ جَبَةٌ

অনুচ্ছেদ ২০॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির পরনে জামা বা জুবা থাকলে

- ৮৩৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ

أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ؛ وَعَلَيْهِ جَبَةٌ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (1596، 1599) ق أتم منه.

৮৩৫। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক বেদুইনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুরাম অবস্থায় জুবা পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে তা খুলার নির্দেশ দিলেন।

- سہیہ، سہیہ آبی داؤد (۱۵۹۶، ۱۵۹۹)، بُوكاری، مُسْلِم پُرْجَنَّا

- ৮৩৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ

يَمْعَنَاهُ. وَهَذَا أَصَحُّ. وَفِي الْحَدِيثِ قَصَّةٌ.

৮৩৬। ইবনু আবী উমার সুফিয়ান হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা হতে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বক্তব্যসম্বলিত হাদীস ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আবু ঈসা এই শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে অধিক সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের পটভূমিতে একটি ঘটনাও আছে। আতা-ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ)-এর

সূত্রে কাতাদা-হাজাজ ইবনু আরতাত প্রমুখ এইরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমর ইবনু দীনার ও ইবনু জুরাইজ-আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা হতে তিনি তার পিতা ইয়ালা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক।

(۲۱) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ

অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তি যে প্রাণী হত্যা করতে পারে

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدٌ^{১০০} - ৮৩৭
ابْنُ زَرِيعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلُونَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرُبُ،
وَالْغَرَابُ، وَالْحَدِيَا، وَالْكَبُّ الْعَقُورُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (৩০৮৭)

৮৩৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হারাম শারীফের ভিতরেও পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণীকে মারা যায়ঃ ইন্দুর, বিচ্ছু, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৮৭), মুসলিম

ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার, আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ ও ইবনু আবুস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۲۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ২২ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির রক্তক্ষরণ করানো

- حَدَّثَنَا قَتِيبةُ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِيْنَارٍ، عَنْ طَاؤِسٍ، وَعَطَاءً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ

مُحْرِمٌ

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨٢) خ.

৮৩৯। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইহুরাম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন।

- سہیہ، ایوب نما-جاہ (۱۶۸۲)، بুখারী

আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইহুরাম অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানোর ব্যাপারে একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় চুল ফেলা যাবে না। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, ইহুরাম পরিহিত অবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত রক্তক্ষরণ করানো যাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিউদ্দিন (রাহঃ) বলেন, ইহুরাম পরিহিত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ করানোতে কোন সমস্যা নেই, তবে চুল কাটা যাবে না।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ ইহুরামধারী লোকের বিয়ে করানো মাকরহ

- ٨٤. - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَثَنَا

أَيُوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيِّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : أَرَادَ أَبْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنكِحَ ابْنَهُ، فَبَعْثَيْتُ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ - فَأَتَيْتَهُ، فَقَلَّتْ : إِنَّ أَخَاهُ كَيْرِيدُ أَنْ يُنكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَ ذَلِكَ، قَالَ : لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًّا؛ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يُنكِحُ وَلَا يُنكِحُ - أَوْ كَمَا قَالَ -، ثُمَّ حَدَثَ

عَنْ عُثْمَانَ مِثْلِهِ، يَرْفَعُهُ.

- صحيح : "ابن ماجہ" (۱۹۶۶) ۔

۸۴۰۔ نبایہ ایہ ایوب (راہ) ہتھے بর्णیت آ�ے، تینی بلنے، ایوب ماماں تار (یہ رامدھاری) چلنےکے بیوے کرائے مانست کرلنے । تاہی تینی آمماکے آمیروں ل ہاجز آباں ایوب عسمانیوں کے نیکٹ پاٹالنے । تار نیکٹ اسے آمی بللام، آپناں تار ہجے کے بیوے کرائے چان । اسی بیوے تینی آپناکے ساکھی را خاتے چان । تینی بلنے، آمی دے دھی سے تو اک مُرْخَ بُدُون! یہ رامدھاری بجھی نا نیجے بیوے کرائے پارے آر نا انیکے بیوے کرائے پارے، اथوا ار کمہی بلنے । نبایہ بلنے، ار پر تینی هادیستیکے عسمان (راہ)-اک مارکتے مارکتے برنا کرلنے ।

- سہیٰ حاتمی (۱۹۶۶)، مسلم

آبُ رافی و مایمُونا (راہ) ہتھے اسی بریت آছے । آبُ ایسا عسمان (راہ) ہتھے بریت هادیستیکے هاسان سہیٰ ح بلنے । اسی هادیس انویاں راسوں لٹھاں ساٹھاں آلا ایہی ویساٹھاں میں اک دل ساہابی آمال کرائے کثہ بجھ کرلنے । عمار ایوب نل خاتا، آلی ایوب آبُ تالیب و ایوب عمار (راہ) تادیں مধے اسکوں । کیچھ سانچے کا تابیس فیکھ بیدرے بکھوی و تاری । ایمام مالک، شافعی، آہماد و اسحاق (راہ)-اک ماتھ تاری ارثاء یہ رام پریتیت ابھاشیا کوں لیوک بیوے کرائے پارے نا । تارا بلنے، یہ رام ابھاشیا کوں لیوک بیوے کرائے تا باطل بلے گنج ہبے ।

(۲۴) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

انوچھد: ۲۴ ॥ یہ رام پریتیت ابھاشیا بیوے اک نعمتی پرسنے

۸۴۵ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ :

حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصْمَمِ، عَنْ

مِمْوَنَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَيْنِ بَهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدُفِنَاهَا فِي الظَّلَّةِ الَّتِي بَنَى بَهَا فِيهَا .
- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۶۴) م مختصرا .

৪৪৫। মাইমুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে বিয়ে করেন তিনি তরুণ ইহুরামমুক্ত অবস্থায় ছিলেন এবং একই অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। পরবর্তী কালে মাইমুনা (রাঃ) সারিফেই মারা যান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে যে ঝুপড়িতে (কুঁড়ে ঘরে) বাসর যাপন করেন আমরা তাঁকে সেই স্থানেই দাফন করি।

- سہیہ، ابن نوہ ما-جاح (۱۹۶۴)، مسلمیں سانک্ষিকی

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনু আসাম হতে একাধিক বর্ণনাকারী এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, হালাল অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমুনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন।

(٢٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির শিকারের গোশ্ত

খাওয়া প্রসঙ্গে

৪৪৭ - حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضِيرِ، عَنْ نَافِعٍ - مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحَرِّمِينَ؛ وَهُوَ غَيْرُ مُحَرِّمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِيهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاهِيُوهُ سُوْطَهُ، فَأَبْوَا، فَسَأَلَهُمْ رَمْحَهُ، فَأَبْوَا عَلَيْهِ، فَأَخْذَهُ، ثُمَّ شَدَ عَلَى الْحِمَارِ،

فَقَلَّ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْيَ بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكِ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطْعَمْكُمُوهَا اللَّهُ".

- صحیح : "البراء" (۱۰۲۸)، "صحیح أبي داود" (۱۶۲۳) ق.

৪৪৭। আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে তার কিছু সঙ্গীসহ মক্কার কোন এক পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গীরা ইহুরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। তিনি একটি বন্য গাধা দেখলেন। তিনি সেই মুহূর্তে তার ঘোড়ায় উঠে বসলেন এবং তার চাবুকটি সঙ্গীদেরকে দিতে বললেন। কিন্তু তা দিতে তারা অঙ্গীকার করলেন। তিনি তার বশাটি চাইলে তাও দিতে তারা অঙ্গীকৃতি জানালেন। এরপর তিনি নিজেই সেটাকে উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেন। কিছু সাহারী তার গোশ্ত খেলেন এবং সেটা খেতে কেউ কেউ অঙ্গীকার করলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা মিলিত হয়ে তাঁকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : এটি এমন খাবার যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে খাইয়েছেন।

সহীহ, ইরওয়া (۱۰۲۸), সহীহ আবু দাউদ (۱۶۲۳), বুখারী, মুসলিম

৪৪৮ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ - مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي الضُّرِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "هَلْ مَعْكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟".

- صحیح : انظر الذي قبله.

৪৪৮। আবুন নায়রের হাদীসের মতই আবু কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে

হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই রিওয়ায়াতে আরো আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের নিকট এর গোশ্ত অবশিষ্ট আছে কি?

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদঃ ২৬ ॥ মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্ত খাওয়া মাকরহ

— ৪৯ —
حدثنا قتيبة : حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله
ابن عبد الله، أن ابن عباس أخبره، أن الصعب بن جثامة أخبره : أن
رسول الله ﷺ مر به بالأبواء - أو بودان -، فآهدي له حماراً وحشياً،
فرده عليه، فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهه من الكراهة، فقال :
إنه ليس بنا رد عليك، ولكن حرم .

- صحيح -

৪৯। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আববাস (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন এবং সাব ইবনু জাসসামা (রাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে অবহিত করেছেন যে, আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক জায়গাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা বন্য গাধা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলেন। কিন্তু তাঁকে তিনি তা ফেরত দিলেন। তাঁর চেহারাতে মালিন্যের ভাব দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমার এই উপহার ফিরিয়ে দিতাম না। কিন্তু আমরা যে এখন ইহুরাম অবস্থায় আছি।

সহীহ

এই হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্ত খাওয়া মাকরহু বলেছেন। ইমাম শাফিউ (রাহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফেরতদানের তাৎপর্য এই যে, তিনি অনুমান করেছিলেন যে, হয়ত তাঁর উদ্দেশ্যেই এটিকে শিকার করা হয়েছে। তাই এটা হতে বাঁচতেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম মুহুরী (রাহঃ)-এর কিছু শাগরিদ তার হতে বর্ণনা করেন যে, বন্য গাধার গোশ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেয়া হয়। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটি সংরক্ষিত নয়।

আলী ও যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبْعِ يُصِيبُهَا الْمُرِّ

অনুচ্ছেদ : ২৮ ॥ মুহরিমের জন্য ভুল্লোক শিকার করা

٨٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :
أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرِيجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ أَبِي عَمَارٍ،
قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبْعُ أَصِيدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ : أَكُلُّهَا ؟
قَالَ : نَعَمْ، قَالَ، قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۸۵) .

৮৫১। ইবনু আবু আম্বার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে আমি বললাম, ভুল্লোক কি শিকার (করার মত প্রাণী)? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কি খেতে পারবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۳۰۸۵)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইয়াহ্যাইয়া ইবনু সাউদ (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসটি জারীর ইবনু হাযিম (রাহঃ) রিওয়ায়ত করেছেন এবং তিনি সনদের উল্লেখ করেছেন এভাবে “জাবির হতে তিনি উমার হতে”। কিন্তু ইবনু জুরাইজ (রাহঃ)-এর বর্ণনাটি বেশি সহীহ। এই মত ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। একদল আলিম মুহরিমের ক্ষেত্রে বলেন, সে যদি ভুল্লোক শিকার করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

(۳) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَةَ مِنْ أَعْلَامًا،
وَخَرُوجَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا

অনুচ্ছেদ : ৩০ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমি দিয়ে
মকায় প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন

৮৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتْنِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَامًا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (1632) ق.

৮৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মকায় আগমন করলেন তখন এর উচ্চভূমি দিয়ে আসলেন এবং বের হলেন নিম্নভূমি দিয়ে।

- سহীহ, سহীহ আবু দাউদ (1633) بুখারী, مسلم

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۳۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَةَ نَهَارًا

অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মকাব আগমন

- ۸۵۴ - حَدَثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ : حَدَثَنَا وَكِيعٌ : حَدَثَنَا الْعُمَرِيُّ ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَةَ نَهَارًا .

- صحيح : "صحيح أبي داود" (۱۶۲۹) ق.

৮৫৪ । ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কা নগরীতে আগমন করেন ।

- سহীহ, سহীহ আবু দাউদ (۱۶۲۹), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান বলেছেন ।

(۳۲) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ؟

অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ তাওয়াফ আদায়ের নিয়ম-কানুন

- ۸۵۶ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : أَخْبَرَنَا

سُفِيَّانُ الثُّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ

النَّبِيُّ ﷺ مَكَةَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ

فَرَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ : {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى

الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا - أَظْنَهُ -، قَالَ :

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} .

- صحيح : "ابن ماجه" (۳۰۷۴) م.

৮৫৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কায় পৌছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, তারপর ডান দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তিনি বার তাওয়াফ করলেন দ্রুত পদক্ষেপে, আর স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করলেন চার বার। এরপর মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা নামাযের জায়গা হিসাবে গ্রহণ কর”(সূরা : ৩ বাকারা- ১২৫)। তিনি এখানে তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝে মাকামে ইব্রাহীমকে রেখে দুই রাক’আত নামায আদায় করলেন, এরপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তা চুম্বন করলেন। এরপর তিনি বের হয়ে গেলেন সাফা পাহাড়ের দিকে (সাউর উদেশ্যে)। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা তিনি তখন পাঠ করলেন : “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দুটি) আল্লাহ’র নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত”(সূরা : ৩ বাকারা- ১৫৮)।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৭৪), মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন।

(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ
পর্যন্ত দ্রুত পদক্ষিণ করা

৮৫৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا .

- صحيح : المصدر نفسه .

৮৫৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু

کرنے ہاجرے آس ویا د پرست راس لعلہ اس سالہ اس لعلہ آلا ایہی ویا سالہ ام تین بار درست پدشہ پے تاویا ف کرنے اور دیہ پدشہ پے چار بار تاویا ف کرنے ।

- سہیل، پاگوں

ایب نو عمار (راہ) ہتھے اور ایہ انوچھے دہانیس برجیت آچے । جابر (راہ)-اے برجیت دہانیس تک آبی سیا ہاسان سہیل بلنے ہے । اعلیٰ مگن ایہ دہانیس انویا ری آمال کرنے ہے । امام شافعی (راہ) بلنے، کون لوک نیج ایسا ہی دست پدے تاویا ف (رمل) چڑھے دلے تار ایہ کاجٹی مدن بلنے بیویتھیت ہے، کیونکہ ایجنی تار ٹپر کیوں دار ہے نا । پرथم تین چکرے رمل نا کرنے والی چکر سمعہ اوار تا کرنے ہے نا । اکدل اعلیٰ مگن بلنے، مکاوا سی اور یارا مکا ہتھے ایہ رام باندھن تاریں جنی رمل (درست پدے تاویا ف) نہیں ।

(۳۵) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
دُونَ مَا سِوَ اهْمًا

انوچھے دہانی : ۳۵ ॥ شدھ ہاجرے آس ویا د و
رکنے یہا مانی چھن کرنا

۸۵۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَبِنِ خَثِيمٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ؛ وَمَعَاوِيَةَ لَا يَمْرِرُ كُنْ إِلَّا سَتَّلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَّلِمُ إِلَّا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ، فَقَالَ مَعَاوِيَةُ : لَيْسَ شَيْءًا مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا !

- صحیح : "الحج الكبير" ق.

۸۵۸ । آبی تھا ایل (راہ) ہتھے برجیت آچے، تین بلنے، آمی یہ نو آکواس (راہ)-اے ساتھے چلماں । تاویا فر سماں میا بیا

(রাঃ) যে রূকনের পাশ দিয়েই যেতেন সেটিই চুম্বন করতেন। ইবনু আববাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, শুধুমাত্র রূকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করতেন। মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, বাইতুল্লাহ্র কিছুই উপেক্ষণীয় নয়।

- সহীহ, আলহাজ্জুল কাবীর, বুখারী, মুসলিম

উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আববাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করার কথা বলেছেন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কিছু চুম্বন করবে না।

بَابٌ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا (৩৬)

অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ ইযতিবা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেছেন

— ৪০৯ — حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَثَنَا قَيْصَرٌ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا؛ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

- حسن "ابن ماجه" (২৯০৪).

৮৫৯। ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে দিয়ে এবং তার দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো (ইযতিবা) অবস্থায় (বাহু খোলা রেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করেছেন।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৯৫৪)

আবু ঈসা বলেন, এটি ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত সাওরীর হাদীস। এটিকে আমরা শুধুমাত্র তার হাদীস হিসেবেই জেনেছি। এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আবদুল হামীদ হলেন ইবনু জুবাইরা ইবনু শাইবা এবং ইয়ালা (রাঃ) হলেন ইয়ালা ইবনু উমাইয়া।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া

٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقْبِلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ : إِنِّي أَقْبَلَكَ؛ وَأَعْلَمُ أَنِّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقْبِلُكَ؛ لَمْ أَقْبَلْكَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٤٣) ق.

৮৬০। আবিস ইবনু রবীআ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ)-কে আমি হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেনঃ আমি তোমাকে চুমা দিছি অথচ আমি জানি তুমি শুধুই একটি পাথর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমা দিতাম না।

- سہیہ، ایوب نما-জاہ (۲۹۴۳)، بুখারী، مুসলিম

আবু বাক্‌র ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ ঘৰেছেন।

٨٦ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَرَبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبْنَ عُمَرَ، عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَسْتَلِمُهُ وَيَقْبِلُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَلِبَتْ عَلَيْهِ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ زُوِّجْتُ؟ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ : أَجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمِينِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَسْتَلِمُهُ، وَيَقْبِلُهُ.

- صحيح : "الحج الكبير" خ.

৮৬১। যুবাইর ইবনু আরাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি ইবনু উমারকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জবাবে তিনি বললেন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। লোকটি বললোঃ আপনি কি মনে করেন? আমি যদি পরাভূত হই, আপনি কি মনে করেন? আমি যদি ভিড়ে আটকে পরি, তিনি বললেন তোমার ঐ কি মনে কর (কথাটি) ইয়ামানে রেখে আস (লোকটি ইয়ামানী ছিল তাই একথা বললেন) আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা স্পর্শ করতে ও চুম্বন দিতে দেখেছি।

- سَهْيَهُ، (আল-হাজ্জুলকাবীর) بُوْخَارِي

বর্ণনাকারী এই যুবাইর ইবনু আরাবী হতে হাঞ্চাদ ইবনু যাইদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইর ইবনু আদী কুফাবাসী যার উপনাম আবু সালামা তিনি আনাস ইবনু মালিক এবং আরও অনেক সাহাবী হতে হাদীস শুনেছেন। তার নিকট হতে সুফিয়ান সাওরী এবং আরও অনেক হাদীস বিশারদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটি আরও একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করাকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এর নিকটে আসা সম্ভব না হলে তাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে। এতটুকু নিকটে আসাও সম্ভব না হলে এর বরাবর এসে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবে। এটি ইমাম শাফিন্দে (রাহঃ)-এর অভিমত।

(۲۸) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৩৮ ॥ মারওয়ার আগে সাঁফা হতে সাঁজি শুরু করতে হবে

৮৬২- حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ
ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَاهِيرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ
بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَأَتَى الْمَقَامَ، فَقَرَأَ : {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلِيَ}؛

فَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ : "نَبِدُّ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، وَقَرَأَ : [إِنَّ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ] - صَحِيحٌ : "ابْنُ مَاجَهٍ" (۱۳۷۴) مِنْ بَلْفَظِ "أَبْدًا".

৪৬২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসার পর বাইতুল্লাহ শারীফে সাত (শাষ্ঠতে) তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে ইব্রাহীমে এসে পাঠ করলেনঃ “ইব্রাহীমের দাঁড়াবার জায়গাকে তোমরা নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর” (সূরাঃ বাকারা- ১২৫)। তারপর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তিনি দু’রাক’আত নামায আদায় করলেন, তারপর হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে তা চুমা দিলেন, তারপর বললেনঃ যে দিক হতে আল্লাহ তা’আলা শুরু করেছেন সে দিক হতে (দৌড়ানো) আমরাও শুরু করব। সা’ফা পর্বত হতে তিনি সাঁজ শুরু করলেন এবং পাঠ করলেনঃ ‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নির্দর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত’ (সূরাঃ বাকারা- ১৫৮)।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৩৭৪), মুসলিমে এরূপ বর্ণনা আছে “আমি শুরু করব”।

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আলিমগণের মতে এই হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। মারওয়ার আগে সাফা হতে সাঁজ শুরু করতে হবে। সাফার আগে মারওয়া হতে সাঁজ শুরু করলে তা সঠিক হবে না, বরং শুরু করতে হবে সাফা হতেই। সাফা ও মারওয়ার সাঁজ না করে যদি কোন লোক শুধু বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে চলে আসে তবে এ প্রসঙ্গে আলিমগণের মধ্যে মতের অভিল রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি কোন লোক সাফা ও মারওয়ার সাঁজ না করে মক্কা হতে বেরিয়ে যায় এবং মক্কার নিকটেই থাকা অবস্থায় যদি সে কথা তার মনে পড়ে তবে সে ফিরে আসবে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঁজ পুরো করবে। আর যদি দেশে ফিরার পর তার মনে পড়ে তাহলে তার হাজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তাকে একটি দয় (কুরবানী) দিতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরীর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেছেন, কোন লোক যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঁজি না করে দেশে ফিরে আসে তাহলে তার হাজ্জ আদায় হবে না। এটা ইমাম শাফিউদ্দিন (রাহঃ)-এর অভিমত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঁজি করা ওয়াজিব, তা ব্যতীত হাজ্জ হবে না।

(৩৯) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ : ৩৯ ॥ সাফা ও মারওয়ার পাহাড় দুটির মধ্যে সাঁজি করা

- ৮৬২ - حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤِسٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قَوْتَهُ.

- صحيح ق.

৮৬৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঁজি করেছেন (দৌড়িয়েছেন)।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম

আইশা, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঁজি করাকে (দৌড়ে চলাকে) আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন। সাঁজি না করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে যদি কোন লোক শুধু হেঁটে প্রদক্ষিণ করে তবে তাও জায়িয়।

- ৮৬৪ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ أَبْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمَهَارَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَعْمَشِي فِي السَّعْيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: لَئِنْ

سَعَيْتُمْ لِقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتَ لِقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ
اللَّهِ يَمْشِي؛ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۸۸).

৮৬৪। কাসীর ইবনু জুমহান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে ইবনু উমার (রাঃ)-কে আস্তে চলতে দেখে আমি বললাম, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে আপনি আস্তে চলছেন যে? তিনি বলেন, আমি যদি দ্রুত চলি তবে দ্রুত চলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেখেছি। আর যদি আস্তে চলি তবে আস্তে চলতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, আর আমি তো এখন একজন বৃন্দ লোক।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَâ-جَاهٍ (۲۹۸۸)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। একই রকম হাদীস ইবনু উমার (রাঃ) হতে সাইদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَأِكَّا

অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা

۸۶۵- حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَافُ الْبَصَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقْفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ عِكْرَمَةَ،
عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِذَا أَنْتَهَى إِلَى
الرَّكْنِ : أَشَارَ إِلَيْهِ

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۴۸) ق.

৮৬৫। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাহনে সাওয়ার হয়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেছেন। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌছে এর প্রতি ইশারা করেছেন।

- سَهْيَةٌ، إِبْنُ مَا-জَاهَ (২৯৪৮)، بُرْخারী، مُسْلِم

জাবির, আবুত তুফায়ল ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। কোন কারণ ছাড়া আরোহী অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁজ করাকে একদল আলিম মাকরুহ বলেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিউরও।

٤١) بَأْبَ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ তাওয়াফের ফার্মাত

٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْبَنَةَ، عَنْ أَبِيهِ
السَّخْتِيَّانِيِّ، قَالَ : كَانُوا يَعْدُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ
أَبِيهِ.

وَلَعَبْدِ اللَّهِ أَخْ - يَقُولُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - ، وَقَدْ
رُوِيَ عَنْهُ - أَيْضًا .

- صحيح الإسناد.

৮৬৭। আইয়ুব সাখতিয়ানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু সাইদ ইবনু জুবাইরকে মুহাদ্দিসগণ তার পিতা সাইদ ইবনু জুবাইর হতেও উত্তম গণ্য করতেন। তার এক ভাই ছিল, যার নাম আবদুল মালিক ইবনু সাইদ ইবনু জুবাইর। তার নিকট হতেও মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- سَمْنَدْ سَهْيَةٌ

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ،
وَبَعْدَ الصَّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ

অনুচ্ছেদ ৪২ ॥ আসৱ ও ফজৱের পরেও তাওয়াফের ক্ষেত্ৰে
তাওয়াফের নামায আছে

٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ
ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا
الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيلٍ أَوْ نَهَارٍ .

- صحيح : صحيح ابن ماجه (١٢٥٤) .

৮৬৮। জুবাইর ইবনু মুতাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আব্দ মানাফের বৎসধরগণ! তোমরা কোন লোককে রাত ও দিনের যে কোন সময় ইচ্ছা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং নামায আদায় করতে বাধা দিও না।

- সহীহ, সহীহ ইবনু মা-জাহ (১২৫৪)

ইবনু আকবাস ও আবু যাব (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ,

পর কোন লোক যদি তাওয়াফ করে তাহলে সে লোক সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাওয়াফের নামায আদায় করবে না। তারা নিজেদের মতের অনুকূলে উমার (রাঃ)-এর হাদীস পেশ করেছেন। ফজরের নামাযের পড় তিনি তাওয়াফ করলেন, কিন্তু (তাওয়াফের) নামায আদায় করলেন না। সূর্য উঠার পর তিনি ঐ নামায যীতুয়া নামক জায়গাতে পৌছে আদায় করেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও মালিকেরও।

(٤٣) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : ৪৩ ॥ তাওয়াফের দুই রাক'আত নামাযের কিরা'আত

- ৪৬৭ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْبِعُ الْمَدْنِيُّ - قِرَاءَةً -، عَنْ عَبْدِ الرَّزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ سُورَتِي الإِخْلَاصِ : [Qُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ]، [وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ].

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٧٤) .

৮৬৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখলাসের দুইটি সূরা তিলাওয়াত করেনঃ সূরা কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۳۰۹۸)، مسلم

- ৪৭ - حَدَثَنَا هَنَادٌ : حَدَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِ : [Qُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ]، وَ : [Qُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ].

- صحيح الإسناد مقطوعاً.

৮৭০। জাফর ইবনু মুহাম্মদ (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযে তিনি (মুহাম্মদ আল-বাকির) সূরা কাফিরন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন।

- সনদ সহীহ, মাকতু'

ଆଦୁଲ ଆଜିଜ ଇବନ୍ ଇମରାନେର ହାଦୀସେର ତୁଳନାୟ ଏହି ହାଦୀସଟିକେ
ଆବୁ ଈସା ବେଶି ସହିତ ବଲେଛେ । କେନନା ବର୍ଣନାକାରୀ ଆଦୁଲ ଆୟୀଯ ଇବନ୍
ଇମରାନ ହାଦୀସ ଶାନ୍ତି ଦୁର୍ବଲ ।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامَةِ الطَّوَافِ عَرْيَانًا

ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ୪୪ ॥ ଉଲଙ୍ଘ ଅବସ୍ଥାଯ ତାଓୟାଫ କରା ନିଷିଦ୍ଧ

^{٨٧١}- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمْ : أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْيَعَ، قَالَ : سَأَلَتْ عَلَيْهِ : يَأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ :
يَا رَبِّي : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ، وَلَا
يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ
عَهْدٌ؛ فَعَاهَدَ إِلَى مَدْتِهِ، وَمَنْ لَا مَدَةَ لَهُ؛ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

- صحيح : "الإرواء" (١١٠١).

৮৭১। যাইদ ইবনু উসাই (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, কি বিষয় সহকারে আপনাকে (নবম হিজরীতে মৃত্যু) পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, চারটি বিষয় (ঘোষণা করার জন্য)। মুসলিম ছাড়া আর কোন লোক জান্নাতে যাবে না; কোন লোক উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; এইখানে (কাঁবা শারীফে) মুসলিম ও মুশরিকগণ এই বছরের পর একত্র হতে পারবে না এবং যে সব লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে সে সব লোকের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ

থাকবে, কিন্তু যে সব লোকের চুক্তিতে কোন মেয়াদের উল্লেখ নেই সে সব লোকের চুক্তির মেয়াদ (আজ হতে) চার মাস পর্যন্ত।

- سَهْيَةٌ، إِرْوَاهَا (۱۱۰۱)

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

— حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ
ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ؛ وَقَالَا : زَيْدُ بْنُ يَثْيَعٍ . وَهَذَا
أَصْحَاحٌ .

- صحيح : انظر ما قبله.

৮৭২। ইবনু আবু উমার ও নাসর ইবনু আলী তারা উভয়ে সুফিয়ান হতে, তিনি আবু ঈসহাকের বরাতে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে যাইদ ইবনু উসাইর স্থলে তারা উভয়ে ইযুসাই উল্লেখ করেছেন, এটাই বেশি সহীহ।

- سَهْيَةٌ، دَে�ْرُنْ پُرْবَرُ الْهَادِيِّ

আবু ঈসা বলেন, এই ক্ষেত্রে শুবার ভুল আছে। বর্ণনাকারীর নামটি তিনি যাইদ ইবনু উসাইল বলে উল্লেখ করেছেন।

(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : ৪৬ ॥ কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায় করা

— حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ، عَنْ بِلَالٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ، عَنْ بِلَالٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (۳۰۶۳) ق.

৮৭৪। বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কা'বার অভ্যন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন।

- سَهْيَةٌ، إِرْوَاهَا (۳۰۶۳)، بُখারী، مুসলিম

ইবনু আবুবাস (রাঃ) বলেন, তিনি নামায আদায় করেননি, বরং তাকবীর ধর্মি করেছেন।

উসামা ইবনু যাইদ, ফাযল ইবনু আবুবাস, উসমান ইবনু তালহা ও শাইবা ইবনু উসমান (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বিলাল (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম মত দিয়েছেন। কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায় করাতে কোন সমস্যা আছে বলে তারা মনে করেন না; ইয়াম মালিক বলেন, নফল নামায কা'বার অভ্যন্তরে আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই; তবে ফরয নামায আদায় করা ঘাকজহ। ইয়াম শাফিউদ্দিন বলেন, যে কোন নামায কা'বার অভ্যন্তরে আদায় করায় সমস্যা নেই তা ফরয হোক বা নফল হোক। কেননা, কিবলামূর্খী হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ফরয ও নফলের বিধান একই।

٤٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : ৪৭ ॥ (নির্মাণকল্প) কা'বা স্বর ভাঙ্গা প্রসঙ্গে

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدُ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ : أَنَّ ابْنَ الرَّبِّيرِ قَالَ لَهُ : حَدَّثَنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي : عَائِشَةَ -، فَقَالَ : حَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا : "لَوْلَا أَنْ قَوْمَكَ حَدَّبُوا عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِيْنَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (৪৭০).

৪৭৫। আসওয়াদ ইবনু ইয়ায়ীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু যুবাইর (রাঃ) তাঁকে বললেন, তোমাকে উচ্চুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ) যে হাদীস বলেছেন, তা আমার নিকটে বর্ণনা কর। আসওয়াদ বলেন, তিনি

আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ যদি তোমার সম্প্রদায় জাহিলী যুগের এত নিকটে এবং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নবদীক্ষিত না হত তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করে) এর দুটো দরজা বানাতাম।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-جَاهَ (৮৭৫)

বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন ইবনুয যুবাইর (রাঃ) ক্ষমতাধিকারী হন তখন এটিকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করেন এবং) এর দুইটি দরজা তৈরী করেন।

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ৪৮ ॥ হাতীমে নামায আদায় করা

৪- ৮৭৬ - حَدَّثَنَا قُتْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصْلِلَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ : "صَلِّ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنْ قَوْمُكُ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنُوا الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنَ الْبَيْتِ".

- حسن صحيح : "صحيح أبي داود" (১৭৬৯)، "الصحىحة"

. (৪৩)

৪৭৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তাছে, তিনি বলেন, কম্বো ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকে সেখানে আমি নামায আদায়ের ইচ্ছা করতুম; তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজর (হাতীম)-এ প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেনঃ যদি তুমি বাহিরুল্লায় চাও তাহলে এই হিজরেই নামায আদায় করে নাও। কেননা, এও

বাইতুল্লাহৰ অংশ। কিন্তু তোমাৰ সম্পদায় কা'বা ঘৰ ছোট করে নিৰ্মাণ কৰে এবং (অৰ্থাভাৱে) এই স্থানটিকে কা'বাৰ বাইৱে রেখে দেয়।

- হাসান সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (১৭৬৯), সহীহাহ (৪৩)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। বৰ্ণনাকাৰী আলকামাৰ পিতাৰ নাম বিলাল।

٤٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

অনুচ্ছেদ : ৪৯ ॥ হাজৱে আসওয়াদ, রুক্ন ও মাকামে
ইব্ৰাহীমেৰ ফায়লাত

٨٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَزَّلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسُوْدَتْهُ خَطَابًا بَيْهُ آدَمُ .

- صحيح : "المشكاة" (২৫৭৭), "التعلق الرغيب" (১২২/২)
الحج الكبير.

৮৭৭। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বৰ্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাত হতে হাজৱে আসওয়াদ অবতীর্ণ হয়েছিল দুধ হতেও বেশি সাদা অবস্থায়। কিন্তু এটিকে আদম সন্তানের শুনাহ এমন কালো করে দিয়েছে।

- سহীহ, মিশকাত (২৫৭৭), তা'লীকুর রাগীব (২/১২৩),
আল-হাজ্বুল কাৰীৰ

আবদুল্লাহ ইবনু আমৱ ও আবু হৱাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বৰ্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٨٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرْيَعٍ، عَنْ رَجَاءِ أَبِي يَحْيَىٰ

فَالْ : سَمِعْتُ مَسَاوِيَهَا الْمَاجِبَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا؛ لَا أَضَاءَ تَمَّا بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ .

- صحيح : "المشكاة" (۲۰۷۹) .

৮৭৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশি বলতে তনেছিঃ হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকৃত (সৌভাগ্য মূল্যবান মণি) হতে দুটো ইয়াকৃত। আল্লাহ তা'আলা এই দুটির আলোকপ্রভা নিষ্পত্ত করে দিয়েছেন। এ দুটির প্রভা যদি তিনি নিষ্ঠেজ করে না দিতেন তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।

- سہیہ، میشکات (۲۵۷۹)

আবু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর এই বক্তব্য মাওকুফভাবে বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতেও এই বিষয়ে হানীস বর্ণিত আছে, তবে তা গারীব।

٥٠) بَأَبِيهِ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى مِنِي وَالْمَقَامِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ৪৫০ ॥ মিনায় গমন এবং সেখানে অবস্থান

— ۸۷۹ — حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدُ الْأَشْجَعُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ إِسْحَاقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَمِّي الظَّهِيرَةِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرِ، ثُمَّ غَدَ إِلَى عَرَفَاتٍ .

- صحيح : "حجۃ النبی" (۵۵/۱۹) م جابر.

৮৭৯। ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন, তারপর ভোরে যাত্রা শুরু করেন আরাফাতের দিকে।

- সহীহ, হাজ্জাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৫৫/৬৯), মুসজিম, জাবির হতে

আবু ইসা বলেন, হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনু মুসলিমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٨٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٌ الْأَشْجَعُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَمْنَى الظَّهَرِ، وَالفَجْرِ، ثُمَّ غَدَّا إِلَى عَرَفَاتٍ.

- صحيح : انظر ما قبله.

৮৮০। ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় যুহর ও ফজরের নামায (অর্থাৎ যুহর হতে পরবর্তী ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াকের নামায) আদায় করলেন। তারপর ভোরেই আরাফাতের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনুয় যুবাইর ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা বলেন, মিকসাম-ইবনু আববাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদ্দীনী ইয়াহইয়ার সনদে শুবা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাকাম মিকসাম হতে মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। এরপর এই পাঁচটি হাদীস তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্যে উক্ত হাদীসটি ছিল না।

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِمِنْيٍ

অনুচ্ছেদ : ৫২ ॥ মিনায় নামায কসর করা

- ৮৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنْيٍ - آمَنَّ مَا كَانَ النَّاسُ

وَأَكْثَرُهُ - رَكْعَتَيْنِ .

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧١٤) ق.

৮৮২। হারিসা ইবনু ওয়াহব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকা অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বাধিক সংখ্যক লোকসহ মিনায় (চার রাক'আত ফরযের স্থলে) দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۱۷۱۴)، بُوكاری، مُسْلِم

ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি এবং এখানে আবু বাকর, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি।

মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় নামায কসর করা প্রসঙ্গে ইমামদের মধ্যে মতের অমিল আছে। একদল আলিম বলেন, মিনায় মুসাফির ছাড়া অন্য কোন মক্কাবাসী সেখানে নামায কসর করবে না। এই মত দিয়েছেন ইবনু জুরাইজ, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাস্তান, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। কিছু আলিম বলেছেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় নামায কসর করায় কোন সমস্যা নেই। এই অভিমত আওয়াঙ্গ, মালিক, সুফিয়ান ইবনু উআইনা ও আবদুর রাহমান ইবনুল মাহদী (রাহঃ)-এর।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ بِهَا

অনুচ্ছেদ : ৫৩ ॥ আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা

- ۸۸۳ - حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

رَبِيعَيْنَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ : أَتَانَا ابْنُ مِرَبِّعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ وَقُوْفٌ بِالْمَوْقِفِ - مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرُو -، فَقَالَ : إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَقُولُ : كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنْكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۱۱) .

৮৮৩। ইয়াযীদ ইবনু শাইবান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু মিরবা আনসারী (রাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। আরাফাতের এমন এক জায়গায় আমরা অবস্থান করছিলাম যাকে আমর (রাঃ) (ইমামের স্থান হতে) বহু দূর বলে মনে করছিলেন। ইবনু মিরবা আনসারী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আমি তোমাদের নিকটে এসেছি। তিনি বলেছেনঃ হাজের নির্ধারিত স্থানসমূহে তোমরা অবস্থান কর। কারণ, তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর ওয়ারিসী প্রাপ্ত হয়েছ।

- سہیح، ایوب نو مارا جاہ (۳۰۱۱)

আলী, আইশা, জুবাইর ইবনু মুতাইম ও শারীদ ইবনু সুওয়াইদ সাকাফী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আমরা হাদীসটি প্রসঙ্গে শুধু ইবনু উআইনা হতে-আমর ইবনু দীনারের সূত্রেই জানতে পারি। ইবনু মিরবার নাম ইয়াযীদ আনসারী। এই একটি হাদীসই তার সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানা যায়।

- ۸۸۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَمْنِ الطَّفَاوِيِّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَتْ قُرِيشًّا وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا - وَهُمُ الْجُمْسُ - يَقِنُونَ بِالْمَزْدِلَفَةِ يَقُولُونَ : نَحْنُ قَطِيلُنَا اللَّهُ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِنُونَ بِعِرْفَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.

- صحيح : "ابن ماجه" (৩০১৮) ق.

৪৪৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরাইশ এবং তাদের ধর্মের যারা অনুসারী ছিল তাদেরকে হ্যাস বলা হত। তারা মুয়দালিফায় অবস্থান করত এবং বলত, আমরা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী। তারা ব্যতীত অন্য লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন : “অতঃপর যেখান হতে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর” (সূরাঃ বাকারা- ১৯৯)।

- سہیہ، ابن ماجہ (۳۰۱۸)، رُخْدَیَّی، مُوسَلِیم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, মক্কাবাসীরা (হাজ্জের সময়) হারাম শারীফের বাইরে বের হত না। হারাম শারীফের বাইরে আরাফাতের ময়দান অবস্থিত। তাই তারা মুয়দালিফায় অবস্থান করত এবং আল্লাহর ঘরের অধিবাসী বলে (গর্ববোধের) নিজদেরকে পরিচয় দিত। আরাফাতে তারা ব্যতীত অন্যান্য লোক থাকত। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেনঃ “অতঃপর লোকেরা যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর”। “হ্যাস” হল হারামবাসী।

৫৪) بَأْبُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

অনুচ্ছেদ : ৫৪ ॥ সম্পূর্ণ আরাফাতই অবস্থান স্থল

৮৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ :

حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ،
 عَنْ زَيْدِ ابْنِ عَلَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَطَيَّ بْنِ
 أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ : وَقَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ
 "هَذِهِ عَرْفَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ، وَعِرْفَةُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ" ، ثُمَّ أَنْهَى حِينَ غَرَبَتِ
 الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشَيِّرُ بِيَدِهِ عَلَىٰ هِيَقِنَتِهِ؛ وَالنَّاسُ
 يُضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَاءً؛ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! طَبِّكُمْ
 السَّكِينَةَ! ، ثُمَّ أَتَى جَمِيعًا، فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَّ
 قَرْحَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ : "هَذَا قَرْحٌ؛ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمِيعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ" ، ثُمَّ
 أَفَاضَ حَتَّى انتَهَى إِلَى وَادِي مَحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقِتَهُ، فَخَبَّتْ، حَتَّى جَاءَهُ
 الْوَادِيَ فَوَقَفَ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَوَصَّاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْعَرَ،
 فَقَالَ : "هَذَا الْمَنْعَرُ، وَمِنْ كُلِّهَا مَنْعَرٌ" ، وَاسْتَفْتَقَهُ جَارِيَةٌ شَابَةٌ مِنْ
 خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي شِيْخٍ كَبِيرًا، قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَوِيْضَةُ اللَّهِ فِي الْعُجَّ
 أَفَيْجِزِيْ أَنْ أَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : "حَجَّيْ عَنْ أَبِيلِكَ" ، قَالَ : وَلَوْيَ عَنْ
 الْفَضْلِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ لَوْيَ عَنْ أَبِينَ عَمَّكَ؟ قَالَ :
 رَأَيْتَ شَابًا وَشَابَةً؛ فَلَمْ آمِنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا
 رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَفَضَّتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؛ قَالَ : أَحْلِقْ أَوْ قَصْرُ؛ وَلَا
 حَرَجَ، قَالَ : وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيْ

قَالَ : "أَرْمٌ؛ وَلَا حَرَجٌ" ، قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ : "يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطِيلِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ لَنْزَعْتُ". - حسن : "حجاب المرأة" ، "الحج الكبير" (٢٨).

৮৮৫। আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তারপর বললেনঃ এটাই আরাফাতের ময়দান, এটাই অবস্থান স্থল। আর গোটা আরাফাতই অবস্থান স্থল। এরপর সূর্য ডুবে গেলে তিনি সেখান হতে ফিরে আসলেন এবং তাঁর বাহনের পিছনে উসামা ইবনু যাইদকে বসালেন। স্বীয় অবস্থান হতে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন। লোকজন তাদের উটগুলো ডানে বামে হাঁকাচ্ছিল। তাদের দিকে তিনি তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে পথ চল। লোকদেরকে নিয়ে মুয়দালিফায় পৌছে তিনি দুই ওয়াক্তের (মাগরিব ও এশা) নামায একসাথে আদায় করলেন। ভোরে 'কুয়াহ' নামক জায়গাতে এসে তিনি অবস্থান করলেন এবং বললেনঃ এটা হলো কুয়াহ; এটাও অবস্থান স্থল, আর সম্পূর্ণ মুয়দালিফাই অবস্থানের জায়গা। এরপর তিনি ওয়াদী মুহাস্সারে আসলেন। তাঁর উটটিকে তিনি বেত মারলেন, ফলে তা দ্রুত উপত্যকাটি অতিক্রম করল। তারপর তিনি থামলেন এবং তাঁর পিছনে ফাযলকে বসালেন এরপর তিনি জামরায় আসলেন এবং এখানে কংকর নিষ্কেপ করলেন। তিনি কুরবানীর জায়গায় পৌছে বললেনঃ এটা কুরবানী করার জায়গা। আর সম্পূর্ণ মিনাই কুরবানী করার জায়গা। এরকম সময় তাঁকে খাসআম গোত্রের এক যুবতী ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা খুবই বয়স্ক ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হাজ্জ তার উপর ফরয হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হাজ্জ আদায় করলে সেটা কি তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় কর। আলী (রাঃ) বলেন, তিনি এমন সময় ফাযলের ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আবুবাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন? তিনি বললেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম এরা দুইজন যুবক-যুবতী। সুতরাং তাদেরকে আমি শাহিতান

হতে নিরাপদ মনে করিনি। এরপর এক লোক এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে মাথা মুণ্ডের পূর্বেই তাওয়াফ (ইফায়া) করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ মাথা মুণ্ড করে ফেলো, কোন সমস্যা নেই, অথবা বললেন, চুল ছেটে ফেলো, কোন সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আরেক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ কংকর মেরে নাও, কোন সমস্যা নেই। আলী (রাঃ) বলেন, তারপর বাইতুল্লাহ পৌছে তিনি তাওয়াফ করলেন, তারপর যমযম কৃপের নিকটে এসে বললেনঃ হে আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকেরা! জনতা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে এই ভয় যদি না হত তবে আমি (তোমাদের সঙ্গে) অবশ্যই পানি টেনে তুলতাম।

- হাসান, হিয়াবুল মারআ, আল-হাজ্জুল কাবীর (২৮)

জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে, এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আলী (রাঃ)-এর এই হাদীসটি আমাদের নিকটে আবদুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু আইয়্যাশের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানা নেই। সাওরী হতে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আরাফাতে যুহরের ওয়াকে যুহর ও আসর একসাথে আদায় করতে বলেছেন। কিছু আলিম বলেন, নিজের অবস্থান স্থলেই কোন লোক নামায আদায় করলে এবং ইমামের সঙ্গে নামাযে হায়ির না হয়ে নিজ অবস্থান স্থলে নামায আদায় করলে সে চাইলে ইমামের মত দুই নামায একসাথে আদায় করতে পারে। বর্ণনাকারী যাইদ ইবনু আলী হলেন ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র।

(٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ : ৫৫ ॥ আরাফাতের ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন

— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَبِشَّرٌ بْنُ السَّرِيرِيٍّ، ٨٨٦

وَأَبُو نِعْمَةَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْكَبِيرَ أَوْضَعَ فِيْهِ وَادِي مَحَسَّرٍ - وَزَادَ فِيهِ بَشَرٌ - وَأَفَاضَ مِنْ جَمِيعِ وَطَبِيعَةِ السَّيْكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّيْكِينَةِ - وَزَادَ فِيهِ أَبُو نَعِيمٍ - وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِعَذَلٍ حَصْنَ الْخَذْلِ، وَقَالَ : لَعْلَى لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا .

- صحيح : " صحيح أبي داود " (۱۶۹۹) م .

৪৮৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদী মুহাস্সারে তাঁর উট ফুল হাঁকিয়ে যান। এই হাদীসে বিশ্র আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি শান্তভাবে মুয়দালিফা হতে ফিরে আসেন এবং লোকদেরকেও শান্তভাব অবশ্যই নেমে রাখুন দেন। আবু নুআইম আরো বর্ণনা করেনঃ তিনি নুড়ি পাথর (আমরায়) ছুঁড়ে মারার হুকুম দেন এবং বলেনঃ এই বছরের পর হয়ত আমি আর তোমাদের কেবল পাব না।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤد (۱۶۹۹، ۱۷۱۹)، مُسْلِمِی

উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

﴿ كَلِبٌ مَا كَجَاءَ فِي الْجَمِيعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزَدَّلَةِ ﴾
অনুচ্ছেদ ৪৫৬ ॥ মাগুরিব ও এশা কল্পসার্থে

মুয়দালিফাতে আদায় করা

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبَّابٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ الثُّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ ابْنَ حَمْرَ صَلَّى مِنْهُ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقْلَامَةٍ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

فَعَلَ مِثْلُ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

- صنف : **صلف ایں داونہ** (۱۶۸۲، ۱۶۹۰) ق، ولفظ (م) :

‘يُبَاقِمَةً وَاحِدَةً’ وَهُوَ شَاهٌ. وَلِلشَّاهِ (ع) : ‘كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُبَاقِمَةً، وَهُوَ الْمُخْفِيُّ.

৮৮৭। আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে পৰিষত আছে, মুয়দালিফাতে ইবনু উমার (রাঃ) নামায আদায় করলেন। সেখানে তিনি এক ইকামাতে দুই নামায (মাগরিব ও এশা) একসাথে আদায় করলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই স্থানে আমি এরকমই করতে দেখেছি।

- सहीइ, सहीह आवू नाउल (१६८२, १६९०), मासी-जी, मुसलिमेव
शब्द इकामातून ओग्हिदातून ऐ बर्णनाटि शीज, शुद्धारीज शब्द थत्येक
नोभाष्येर जन्माई इकामात, ए बर्णनाटि अळकिल्ट ।

^٤-**حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيى بن سعيد، عن**

إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي هَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْعَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِي
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ... يَمْلِه.

صلیل : المظفر مالٹا

৮৮৮। মুহাম্মদ ইবনু বাশির ইয়াবেইয়া ইবনু সালিদ হতে, তিনি ইসমাইল ইবনু আবু বালিদ হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তিনি নাধী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুবৃত্তি করেছেন।

- সহীয়, লেখন পূর্বের হালীস

মুহাম্মদ ইবনু বাশ্শার বলেন, ইয়াহুইয়া সুফিয়ালের বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। আলী, আবু আইয়ুব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবির ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাতীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাতীস সমস্কে সুফিয়ালের রিজয়ায়াতি

ইসমাঈল ইবনু আবু খালিদের রিওয়ায়াত অপেক্ষা বেশি সহীহ ।
সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি হাসান সহীহ ।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেন, মাগরিবের নামায মুয়দালিফার বাইরে আদায় করা যাবে না । মুয়দালিফায় পৌছার পর দুই নামায (মাগরিব-এশা) এক ইকামাতে একইসাথে আদায় করবে, এর মধ্যে নফল নামায আদায় করবে না । কিছু আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন । এই অভিমত সুফিয়ান সাওরীর । তিনি বলেন, ইচ্ছা করলে মাগরিব আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে তারপর ইকামাত দিয়ে এশার নামায আদায় করা যায় । আবার কিছু আলিম বলেন, মুয়দালিফায় মাগরিব ও এশা একসাথে এক আয়ান ও দুই ইকামাতে আদায় করবে । মাগরিবের আয়ান দেওয়ার পর ইকামাত দিবে এবং মাগরিবের নামায আদায় করবে, আবার ইকামাত দিয়ে এশার নামায আদায় করবে । এই মত ইমাম শাফিউর । আবু ঈসা বলেনঃ আবু ইসহাক-মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও খালিদ সূত্রে-ইবনু উমার (রাঃ) হতে এই হাদীসটিকে ইসরাইল বর্ণনা করেছেন । ইবনু উমার (রাঃ) হতে সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ । সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে সালামা ইবনু কুহাইলও এটিকে বর্ণনা করেছেন । মালিকের পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও খালিদ-ইবনু উমার (রাঃ) হতে এটিকে আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন ।

٥٧
بَابُ مَا جَاءَ فِيمْنَ أَدْرَكَ إِلْيَامَ بِجَمِيعٍ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ : ৫৭ ॥ মুয়দালিফায় যে লোক ইমামকে পেল
সে লোক হাজ্জ পেয়ে গেল

— حدثنا محمد بن بشير : حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا : حدثنا سفيان، عن بكيير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر : أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

يَعْرَفَةَ، فَسَأَلَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى: "الْحَجَّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لِلْهَاجَةِ جَمِيعًا قَبْلَ طَلُوعِ الْفَجْرِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامَ مِنِي ثَلَاثَةَ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ؛ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأْخَرَ؛ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔" قَالَ: وَزَادَ يَحِيَّاً، وَأَرْدَفَ رَجُلًا، فَنَادَى:

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠١٥) -

৪৮৯। আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ামার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নাজদবাসী কিছু লোক আসলো। তিনি তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। তারা হাজ্জ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করে। এই মর্মে এক ঘোষণাকারীকে তিনি ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেনঃ হাজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। মুয়দালিফার রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই কোন লোক এখানে পৌছতে পারলে সে হাজ্জ পেল। তিনটি দিন হচ্ছে মিনায় অবস্থানের। দুই দিন অবস্থান করে কোন লোক তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকে কোন লোক বিলম্বিত করলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, ইয়াত্রার বর্ণনায় আরো আছেঃ এক লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। সে লোক তা ঘোষণা দিতে থাকল।

- سَاهِيْهِ، إِبْنُ مَا-জَاهِ (٣٠١٥)

٤٩٠- حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ سُفِّيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ بِمَعَنَاهُ.

- صحيح : انظر ما قبله.

৪৯০। পূর্বোক্ত হাদীসের মতই ইবনু আবী উমার সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, তিনি বুকাইর ইবনু আতা হতে

ତିନି ଆବଦୁର୍ଖ ଝାହମାନ ଇଲକୁ ଇଯାଗୁର (ରାଜ) ହତେ ତିନି ନାବି ସାଲାଲ୍‌ବାହ୍
ଆଲାଇହି ସର୍ବାଶାନ୍ତିମ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ ।

- सर्वीक, देखून पूर्वीक आदीम

সুফিয়ান ইবনু উআইনা বলেন, এটি একটি উপর হাদিস যা সুফিয়ান
সাওয়ী বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম আবদুর রাহমান
ইবনু ইয়ামুরের হাদিস অনুসারে আমল করেন। তাঁরা বলেন, (৯ যিলহাজ
দিবাগত রাতে) কোন লোক যদি ফজর উদয়ের পূর্বে আরাফাতে হাযির
হতে ব্যর্থ হয় তবে তার হাজ ছুটে গেল। ফজর উদয়ের পর হাযির হলে
তা ধর্ষণ্য হবে না। সে উমরা করবে এবং পরবর্তী বছর হাজ আদায়
করবে। এই মত প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান সাওয়ী, সাফিন্দ, আহমাদ ও
ইসহাক। আবু ঈসা বলেনও শুধা বুকাইর ইবনু আতা হতে সাওয়ীর
হাদিসের অনুপর হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি ওয়াকী বর্ণনা করে
বলেছেন, হাজ সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মূল হচ্ছে এই হাদিসটি।

٨٩١- حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ هَادِي وَدْ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُروَةَ بْنِ مُضْرِّيسَ بْنِ أَوْسٍ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّلَائِيِّ، قَالَ : لَتَبَرُّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْمُزَدَلْفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَلَّتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَتَّى مِنْ جَبَلِي طَيْئَةً أَكَلَّتْ رَاحِلَتِي، وَأَتَعْبَتْ نَفْسِي، وَاللَّهُ مَا تَرَكَ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفَتْ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِي مِنْ حَجَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ شَهَدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ، وَيَقْفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْعُ، وَقَدْ وَقَفَ بِعِرْفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ: لِيَلَا أَنْهَارًا؛ فَقَدْ أَتَمْ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَتَّهُ.

- صحيح : ابن ماجه (٢٠٢٦) ق.

۸۴۱) | **উরঙ্গজা ইবনু মুয়াল্লিস ইবনু আওস ইবনু হারিসা ইবনু লাম**
আব-জাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মুয়দালিফায়
সালুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তখন তিনি
সালাম উচ্চেষ্ট দেন হয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি
আলি-এ-কুই পাহাড় (অথবা) হতে এসেছি। আমার বাহনকেও আমি
কুই করে দেলেছি এবং নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। আল্লাহর
শপথ। আবি আবদ কেবল বালির স্তুপ ছেড়ে যাইনি যেখানে আমি অবস্থান
করিয়ি। আমার কি হাজ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন আমাদের এই নামাযে যে লোক শরীক হয়েছে, আমাদের সাথে
ফিরে আসা পর্যন্ত অবস্থান করেছে এবং এর পূর্বে রাতে বা দিনে
আবাসতে থেকেছে তার হাজ পূর্ণ হয়েছে এবং সেলোক তার
অবস্থানস্থল দূর করে দিয়েছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০২৬), বুখারী, মুসলিম

এই বাদীসংকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। তাফসাহ এর
 অর্থ তার হাজ। বালির স্তুপকে হাবল বলা হয়। পাথরের স্তুপকে জাবাল
 বলা হয়।

٥٨) بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الْخَصْفَةِ مِنْ جَمِيعِ يَلْيَلِ

অনুবাদ ৪৫৮ ॥ রাতেই দুর্বল লোকদের

মুয়দালিফা হতে (মিলায়) পাঠানো

۸۹۲- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَعْثَنِي سَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَلَّلٍ مِنْ جَمِيعِ يَلْيَلِ .
 - صحیح : "ابن ماجہ (۳۰۲۶) ق نصوہ۔

৮৯২। **ইবনু আবুস** (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
মাল-সামানবাহী দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রাতেই আমাকে মুয়দালিফা হতে (মিলায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

- سہیہ, ইবনু মা-জাহ (৩০২৬), নাসা-ঈ অনুকরণ

আইশা, উম্মু হাবীবা, আসমা বিন্তু বাকর ও ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْبٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ ضَعْفَةً أَهْلَهُ، وَقَالَ : "لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٢٥).

৮৯৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের মধ্যে দুর্বলদের (মুয়দালিফা হতে মিনায়) আগেই পাঠিয়ে দেন। আর তিনি বলেন্দেনঃ তোমরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করবে না।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۳۰۲۵)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম বলেন, রাতে মুয়দালিফা হতে দুর্বলদেরকে আগেই মিনায় পাঠিয়ে দেয়াতে কোন সমস্যা নেই। এই হাদীসের ভিত্তিতে বেশিরভাগ আলিম বলেন, সূর্য না উঠা পর্যন্ত কংকর মারবে না। তবে কিছু সংখ্যক আলিম রাতেও কংকর মারার অনুমতি দিয়েছেন। এই অভিযন্ত সুফিয়ান সাওরী ও শাফিউর। আবু ঈসা বলেন, “রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল-পত্রবাহীদের সাথে আমাকে মুয়দালিফা হতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন” মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। এটি তাঁর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

শুষ্ক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুশাশ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি ফাযল ইবনু আব্বাস হতে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে মুয়দালিফা হতে তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগেই (মিনায়) পাঠিয়ে দেন।” এই হাদীসটি ভুল।

বর্ণনাকারী মুশাশ এই হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। এর সনদে তিনি ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম চুকিয়ে দিয়েছেন।

অথচ আতা হতে ইবনু আবাস (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসটি ইবনু জুরাইয় প্রযুক্ত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা ফাযল ইবনু আবাস (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি। মুশাশ বসরার অধিবাসী, শুবা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(۵۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْقِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحَّىٌ

অনুচ্ছেদ : ৫৯ ॥ কুরবানীর দিন সকাল বেলা কংকর মারা

- ۸۹۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ، عَنْ أَبِنِ

جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّىٌ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَبَعْدَ رَوَالِ الشَّمْسِ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۵۳) .

৮৯৪ । জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন (১০ই ফিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা কংকর মেরেছেন এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য চলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۳۰۵۳)، মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। কুরবানীর দিনের পরবর্তী দিনসমূহে তারা দুপুরের পর কংকর মারার কথা বলেছেন।

(۶۰) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاقَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ : ৬০ ॥ সূর্য উঠার আগেই মুয়দালিকা হতে (মিনার উদ্দেশ্য) রাওয়ানা হওয়া

- ۸۹۵ - حَدَّثَنَا قَتِيبةُ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ

الْحَكَمُ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ،

- صحيح بما بعده.

৮৯৫। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সূর্য উঠার আগেই
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুয়দালিফা হতে) যাত্রা করেন।
- পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় এ হাদীসটি সহীহ।

উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু
আকবাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। সূর্য
উঠা পর্যন্ত জাহিলী যুগের লোকেরা অপেক্ষা করত, তারপর রাওয়ানা হত।

৮৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا

شُعبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَوْ بْنَ مِيمُونٍ يَحْدُثُ يَقُولُ :
كَنَا وَقُوفًا بِجَمْعٍ، فَقَالَ عَمْرَوْ بْنُ الْخَطَابِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا
يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : أَشْرِقْ شَيْرًا! وَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ خَالِفُهُمْ، فَأَفَاضَ عَمْرَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (৩০২২) ৪.

৮৯৬। আম্র ইবনু মাইমুন (রাহঃ) বলেন, আমরা মুয়দালিফায়
অবস্থানরত ছিলাম। উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ) তখন বললেনঃ সূর্য না
উঠা পর্যন্ত মুশরিকরা এখান হতে রাওয়ানা হত না। তারা বলতঃ হে
সাবির! আলোকিত হও। কিন্তু তাদের বিপরীত নীতি অনুসরণ করেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর সূর্য উঠার পূর্বেই
উমার (রাঃ)-ও রাওয়ানা হন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০২২), বুখারী

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِي يُرْمَىٰ بِهَا
مِثْلُ حَصَىِ الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ ৪ : ৬১ ॥ ছোট নুড়ি পাথর নিষ্কেপ (রমী) করতে হবে

— ٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَىِ الْخَذْفِ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۲۲) .

৮৯৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি ছোট কংকর দিয়ে জামরায় নিষ্কেপ করতে দেখেছি।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (৩০২৩)، মুসলিম

সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস তার মাতা উম্ম জুনদুব আল-আয়দিয়া হতে এবং ইবনু আববাস, ফাদল ইবনু আববাস, আবদুর রাহমান ইবনু উসমান আত-তাইমী ও আবদুর রাহমান ইবনু মুআয় (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেন, রমী করার পাথর হবে ছোট আকৃতির।

٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ৫ : ৬২ ॥ সূর্য ঢলে পঞ্চার পর রমী (কংকর নিষ্কেপ) করা

— ٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبَّيِ الْبَصَرِيِّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَجَاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْمِيُ الْجِمَارَ إِذَا زَالَ الشَّمْسُ.

- صحيح بحدث جابر (٩٠١) -

৮৯৮। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, স্বৰ্য ঢলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিষ্কেপ করতেন।

-জাবির (রাঃ) বর্ণিত ১০১ নং হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ।
এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

(٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا
অনুচ্ছেদ : ৬৩ ॥ আরোহী বা হাঁটা অবস্থায় রমী করা

৮৯৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ : أَخْبَرَنَا الْحَاجَاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ رَمَى الْجَمَرَةِ يَوْمَ النَّحرِ رَاكِبًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٢٤) م جابر، انظر الحديث (٨٨٧) -

৮১১। ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী অবস্থায় জামরায় কংকর মেরেছেন।

-সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩৪), মুসালিম, জাবির হতে দেখুন হাদীস নং (৮৮৭)

জাবির, কুদামা ইবনু আবদুল্লাহ ও উশু সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আকবাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। হেঁটে রমী বা পাথর নিষ্কেপ করাকে অন্য একদল আলিম পছন্দনীয় বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে গিয়েছেন। আমাদের মতে এই হাদীসের তৎপর্য হলঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় কার্যক্রম অনুসরণের সুযোগ প্রদানের জন্য আরোহী অবস্থায় কংকর মেরেছেন। আলিমগণের নিকট উভয় প্রকার হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

٩٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٌ : حَدَّثَنَا أَبْنُ نَمِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَيَ الْجِمَارَ؛ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

-صحیح : "الصَّحِيفَة" (۲۰۷۲)، "صحیح أبي داود" (۱۷۱۸).

১০০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কংকর মারার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পায়ে হেঁটে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন।

- سہیہ، سہیہ (۲۰۷۲)، سہیہ آব داؤد (۱۷۱۸)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটিকে মারফু না করে কেউ কেউ উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। কেউ কেউ বলেন, কুরবানীর দিন সাওয়ার হয়ে এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে হেঁটে কংকর মারবে। আবু ঈসা বলেন, যারা এই কথা বলেছেন তারা মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের হ্বল অনুসরণার্থে তা বলেছেন। কেননা, কুরবানীর দিন কংকর মারার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় সাওয়ারী অবস্থায় গিয়েছেন। আর শুধুমাত্র জামরা আকাবাতেই কুরবানীর দিন কংকর মারা হয়।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمِي الْجِمَارُ؟

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৪ ॥ জামরায় কিভাবে কংকর মারতে হবে

٩٠١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : لَمَّا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ اسْتَبَطَنَ الْوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ؛ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَبَةٍ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ مِنْ هَاهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٠) ق.

১০১। আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ায়ীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জামরা আকাবায় যখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) আসলেন তখন উপত্যকার মাঝে দাঁড়ালেন, কিবলামুখী হলেন এবং বরাবর ডান ক্ষেত্রে উঁচু করে কংকর মারতে শুরু করলেন। তিনি সাতটি কংকর মারলেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় আল্লাহ আকবার বললেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন মাঝেই নেই, যার উপর সূরা বাকারা নামিল হয়েছে তিনি এখান হতেই কংকর মেরেছেন।

- سہیہ، ایوب نے ماسعود (۳۰۳۰)، بُوكاری، مسلم

হানাদ ওয়াকী হতে, তিনি মাসউদী হতে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফাযল ইবনু আকবাস, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে সাতটি কংকর উপত্যকার মধ্য হতে মারা এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলা পছন্দনীয়। কিছু সংখ্যক আলিম এই সুযোগ রেখেছেন যে, যদি উপত্যকার মধ্য হতে কংকর মারা সম্ভব না হয় তাহলে যেখান হতে সম্ভব সেখান হতেই তা মারা যাবে।

(٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৫ ॥ জামরায় কংকর মারার সময়

লোকদের হাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়া নিষেধ

٩٠٣ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْبِعٍ : حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ

أَيْمَنَ ابْنِ نَابِلٍ، عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِيُ الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرَبَ وَلَا طَرَدَ، وَلَا : إِلَيْكُ إِلَيْكُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٢٥) .

১০৩। কুদামা ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উদ্বৃত্তে সাওয়ার হয়ে জামরায় কংকর মারতে দেখেছি। সেখানে কোন রকম মারপিট, কোন ধাক্কাধাকি এবং সরে যাও সরে যাও ইত্যাদি কিছু ছিল না।

- سহীহ ইবনু মা-জাহ (৩০৩৫)

আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কুদামা ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই পরিচিত। আর উহা আইমান ইবনু নাবিল (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মত অনুযায়ী আইমান ইবনু নাবিল একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

(٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاشْتِرَاكِ فِي الْبَدْنَةِ وَالْبَقْرَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৬ ॥ উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া প্রসঙ্গে

٩٠٤ - حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرَّزْبَرِ، عَنْ

جَابِرٍ، قَالَ : نَحْرَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحَدِيبِيَّةِ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةِ

وَالْبَدْنَةُ عَنْ سَبْعَةِ

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٢٢) .

১০৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হৃদাইবিয়ার (সন্ধির) বছর একটি গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি উটও সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করেছি ।

- سہیہ، ایوب نے مہاجر (۳۱۳۲)، مسلم

ইবনু উমার, আবু হুরাইরা, আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু দুসা হাসান সহীহ বলেছেন । এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন । একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি গরুও সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করাকে তারা জালিয় মনে করেন । এই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, শাফিউ ও আহমাদ (রাহঃ)-এর । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, একটি গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি উট দশজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা যায় । এই অভিমত ইসহাক (রাহঃ)-এর । শুধুমাত্র একটি সূত্রেই আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি জেনেছি ।

٩٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسِينُ بْنُ حَرِيْثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ
الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْجَزُورِ عَشْرَةً ۔

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٢١) .

১০৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ আসলে আমরা একটি গৱর্ণতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে শরীক হই।

- سہیح، ابن ماجہ (۳۱۳۱)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এটি হ্যাইন ইবনু ওয়াকিদ (রাহঃ) বর্ণিত হাদীস।

٦٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبَدْنِ

অনুচ্ছেদ ৬৭ ॥ (হারাম শারীফ এলাকায় কুরবানীর জন্য পাঠানো) উটে চিহ্ন লাগানো

٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٌ : حَدَّثَنَا وَكِبِيْعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَانِ الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّ نَعْلِينَ، وَأَشْعَرَ الْهَدِيَ فِي الشَّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحِلْفَةِ، وَأَمَّطَ عَنْهُ الدَّمَ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۹۷) م.

৯০৬। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশ্চর গলায় একজোড়া জুতা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এর কুঁজের ডান দিকে চিরে রক্ত প্রবাহিত করলেন।

- سہیح، ابن ماجہ (۳۰۹۷)، مسلم

মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবু হাস্সান আল-আরাজের নাম মুসলিম। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। কুরবানীর উট বা গৱর্ণ কুঁজের ডান বা বাম দিক দিয়ে চিরে দেয়া তাদের মতে সুন্নত। এই অভিমত সাওরী, শাফিফ, আহমাদ ও ইস্হাক (রাহঃ)-এর।

ইউসুফ ইবনু ঈসা বলেন, এই হাদীস বর্ণনার সময় আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, আহলুর রায়ের কথার প্রতি এই বিষয়ে ঝঞ্জেপ করবে না। কারণ, কুঁজ চিরা হলো সুন্নাত এবং আহলুর রায়ের কথা হলো বিদ'আত। আমি আবুস সাইবকে বলতে শুনেছি, আমরা ওয়াকীর নিকট বসা ছিলাম। একজন আহলুর রায়কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশ্চর কুঁজ চিরেছেন। আর আবু হানীফা বলেন যে, তা মুসলী বা অঙ্গ বিকৃতকরণ। এই ব্যক্তি বলল, ইব্রাহীম নাখঙ্গি বলেছেন, এটা হলো মুসলী। আবুস সাইব বলেন, আমি দেখতে পেলাম ওয়াকী ভীষণভাবে রেগে গেলেন এবং বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ ইব্রাহীম বলেছেন। তোমাকে কারারূপ করা উচিত। তুমি যে পর্যন্ত না এই বক্তব্য প্রত্যাহার করছ সে পর্যন্ত তোমাকে কারামুক্ত করা অনুচিত।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْهَدَى لِلْمَقِيمِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৯ ॥ কুরবানীর পশ্চর গলাতে

মুকীমের জন্য মালা পরানো

১০৮ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : فَتَلَتْ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ يَحِرِّمْ، وَلَمْ يَتَرَكْ شَيْئًا مِنَ الثَّيَابِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (৩০৯৮) ق.

১০৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদ্যির (কুরবানীর পশ্চর) গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিয়েছি। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুমামও বাঁধেননি এবং সাধারণ জামাকাপড়ও পরিবর্তন করেননি।

- سَهْيَهُ، إِবْنُ مَا-জَاهٍ (৩০৯৮)، بُখَارী، مُسْلِم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। একদল আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হাজের ইচ্ছা করে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয় এবং ইহুরাম না বাঁধে তাহলে সেলোকের জন্য যে কোন পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার হারাম হবে না। অপর কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলেন, ইহুরামধারী লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিনিষেধে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়া ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

(٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْفَنَّمِ

অনুচ্ছেদ : ৭০ ॥ কুরবানীর মেষ-বকরীর গলায় মালা পরানো

٩٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفِّيَانَ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَادِيدَ هَذِي رَسُولُ اللَّهِ كُلُّهَا غَنْمًا ، ثُمَّ لَا يَحْرُمُ .
- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٥٤٠) ق.

৯০৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিতাম। এগুলোর সবই ছিল মেষ ও বকরী। এরপরও তিনি ইহুরাম বাঁধেননি।

- سَهْيَةَ تَأْتِيَةٍ، سَهْيَةَ تَأْتِيَةٍ (১৫৪০)، بুখারী، মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন এবং কুরবানীর মেষ-বকরী ইত্যাদির গলায় মালা পরানো বৈধ বলেছেন।

(৭১) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطَيْتُ الْهَدَىٰ مَا يَصْنَعُ بِهِ
অনুচ্ছেদ : ৭১ ॥ কুরবানীর পশ্চ পথ চলতে না পারলে
যা করতে হবে

১১. - حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخَزَاعِيِّ - صَاحِبِ بَدْنِ رَسُولِ اللَّهِ - . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَيْتَ مِنَ الْبَدْنِ؟ قَالَ : "اَنْهَرُهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَاهَا فِي دَمَهَا، ثُمَّ خُلِّبَنَّ النَّاسَ وَبَيْنَهَا : فَيَأْكُلُوهَا" .

- صحيح : "ابن ماجه" (৩১০৬)

১১০। নাজিয়া আল-খুয়াই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরবানীর পশ্চ পথ চলতে না পারলে এবং এর মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ এটিকে যবাহ কর, এর (গলায় বাঁধা) জুতা তার রক্তে ডুবিয়ে দাও, এরপর মানুষের জন্য তা রেখে দাও যেন তারা তা খেতে পারে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩১০৬)

যুওয়াইব আবু কাবীসা আল-খুয়াই (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। নাজিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, নফল কুরবানীর ক্ষেত্রে পশ্চ চলতে না পারলে (যবাহ করার পর) সে নিজে বা তার সঙ্গীরা এর গোশত খেতে পারবে না, বরং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে তারা যাতে উহা খেতে পারে। আর তার জন্য কুরবানী হিসাবে এটি যথেষ্ট হবে। এই অভিমত ইমাম শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাকের। তারা বলেন, যদি মালিক

তা হতে কিছু খেয়ে থাকে তাহলে যতটুকু খেয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অপর একদল আলিম বলেন, নফল কুরবানীর পশু হতে যদি সে কিছু খায় তাহলে তার বিনিময়ে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدْنَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৭২ ॥ কুরবানীর উটে আরোহণ করা

٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسْقُطُ بَدْنَةً، فَقَالَ لَهُ: "اْرْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا بَدْنَةٌ؟ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ - أَوْ فِي الرَّابِعَةِ -: "اْرْكَبْهَا؛ وَيَحْلَكَ أَوْ وَيَلْكَ -!" .

- صحیح : ق.

৯১১ । আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুম এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো কুরবানীর উট। তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ বারে তাকে বললেনঃ আরে দুর্ভাগ্য! এতে আরোহণ কর।

- سہیہ، بُوكاری، موسّیٰ

আলী, আবু হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। প্রয়োজনে কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ অনুমতি দিয়েছেন। এই অভিমত ইমাম, শাফিজী, আহমদ ও ইসহাকের। কোন কোন আলিম বলেন, একান্ত বাধ্য না হলে কুরবানীর উটে আরোহণ করা উচিত নয়।

(৭৩) بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ : ৭৩ ॥ মাথার কোনু পাশ দিয়ে চুল মুড়ানো শুরু করবে

১১২- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسِينُ بْنُ حَرِيْثٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ

عَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نَسْكَهُ، ثُمَّ نَأَوَّلَ الْحَالِقَ شِقَهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ شِقَهُ الْأَيْسَرَ، فَحَلَقَهُ، فَقَالَ : "أَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ" .

- صحيح : "البراءة" ، "صحيح أبي داود" (১০৮৫، ১৭৩০) ।

১১২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জামরায় কংকর মারার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু কুরবানী করলেন, এরপর তাঁর মাথার ডান দিক নাপিতের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং সে তা মুণ্ডন করল। আবু তালহা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুলগুলো দিলেন। এরপর তিনি বাম দিক বাড়িয়ে দিলে সে তা মুণ্ডন করল। তিনি (আবু তালহাকে) বলেনঃ লোকজনের মাঝে এগুলো বণ্টন করে দাও।

- سہیہ، ایرانی، سہیہ آبू داؤد (۱۰۸۵، ۱۷۳۰)، مسلم ~

একই রকম হাদীস ইবনু আবী উমার (রাহঃ).....হিশাম (রাহঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(৭৪) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

অনুচ্ছেদ : ৭৪ ॥ চুল কেটে ফেলা অথবা ছেঁটে ফেলা

১১২- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ :

حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَلَقَ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ.
 قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : "رَحْمَ اللَّهِ الْمُحْلِقُونَ" ، مَرَّةٌ
 أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : "وَالْمَقْصُرُونَ".
 - صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٤٤) ق.

১১৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের একদল মাথা মুণ্ডন করলেন এবং কতিপয় সাহাবী চুল ছোট করলেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করুন। একবার কি দুইবার তিনি এ কথাটি বললেন, তারপর বললেনঃ চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۳۰۸۸)، بُوكاڑی، مُسلمی

ইবনু আব্বাস, ইবনু উম্মুল হুসাইন, মারিব, আবু সাঈদ, আবু মারইয়াম, হুবশী ইবনু জুনাদা ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ বলেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। পুরুষদের মাথা মুণ্ডন করা উভয় বলে তারা মত দিয়েছেন, তবে চুল ছোট করে ছাঁটলেও তা যথেষ্ট হবে। এই অভিমত ইমাম সাওরী, শাফিজ্ব, আহমাদ ও ইসহাকের।

(٧٦) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ،
 أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي

অনুচ্ছেদঃ ৭৬ ॥ কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন বা কংকর মারার
 পূর্বে কুরবানী করে ফেললে

১১৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَوْمِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَمْرَ،

قَالَ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْبَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ : "أَذْبَحْ؛ وَلَا حَرَجَ" ، وَسَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ : تَحْرِتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيْ؟ قَالَ : "أَرْمِيْ؛ وَلَا حَرَجَ" .

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥١). ق

৯১৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক প্রশ্ন করল, যবাহ (কুরবানী) করার পূর্বে আমি মাথা মুণ্ড করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ যবাহ কর, এতে কোন সমস্যা নেই। অন্য আরেকজন প্রশ্ন করল, আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করেছি। তিনি বললেনঃ কংকর মেরে নাও, এতে কোন সমস্যা নেই।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَاجَهَ (٣٥١)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

আলী, জাবির, ইবনু আবাস ইবনু উমার ও উসামা ইবনু শরীক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিমের মতও তাই। অনুরূপ মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, হাজের অনুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক ধারা নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করলে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে।

(٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الْزِيَارَةِ
অনুচ্ছেদঃ ৭৭ ॥ তাওয়াকে যিয়ারাতের পূর্বে ইহুমমুক্ত হওয়ার
সময় সুগন্ধি ব্যবহার

৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا هَشْيَمٌ : أَخْبَرْنَا مَنْصُوراً -
يُعْنِي : ابْنَ زَادَانَ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ : طَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحرِ قَبْلَ أَنْ يَطْوِفَ

بِالْبَيْتِ؛ بِطَيِّبٍ فِيهِ مِسْكَمٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٢٦) ق.

১১৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইহুরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

- سہیہ، ابن نبی ماجہ (۲۹۲۶)، بُوكاری، مسلم

ইবনু আবুরাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে কুরবানীর দিন যখন ইহুরামধারী ব্যক্তি জামরা আকাবায় কংকর মারবে, কুরবানী করবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে নিবে তখন হতেই তার জন্য যা (ইহুরামের কারণে) হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে, তবে স্ত্রীসহবাস হালাল হবে না। এই অভিমত ইমাম শাফিঙ্গ, আহমাদ ও ইসহাকের। উমার ইবনুল খান্তাব (রাঃ) বলেন, স্ত্রীসঙ্গে ও সুগন্ধি ব্যতীত আর সবকিছু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই মত প্রহণ করেছেন। এই মত কূফাবাসী আলিমদেরও।

(٧٨) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقطَعُ التَّلِيلَةُ فِي الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ : ৭৮ ॥ কখন হতে হাজ্জে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে

১১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبْنِ

جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَرْدَفَنِي

- صحيح : "ابن ماجة" (٣٤٠) ق.

১১৮। ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাম্মদ হতে মিনা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে বসিয়ে এনেছেন। জামরা আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তিনি অনবরত তালিবিয়া পাঠ করেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৪০), বুখারী, মুসলিম

ଆଲୀ, ଇବନୁ ମାସଟୁଦ ଓ ଇବନୁ ଆକବାସ (ରାଃ) ହତେଓ ଏହି ଅନୁଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଏହି ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଦୁସା ହାସାନ ସହୀତ ବଲେଛେ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହାବୀ ଓ ଅପରାପର ଆଲିମଦେର ମତେ, ହାଜ୍ ପାଲନକାରୀ ଜାମରା ଆକବାସ କଂକର ମାରା ଶେଷ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲବିଯା ପାଠ ବନ୍ଧ କରବେ ନା । ଏହି ଅଭିମତ ଇମାମ ଶାଫିଜ୍, ଆହ୍ମାଦ ଓ ଇସହାକେର ।

٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْأَبْطَحِ

অনুচ্ছেদ ৪৮১ ॥ আবতাহ নামক জায়গায় অবতরণ করা

٩٢١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٦٩) م، خ مختصرًا.

৯২১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবতাহ নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাকর, উমার ও উসমান (রাঃ) অবতরণ করতেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৬৯), মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে

آہشہ، آبू رافی و ایبنو عاص (راۃ) ہتھے اور ایسے نہیں کہ ایسا ہادیس باریت آچے۔ ایبنو عمار (راۃ) ہتھے باریت ہادیسٹکے آبू داؤد سہیہ گاریب کے بدلے ہوئے ہیں۔ آمروہ ایسے ہادیسٹ کے شدھوماً اور آبادوں را یخاک ہتھے ایبنو عاص (راۃ)-کے سوتھے ہی جئے ہیں۔ آباداً-کے اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔ ایمام شافعی (راہث) کے بدلے، آباداً-کے اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔ ایڈم شافعی (راہث) کے بدلے، آباداً-کے اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔ ایڈم شافعی (راہث) کے بدلے، آباداً-کے اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔

۹۲۲ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ؛ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ
نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

- صحیح : ق.

۹۲۲ । ایبنو عاص (راۃ) ہتھے باریت آچے، تینی کے بدلے، مسٹاہاب کے نامک جایگا اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔ ایڈم شافعی (راہث) کے بدلے، آباداً-کے اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔

- سہیہ بُوکھاری، مسٹاہاب

آبُو داؤد سہیہ کے بدلے، "تاہسیب" اور اباداً-کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔

۸۲) بَابُ مَنْ نَزَلَ الْأَبْطَحَ

انوچھے ۸۲ ॥ یہ بُجھی اباداً-کے نامک

جایگا اور ابتدا کے اکدال بیشے وہج ایلیم مسٹاہاب کے بدلے ہوئے ہیں، تبے وہجیب نہیں۔

۹۲۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ :

حدثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عمروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَطْبَحُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧٥٢) ق.

১২৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য আবতাহে অবতরণ করেন যে, সেখান হতে (মাদীনার উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۱۷۵۲)، بُوكاری، مُسْلِم

এই হাদীসটিকে আবু জ্যোত হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু আবী উমার হতে হিশাম ইবনু উরওয়া (রাহঃ) এর সূত্রেও এক্সপ বর্ণিত আছে।

٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجَّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ ৪ ৮৩ ॥ শিশুদের হাজ্জ

১২৪- حدثنا محمد بن طريف الكوفي : حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: رفعت امرأة صبياً لها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: "نعم؛ ولك أجر".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩١٠) م.

১২৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার এক শিশু সন্তানকে উঁচিয়ে ধরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কি হাজ্জ আছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আর এর প্রতিদান তোমার।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۲۹۱۰)، مُسْلِم

ইবনু আব্রাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।
জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব।

٩٢٥ - حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ : حَدَّثَنَا حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسَفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ بْنِ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ وَأَنَا أَبْنُ سَبْعِ سِنِّينَ.

- صحيح : "الحج الكبير" خ.

৯২৫। সাইব ইবনু ইয়ায়ীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিদায় হাজেজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার পিতা আমাকে নিয়ে হাজ আদায় করেছেন। তখন আমি সাত বছরের বালক ছিলাম।

- سَهْيَهُ، أَلْهَاجِّلُ كَبِيرٌ، بُخَارِيٌّ

এই হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٩٢٦ - حَدَّثَنَا قُرَيْظَةُ بْنُ سُوِيدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْرَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ.

- صحيح : انظر ما قبله.

৯২৬। কুতাইবা কায়ায়া ইবনু সুয়াইদ আল-বাহিলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুকরণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- سَهْيَهُ، دَেখْوَنْ پُর্বের হাদীস

আবৃ ঈসা বলেন, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুসাল ঝপেও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ একমত যে, যদি নাবালেগ শিশু হাজ আদায় করে তাহলে আবার বালেগ হওয়ার পর (হাজ ফরয হলে)

তাকে হাজ্জ আদায় করতে হবে। ফরয হাজ্জের জন্য শিশুকালের হাজ্জ যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে হাজ্জ করার পর যদি কোন দাস আযাদ হয় তাহলে হাজ্জের সামর্থ্য হলে আবার তাকে হাজ্জ আদায় করতে হবে। তার ফরয হাজ্জের জন্য দাস অবস্থার হাজ্জ যথেষ্ট হবে না। এই মত সুফিয়ান সাওরী, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাকের।

(۸۵) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ৮৫ ॥ অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষে

হাজ্জ আদায় করা

৭২৮ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ : حَدَثَنَا أَبْنُ جَرِيجٍ : أَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابٍ، قَالَ : حَدَثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِيهِ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجَّ؛ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهِيرِ الْبَعِيرِ؟ قَالَ : " حَجِيْ عنْهُ ".
- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۰۹) ق.

৯২৮ । ফাযল ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর আল্লাহ নির্ধারিত হাজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। উটের পিঠে বসার সামর্থ্যও তার নেই। তিনি বললেনঃ তার পক্ষে তুমি হাজ্জ আদায় কর।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯০৯), বুখারী, মুসলিম

আলী, বুরাইদা, হসাইন ইবনু আওফ, আবু রায়ীন আল-উকাইলী, সাওরা বিনতু যামআ ও ইবনু আবুবাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ফাযল ইবনু আবুবাসের হাদীসটিকে আবু সেসা হাসান সহীহ

বলেছেন। এই বিষয়ে ইবনু আববাস (রাঃ) হতে হসাইন ইবনু আওফ আল-মুয়ানী (রাহঃ)-এর এই সনদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইবনু আববাস (রাঃ) হতে সিনান ইবনু আবদিল্লাহ আল-জুহানী-তার ফুফুর সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আববাসের সূত্রেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। এই রিওয়ায়াতগুলি প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহীহ হল ইবনু আববাস (রাঃ) কর্তৃক ফাযল ইবনু আববাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, হয়ত ফাযল ইবনু আববাস এবং অন্যদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আববাস (রাঃ) হাদীসটি শুনেছেন, পরে তা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং যার নিকট হতে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। আবু ঈসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই বিষয়ে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। এই মত পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক। মৃত ব্যক্তির পক্ষে হাজ্জ আদায় করাকে তারা জায়িয় মনে করেন। ইমাম মালিক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়াত করে যায় তবে তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করা যাবে। একদল আলিমের মতে, যদি জীবিত ব্যক্তি বৃদ্ধ হয় এবং হাজ্জ আদায়ের (দৈহিক) সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার পক্ষে হাজ্জ আদায় করা যাবে। এই মত ইবনুল মুবারাক ও শাফিউর।

بَاب (۸۶)

অনুচ্ছেদ : ৮৬ ॥ (মৃত ব্যক্তির পক্ষে হাজ্জ আদায় করা)

٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ، عَنْ

سُفِيَّانَ الثوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحِجْ؛ فَأَفَأْحِجْ عَنْهَا؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ حُجَّيْ عَنْهَا".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (۲۵۶۱) م.

১২৯। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তিনি হাজ্জ আদায় করেননি। তার পক্ষে কি আমি হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেনঃ হ্যা, তার পক্ষে তুমি হাজ্জ আদায় কর।

- سہیہ، سہیہ آبू داؤد (۲۵۶۱)، مسلم

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

৮৭) بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ৮৭ ॥ (অন্যের পক্ষ হতে উমরা আদায় করা)

১৩০- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمِّرُو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعَقِيلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِيهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ؛ لَا يَسْتَطِعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الطَّعْنَ؟ قَالَ : "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۰۶).

১৩০। আবু রায়ীন আল-উকাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেনঃ হে

آللّاھ‌ر را سو ل سا للاھ‌اھ آل‌اھ‌اھ ویا سا للاھ‌ام! آما ر پیتا خوب‌ا بونک . تینی هاجز، عمر را، امنکی سفر کرتے و سکھم نن . تینی بولنے نہ تو مار پیتا ر پکھے تومی هاجز و عمر را آدای کر .

- سہیہ، ای بنو ماء-جاح (۲۹۰۶)

ای هادیستیکے آبُو یوساہ سان سہیہ بولنے ہے । ای هادیس ہتھے جانا یا یہ، راسو لعللاھ سا للاھ‌اھ آل‌اھ‌اھ ویا سا للاھ‌ام انہیں پکھ ہتھے عمر را کرائی انہیں دیکھنے ہے । آبُو راییں آل-عکاہلی (راہ)-اے نام لائیت، پیتا امیر ।

بَابٌ مِنْهُ (۸۹)

انواع : ۸۹ ॥ (عمر را آدای ویا جیب کی نا)

۹۳۲ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُّ : حَدَثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

- صحیح ابی داؤد (۱۵۷۱) م

۹۳۲ । ای بنو آکواس (راہ) ہتھے برجیت آچے، راسو لعللاھ سا للاھ‌اھ آل‌اھ‌اھ ویا سا للاھ‌ام بولنے نہ کیا مات پرستھ تاجزے ر مধی عمر را و اسٹرکھنے ہے ।

- سہیہ، سہیہ آبُو داؤد (۱۵۷۱)، مسلم

سُورا کا ای بنو جو شمع و جابر کی ای بنو آبادللاھ (راہ) ہتھے و ای انواع نہیں ہا دیس برجیت آچے ।

ای بنو آکواس کے هادیستیکے آبُو یوساہ سان بولنے ہے । ای هادیسے کے تاৎپریت ہل، تاجزے ر ماس سمع ہے عمر را کرائی کون سمسا نہیں । انکو رپ بیکھیا کر لئے ہے ایمام شافعی، احمد ر و اسٹاک । ای هادیسے کے تاৎپریت ہل، تاجزے ر ماس سمع ہے جاہلی یونگر لئکر عمر را

আদায় করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন এবং বলেন, কিয়ামাত পর্যন্ত উমরাও হাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ হাজের মাসসমূহে উমরা করাতে কোন সমস্যা নেই। হাজের মাস হলঃ শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহিজ্জার প্রথম দশদিন। হাজের মাসগুলি ব্যক্তিত অন্য মাসে হাজের ইহুরাম বাঁধা উচিত নয়। আর হারাম মাসগুলো হলোঃ রজব, যুলকাদা, যুলহিজ্জা ও মুহাররাম। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী ও অপরাপর অনেক আলিম।

٩٠) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الْعُمَرَةِ

অনুচ্ছেদ : ৯০ ॥ উমরার ফায়লাত

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ سُمَيْ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْعُمَرَةُ إِلَى الْعُمَرَةِ تَكْفِرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجَّ الْمُبَرُورُ لِيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٨٨) ق.

৯৩৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ। কৃবূল হাজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নেই।

- سہیہ، ابن ماجہ (۲۸۸۸)، بُখاری، مُسْلِم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٩١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْعُمَرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

অনুচ্ছেদ : ৯১ ॥ তানঙ্গিম হতে উমরাহু করা

٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَابْنُ أَبِي عَمْرَ، قَالَا : حَدَّثَنَا

سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّعْيِمِ.

- صحيح : صحيح ابن ماجه (۲۹۹۹) ق.

১৩৪। আবদুর রাহমান ইবনু আবু বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আইশা (রাঃ)-কে তানটিম হতে (ইহুম করে) উমরা করান।

- سহীহ، ইবনু মা-জাহ (২৯৯৯)، বুখারী، মুসলিম

এই হাদিসটিকে আবু ইসাঃ হাসান সহীহ বলেছেন।

٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمَرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

অনুচ্ছেদ : ৯২ ॥ জি'রানা হতে উমরা করা

১৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لِيَلَّا مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَةَ لِيَلَّا، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ؛ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ؛ طَرِيقٌ جَمِيعٌ بِبَطْنِ سَرِفٍ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، خَفِيتُ عُمْرَتَهُ عَلَى النَّاسِ.

- صحيح : صحيح أبي داود (۱۷۴۲).

১৩৫। মুহাররিশ আল-কাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমরার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (ইহুরাম বেঁধে) জিরানা হতে বের হন এবং রাতেই মক্কায় যান। উমরা পালন করে তিনি এই রাতেই ফিরে আসেন। জিরানাতেই তাঁর ভোর হয়। মনে হল তিনি যেন এখানেই রাত্যাপন করেছেন। পরের দিন তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর বাত্মনে সারিফের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হন এবং মুফদালিফার পথে সেখানে পৌছে যান। এই কারণে তাঁর এই উমরার খবর মানুষের নিকট অজ্ঞাত থেকে যায়।

- সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (১৭৪২)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীস ছাড়া মুহাররিশ আল-কাবী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। বলা হয়ে থাকে যে, “জা-আ মাআত্ তারীক” অর্থাৎ মাও সূলের পথে আগমণ করেন।

٩٣) رَجِبٌ فِي عُمْرَةِ رَجِبٍ

অনুচ্ছেদ ১৩ ॥ রজব মাসের উমরাহ

১৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْبٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عِرْوَةَ، قَالَ : سُئِلَ أَبْنُ عَمْرٍ : فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : فِي رَجِبٍ، فَقَالَ عَائِشَةُ : مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ - تَعْنِي : أَبْنُ عَمْرٍ -، وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجِبٍ - قَطُّ - .

- صحيح : "ابن ماجه" (২১১৮، ২১১৭) ق.

১৩৬। উরওয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু উমার

(রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করেছেন? তিনি বললেন, রজব মাসে। উরওয়া বলেন, তখন আইশা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি অর্থাৎ ইবনু উমার (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

- سَهْيَةٌ، إِبْرَاهِيمَ مَاجَاهَ (۲۹۹۷، ۲۹۹۸)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি বলতে শুনেছি, উরওয়া ইবনুয় যুবাইর (রাহঃ) হতে হারীব ইবনু আবী সাবিত কখনও কিছু শুনেননি।

٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسْنَ بنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعاً : إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .

- صحيح : (ولكنه مختصر من السياق الذي قبله، وفيه إنكار

عائشة عمرة رجب) خ.

৯৩৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারবার উমরা করেছেন, এর মধ্যে একটি করেছেন রজব মাসে।

- سَهْيَةٌ، (হাদীসটি পূর্বের হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ, তাতে আইশা (রাঃ) রজব মাসের উমরাহকে অঙ্গীকার করেছেন।)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَرَةِ ذِي الْقُعُودِ

অনুচ্ছেদ ১৪ ॥ যুলকাদা মাসের উমরাহ

৯৩৮ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

مَنْصُورٌ - هُوَ السُّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِي ذِي القُعْدَةِ .

- صحيح : خ.

১৩৮। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুলকাদা মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাহ করেছেন।

- سহীহ, বুখারী

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু আববাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

(٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ রামাযান মাসের উমরা

১৩৯- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيْهِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزَّبِيرِيُّ : حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَمْ مَعْقِلٍ، عَنِ
أَمْ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ؛ تَعْدِلُ حَجَّةَ".
- صحيح : "ابن ماجه" (২৯৯৩).

১৩৯। উশু মাকিল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রামাযান মাসের উমরা হাজের সমতুল্য।

- سহীহ, ইবনু মাজাহ (২৯৯৩)

ইবনু আববাস, জাবির, আবু হুরাইরা, আনাস ও ওয়াহব ইবনু খানবাশ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন: ওয়াহব ইবনু খানবাশকে হারিম ইবনু খানবাশও বলা হয়। (রাবী) বায়ান ও জাবির বলেছেন শাবী হতে, তিনি ওয়াহব ইবনু খানবাশ হতে। আর দাউদ আল আওদী বলেছেন শাবী হতে, তিনি হারিম ইবনু খানবাশ হতে। তার নাম ওয়াহব এটিই অধিক সহীহ। উশু মাকিলের হাদীসটি এই

সূত্রে হাসান গারীব। আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সঠিকভাবে বর্ণিত আছে যে, রামায়ান
মাসের উমরা হাজের সমতুল্য। ইসহাক বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য সূরা
ইখলাস প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত
হাদীসটির তাৎপর্যের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেনঃ যে লোক “কুল হআল্লাহু আহাদ সূরা তিলাওয়াত করল সে যেন
কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল”।

٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهْلِكُ بِالْحَجَّ فَيُكْسِرُ أَوْ يَعْرُجُ

অনুচ্ছেদ : ৯৬ ॥ হাজের ইহুম বাঁধার পর কোন ব্যক্তির
শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁড়া হয়ে গেলে

٩٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ :
حَدَّثَنَا حَجَاجُ الصَّوَافُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ :
حَدَّثَنِي الْحَجَاجُ بْنُ عَمْرُو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كُسِرَ، أَوْ
عَرَجَ؛ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَةٌ أُخْرَى". فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبْيَ هَرِيرَةَ، وَابْنِ
عَبَاسٍ؟ فَقَالَ : صَدَقَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٧).

১৪০। হাজ্জাজ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কারো হর কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা
সে খোঢ়া হয়ে গেলে হালাল (ইহুম, মুক্ত) হয়ে যাবে এবং তাকে
আরেকবার হাজ আদায় করতে হবে। ইকরামা বলেন, আমি এই হাদীস
প্রসঙ্গে আবৃ হুরাইরা ও ইবনু আবিবাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তারা উভয়ে
বলেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন।

- সহীহ, ইবনু মাল্ক-জাহ (৩০৭৭)

এই হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান বলেছেন। হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ হতেও একাধিক বর্ণনাকারী এই হাদীসের মতই রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীস মামার ও মুআবিয়া ইবনু সাল্লাম বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু রাফি হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আমর হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। কিন্তু হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ তার সনদে আবদুল্লাহ ইবনু রাফি-এর উল্লেখ করেননি। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে হাজ্জাজ একজন (হাদীসের) হাফিজ ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি বলতে শুনেছি, মামার ও মুআবিয়া ইবনু সাল্লামের রিওয়ায়াতটি এই হাদীসের ক্ষেত্রে বেশি সহীহ। উপরোক্ত হাদীসের মতই অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত আছে। সূত্রটি এই আবদু ইবনু হুমাইদ আবদুর রাজ্জাক হতে, তিনি মামার হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু কাসীর হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু রাফি হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আমর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْرِاطِ فِي الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ ১৯৭ ॥ হাজ্জের মধ্যে শর্ত আরোপ করা

٩٤١- حَدَّثَنَا زَيْدَ بْنُ أَبْيَوبَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَوَامٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَابٍ، عَنْ عَكْرَمَةَ، عَنْ إِبْرِيزِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضَبَاعَةً بَنَتِ الْزُّبَيرَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَفَأَشْرِطُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِيْ : لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ، لَبِّيْكَ مَحْلِيْ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحِسِّنِيْ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۹۳۸) ۴ -

৯৪১ । ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুবাআ বিনতুয়

যুবাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজ্জ আদায় করতে চাচ্ছি। আমি কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। যুবাআ বললেন, আমি কিভাবে বলব? তিনি বললেনঃ তুমি বলবে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবে সেখানেই আমি ইহুরামমুক্ত হব।

- سہیہ، ایوب نما-جاہ (۲۹۳۸)، مسلمیہ

জাবির, আসমা বিনতু আবু বাক্ৰ ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আবৰাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে হাজ্জের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্তারোপ করা যায়। তারা বলেন, যদি কোন ইহুরামধারী এইরূপ শর্ত করার পর বাঁধার সম্মুখীন হয় অথবা অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে সেলোক ইহুরামমুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক। হাজ্জের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা আরেক দল আলিমের মতে সঠিক নয়। তারা বলেন, কোন লোক শর্তারোপ করলেও ইহুরামমুক্ত হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তাকে কোন শর্তারোপ না করা ব্যক্তির মতই গণ্য করা হবে।

*:

بَابٌ مِنْهُ (۹۸)

অনুচ্ছেদঃ ৯৮ ॥ (যারা হাজ্জের মধ্যে শর্তারোপ করা
বৈধ মনে করেন না)

٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَارِكِ :
أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ
الْإِشْرَاطَ فِي الْحَجَّ، وَيَقُولُ : أَلِيسْ حَسِبْكُمْ سَنَةً تَبِعُكُمْ
؟ - صحیح (۱۸۱۰) غ، مختصرًا دون الاشتراط.

১৪২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি হাজে কোন রকম শর্তারোপ করা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং বলতেন, তোমাদের জন্য কি তোমাদের নাবীর সুন্নাতই যথেষ্ট নয়?

- سَهْيَهُ (১৮১০), بُوكَارِيٌّ

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

ইবনু উমারের কথার তাৎপর্য হল, যখন কোন ব্যক্তি হাজের জন্য ইহরাম বাঁধবে অতঃপর কাঁবা পর্যন্ত পৌছতে বাঁধা গ্রস্ত হয় তাহলে সে হাজের নিয়াত ভঙ্গ করবে। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকমই করেছেন যখন তাঁকে কাফিরগণ বাঁধা দিয়েছিল।

٩٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيلُّ بَعْدَ اِلْفَاضَةِ

অনুচ্ছেদঃ ১৯ ॥ কোন মহিলার তাওয়াফে যিয়ারাত শেষে
মাসিক ঝটু হলে

٩٤٣ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيَّيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنِّي؟ فَقَالَ : أَحَابَسْتَنَا هِيَ؟!، قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا إِذًا .

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٣، ٣٠٧٢) ق.

১৪৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি বললামঃ মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে সাফিয়া বিনতু ছওয়াই (রাঃ) হায়েঘস্তা হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেনঃ সে আমাদের প্রতিবন্ধক হবে নাকি? লোকেরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে কোন সমস্যা নেই।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاهٍ (৩০৭২، ৩০৭৩)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

ইবনু উমার ও ইবনু আবুস রাও (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত দিয়েছেন। তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করার পর কোন মহিলা হায়েয়থস্তা হলে সে (মিনা হতে) চলে আসতে পারে। এতে তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। এই অভিমত সাওরী, শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর।

٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ^{عَوْنَوْهُ} ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ؛ فَلِيَكُنْ أَخْرُ^{عَوْنَوْهُ} عَهْدَهُ^{عَوْنَوْهُ} بِالْبَيْتِ؛ إِلَّا الحِيسْ، وَرَخْصُ لَهُنْ رَسُولُ اللَّهِ^{عَوْنَوْهُ}.

- صحیح : خ(۱۷۶۱) بجملة الترجیخ "البرواء" (۲۸۹/۴)۔

৯৪৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক বাইতুল্লাহৰ হাজ করে তার শেষ কাজ যেন বাইতুল্লাহৰ তাওয়াফ হয়। তবে ঝুতুবতী মহিলা এর ব্যতিক্রম। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য (চলে আসার) অনুমতি দিয়েছেন।

- سہیہ، بُখاری (۱۷۶۱)، انুমতির ব্যাক্য সহ ইরওয়া (۸/۲۸۹)

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন।

(۱۰۰) بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِيُ الْحَائِنُونَ مِنَ النَّاسِكِ

অনুচ্ছেদ : ۱۰۰ ॥ হাজের কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান

ঝুতুবতী মহিলা পালন করবে?

۱/۹۴۵ - حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ حِيرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ^{عَوْنَوْهُ} ابْنِ يَزِيدِ الْجَعْفِيِّ^{عَوْنَوْهُ}، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ^{عَوْنَوْهُ}

قَالَتْ : حِضْتُ، فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۶۳) ق.

১৪৫/১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হায়েয়গন্তা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহুর তাওয়াফ ছাড়া হাজের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।

- سہیہ، ابن ماجہ (۲۹۶۳)، بُوكاری، مسلم

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে বাইতুল্লাহুর তাওয়াফ ছাড়া হাজের বাকী সকল অনুষ্ঠান ঝুঁতুবতী মহিলা পালন করবে। এই হাদীসটি আইশা (রাঃ) হতে আরও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢/٩٤٥ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبْيَوبَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ

الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدِ، وَعَطَاءِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ النِّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتَحْرِمُ، وَتَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْوِفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (۱۵۳۱، ۱۸۱۸).

১৪৫/২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদীস মারফূজন্তে বর্ণনা করেছেন। হায়েয়গন্তা ও নিফাসগন্তা মহিলারা গোসল করে ইহুরাম বাঁধবে এবং হাজের সকল অনুষ্ঠান পালন করবে, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহুর তাওয়াফ করবে না।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤদ (۱۵۳۱، ۱۸۱۸)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা এই সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন।

১০২) بَأْبُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطْوُفُ طَوَافًا وَاحِدًا
অনুচ্ছেদ : ১০২ ॥ হাজ্জ ও উমরার জন্য কিরান হাজ্জকারী
এক তাওয়াফই করবে

٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَاجِ،
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،
فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا .

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٧٤، ٩٧١) .

৯৪৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে হাজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন (কিরান
হাজ্জ করেছেন) এবং হাজ্জ ও উমরার জন্য একটি মাত্র তাওয়াফই
করেছেন ।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭১, ২৯৭৪)

ইবনু উমার ও ইবনু আবুস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস
বর্ণিত আছে । জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান
বলেছেন । এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল
করেছেন । তারা বলেন, কিরান হাজ্জ পালনকারী একটি তাওয়াফই
করবে । এই অভিমত ইমাম শাফিস, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ
সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ বলেন, কিরান হাজ্জ পালনকারী দুটি
তাওয়াফ ও দুটি সাঁই করবে (একটি হাজ্জের জন্য ও একটি উমরার
জন্য) । এই অভিমত ইমাম সাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের ।

٩٤٨ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ أَعْلَمُ : "مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافَ وَاحِدًا، وَسَعْيَ وَاحِدًا عَنْهُمَا، حَتَّىٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۷۵) .

১৪৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজ ও উমরার ইহরাম যে লোক একত্রে বাঁধবে এই দুইটির ক্ষেত্রে সে লোকের জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঁজ যথেষ্ট হবে এবং সে একই সাথে উভয়টি হতে ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে।

- سہیہ، ایوب نبی مہاجر (۲۹۷۵)

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। কেননা, দারাওয়ারদী এককভাবে এই শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার (রাহঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটিকে তারা মারফু হিসেবে বর্ণনা করেননি এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ।

(۱۰۳) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمَهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا
অনুচ্ছেদ : ۱۰۳ ॥ মুহাজিরগণ মিনা হতে ফেরার পর
মুক্তাতে তিন দিন থাকবে

۹۴۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضَرَمِيِّ - يَعْنِي : مَرْفُوعًا ، قَالَ : "يُمْكِثُ الْمَهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۰۷۳) ق.

১৪৯। মারফুভাবে আলা ইবনুল হায়রামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

মুহাজিরগণ হাজের স্কল অনুষ্ঠান পালনের পর মক্কাতে তিন দিন থাকতে পারেন।

- سَهْلِ بْنُ مَعْلُومٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْلُومٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এটি এই সনদে মারফু হিসেবে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

١٠٤) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجَّ، وَالْعُمَرَةِ

অনুচ্ছেদ : ১০৪ ॥ হাজ ও উমরা শেষে ফেরার সময় যা বলবে

১০৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجَّ، أَوْ عُمَرَةً، فَعَلَا فَدْدَأَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا؛ كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيْبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ؛ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهُزِمَ الْأَحْزَابُ وَهُدِّهُ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٧٥) ق.

১০৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, হাজ বা উমরা আদায়ের পর ফেরার সময় যখনই কোন টিলা বা উঁচু জায়গায় উঠতেন তখন তিনবার “আল্লাহ আক্বার” বলতেন, তারপর পাঠ করতেন : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, রাজতু তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী। তাঁর নিকটেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদাতকারী, তাঁর পথে ত্রুষ্ণকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি

সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সশ্রিলিত বাহিনীকে একাই পরাম্পর করেছেন।

- سَهْيَهُ، سَهْيَهُ أَبْوَ دَاؤِدَ (২৪৭৫)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

বারাআ, আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرَمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامٍ

অনুচ্ছেদ : ১০৫ ॥ ইহরামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে

٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْبَنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيرٍ، فَوَقَصَ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "اْغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفُّنُوهُ فِي ثُوبَيْهِ، وَلَا تَخْمِرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهْلِكُ - أَوْ يُلْبِي - ."

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٨٤) ق.

৯৫১। ইবনু আবুআস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি দেখতে পেলেন এক লোক তার উটের পিঠ হতে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে। সে লোক ইহরাম পরিহিত অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তাকে গোসল করাও এবং তাকে তার (ইহরামের) দুই কাপড়েই কাফন পরাও, কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিও না। কিয়ামাতের দিন অবশ্যই তাকে ইহরাম অথবা তালবিয়া পাঠ্রত অবস্থায় উঠানো হবে।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاهَ (৩০৮৪)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন। কিছু সংখ্যক আলিমগণ এই হাদীসানুযায়ী আমল করেছেন। এই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিউদ্দীন, আহমাদ ও ইসহাক। আর কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলেন, ইহুরামধারী লোক মারা গেলে তার ইহুরাম শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যে লোকের ইহুরাম নেই সে লোকের ক্ষেত্রে যেই বিধান এই লোকের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

**١٠٦) بَابَ مَا جَاءَ فِي الْمُهْرِمِ يَشْتَكِيُ عَيْنُهُ،
فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ**

অনুচ্ছেদ : ১০৬ ॥ ইহুরামধারী ব্যক্তির চক্ষু উঠলে তাতে
ঘৃতকুমারীর রস দেয়া

٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ
أَبْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْبِهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ اشْتَكَى
عَيْنَيْهِ؛ وَهُوَ مُهْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبْنَانَ بْنَ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ : اضْمِدْهَا بِالصَّبِيرِ؛
فَإِنَّمَا سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَذْكُرُهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
"اضْمِدْهَا بِالصَّبِيرِ".

- صحیح : "صحیح أبي داود" (۱۶۱۲) م.

৯৫২ । নুবাইহ ইবনু ওয়াহব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু মামার-এর চক্ষুরোগ হয়। তিনি ইহুরামধারী ছিলেন। তিনি আবান ইবনু উসমানকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওস্মাল্লাম হতে উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও।

- سہیہ، سہیہ آবু داؤদ (۱۶۱۲)، مسلم

এই হাদীসটিকে আবু দুসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুসারে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেন, ওষধে সুগন্ধি না থাকলে তা ব্যবহার করতে ইহরামধারী ব্যক্তির কোন সমস্যা নেই।

١٠٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْمَحْرُمِ يَخْلُقُ رَأْسَهُ
فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : ১০৭ ॥ ইহরামে থাকাবস্থায় মাথা

মুণ্ডন করলে কী করতে হবে?

٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبِ

السَّخِيْتَيْانِيِّ، وَابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، وَحَمِيدٍ الْأَعْرَجِ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ
وَهُوَ بِالْحَدِيبَيْةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؛ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَهُوَ يُوقَدُ تَحْتَ قِدْرٍ،
وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ : "أَتُؤْذِنُكَ هَوَامِكَ هَذِهِ؟" ، فَقَالَ : نَعَمْ،
فَقَالَ : "اَحْلِقْ، وَأَطْعِمْ فَرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَرْقُ : ثَلَاثَةُ أَصْعَمْ -
أَوْ صَمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، أَوْ اَنْسَكْ نَسِيْكَةً - قَالَ أَبْنُ أَبِي نَجِيْحٍ : أَوْ اَذْبَحْ
شَاهَةً .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۳۰۷۹، ۳۰۸۰) ق.

৯৫৩ । কাব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হৃদাইবিয়াতে তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে এবং মকায় আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি হাঁড়ির নীচে (চুলায়) আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, আর তার চেহারায় উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমাকে কি তোমার এই পোকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ସାଲ୍ଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲଲେନଃ ତାହଲେ ମାଥା ମୁଣ୍ଡନ କର ଏବଂ ଏକ ‘ଫାରାକ’ ଖାଦ୍ୟବ୍ୟ ଛୟାଜନ ମିସକୀନକେ ଦାନ କର (ତିନ ସା’-ତେ ଏକ ଫାରାକ) ଅଥବା ତିନଦିନ ରୋଯା ରାଖ ଅଥବା ଏକଟି ପଣ୍ଡ କୁରବାନୀ କର । ଇବନୁ ଆବି ନାଜିହ-ଏର ବର୍ଣନାୟ ଆଛେ: ଅଥବା ଏକଟି ବକରୀ ଯବାହ କର ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৭৯, ৩০৮০), নাসা-ই

এই হাদীসটিকে আবু সেসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস
অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ
সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। যদি কোন মুহূর্ম লোক
মাথা মুওন করে বা যে ধরণের পোশাক ইহুরামে পরা উচিত নয় কোন
লোক যদি সেই ধরণের পোশাক পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে এই
হাদীসে বর্ণিত নিয়মে তার উপর কাফ্ফারা প্রদান করা অপরিহার্য হবে।

١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرَّعَاءِ
أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدْعُوا يَوْمًا

অনুচ্ছেদঃ ১০৮ ॥ রাখালদের জন্য একদিন কংকর মেরে
অপরদিনে তা বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে

٩٥٤- حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدَىٰ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدْعُوا يَوْمًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٣٦).

୯୫୪ । ଆବୁଲ ବାନ୍ଦାହ ଇବନୁ ଆଦୀ (ରାଃ) ହତେ ତାର ପିତାର ସୂତ୍ରେ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ, ତିନି ବଲେନ, ରାଖାଲଦେରକେ ରାସ୍ମୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ଧାନ୍ଦାହ ଆଲାଇହି
ଓୟାସାନ୍ଧାମ ଏକଦିନ (ଜାମରାତୁଲ ଆକାବାୟ) କଂକର ମାରତେ ଏବଂ
ଆରେକଦିନ ତା ବାଦ ଦିତେ ଅନୁମତି ଦିଯେଛେ ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩৬)

আবু ইসা বলেন, ইবনু উআইনা এরকমই বর্ণনা করেছেন। আর মালিক ইবনু আনাস আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাক্র হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবুল বাদাহ ইবনু আসিম ইবনু আদী (রাঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে এটিকে বর্ণনা করেছেন। মালিক (রাহঃ)-এর এই বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ। একদল আলিম এই হাদীসের ভিত্তিতে রাখালদের জন্য একদিন জামরায় কংকর মারার এবং অন্যদিন তা বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এই মত ইমাম শাফিসৈ (রাহঃ)-এর।

٩٥٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ :

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ
الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ
الْإِيلِ فِي الْبَيْتَوْتِ؛ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحرِ، ثُمَّ يَجْمِعُوا رَمِيمًا يَوْمَ بَعْدِ يَوْمِ
النَّحرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ : ظَنَنتُ أَنَّهُ قَالَ - فِي الْأَوَّلِ
مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفِرِ،

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٧) .

৯৫৫। আসিম ইবনু আদী (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের (মিনায়) রাত্রি যাপন না করার এবং কুরবানীরদিন কংকর মেরে পরবর্তী দুইদিনের কংকর কোন একদিন একত্রে মারার অনুমতি দিয়েছেন। মালিক বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাক্র তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, দুই দিনের কংকর প্রথম দিন একত্রে এবং মিনা হতে যাত্রার শেষদিন কংকর মারবে।

- سہیہ، ایوبن ماجہ (۳۰۳۷)

এই হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটি ইবনু উআইনা হতে আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাক্রের সূত্রে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অনেক বেশি সহীহ।

১৫৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا سَلِيمَ بْنَ حَيَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَدِيمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْيَمِنِ، فَقَالَ : تَمَّ أَهْلَكَتْ؟، قَالَ : أَهْلَكَتْ بِمَا أَهْلَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : "لَوْلَا أَنْ مَعِي هَذِيَا؛ لَأَحْلَكْتْ".

- صحيح : "الارواء", "الحج الكبير" (١٠٠٦) ق.

১৫৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আলী (রাঃ) ইস্রামান হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলে তিনি তাকে বললেনঃ তুমি কিসের ইহুরাম বেঁধেছ? আলী (রাঃ) বললেন, যে নিয়ন্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুরাম বেঁধেছেন আমিও সেই ইহুরাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার সাথে হাদী (কুরবানীর পশ্চ) না থাকলে আমি (উমরা করে) হালাল (ইহুরামমুক্ত) হয়ে যেতাম।

- سہیہ، ایرانی، آل-ہاججہل کا بیوی (۱۰۰۶)، بُوكاری، مسلمی

এই হাদীসটিকে আবৃ ঈসা উপরোক্ত সনদে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

(۱۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ : ১১০ ॥ হাজের বড় (মহিমাভিত) দিন প্রসঙ্গে

১৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْمِ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ؟

فَقَالَ : "يَوْمُ النَّحْرِ".

- صحيح : "الإرواء" ، "صحيح أبي داود" (١٧٠١ ، ١٧٠٠).

৯৫৭। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হাজের বড় (মহান) দিন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে কুরবানীর দিন।

- سہیہ، ایرওয়া، سہیہ آবু داؤد (۱۷۰۰، ۱۷۰۱)

٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِّيٍّ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ؛ يَوْمُ النَّحْرِ.

- صحيح انظر ما قبله.

৯৫৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাজের বড় দিন হলো কুরবানীর দিন।

- سہیہ، دেখুন পূর্বের হাদীস

আবু ঈসা বলেন, এটি আলী (রাঃ) মারফুভাবে বর্ণনা করেননি। প্রথমোক্ত হাদীস হতে এই হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের মারফুহিসেবে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা ইবনু উআইনার মাওকুফহিসেবে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। আবু ঈসা বলেন, আবু ইসহাক-হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসটিকে হাদীসের একাধিক হাফিয বর্ণনাকারী মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

শুবা আবু ইসহাক হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুররা হতে, তিনি আল-হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

١١١) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الرَّكْنَينِ

অনুচ্ছেদ : ১১১ ॥ দুই রূকন (হাজরে আসওয়াদ ও
রূকনে ইয়ামানী) স্পর্শ করা

৯৫৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

ابن عَبِيدِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَمْرَ كَانَ يَزَاحِمُ عَلَى الرَّكْنِينِ زِحَاماً؛ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعُلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّكَ تَرَاهُمْ عَلَى الرَّكْنِينِ زِحَاماً؛ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَزَاحِمُ عَلَى عَلِيهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةً لِلْخَطَايَا".

- صحيح التعليق الرغيب (١٢٠/٢)، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَعْتَقِ رَقَبَةِ»، صحيح: ابن ماجه ٢٩٥٦ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَضُعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»، صحيح، المشكاة ٢٥٨٠. التعليق الرغيب ١٢٠/٢.

৯৫৯। উমাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ভীড় ঠেলে হলেও ইবনু উমার (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানীর নিকটে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোন সাহাবীকে আমি একাপ করতে দেখিনাই। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রাহমান! আপনি ভীড় ঠেলে হলেও এই দুই রূকনে গিয়ে পৌছেন, কিন্তু আমি তো ভীড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যকোন সাহাবীকে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি একাপ কেন করব না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে অনেছিঃ এই দুইটি রূকন স্পর্শ করলে শুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

- سہیہ، تا'لیکوں را گیریں (۲/۱۲۰) آمی تا'کے آراؤ بولতے অনেছিঃ سঠিকভাবে যদি কোন লোক বাইতুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তাহলে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। - سہیہ ইবনু মা-জাহ (২৯৫৬) তা'কে আমি আরো বলতে শুনেছিঃ যখনই কোন ক্ষতি তাওয়াফ করতে গিয়ে এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে আল্লাহ

তখন তার একটি করে শুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে সাওয়াব লিখে দেন। -সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/১২০), মিশকাত (২৫৮০)

আবু ঈসা বলেন, একইরকম হাদীস ইবনু উমার (রাঃ) হতে অপরএক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সেই সনদে উমাইরের উল্লেখ নেই। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

١١٢) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : ১১২ ॥ তাওয়াফকালে কথাবার্তা বলা

٩٦. حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاؤِسٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الْطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ؛ إِلَّا أَنْكُمْ تَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ".
- صحيح : "البراءة" (١٢١)، "المشاكاة" (٢٥٧٦)، "التعليق" : "البراءة" (١٢١/٢)، "التعليق على ابن خزيمة" (٢٧٣٩).

৯৬০। ইবনু আবু আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাইতুল্লাহুর চারদিকে তাওয়াফ করা নামায আদায়ের অনুরূপ। তবে তোমরা এতে (তাওয়াফকালে) কথা বলতে পার। সুতরাং তাওয়াফকালে যে ব্যক্তি কথা বলে সে যেন ভাল কথা বলে।

- سহীহ, ইরওয়া (১২১), মিশকাত (২৫৭৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১২১), তা'লীক আলা ইবনু খুয়াইমাহ (২৭৩৯)।

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইবনু আবু আস (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনু তাউস প্রযুক্ত হতে মাওকুফ হিসেবেও বর্ণিত আছে। এটি আতা ইবনুস সাইব ছাড়া অন্যকোন সূত্রে মারফুভাবে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করার কথা বলেছেন। তারা বলেন, বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কথা, আল্লাহুর যিকির ও ইল্ম প্রসঙ্গিয় আলোচনা ব্যতীত তাওয়াফের সময় অন্য কোন কথা না বলা মুন্তাহাব।

١١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ : ১১৩ ॥ হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে

٩٦١- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ ابْنِ خُثْبَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ : وَاللَّهِ لَيَعْلَمُ أَطْمَاعَ النَّاسِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ .

- صحيح : "المشكاة" (٢٥٧٨)، "التعليق الرغيب" (١٢٢/٢).

"التعليق على ابن خزيمة" (٢٧٣٥).

৯৬১। ইবনু আবু আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! এই পাথরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। যেলোক সত্য হৃদয়ে একে স্পর্শ করবে তার সম্বন্ধে এই পাথর আল্লাহ তা'আলার নিকটে সাক্ষ্য দিবে।

- সহীহ, মিশকাত (২৫৭৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১২২), তা'লীক আলা ইবনু খুয়াইমা (২৭৩৫)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

١١٣) بَابُ

অনুচ্ছেদ : ১১৫ ॥ (যমযমের পানি বহন করা প্রসঙ্গে)

٩٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْرٌ : حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَعْفَرِيُّ : حَدَّثَنَا

زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كأن يحمله.

- صحيح : "الصحيحة" (٨٨٣) .

১৬৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যমযমের পানি সাথে করে নিয়ে আসতেন, আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বহন করে আনতেন।

- سہیہ، سہیہاہ (۸۸۳)

এই হাদীসটিকে আবু সোসান গারীব বলেছেন। আমরা এই হাদীস প্রসঙ্গে শুধু উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি।

بَاب (۱۱۶)

অনুচ্ছেদ : ১১৬ ॥ (৮ই জিলহাঞ্জ মিনায়
জুহরের নামায পড়া প্রসঙ্গে)

٩٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ -
الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفِيَّانَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ : حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ عَقْلَتِهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِمِنْيٍ، قَالَ :
قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا
يَفْعُلُ أَمْرَاوْكَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٧٠) ق.

১৬৪। আবদুল আয়ীয ইবনু রফাই (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বললাম, ইয়াওমুত-তারবিয়ায় (৮ই যুলহিজ্জায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় যুহরের নামায আদায় করেছেন? আপনি এই প্রসঙ্গে যা জানেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, তিনি ইয়াওমুন নাফরে (১৩ই যুলহিজ্জায়) আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বলেন, আবতাহ (বাতহা) নামক জায়গায়। এরপর তিনি বললেন, তোমার আমীরগণ যা করবে তুমিও সেইভাবে কর (যেখানে তারা নামায আদায় করে সেখানে তুমিও আদায় কর)

- সহীহ, সহীহ আবু দাউদ (১৬৭০) বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইসহাক ইবনু ইউসুফ আল-আয়রাকের বর্ণনাটি গারীব।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বিশ্ব কর্তৃগ্রামের দ্যমলু আল্লাহর নামে তুল করিতে

٨ - كِتَابُ الْجَنَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় ৮ : জানায়া

(۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ রোগভোগের সাওয়াব

٩٦٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَهُنَّ عَنْ بَهَاطِيَّةٍ .

- صحيح : "الروض النضير" (٨١٩) م، خ، مختصرًا.

১৬৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মু'মিন ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয় অথবা সে যদি এর চেয়ে বেশি কিছুতে আক্রান্ত হয় তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি শুনাহু মাফ করে দেন।

- سہیہ، راوی بن ناییر (۸۱۹)، مسلمیم، بُوذری، سংক্ষিপ্ত

সাঁদ ইবনু আবু ওয়াকাস, আবু উবাইদা ইবনুল জারুরাহ, আবু হুরাইরা, আবু উমামা, আবু সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আসাদ ইবনু কুরয়, জাবির, ইবনু আব্দুল্লাহ আবদুর রাহমান ইবনু আযহার ও আবু মুসা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٩٦٦- حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا وَصَبٍ، حَتَّىٰ الْهَمُّ يَهْمِه؛ إِلَّا يَكْفُرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ".

- حسن صحيح : "الصحيحة" (٢٥٠٣). م، خ، مختصرًا، وقا

: "من سيناته" وهو المحفوظ.

৯৬৬। আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ধরণের দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও রোগ, এমনকি তুচ্ছ যেকোন চিন্তাই আসুক না কেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার শুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

- হাসান সহীহ, سহীহাহ (২৫০৩), মুসলিম, বুখারী সংক্ষিপ্ত। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আনহ সায়িয়াতিহির পরিবর্তে মিন সায়িয়াতিহী উল্লেখ আছে। আর উহাই সংরক্ষিত।

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। ওয়াকী বলেছেন, তিনি এই হাদীসটি ছাড়া আরকোন রিওয়ায়াতে দুশ্চিন্তাও যে শুনাহ্র কাফ্ফারা হ্য এমন কথা শুনেননি। আবু হৱাইরা (রাঃ)-এর সূত্রেও এই হাদীসটি ক্ষেত্রে কেউ বর্ণনা করেছেন।

(۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ الْمُرِيْضِ

অনুচ্ছেদঃ ২ ॥ কৃগ্র ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

৯৬৭- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ : حَتَّىٰ

خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبَيِّ، عَنْ ثُوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزُلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ .

- صحیح : م (۱۳/۸) -

৯৬৭। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে (যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ) যেন জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে ।

- سہیہ، مسلم (۸/۱۳)

আলী, আবু মূসা, বারাআ, আবু হুরাইরা, আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সাওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটি আবু গিফার ও আসিম আল-আহওয়াল (রাহঃ) এরকমই বর্ণনা করেছেন আবু কিলাবা হতে, তিনি আবুল আশআস হতে, তিনি আবু আসমা হতে, তিনি সাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিরিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী (রাহঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, যারা আবুল আশআস হতে আবু আসমার সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সনদসূত্র অধিকতর সহীহ। মুহাম্মাদ (বুখারী) আরও বলেছেনঃ আবু কিলাবার হাদীসগুলি আবু আমরের সূত্রেই বর্ণিত, কিন্তু এই হাদীসটি আবুল আশ আসের বরাতে আবু আসমা হতেই আমি জানতে পেরেছি।

১৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثُوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ؛ وَزَادَ فِيهِ : قِيلَ : مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : "جَنَاهَا" .

- صحیح : م -

১৬৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে (উপরের হাদীসের) এরকমই বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনাতে আরো আছে: প্রশ্ন করা হল, ‘খুরফাতুল জান্নাত’ কি? তিনি বলেনঃ এটা হচ্ছে জান্নাতের কুড়ানো ফল।

- সহীহ, মুসলিম

উপরোক্ত হাদীসের মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আহ্�মাদ ইবনু আবদা আয়-যাকী (রাঃ)...সাওবান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সনদে আবুল-আশআসের উল্লেখ নেই। আবু ঈসা বলেন, হাশ্বাদ ইবনু যাইদ হতেও এই হাদীসকে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মারফুহিসেবে বর্ণনা করেননি।

٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ تُوبِيرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي فَاجِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَخْذَ عَلَيْهِ
بِيَدِي، قَالَ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى!
فَقَالَ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَعَادِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ
لَا، بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَعُودُ مُسْلِمًا غَدُوة؛ إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ حَتَّى يَمْسِي، وَإِنْ
عَادَهُ عَشِيشَةً؛ إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَصِّبِحَ، وَكَانَ لَهُ
خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

- صحيح : ইল কোলে : "জাইরা" ও চোব : "শামতা,"

"الصحيحة" (١٢٦٧)، "الروض" (١١٥٥)

১৬৯। সুওয়াইর (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হাত ধরে আলী (রাঃ) বললেন, আমার সাথে চল, অসুস্থ হ্সাইনকে দেখে আসি। আমরা তার নিকটে গিয়ে মূসা (রাঃ)-কে হায়ির

পেলাম। আলী (রাঃ) বললেন, হে আবু মূসা! আপনি কি রোগী দেখতে এসেছেন না এমনি বেড়াতে এসেছেন? তিনি বললেন, না, রোগী দেখতে এসেছি। আলী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলমান যদি অন্যকেন মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায় তাহলে সন্তুর হাজার ফিরিশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায় তবে সন্তুর হাজার ফিরিশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরী হয়।

- سَهْيَهُ، تَبَرِّهُ هَذِهِسِنَةٍ شَكْرَهُ شَكْرَهُ شَكْرَهُ شَكْرَهُ شَكْرَهُ
- سহীহ, তবে হাদীসে বর্ণিত যায়িরাণ শব্দের পরিবর্তে শামিতান শব্দ আছে। - سَهْيَهُ (১৩৬৭), আর-রা ওয (১১৫৫)

এই হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান গারীব বলেছেন। এটি একাধিকস্ত্রে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এটিকে মারফু না করে কেউ কেউ মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আবু ফাথিতার নাম সাঈদ, পিতার নাম ইলাকা।

(۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِيِّ عَنِ التَّمْنِي لِلْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ৩ ॥ মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

৭- حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَثَنَا

شُعبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضْرِبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
خَبَّابَ؛ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ؛ وَمَا أَجَدُ بِرَهْمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
لَقِيَ، وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعَونَ أَلْفًا، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
نَهَا نَهَا - أَوْ نَهَى - أَنْ تَنْمِنَ الْمَوْتَ؛ لِتَمْنِي.

- صحيح : "أحكام الجنائز" (৫৯) ق، النهي عن التمني فقط.

৯৭০। হারিসা ইবনু মুয়ার্রিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন, একদা খাব্বাব (রাঃ)-এর নিকট আমি হায়ির হলাম। তখন তার
পেটে (গরম কিছু দিয়ে) তিনি সেঁক দিছিলেন। তিনি বললেন, আমি যত
বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, জানি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের আর কোন সাহাবী এত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কি-না।
একটি দিরহামও আমার নিকটে ছিল না (নিঃস্ব ছিলাম) রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। আর এখন চল্লিশহাজার দিরহাম
আমার ঘরের কোণে পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে
অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

- সহীহ, আহকামুল জানায়িয় (৫৯), নাসাইতে শুধুমাত্র শৃঙ্খলা কামনা নিষেধ বর্ণিত আছে।

ଆବୁ ହୁରାଇରା, ଆନାସ ଓ ଜାବିର (ରାଃ) ହତେଓ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଖାବ୍-ବାବ (ରାଃ) ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଝୋଲା ହାସାନ ସହିତ ବଲେଛେ ।

٩٧١ - حَدَّثَنَا بِذِكْرِ عَلَيِّ بْنِ حُجَّرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَتْمِينُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلِيَقُولَ: اللَّهُمَّ أَحِنْنِي مَا كَانَتِ
الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوْفِنِي إِذَا كَانَتِ الوفَاءُ خَيْرًا لِي".
- صَاحِبُ : "أَيْنَ مَا جَهَ" (٤٢٦٥) ق.

৯৭১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক যেন কোন দুঃখ-কষ্টে জড়িয়ে পড়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় আমাকে সে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখ এবং আমার জন্য যখন মৃত্যু কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দাও।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (৪২৬৫), বুখারী, মুসলিম

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু হজ্র ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আবুল আয়ায ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

এই হাদীসটিকে আবু জৈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْوِذِ لِلْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ ৰাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগীর জন্য (আল্লাহ তা'আলার) আশ্রয় প্রার্থনা করা

৭২- حَدَّثَنَا يَشْرُبُنْ هَلَالِ الْبَصْرِيُّ الصَّوَافُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبَيْ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدًا! أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : بِإِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِنِكَ؛ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَنِ حَاسِدٍ، بِإِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يُشَفِّيكَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٢٣) .

৯৭২। আবু সাউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জিবরীল (আঃ) পাঠ করলেনঃ 'আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার নামে ঝাড়ছি এমন সকল কিছু হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং সকল প্রকার অনিষ্টকর প্রাণী ও সকল হিংসুটে দৃষ্টি হতে। আল্লাহ তা'আলার নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা সুস্থতা দান করুণ।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫২৩), মুসলিম

৭৩- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ابن صهيب . قال : دخلت أنا و ثابت البانى على أنس بن مالك ، فقال ثابت : يا أبا حمزة ! اشتكت ، فقال أنس : أفلأ أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلـى ، قال : اللهم رب الناس ! مذهب الناس ! أسفـ أنت الشافـي ، لا شافـي إلاـ أنتـ شـفاء لا يغـادر سـقـماـ .

- صحيح خـ .

৯৭৩। আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও সাবিত আল-বুনানী আনাস (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হাময়া! আমি অসুস্থ অনুভব করছি। আনাস (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁকের দু'আ পাঠ করে ঝাড়ব নাঃ তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রাঃ) বললেন : “হে আল্লাহ, মানবজাতির প্রভু! কষ্ট-ক্লেশ বিভাড়নকারী, রোগ হতে আপনি মুক্তি দিন, নিরাময়কারী তো আপনিই, আর কোন সুস্থিতা দানকারী নেই আপনি ব্যতীত। এমন সুস্থিতা আপনি দান করুন আর কোন রোগ যেন থাকতে না পারে”!

- سـہـیـہـ، بـুـخـارـیـ

আনাস ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন, আবু যুরআকে আমি প্রশ্ন করলামঃ বেশি সহীহ কোনটি, আবদুল আযীয-আবু নাযরা হতে তিনি আবু সাঈদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি না আবদুল আযীয-আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি? তিনি উভয় হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। আব্দুস সামাদ ইবনু আবদুল ওয়ারিস তার পিতা হতে আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আবু নাযরা হতে, তিনি আবু সাঈদ হতে এবং আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ ওয়াসিয়াতের জন্য উৎসাহ দেওয়া

১৭৪ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَرِيدُ لِيَلَتِينِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيتَهُ مَكْتُوبَةً عِنْهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۶۹۹) ق.

১৭৪ । ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি ওয়াসিয়াত করার মত সম্পদ কোন মুসলমান ব্যক্তির নিকট থাকে তবে নিজের নিকট ওয়াসিয়াতনামা লিখে না রেখে সেলোক যেন দুই রাতও অতিবাহিত না করে ।

- سہیہ، ایوب نما-জাহ (۲۶۹۹)، بُوكاری، مسلمی

ইবনু আবু আওফা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে ।
ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন ।

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلِثِ وَالرَّبِيعِ

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ

সম্পদের ওয়াসিয়াত করা

১৭৫ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ : "أَوْصَيْتَ؟"، قَلَّتْ : "نَعَمْ"، قَالَ : "إِنَّمَّا قُلْتَ : بِمَالِيِّ كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ : "فَمَا تَرَكْتَ لِوَالِدِكَ؟"، قَلَّتْ : "هُمْ أَغْنِيَاءُ

يَخْيَرُ قَالَ : "أَوْصِ بِالْعُشْرِ، فَمَا زِلتُ أَنَا قُصْهُ، حَتَّى قَالَ : "أَوْصِ
بِالْعُشْرِ مَعَهُ وَالثَّلَاثَ كَثِيرٌ ."

- صحيح "البراءة" (٨٩٩)، صحيح أبي داود (٢٥٠) ق

نحوه دون قوله : أوص بالعشر فهو ضعيف.

৯৭৫। সাঁদ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেনঃ তুমি কি ওয়াসিয়াত করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কতটুকু? আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় আমার সবটুকু সম্পদ দিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেনঃ তোমার সন্তানদের জন্য কি রাখলে? তিনি বললেন, তারা বেশ ধনী। তিনি বললেনঃ দশ ভাগের এক অংশ ওয়াসিয়াত কর। সাঁদ (রাঃ) বলেন, আমি বরাবর “তা খুবই কম” বলতে লাগলাম। তিনি শেষে বললেনঃ ওয়াসিয়াত কর তিনি ভাগের এক অংশ। আর তিনি ভাগের এক অংশও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

- سہیہ، ایرانی (۸۹۹)، سہیہ آبू داؤد (۲۵۵۰)، بُخاری،
মুসলিম | দশভাগের একভাগ ওয়াসিয়াত কর এই অংশ বাদে। এ অংশটুকু
য়েক্ষণ।

আবু আবদুর রাহমান বলেন, আমরা এক-তৃতীয়াংশের কম ওয়াসিয়াত করাকে মুস্তাহাব মনে করি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি।

ইবনু আবুস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সাঁদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এটি একাধিকস্তুত্রে বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় ‘কাবীর’ শব্দ এবং কোন কোন বর্ণনায় ‘কাসীর’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি পরিমাণ ওয়াসিয়াত করাকে জায়িয় মনে করেন না, বরং এক তৃতীয়াংশেরও কম সম্পদ ওয়াসিয়াত করাকে মুস্তাহাব মনে

করেন। সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ ওয়াসিয়াত করাকে পূর্ববর্তী আলিমগণ মুস্তাহাব মনে করতেন। এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তি যে লোক ওয়াসিয়াত করল সে লোক তো আর কিছু রাখল না। তার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়াত করা জায়িয় নয়।

٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ،
وَالدُّعَاءُ لَهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ৭ ॥ অন্তিম সময়ের লোককে তালকীন দেয়া
এবং তার জন্য দু'আ করা

১৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحِيَّى بْنُ خَلَفَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ
ابْنُ الْمُفْضِلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحِيَّى بْنِ عَمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
- صحيح : ابن ماجه (١٤٤٥، ١٤٤٤) .

১৭৬। আবু সাউদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মাঝে অন্তিম সময়ের
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করে শুনাও।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৪৪, ১৪৪৫), মুসলিম

আবু হৱাইরা, উম্ম সালামা, আইশা, জাবির ও তালহা ইবনু
উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর জ্ঞী সু'দা আল-মুরিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে
হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা
হাসান গারীব সহীহ বলেছেন।

১৭৭ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ
عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ، أَوْ
الْمَيْتَ؛ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ".

قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلْمَةَ أتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَّا سَلْمَةَ مَاتَ قَالَ : فَقُولِي : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبَى حَسَنَةٍ قَالَتْ : فَقُلْتُ فَأَعْقِبْنِي اللَّهُ مِنْهُ مُحْمَدًا وَخَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۴۴۷) -

১৭৭। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন অসুস্থ বা মৃত লোকের নিকটে তোমরা হায়ির হলে তার সম্বন্ধে ভাল কথা বলবে। কেননা, তোমরা যেসব কথা বল সে প্রসঙ্গে ফেরেশতাগণ আমীন বলে থাকেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আবু সালামা (রাঃ) মারা যাবার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামা মারা গিয়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি বল, 'হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার পরে আমাকে তার চেয়ে আরও উভয় পরিণতি দান করুন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা তার পরবর্তীতে আমাকে তার চাইতে উভয় ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

- سہیہ، ابن نبی ماء جاہ (۱۴۴۷)، مسلمیم

শাকীক হচ্ছেন ইবনু সালামা আবু ওয়াইল আসাদী। উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

মুমুর্মু রোগীকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালকীন করা মুস্তাহাব। একদল আলিম বলেন, এই কালিমা যদি সে একবার পাঠ করে নেয় তবে পরে অন্যকথা না বললে পুনরায় তাকে তালকীন করা অনুচিত এবং বারবার এই বিষয়ে তাকে চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ইবনুল মুবারাকের মৃত্যুর সময় হায়ির হলে তাকে কোন এক লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালকীন করতে থাকে এবং এই বিষয়ে বারবার তাকে তাকিদ করতে থাকে। তখন তিনি বললেন, আমি একবার তা বলেছি পরে

অন্য কোন কথা না বলা পর্যন্ত আমি এই কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ)-এর এই কথার তাৎপর্য এটাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে: “যে লোকের শেষ কথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে সে লোক জান্নাতে যাবে”।

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গে

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الرَّسَمِيُّ الْبَرْزَارِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهُونِ مَوْتٍ؛ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ .

- صحيح : "مختصر الشمائل المحمدية" (٣٢٥) خ.

৯৭৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর হতে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না অন্য কোন ব্যক্তির সহজ মৃত্যু হলৈ।

- سহীহ, مুখ্তাসার শামায়িল মুহাম্মাদীয়া (৩২৫), বুখারী

ইমাম তিরমিয়ী বলেন : আমি আবু যুরআকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম এবং তাকে বললাম : আবুর রাহমান ইবনুল আলা ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন : ব্যক্তিটি হলেন আল আলা-ইবনুল লাজলাজ।

এই হাদীসটিকে তিনি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছেন।

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجِبِينِ

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ মু'মিনদের মৃত্যুর সময় কপাল ঘামে

৯৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ

الثَّنِيُّ بْنُ سَعْيَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبَنِ".
- صحيح "ابن ماجه" (١٤٥٢).

১৪২। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে জারি পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কপালের ঘামসহ মু'মিনের মৃত্যু হয়।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৫২)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। একদল মুহাদিস বলেন, কাতাদা (রাহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা হতে কোন কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ১১ ॥ (মৃত্যুর সময় আল্লাহর নিকট
কল্যাণের আশা করা)

১৪৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادَ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَيَارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْমَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي
الْمَوْتِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَحْدِكَ؟، قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ
وَإِنِّي أَخَافُ نُبُوَّبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي
مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو، وَأَمْنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

- حسن : "ابن ماجه" (٤٢٦١).

১৮৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমৰ্শ অবস্থায় ছিল। তিনি বললেনঃ তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা'আলার রাহমাতের আশা করছি, কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুণহঙ্গলোর কারণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে বান্দার হৃদয়ে এরকম সময়ে এরপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কাংক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার বিপদাশংকা হতে নিরাপদ রাখেন।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪২৬১)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। হাদীসটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী মুরসাল হিসেবে সাবিতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(۱۲) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ النَّعْيِ

অনুচ্ছেদঃ ১২ ॥ মৃত্যুসংবাদ ফলাও করে প্রচার করা মাকরহ

১৮৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَدوْسِ بْنُ بَكْرٍ بْنِ خَنْبِيْس : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَبَسيِّ، عَنْ يَلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبَسيِّ، عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : إِذَا مِتْ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعِيَا، فَإِنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَا عَنِ النَّعْيِ .

- حسن : "ابن ماجه" (১৪৭৬) .

১৮৬। হ্যাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হলে এই বিষয়ে তোমরা কোন ঘোষণা দিবে না। আমার ভয় হয় যে, এটা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার বলে ধরা হবে। আমি মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৪৭৬)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করা

১৮৭ - حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى".

- صحيح : "أحكام الجنائز" (ص ۲۲) ق.

১৮৭ । আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রকৃত ধৈর্য হচ্ছে বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই ধৈর্যধারণ করা ।

- সহীহ, আহকা-মুল জানা-য়িজ (২২ পৃঃ), বুধারী, মুসলিম
আবু উস্তাদ হাদীসটিকে এই সূত্রে গারীব বলেছেন ।

১৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَابِيتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى".

- صحيح.

১৮৮ । আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধরতে হবে ।

- সহীহ

এই হাদীসটিকে আবু উস্তাদ হাসান সহীহ বলেছেন ।

(১৪) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمُتَّ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ মৃত লোককে চূমা দেয়া

১৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيْتٌ، وَهُوَ يَبْكِيُّ -
أَوْ قَالَ : عَيْنَاهُ تَذَرِّفَانِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (১৪০৬) .

১৪৯ । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উসমান ইবনু মাযউন (রাঃ)-কে মৃত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করেছিলেন আর কাঁদছিলেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশু ঝরছিল।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-আহ (১৪৫৬)

ইবনু আবুস, জাবির ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যাবার পর আবু বাকার (রাঃ) তাঁকে চূমা দিয়েছেন।

আইশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(১৫) بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمُتَّ

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ শাশের গোসল দেয়া

১৫০ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا مَشِيمٌ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ - قَلَّمَا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ - فَقَالَا : عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ

وَقَالَ مُنْصُورٌ -، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : تَوْفِيقٌ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : أَغْسِلْنَاهَا وِتْرًا؛ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنْ رَأَيْتُمْ، وَأَغْسِلْنَاهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلُنَّ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَلَا يَنْبَغِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذِنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَاهَا بِهِ -، قَالَ هُشَيْمٌ : وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هُؤُلَاءِ وَلَا أَدْرِي؛ وَلَعِلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ -، قَالَتْ : وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قَرْوَنٍ -، قَالَ هُشَيْمٌ : أَظْنَهُ قَالَ : فَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا -، قَالَ هُشَيْمٌ : فَحَدَثْنَا خَالِدٌ مِنْ بَنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٌ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : وَقَالَ لَنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنَهَا، وَمَوَاضِعَ الْوَضُوءِ -.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٥٨) ق.

১৯০। উন্মু আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা (যাইনাব) মারা গেলে তিনি বললেনঃ তোমরা বেজোড় সংখ্যায় তিন বার বা পাঁচ বার অথবা প্রয়োজনে এর চেয়েও অধিক বার তাঁকে গোসল দিতে পার। বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। আর শেষবার পানিতে কপূর বা কিছু পরিমাণ কপূর ঢেলে দাও। তোমাদের গোসল করানো শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানিয়ে দিও। অতএব, তার গোসল শেষ করে আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেনঃ তাঁর শরীরে এটিকে জড়িয়ে দাও। হৃশাইম বলেন, এদের (খালিদ, মানসূর) ব্যতীত অন্যদের, হয়ত হিশামও তাদের একজন, বর্ণনায় আছে যে, উন্মু আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁর চুলকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করলাম। হৃশাইম বলেন, আমর ধারণায় তিনি এও বলেছেনঃ তাঁর চুলগুলোকে আমরা তাঁর পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম।

হৃষাইম বলেন, এদের মধ্যে খালিদ আমাকে হাফসা ও মুহাম্মাদ-উস্মু আতিয়া (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেনঃ তাঁর ডান পাশ দিয়ে তার ওয়ুর স্থানসমূহ হতে গোসল শুরু কর।

- سَهْيَة، إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ، مُسْلِمٌ

উস্মু সুলাইম (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উস্মু আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। ইবরাহীম নাখ্টি (রাহঃ) বলেন, নাপাক ব্যক্তির গোসলের নিয়মের মতই মৃতের গোসল করানোর নিয়ম। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের মতে মৃত ব্যক্তির গোসল করানোর ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। আসল কাজ হচ্ছে তাকে পাকসাফ করা। ইমাম শাফিউ (রাহঃ) বলেন, মালিক (রাহঃ) একটি অস্পষ্ট কথা বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে পরিষ্কার পানি বা অন্য কোন পানি দ্বারা গোসল করিয়ে তার দেহ হতে ময়লা দূর করে দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমার মতে মৃত ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক বার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করানো মুস্তাহাব। তবে যেন তিন হতে কম না হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তাকে তোমরা তিনবার অথবা পাঁচবার গোসল করাও। যদি তিনবারের কমেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তাই যথেষ্ট হয়। তবে তাঁর এই বক্তব্য তিন বার বা পাঁচ বার-এর কোন অর্থ হয়না। এই বিষয়ে তিনি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত করে দেননি একথা বলা যায়না। ফকীহগণও এরকম কথা বলেছেন। হাদীসের প্রকৃত মর্ম তারাই হৃদয়ংগম করতে পারেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে এবং শেষবারে কর্তৃর মিশ্রিত পানি দিয়ে।

(۱۶) بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদঃ ১৬॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কস্তুরি ব্যবহার করা-

: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدُ، وَشَبَابَةُ، قَالَ : ۹۹۱

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَيْ نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ
سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَطَيْبُ الطَّيِّبِ الْمِسْكُ".
- صحيح : ۳.

১৯১। আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কস্তুরি
সবচাইতে উচ্চম সুগন্ধি।

- সহীহ, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

১৯২- حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيلِ
ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ
الْمِسْكِ؛ فَقَالَ : "هُوَ أَطَيْبُ طِبِّكُمْ".
- صحيح : ۳.

১৯২। আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কস্তুরি
প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। তিনি
বললেনঃ তোমাদের সুগন্ধিগুলোর মধ্যে এটা হলো সবচাইতে উচ্চম
সুগন্ধি।

- সহীহ, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস
অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। এই অভিযন্ত আহমাদ ও
ইসহাকের। মৃত্যের জন্য কস্তুরি ব্যবহারকে অন্য একদল আলিম মাকরুহ
বলেছেন। এই হাদীস আল-মুস্তামির ইবনুর রাইয়্যান ও আবু নাযরা হতে,
তিনি আবু সাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুইয়া ইবনু সাইদ বলেন;
আল-মুস্তামির ইবনুর রাইয়্যান ও খুলাইদ ইবনু জাফর দুজনেই
নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল করা

১৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مِنْ غُسْلِهِ الْفُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ - يَعْنِي :
الْمَيْتَ - .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٦٣) -

১৯৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল
করতে হবে এবং লাশ বহন করার পর ওয়ু করতে হবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৬৩)

আলী ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।
আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু সৈদ হাসান বলেছেন।
এটি মাওকুফ হিসেবেও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।
আলিমদের মাঝে লাশকে গোসল করানোর পর গোসল করার বিষয়ে
মতের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে কোন লোক
গোসল করানোর পরে তাকেও গোসল করতে হবে। কেউ কেউ বলেন,
তাকে ওয়ু করতে হবে। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে
গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব, আমি এটাকে
বাধ্যতামূলক বলে মনে করি না। একই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউদ্দিন।
ইমাম আহমাদ (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যে লোক গোসল করাবে
আমার ধারণা মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়, ওয়ই তার জন্য
যথেষ্ট হবে। ইসহাক (রাহঃ) বলেন, অরশ্যই তাকে ওয়ু করতে হবে।
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর
পর গোসলদানকারীর জন্য ওয়ু বা গোসল কোনটাই ওয়াজিব নয়।

(۱۸) بَابُ مَا يُسْتَحِبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

অনুচ্ছেদ : ۱۸ ॥ কাফনের জন্য যেরূপ কাপড় উত্তম

۹۹۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يُشْرُبُ بْنُ الْمُفْضَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَّيرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْبَسُوا مِنْ شَيْأِكُمُ الْبِيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ شَيَّاْبِكُمْ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ."

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۴۷۲) .

৯৯৪ । ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাদা রঙের পোশাক পর । কেননা, তোমাদের জন্য তা সবচাইতে উত্তম পোশাক । তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের এটা দিয়েই কাফন দাও ।

- سہیہ، ایوب نما-জاہ (۱۴۷۲)

সামুরা, ইবনু উমার ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন । আলিমগণও এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন । ইবনুল মুবারাক বলেন, যে পোশাক পরিধান করে মৃত ব্যক্তি নামায আদায় করত তাকে তা দিয়ে কাফন দেয়াই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় । ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, সাদা কাপড়ে কাফন দেয়াই আমরা পছন্দ করি । উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়াই মুস্তাহাব ।

(۱۹) بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ۱۹ ॥ (উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া)

۹۹۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونَسَ : حَدَّثَنَا

عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَبَّشَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي

قتادة، قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَلَيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلِيَحْسِنْ كَفْهَهُ .

صحيح : "الصحيحة" (١٤٢٥)، "أحكام الجنائز" (٥٨) م جابر.

୧୯୫ । ଆବୁ କାତାଦା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ, ତିନି ବଲେନ,
ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଚେନ୍ହଃ ଯଦି ତୋମାଦେର ମାଝେ
କୋନ ଲୋକ ତାର କୋନ ଭାଇୟେର ଓୟାଲୀ ହୟ ତବେ ସେ ଯେନ ତାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତମ
କାଫନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ।

- সহীহ, সহীহাহ (১৪২৫), আহকামুল জানা-যিজ (৫৮), মুসলিম
জাবির হতে

জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেনঃ “সে যেন তার জন্য উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে” সাল্লাম ইবনু আবু মুত্তী’ এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এটা অতি উত্তম হতে হবে, কাফনের কাপড় অধিক মূল্যের হতে হবে তা নয়।

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ

ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ୨୦ ॥ ରାସୁଲୁଗ୍ନାହ୍ ସାଗ୍ନାଗ୍ନାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଗ୍ନାମକେ
କି ପରିମାଣ କାପଡ଼ ଦିଯେ କାଫନ ଦେଯା ହେବିଲା ?

٩٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُعْرُوْةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُفَّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيُضِّنِ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ : فَذَكِّرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ : فِي ثَوْبَيْنِ وَبِرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ : قَدْ أَتَيْتُ بِالْبَرِدِ، وَلَكِنَّهُمْ رِدُوهُ، وَلَمْ يَكْفُنُوهُ فِيهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٦٩) ق.

۹۹۶۔ آئیشا (رآ) ہتھے برشیت آچے، تینی بلنے، تینٹی ریامانی سادا کاپڈ دیوے راسوںلٹاہ سالٹاہ آلا ایہی ویسا سالٹاہ کافن دےویا ہوئے ہیل۔ اتھے جاما و پاگڈی ہیل نا۔ برشنا کاری (ورویا) بلنے، لوکرہ آئیشا (رآ)-کے بلل، کٹ کٹ بلنے، دُٹی کاپڈ و اکٹی لسٹہ ریخا یونٹ چادر ڈارا تاکے کافن دےویا ہوئے ہے۔ آئیشا (رآ) بلنے، اکٹی چادر آنا ہوئے ہیل کیسے تارا تا فریوے دن اب تاکے سٹا دیوے کافن دلے ہیں।

- سہیہ، ایبن معاویہ (۱۴۶۹)، بخششی، مسلمیم

ایہ حدیثکے آبُو یوسفیہ حسان سہیہ بلے ہے۔

۹۹۷- حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بْنُ السَّرِّيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَفَنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ فِي نَمَرَةٍ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ۔

- حسن : "الاحکام" (۶۰۰۹)

۹۹۷۔ جابریہ ایبن ابودلٹاہ (رآ) ہتھے برشیت آچے، شدھماۃ اکٹی پشمی چادر ڈارا ہامیا ایبن ابودل معتالیہ (رآ)-کے راسوںلٹاہ سالٹاہ آلا ایہی ویسا سالٹاہ کافن دیوئے ہیلے ہے۔

- ہسان، آنل-آہکام (۵۹,۶۰)

آلی، ایبن ابکاس، ابودلٹاہ ایبن میگاہکال و ایبن عمار (رآ) ہتھے و ایہ انوچھے ہدیث برشیت آچے۔ آئیشا (رآ) ہتھے برشیت ہدیثکے آبُو یوسفیہ حسان سہیہ بلے ہے۔ راسوںلٹاہ سالٹاہ آلا ایہی ویسا سالٹاہ میر کافنے کے پسکے بیتلہ رکم ہدیث آچے۔ آئیشا (رآ)-کے ہدیث تناخی سبھا تھے سہیہ۔ ایہ ہدیث انویاہی راسوںلٹاہ سالٹاہ آلا ایہی ویسا سالٹاہ میر بیشیر باغ بیشہ باغ ساہبی و اپرالاپر کا لیمگن آمال کرے ہے۔ سعفیان ساولی بلنے، پورمودے رکم کاپڈ کافن دےویا ہوے۔ دُٹی چادر و اکٹی جاما ہیا تینٹی چادرے کافن دےویا ہیا۔ دُٹے کاپڈ نا پاؤیا

৩১৬

সহীহ আহ-তিরমিয়া / صحیح الترمذی

গেলে একটিতেই যথেষ্ট হবে। আর তিনটি না পাওয়া গেলে দু'টিই যথেষ্ট। তিনটি পাওয়া গেলে তা বেশি উভয়। এই অভিমত ইমাম শাফিই, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। তারা বলেন, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।

(۲۱) بَابَ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيْتِ

অনুচ্ছেদ ৪: ۲۱ ॥ মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য
খাবার তৈরী করে পাঠানো

٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا
سَفِيَّانُ بْنُ عَيْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعِيَ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا :
فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ هُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ".

- حسن : "ابن ماجه" (۱۶۱۰)، "المشكاة" (۱۷۳۹) .

৯৯৮ । আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাফর (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার খবর এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা, এমন খবর তাদের নিকটে এসেছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৬১০), মিশকাত (১৭৩৯)

এই হাদীসটিকে আবু সিসা হাসান সহীহ বলেছেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারের দুঃখ-কষ্ট জনিত ব্যস্ততার কারণে তাদেরকে কিছু পাঠানোকে একদল আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিইর। জাফর ইবনু খালিদ হচ্ছেন ইবনু সা-রাহ, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইবনু জুরাইজও তার বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ
الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِنَّبَةِ

অনুচ্ছেদ : ২২ ॥ বিপদের সময় কপালে হাত চাপড়ানো ও
জামার বুক ছেড়া নিষেধ

١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَارِعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
سَفِيَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْأَيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مِنْ شَقَ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ
الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدُعَوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

- صحيح : أبن ماجه (١٥٨٤) ق.

১৯৯ । আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেসব লোক (মৃত্যুশোকে) জামার বুক
ছিড়ে, গাল চাপড়ায় ও জাহিলী যুগের ন্যায় হা-ত্তাশ করে সেসব লোক
আমাদের দলভুক্ত নয় ।

- سہیہ، ای بن نعہ-جاح (۱۵۸۴)، روشانی، مسلمیم

এই হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন ।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَافِيَّةِ النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা মাকরুহ

١٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا قَرَانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ
بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاطِئِ، عَنْ عَلَىِ بْنِ
رَبِيعَةِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : قَرَظَةُ بْنُ

كَعْبٌ، فَنَبَّأَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شَعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمَدَ اللَّهَ، وَأَتَّسَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ نَبَّأَ عَلَيْهِ، عَذَّبَ بِمَا نَبَّأَ عَلَيْهِ.

- صحيح : "الأحكام" (٢٨، ٢٩) ق.

১০০০। আলী ইবনু রাবীআ আল-আসাদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কারায়া ইবনু কা'ব নামক এক আনসারী মারা গেলে তাঁর জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি শুরু হয়। এমতাবস্থায় মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) এসে মিস্বারে উঠলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, ইসলামে বিলাপ করে কাঁদার বিধান কোথায়? সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

- سہیہ، آل اہکام (۲۸، ۲۹)، بُখاری، مُسْلِم

উমার, আলী, আবু মূসা, কাইস ইবনু আসিম, আবু হুরাইরা, জুনাদ ইবনু মালিক, আনাস, উম্ম আতিয়া, সামুরা ও আবু মালিক আল-আশআরী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ: أَنَّبَانَ شَعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيَّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِيَّ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَنْ يَدْعُهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى: أَجْرَبَ بَعِيرَ، فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ؛ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ وَالْأَنْوَاءُ: مُطْرَنَا بِنَوَءِ كَذَا وَكَذَا.

- حسن : "الصحيحة" (٧٣٥).

১০০১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতদের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি (খারাপ) বিষয় আছে। তারা কখনও এগুলো (পুরোপুরি) ছাড়বে নাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ সহকারে ত্রন্দন করা, বংশ তুলে গালি দেওয়া, সংক্রামক রোগ সংক্রমিত হওয়ার ধারণা, একটি উট সংক্রমিত হলে একশ'টি উটে তা সংক্রমিত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটি কিভাবে সংক্রমিত হল? আর নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হলো।

- हासान, सशीहात् (७३५)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ

ଅନୁଷ୍ଠଦ : ୨୪ ॥ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ କାନ୍ନାକାଟି କରା ମାକରହ

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
ابْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبْنِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
: الْمَيْتُ يَعْذَبُ بِمَا كَانَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٩٣) ق.

১০০২। উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - লছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কানাকাটির কারণে তাকে শান্তি দেওয়া হয়।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৯৩), বুধারী, মুসলিম

ଇବୁ ଉମାର ଓ ଇମରାନ ଇବୁ ହସାଇନ (ରାଃ) ହତେଓ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଏହି ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଝେସା ହାସାନ ସହୀତ ବଲେଛେ । ଏହି ହାଦୀସର ଭିତ୍ତିତେ ଏକଦଳ ଆଲିମ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ କାନ୍ନାକାଟି କରା

অপছন্দ করেছেন। তারা বলেন, তাকে তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে শান্তি দেওয়া হয়। উক্ত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, আমি আশা করি যদি মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদেরকে তার জীবিতাবস্থায় কাঁদতে বারণ করে যায় তাহলে তাদের কান্নার কারণে তার কিছু হবে না।

١٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُبْرٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ مُوسَى ابْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُولُ بِأَكِيرٍ : وَاجْبَلَاهُ! وَاسِدَاهُ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلَّا وَكُلَّ بْهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ" : أَهْكَمَ كُنْتُ؟ .

- حسن : "ابن ماجه" (١٥٩٤) .

১০৩। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তাঁর জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন ক্ষেত্রে আর বলে, হায় আমাদের পাহাড়! হে আমাদের নেতা বা অনুরূপ কোন কথা, তখন দুইজন ফিরিশতা এ মৃত ব্যক্তির জন্য নিঝোগ করা হয়। তারা তার বুকে ঘূষি মারে আর বলতে থাকে, তুমি কি একপ ছিলে?

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৫৯৪)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি
১০৪- حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ : حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمَهْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ

ابْنُ عَمْرُو، عَنْ يَحِيَّى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمَيْتُ يُعْذَبُ بِمَا كَانَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ".

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَرَحْمَهُ اللَّهُ! لَمْ يَكُنْ ذَبِيبٌ، وَلَكِنَّهُ وَهِمٌ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا : "إِنَّ الْمَيْتَ لِيُعَذَّبَ؛ وَإِنَّ أَهْلَهُ لِيُكَوَّنَ عَلَيْهِ".

- صحيح : "أحكام الجنائز" (٢٨) ق.

১০০৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শান্তি দেওয়া হয়। আইশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহু তা'আলা তাঁকে (ইবনু উমারকে) রহম করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং ভুল বুঝেছেন। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ইয়াহুনী অবস্থায় মারা গিয়েছিলঃ মৃত ব্যক্তিকে (তার শুনাহের কারণে) শান্তি দেওয়া হচ্ছে, আর তার জন্য তার পরিবারের লোকেরা কাঁদছে।

- سہیہ، آہکا-مূল জানা-পিজ (২৮)، بুখারী، মুসলিম

ইবনু আবুস, কারায়া ইবনু কাব, আবু হুরাইরা, ইবনু মাসউদ ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু সৈদ হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস আইশা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা “ওয়ালা তাফিরু ওয়াযিরাতুন বিয়রা উখরা” (একজন অপরজনের বোঝা বহন করবে না) আয়াত দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিউরও।

১০০৫ - حَدَّثَنَا عَلَيْيَ بنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ، عَنْ

ابن أبي ليلٰ، عن عطاءٍ، عن جابر بن عبد الله، قال : أخذ النبي ﷺ
بنَبِيْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانطَلَقَ إِلَيْهِ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ
بِنَفْسِهِ، فَأَخْذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنُ : أَتَبْكِيْ؟ أَوْلَمْ تَكُنْ نَهِيَّتٌ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ : لَا، وَلِكُنْ نَهِيَّتُ
عَنْ صَوْتِيْنِ حَمْقَيْنِ فَاجْرِيْنِ : صَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْسٌ وَجُوْهٌ، وَشَقٌّ
جِيْوٌ، وَرَنَةٌ شَيْطَانٌ .

- حسن .

১০০৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর নিকটে গেলেন। তাঁকে তিনি মুমৰ্শ অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং কাঁদলেন। আবদুর রাহমান (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনিও কাঁদছেন? আপনি কি কান্না করতে বারণ করেননি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি দুইটি নির্বোধ সুলভ ও পাপাচারমূলক চিকার নিষেধ করেছিঃ বিপদের সময় চিকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিঁড়ে ফেলা আর শাইতানের মত (চিকার) কান্নাকাটি করা।

- হাসান, হাদীসটিতে আরো অনেক বক্তব্য আছে।

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন।

১০০৬- حدثنا قتيبة، عن مالك، قال : وحدثنا إسحاق بن موسى
: حدثنا معاذ : حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم، عن أبيه، عن عمرة، أنها أخبرته : أنها سمعت عائشة

وَذِكْرٌ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيْتَ لِيَعْذَبَ بِبَكَاءِ الْحَيِّ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَ ، أَوْ أَخْطَأَ ؛ إِنَّمَا مَرْسَلُ اللَّهِ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبَكِّيُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيُبَكِّونَ عَلَيْهَا ; وَإِنَّهَا لَتُعْذَبُ فِي قُبْرِهَا .

- صحيح : "الأحكام" (٢٨) ق.

১০০৬। আমর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আইশা (রাঃ)-এর নিকট শুনেছেন যে, তার নিকট উল্লেখ করা হল যে, ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয় (এ কথা শুনে) আইশা (রাঃ) বললেন, আবদুর রাহমানের বাবাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি। তবে তিনি হয়ত ভুলে গেছেন বা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। (প্রকৃত বিষয় এই যে,) কোন এক ইয়াহূদী নারীর লাশের বা কবরের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন। তখন তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ তার জন্য তো এরা কান্নাকাটি করছে, অথচ তাকে কবরের মাঝে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

- সহীহ, আল-আহকাম (২৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَّا الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ : ২৬ ॥ জানায়ার (লাশের) আগে আগে চলা

١٠٧- حلثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأسحاق بن منصور،

وَمُحَمَّدٌ بْنُ غِيلَانَ، قَالُوا : حَدَثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٨٢).

১০০৭। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রাঃ)-কে জানায়ার আগে আগে চলতে দেখেছি।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৮২)

১০০৮- حَدَثَنَا الْخَسْنُ بْنُ عَلَيِّ الْخَلَّالُ : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مُنْصُورٍ، وَبَكْرٍ الْكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذَكُّرُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

- صحيح.

১০০৮। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রাঃ)-কে জানায়ার আগে আগে চলতে দেখেছি।

- سহীহ

১০০৯- حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

قَالَ الزَّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" أيضاً.

۱۰۰۹۔ یوہری (راہۃ) ہتے بर्णیت آچے، تینیں بلنے، راسُلُللٰہؐ ساٹھا ہے آلا ایسی ویسا سالماں، آبُو ہاکِر و عمار (راہۃ) جانایا رہ آگے آگے چلتے ہیں۔ یوہری بلنے، آماکے سالم (راہۃ) جانی یہے ہے، تار پیتا و جانایا رہ آگے آگے یہتے ہیں۔

- سہیت، ایبن معاذ

آناس (راہۃ) ہتے وہ ایسی باریت آچے۔ آبُو یوسف بلنے، انکھلے سوتھے ایبن عمار (راہۃ)-کے ہادیستی باریت ہے۔ یوہری (راہۃ) ہتے باریت یہ، راسُلُللٰہؐ ساٹھا ہے آلا ایسی ویسا سالماں جانایا رہ آگے آگے یہتے ہیں۔ سالم (راہۃ) باریت کرنے کرنے یہ، تار پیتا جانایا رہ آگے آگے یہتے ہیں۔ ہادیس بیشادردگان سکھلے ہے (یوہری ہتے باریت) مورسال ہادیستیکے بیش سہیت بلنے ہے۔ ایبن علی مورسال یوہری کے بیش سہیت بلنے ہے۔ ایبن علی مورسال یوہری کے بیش سہیت بلنے ہے۔ ایبن علی مورسال یوہری کے بیش سہیت بلنے ہے۔

آبُو یوسف بلنے، ایسی ہادیستی ہے ایڈھیاں ایبن علی یوہری کے بیش سہیت بلنے ہے۔ ایڈھیاں، ہاکِر و سعیدیان یوہری ہتے، سالم کے بڑا تھے تار پیتا ہتے باریت کرنے کرنے ہے۔

آلیم دیر مارے جانایا رہ آگے آگے چلنا پرسنے مات پاہکا آچے۔ راسُلُللٰہؐ ساٹھا ہے آلا ایسی ویسا سالماں کیلئے ہادیستی بیشہبند ساہبی و اپرالاپر کیلئے سختیک ہادیستی ماتے جانایا رہ آگے آگے چلنا ٹھٹھا۔ ایسی مات ہمایم شافیست و آہماد (راہۃ)-کے ہے۔

آبُو یوسف بلنے، ایسی ہادیستی (پرہبتوں) ہادیس ارجمند ہے۔

۱۰۱۰۔ حدثنا أبو موسى مُحَمَّدُ بْنُ الثَّنَى : حدثنا محمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ : حدثنا يُونسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۴۸۲)۔

১০১০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকার, উমার এবং উসমান (রাঃ) জানায়ার আগে আগে চলতেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৮৩)

আবু ঈসা বলেন, আমি এই হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মদ আল-বুখারীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনু বাকার এ হাদীসের সনদে ভুল করেছেন। মূলতঃ ইউনুস-যুহরীর সূত্রে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকার ও উমার (রাঃ) জানায়ার আগে আগে যেতেন। যুহরী বলেন, সালিম আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার পিতাও জানায়ার আগে আগে যেতেন। মুহাম্মদ আল-বুখারী বলেন, এটিই হলো বেশি সহীহ বর্ণনা।

(٢٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদঃ ২৯ ॥ জানায়ার সাওয়ার হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

১-১৩ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَثَنَا أَبُو دَاؤُدُ : حَدَثَنَا شُعبَةُ، عَنْ سِيمَاكِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ أُبِي الدَّحْدَاحِ؛ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى، وَنَحْنُ حَوْلُهِ، وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ .

- صحيح : "الأحكام" (৭৫) م.

১০১৩। সিমাক ইবনু হারব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ আমরা ইবনুদ দাহ্দাহ-এর জানায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার অবস্থায় ছিলেন। আমরা তাঁর চারপাশে ছিলাম এবং সেটি আন্তে আন্তে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং ঘোড়ার চলার তালে তালে তিনি দুলছিলেন।

- সহীহ, আল আহকাম (৭৫), মুসলিম

١٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو قَتْبَةَ، عَنِ الْجَرَاحِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًّا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ .
- صحيح : انظر ما قبله.

১০১৪। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনুদ্দাহ-এর জানায়ায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেটে যান, কিন্তু ফিরে আসেন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে।

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৩০ ॥ জানায়া (লাশ) নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া

١٠١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْبِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا؛ تَقْدِمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا؛ تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .
- صحيح : "ابن ماجہ (۱۴۷۷) ق.

১০১৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জানাযা (লাশ) নিয়ে তোমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল। কেননা, সে যদি ভাল লোক হয় তাহলে তোমরা উভয় পরিগতির দিকে তাকে এগিয়ে দিলে। আর যদি সে খারাপ লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে তোমাদের গর্দন হতে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখলে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৭৭), বুখারী, মুসলিম

আবু বাক্রা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحْدِي، وَذِكْرٌ حَمْزَةَ

অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ও

হাময়া (রাঃ) প্রসঙ্গে আলোচনা

১- ১০১৬ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحْدِي، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَأَهُ قَدْ مِثْلِ بَهِ، فَقَالَ : "لَوْلَا أَنْ تَحِدْ صَفِيفَةً فِي نَفْسِهَا؛ لَتَرَكْتَهُ حَتَّى تَكُلَّهُ الْعَافِيَةُ؛ حَتَّى يَحْشُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَطْوَنِهَا" ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِنِمَرَةٍ، فَكَفَنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدْتَ عَلَى رَأْسِهِ بَدَّ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدْتَ عَلَى رِجْلِيهِ بَدَّ رَأْسَهُ، قَالَ : فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّ التَّيَابُ، قَالَ : فَكَفَنَ الرَّجُلَ، وَالرَّجْلَانِ وَالثَّلَاثَةِ فِي الشُّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ : "أَيْهُمْ أَكْثَرُ قَرَانًا؟، فَيَقْدِمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ" ، قَالَ : فَدَفَنُوهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَصْلِ عَلَيْهِمْ .

- صحيح : "الاحكام" (٦٠، ٥٩).

১০১৬ । আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন হাময়া (রাঃ)-এর লাশের নিকটে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ

(ہامیار بون) ساکھیয়া তাঁর মনে আঘাত পাবে এমন ভয় যদি না হতো তাহলে আমি এই অবস্থায়ই তাঁর লাশ ছেড়ে যেতাম। তাকে হিংস্র জীবজন্তু খেয়ে ফেলত এবং সে এদের পেট হতেই কিয়ামাতের দিন বেরিয়ে আসত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি সাদা-কালো ডোরাযুক্ত চাদর নিয়ে আসতে বললেন এবং সেটা দিয়ে তার কাফন পরান। তা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দু'পা বেরিয়ে যেত, আবার তার পায়ের দিকে টানলে তার মাথা বেরিয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, নিহতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি কিন্তু কাপড় কম ছিল। তাই এক কাপড়ে একজন, দুইজন, এমনকি তিনজনকেও একসাথে কাফন পরানো হয় এবং একই কবরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করতেনঃ এদের মধ্যে কার বেশি কুরআন জানা আছে? তাকেই তিনি কিবলার সমুখে এগিয়ে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশগুলোর দাফন সম্পন্ন করলেন, কিন্তু তাদের জানায় আদায় করেননি।

- سہیہ، آلِ آہکام (۵۹، ۶۰)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান গারীব বলেছেন। অমরা আনাস (রাঃ)-এর এই হাদীস সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে জানতে পারিনি। হাদীসে বর্ণিত নামিরা অর্থ পুরাতন কাপড়। উসামা ইবনু যাইদের বর্ণনা সম্পর্কে মতভেদ আছে। লাইস ইবনু সাদ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব হতে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু কাব ইবনু মালিক হতে, তিনি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ হতে, আর মামার বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সা'লাবা হতে, তিনি জাবির হতে। এই হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে যুহরীর সূত্রে উসামা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। লাইস ইবনু সাদ-ইবনু শিহাব হতে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু কাব হতে, তিনি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ হতে এই সূত্রে বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে মুহাম্মাদ বুখারীকে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই সূত্রটি বেশি সহীহ।

بَابٌ (৩৩)

অনুচ্ছেদ : ৩৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মৃত্যুর স্থান ও দাফনের স্থান)

১০১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِيقَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ؛ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
شَيْئًا مَا نَسِيَتْهُ، قَالَ : "مَا قَبَضَ اللَّهُ نِيَّاتِي؛ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ
أَنْ يَدْفَنَ فِيهِ"؛ ادْفُونُوهُ فِي مَوْضِعٍ فِرَاسِهِ .

- صحيح : "الأحكام" (١٢٧، ١٢٨) م، "مختصر الشمائل" . (৩২৬)

১০১৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর দাফন সম্পর্কে সাহাবীগণের মাঝে মতের অমিল দেখা দেয়। আবু বাকার (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আমি কিছু শুনেছি, তা আমি ভুলিনি। তিনি বলেছেনঃ যে স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে দাফন হওয়ার ইচ্ছা করেন সে স্থানেই তাঁর মৃত্যু দেন। তোমরা তাঁকে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন কর।

- سَهْيَهُ، أَلَّا أَهْكَامُ (১৩৭، ১৩৮)، مُسْلِيمُ، مُخْتَصِرُ الشَّمَائِلِ (৩২৬)

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। শ্রবণশক্তির দিক হতে আবদুর রাহমান ইবনু আবু বাকারকে দুর্বল বলা হয়েছে। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনু আববাস (রাঃ) এই হাদীসটিকে আবু

বাকার (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে
বর্ণনা করেছেন।

(۳۵) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ

অনুচ্ছেদ : ۳۵ ॥ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পূর্বে বসা

— ۱۰۲۰ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا صَفَوَانُ بْنُ عِيسَىٰ، عَنْ
بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أَمِيَّةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّاصِمِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ: لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ فِي الْحَدِّ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ :
هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدًا! قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ : "خَالِفُوهُمْ،

— حسن : "ابن ماجه" (۱۵۴۵) .

• ۱۰۲۰ . উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন লাশের সাথে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতেন তাহলে কবরে তা না রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। একদা এক ইয়াহুদী পণ্ডিত তাঁকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরাও এক্ষণ করি। এরপর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার) আগেই বসতে লাগলেন এবং বললেনঃ তোমরা তাদের বিপরীত কর।

— হাসান, ইবনু মা-জাহ (۱۵۴۵)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রে বিশ্র ইবনু
রাফি খুব একটা শক্তিশালী নন।

(৩৬) بَابُ فَضْلِ الْمُصْنِيَةِ إِذَا احْتَسِبَ

অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ বিপদের মাঝে সাওয়াবের আশায়

ধৈর্য ধরার ফায়লাত

١٠٢١ - حَدَثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَارِكِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ : دَفَنتُ ابْنِي سِنَانًا؛ وَأَبْوَ طَلْحَةَ الْخَوَالِنِيِّ جَالِسًا عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخَرْوَجَ؛ أَخْذَ بِيَدِيِّي، فَقَالَ : أَلَا أَبْشِرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ! قَلْتُ : بَلٍ، فَقَالَ : حَدَثَنِي الصَّحَافُ بْنُ عَبْدِ الْلَّهِ حَمْنَ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ : قَبضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيَقُولُ : قَبضْتُمْ ثَمَرَةَ فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسُمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

- حسن : "الصحيحة" (١٤٠٨).

১০২১। আবু সিনান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার ছেলে সিনানকে আমি দাফন করলাম। কবরের কিনারায় আবু তালহা আল-খাওলানী (রাহঃ) বসা অবস্থায় ছিলেন। কবর হতে আমি যখন উঠে আসতে চাইলাম তখন আমার হাত ধরে তিনি বললেন, হে আবু সিনান! তোমাকে কি আমি সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে যাহ্হাক ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু আর্যাব (রাহঃ) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ

ساللٰاھ آلٰا ایھی وَيَا سَالِلَّا مَ بَلَقْهُنْ : کوں باندراں کوں سوتاں مارا گے لئے تখن آلٰاھ تا'آلٰا تا'ر فرےش تادےर پرش کر رئے، تو مردا آمara باندراں سوتاں کے کی چینیے آن لے؟ تارا بولے، ہے । پونرایا آلٰاھ تا'آلٰا پرش کر رئے، تو مردا تار ہدیےر ٹوکرائے کے چینیے آن لے؟ تارا بولے، ہے । پونرایا تینی پرش کر رئے، تখن آمara باندرا کی بولے چے؟ تارا بولے، سے آپنارا پتی پرشنسا کر رئے اور ہے اور ہنلا لیلٰاھی وَيَا ہنلا ایھی راجیون پاٹ کر رئے । آلٰاھ تا'آلٰا بولن، جانلٰا ترے مধے آمara ایھ باندراں جنے اکٹی ہر تیری کر اور ہے تار نام را خہ "بائی ٹول ہامد" با پرشنسا لیے ।

- ہاسان، سہیہ تار (۱۴۰۸)

ایھ دادیستکے آبُو یوسفیہ ہاسان گاریب بولے چنے ।

(۳۷) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

انوچند : ۳۷ ॥ جانایا ر نامایےر تاکبیر

۱۰۲۲ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ^{۱۰۰} : حدثنا عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة : أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَرَ أَرْبَعاً.
- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۵۳۴) ق.

۱۰۲۲ । آبُو ہرایرا (را) ہتے برجیت آچے، نابی ساللٰاھ آلٰا ایھی وَيَا سَالِلَّا مَ بَلَقْهُنْ ناجاشیر جنے چار تاکبیرے رے مادھیمے (گاٹی) جانایا ر نامای آدایا کر رئے ।

- سہیہ، ایبُو مَاجَہ (۱۵۳۴)، بُرْخَاری، مُسْلِم

ایبُو آکواس، ایبُو آبی آওشا، جابری، آنامس و اییا یید ایبُو سائبیت (را) ہتے و ایھ انوچنے دادیس برجیت آچے । آبُو یوسفیہ بولن، اییا یید ایبُو سائبیت (را) یا اید ایبُو سائبیت (را)- ار بڈ بائی ।

বদরের যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করে ছিলেন কিন্তু যাইদ (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেননি। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মতে চার তাক্বীরে জানায়ার নামায আদায় করতে হবে। এই মত ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক, শাফিউদ্দীন, আহমাদ ও ইসহাকের।

١٠٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْتَنِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عُمَرِ بْنِ مَرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : كَانَ زَيْدُ ابْنِ أَرْقَمَ يَكْبُرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةِ خَمْسَةً، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكِ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُهَا .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٥) .

১০২৩। আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের জানাযাগুলোতে যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) চারবার তাক্বীর দিতেন। কিন্তু এক জানায়ায তিনি পাঁচবার তাক্বীর দিলেন। তাকে এই বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাক্বীরও দিতেন।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۱۵۰۵)، مسلمیم

যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ। তাদের মতে জানায নামাযে পাঁচবার তাক্বীর পাঠ করতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, জানাযার নামাযে যদি ইমাম সাহেবে পাঁচবার তাক্বীর পাঠ করেন তবে মুক্তাদীদেরকে তার অনুসরণ করতে হবে।

(۳۸) بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ জানায়ার নামাযের দু'আ

— ۱۰۲۴ — حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُبْرٍ : أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا

الْأَوَّلَاعِيُّ، عَنْ يَحِيَّى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ : "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحِينَا وَمِيتَنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا".

— صحيح : "ابن ماجه" (۱۴۹۸).

১০২৪। আবু ইবরাহীম আল-আশহালী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায়ার নামায পড়তেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড় এবং পুরুষ ও মহিলা সবাইকেই মাফ করুন”। ইয়াহ্তইয়া বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাকে আবু সালামা ইবনু আবদুর রাহমান একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাতে আরো আছেঃ “হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন তাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং যে ব্যক্তিকে মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের সৃষ্টি মৃত্যু দান করুন”।

— সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৮)

আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, আই , আবু কাতাদা, জাবির ও আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইবরাহীমের পিতা হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে ইয়াহ্তইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবু সালামা ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হিশাম আদ-দাস্তাওয়াই ও আলী ইবনুল মুবারাক মুর্সাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইকরিয়া ইবনু আশ্বার এটিকে ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবু সালামা হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনু আশ্বারের রিওয়ায়াত সংরক্ষিত নয়। ইয়াহুইয়ার সূত্রে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি বিভিন্নভাবে পতিত হন। ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদার বরাতে তার পিতার সূত্রে ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেছেন, ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবু ইবরাহীম আল-আশহালী হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি এই অনুচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি সহীহ। আমি তাকে আবু ইবরাহীম আল-আশহালীর নাম জিজেস করলে তিনি তা বলতে পারেননি।

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ :
حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْلِي عَلَى مَيْتٍ فَفَهَمْتُ
مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ
اللَّهُمَّ لَغَفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغَسِّلُ
الثَّوْبَ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٠) م.

১০২৫। আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মৃত ব্যক্তির জানায়ার নামায আদায় কালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে দু'আ পাঠ করতে শুনেছি আমি তার বাক্যগুলি মনে রেখেছি : “হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন এবং

তাকে এমনভাবে (আপনার দয়ার) শিশির বিন্দু দিয়ে ধৌত করুন যেভাবে কাপড় ধোয়া হয়”।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-جَاهُ (١٥٠٠) مُسْلِم

এই হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারী (রাহঃ) এটাকেই এই অনুচ্ছেদের সবচেয়ে বেশি সহীহ হাদীস বলেছেন।

(۳۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ৩৯ ॥ জানায়ার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ

১০২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ : حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَرأً عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٥) خ

১০২৬ । ইবনু আব্রাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জানায়ার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-جَاهُ (١٤٩٥)، بুখারী

উম্মু শারীক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, ইবনু আব্রাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু উসমান হচ্ছেন আবু শাইবা আল-ওয়াসিতী। তিনি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইবনু আব্রাস (রাঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই সহীহ। তিনি বলেন, জানায়ার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত।

১০২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ :

حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ - أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ .
- صحيح : انظر ما قبله.

১০২৭। তালহা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আববাস (রাঃ) এক মৃত ব্যক্তির জানায়া আদায় করলেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তাকে এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা দানকারী।

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। জানায়ার নামাযে প্রথম তাক্বীর পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠকে তারা পছন্দ করেছেন। এই মত ইমাম শাফিউল্লাহ, আহমাদ ও ইসহাকেরও। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, জানায়ার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। কেননা, এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা, নাবীর প্রতি দরুদ পাঠ এবং মৃতের জন্য দু'আ করা। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের। রাবী তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আউফ হলেন আব্দুর রাহমান ইবনু আউফের ভাতৃপুত্র। তার নিকট হতে যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ৪০ ॥ জানায়ার নামাযের ধরণ ও

মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ

১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَارِكِ، وَيُونُسُ
ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدٍ بْنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ الْيَزْنِي، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هَبِيرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا: جَرَاهِمَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ.

- حسن : "أحكام الجنائز" (١٢٨).

১০২৮। মারসাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইয়ায়ানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মালিক ইবনু হুবাইরা (রাঃ) জানায়ার নামায আদায় করতেন তখন লোকজনের উপস্থিতি অল্প হলে তাদেরকে তিনি তিনি সারিতে ভাগ করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির জানায়ার নামায তিনি কাতার লোক আদায় করেছে তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত হয়েছে।

- হাসান, আহকামুল জানায়িয় (১২৮)

আইশা, উম্ম হাবীবা, আবু হুরাইরা ও মাইমুনা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মালিক ইবনু হুবাইরা হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। অনেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবনু সাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারসাদ ও মালিক ইবনু হুবাইরার মাঝে আরও একজন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত বর্ণনাই আমার মতে বেশি সহীহ।

১০২৯ - حَدَثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُوبَ. وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرَةَ، قَالَا : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ عَنْهُ - كَانَ لِعَاشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ

الْمُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ”。 وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ حُجَّرٍ فِي حَدِيثِهِ : ”مِائَةً فَمَا فَوْقَهَا“.

- صحيح : "الأحكام" (১৮) م.

১০২৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর একশত জনের একদল মুসলমান তার জানায়ার নামায আদায় করে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তার জন্য তাদের সুপারিশকে ক্ষুব্ল করা হবে। আলী (ইবনু হজর) তার বর্ণিত হাদীসে (একশতের স্থলে) একশত বা ততোধিক' বাক্য উল্লেখ করেছেন।

- سہیہ، آں آہکام (১৮)، مسلم

আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটিকে কিছু বর্ণনাকারী মাওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মারফু হিসাবে নয়।

(٤١) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْ غَرْبِهَا

অনুচ্ছেদ ৪১ ॥ সূর্য উদয় ও অন্ত যাওয়ার সময় জানায়ার
নামায আদায় করা মাকরহ

— ১০৩. — حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهْنَمِيِّ، قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَا أَنْ نَصْلِي فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا : حِينَ تَطْلُعُ

الشمس بارِغَةٌ حَتَّى ترْفَعَ، وَجِينَ يَقُومُ قَائِمٌ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمْبَلُ، وَجِينَ
تَضَيِّفُ الشَّمْسَ لِلْغَرْوِيْبِ حَتَّى تَغْرِبُ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۰۱۹) م۔

۱۰۳۰ । উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন তিনটি সময় আছে যে সময়ে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতে অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন সম্পন্ন করতে বারণ করতেনঃ চক্রমক্ করে সূর্য উঠার সময় হতে তা সম্পূর্ণভাবে না উঠা পর্যন্ত; দুপুরের সময় সূর্য ঠিক (মাথার উপর) সোজা হয়ে যাওয়া হতে যতক্ষণ পর্যন্ত তা ঢলে না পড়ে এবং যে সময় সূর্য ডুবার সময় হয়, সম্পূর্ণভাবে তা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত।

- سہیہ، ایبن معاذ (۱۵۱۹)، مسلمیم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও একদল আলিম আমল করেছেন। জানায়ার নামায উল্লেখিত ওয়াক্তসমূহে আদায় করাকে তারা মাকরহ বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেছেন, 'মৃতকে দাফন না করার' কথা বলে এ হাদীসে জানায়ার নামায না আদায় করা বুঝানো হয়েছে। সূর্য উদয়ের সময়, ঠিক দুপুরে এবং সূর্য ডুবার সময় তিনি জানায়ার নামায আদায় করাকে মাকরহ বলেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম, আহমাদ ও ইসহাক। ইমাম শাফিঙ্গ বলেছেন, যেসব ওয়াক্তে নামায আদায় করা মাকরহ সেসব ওয়াক্তে জানায়ার নামায আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

অনুচ্ছেদ ৪৪২ ॥ শিশুদের জন্য জানায়ার নামায আদায় করা

- حدَّثَنَا يَثْرَبُ بْنُ أَدَمَ - أَبْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَانِ - الْبَصْرِيُّ - ۱۰۲۱

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْيَدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَنْ زَيَادِ بْنِ جَبِيرٍ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الرَّاكِبُ خَلْفُ الْجَنَازَةِ، وَالْمَأْشِيُّ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالْطَّفْلُ يَصْلِي عَلَيْهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٧).

১০৩১। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে, আর পায়ে হাটা ব্যক্তি যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সেদিক দিয়ে যেতে পারবে এবং শিশুর (লাশের) জানায়াও আদায় করতে হবে।

- سহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০৭)

এ হাদীসটিকে আবু ঝোসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইসরাইল এবং আরও অনেকে হাদীসটি সঙ্গে ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট বাচ্চা জন্মানোর পর চিকার না করলেও তার জানায়া নামায আদায় করতে হবে। এই কথা বলেছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক।

٤٣-بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

অনুচ্ছেদ ৪৩ ॥ ভূমিষ্ঠ হয়ে চিকার না করলে
সেই শিশুর জানায়া আদায় না করা

১-০৩২ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحَسِينِ بْنِ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْطَّفْلُ لَا يَصْلِي عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورِثُ؛ حَتَّى يَسْتَهِلَّ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٨).

১০৩২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন শিশু যদি জন্মগ্রহণ করার পরে
চিংকার না করে তবে তার জানায়ার নামায আদায় করতে হবে না, সে
কোন ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০৮)

ଆବୁ ଟ୍ରେସା ବଲେନ, ଏ ହାଦୀସେର ବର୍ଣନାଯ ରାବିଗଣେର ଗରମିଳ ଆଛେ । ଏଟାକେ ଏକଦଲ ମାରଫୂ ହାଦୀସ ଝାପେ ଜାବିର (ରାଃ)-ଏର ସୂତ୍ରେ ବର୍ଣନା କରେଛେନ, ଆଶାସ ଇବନୁ ସାଓଗ୍ଯାର ଏବଂ ଆରା ଅନେକେ ଏଟାକେ ଜାବିର ହତେ ମାଓକୁଫ୍ ହିସାବେ ବର୍ଣନା କରେଛେନ । ମୁହାମ୍ମାଦ ଇବନୁ ଇସହାକ ଆତା ଇବନୁ ଆବୁ ବାରାହ-ଏର ବରାତେ ଜାବିର ହତେ ମାଓକୁଫ୍ ହିସାବେ ବର୍ଣନା କରେଛେନ । ମାରଫୂ ବର୍ଣନା ହତେ ମାଓକୁଫ୍ ବର୍ଣନାଟିଇ ବେଶ ସହିତ । ଏ ହାଦୀସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଲିମ ଆମଳ କରେଛେନ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରାର ପର ଚିତ୍କାର ନା କରଲେ ତାଦେର ମତ ଆନୁଯାୟୀ ତାର ଜାନାୟା ଆଦାୟ କରବେ ନା । ଏହି ମତ ଦିଯେଛେନ ସୁଫିୟାନ ସାଓରୀ ଓ ଶାଫିଜୀ (ରାଃ) ।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ : ৪৪ ॥ জানায়ার নামায মাসজিদে আদায় করা

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَبْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْ سَهِيلِ بْنِ يَضْاءَ فِي الْمَسْجِدِ :

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥١٨).

১০৩৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সুহাইল ইবনু
বাইয়া (রাঃ)-এর জানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাসজিদের অভ্যন্তরভাগে আদায় করেছেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫১৮)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেন। ইমাম শাফিউজ্জিন (রাহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেছেন, জানায়ার নামায মাসজিদের অভ্যন্তরভাগে আদায় করা যাবে না। শাফিউজ্জিন (রাহঃ) বলেন, মাসজিদে জানায়ার নামায আদায় করা যায়। এ হাদীস নিজের অনুকূলে তিনি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন।

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
অনুচ্ছেদ : ৪৫ ॥ ইমাম সাহেব পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানায়ার
নামায আদায়ে কোথায় দাঁড়াবে?

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ : صَلِيتْ مَعَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ وَإِجْنَازَةً امْرَأَةً مِنْ قُرْيَشٍ، فَقَالُوا : يَا أَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زَيَادٍ : هَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ : احْفَظُوا.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۴۹۴)

১০৩৪ । আবু গালিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-এর সাথে আমি এক লোকের জানায়ার নামায আদায় করলাম। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তারপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে আসলো। তারা বলল, হে হাময়ার পিতা! এর জানায়া আদায় করুন। তিনি তার খাটিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়ালেন। তাকে আলা ইবনু যিয়াদ (রাহঃ) বলেন, স্ত্রীলোকটির খাটিয়ার মাঝ বরাবর এবং পুরুষ লোকটির মাথা বরাবর আপনি যেভাবে দাঁড়ালেন, এভাবে কি

ରାସୁଲୁହାହ ସାନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ୍ଵାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମକେ ଦୀଢ଼ାତେ ଦେଖେଛେ? ତିନି ବଲଲେନ, ହଁଁ । ନାମାୟ ଶେଷେ ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମରା ଏହି ନିୟମ ଭାଲୋଭାବେ ଅନୁରଣ ରାଖ ।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৪)

সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। হাস্মামের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস হাস্মামের সূত্রে ওয়াকী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সনদে গড়মিল করেছেন। তিনি বলেছেন গালিব আনাস হতে, সঠিক হল আবু গালিব। আব্দুল ওয়ারিস এবং আরও অনেকে হাস্মামের মতই আবু গালিব হতে বর্ণনা করেছেন। আবু গালিবের নাম নিয়ে মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, তার নাম নাফি, কেউ বলেছেন রাফি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। এই মত আহমাদ ও ইসহাকেরও।

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْرَاءُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَارِكِ ،
وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسْيَنِ الْمُعْلَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ ، عَنْ سَمْرَةَ
ابْنِ جَنْدَبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَامَ وَسَطَّهَا .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٣) ق.

১০৩৫। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাহুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার জানায় আদায় করলেন,
তিনি তার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৩), বুখারী, মুসলিম

ଆବୁ ଈସା ବଲେନ, ଏ ହାଦିସଟି ହାସାନ ସହିତ । ହସାଇନ
ଆଲ-ମୁଆଲିମ୍ର ସୂତ୍ରେ ଶୁବା (ରାହ୍ଫ) ଏହି ହାଦିସଟି ବର୍ଣନ କରେଛେ ।

৪৬) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
অনুচ্ছেদ : ৪৬ ॥ শহীদ ব্যক্তির জানায় আদায় না করা

١٠٣٦ - حَدَثَنَا قَتَبِيَّةُ : حَدَثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمِعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلِيْ أَحَدٍ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ :
”أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْدًا لِلْقُرْآنِ؟“، فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا؛ قَدْمَهُ فِي الْلَّهِدِ،
وَقَالَ : ”أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“، وَأَمْرَ بِدُفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، فَلَمْ
يُصْلِلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَغْسِلُوا.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥١٤) خ.

১০৩৬। আবদুর রাহমান ইবনু কাব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জাবির (রাঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দুই দুইজন শহীদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কাপড়ে একসাথে কাফন সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করতেনঃ এদের দুজনের মধ্যে কোন ব্যক্তির বেশি কুরআন মুখ্যত আছে? তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করাহলে তিনি প্রথমে তাকে (কিবলার দিকে) করবে রাখতেন। তারপর তিনি বলতেনঃ এদের জন্য আমি কিয়ামাতের দিন সাক্ষী হব। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করার হুকুম দিয়েছেন এবং তাদের জানায় আদায় করেননি, এমনকি তাদের গোসলও করানো হয়নি।

- سہیہ، ایوبن ماء-الجاح (۱۵۱۴)، بُوكاری

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। যুহরী তার সনদের ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যুহরী হতে আবুল্লাহ ইবনু সালাহা ইবনু আবু সুয়াইবের

বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী হাদীসটি জাবির হতেও বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে শহীদ ব্যক্তির জানায়া আদায়ের ব্যাপারে মতের অমিল আছে। একদল আলিম তাদের জানায়া আদায় না করার কথা বলেছেন। মদীনার আলিমগণ এই মত দিয়েছেন। একইরকম কথা বলেছেন ইমাম শাফিউ এবং আহমাদও। অপর একদল আলিম বলেন, শহীদ ব্যক্তিদের জানায়া আদায় করতে হবে। “হামযা (রাঃ)-এর জানায়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন” তারা দলীল হিসাবে এই হাদীস নিজেদের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী এবং কৃফাবাসী আলিমদের। একইরকম মত দিয়েছেন ইমাম ইসহাকও।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ : ৪৭ ॥ কবরের উপর জানায় আদায় করা

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا هَشِيمٌ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ

: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ : وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَدِيًّا ، فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٠). ق.

১০৩৭। শাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিচ্ছিন্ন করব দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং তার উপর (কবরের উপর) জানায়ার নামায আদায় করালেন। বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হল, কে আপনাকে জানিয়েছেন? তিনি বললেন, ইবনু আবুস (রাঃ)।

- سَهْيَهُ الْمَذْكُورُ / صحيح الترمذی

আনাস, বুরাইদা, ইয়ায়ীদ ইবনু সাবিত, আবু হুরাইরা, আমির ইবনু
রাবীআ, আবু কাতাদা ও সাহল ইবনু হনাইফ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে
হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আববাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবু ঈসা
হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল
করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউদ্দীন, আহমাদ ও ইসহাক। অপর
একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, জানায়ার নামায কবরের উপর আদায়
করায়াবে না। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর এই মত। ইবনুল
মুবারাক বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যদি জানায়ার নামায আদায় না করে
দাফন করে তাহলে কবরের উপর জানায়া আদায় করা যাবে। অর্থাৎ
কবরের উপর জানায়া আদায় করা ইবনুল মুবারাকের মতে জায়িয।
আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন : একমাস পর্যন্ত কবরের উপরে জানায়ার
নামায পড়া যাবে। তারা উভয়ে বলেছেন, ইবনুল মুসায়িবের নিকট আমরা
যা শুনেছি তা হলঃ সাদ ইবনু উবাদা (রাঃ)-এর মায়ের কবরের উপর
এক মাস পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানায়ার নামায
আদায় করেছেন।

(٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ

অনুচ্ছেদ : ৪৮ ॥ নাজাশীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের জানায়ার নামায

- ১০৩৯ - حَدَثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ

: حَدَثَنَا يَشْرِيفُ بْنُ الْمُفْضِلِ : حَدَثَنَا يَونِسَ بْنُ عَبْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي الْمَهْلَيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَخَافُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ" ، قَالَ :
فَقَمْنَا، فَصَقَقْنَا كَمَا يُصَقَّ عَلَى الْمَيْتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى
الْمَيْتِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٥) .

১০৩৯। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের ভাই নাজশী মারা গেছেন। তোমরা তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর। বর্ণনাকারী বলেন, মৃত ব্যক্তির জানায়ার নামাযের ন্যায় আমরা দাঁড়িয়ে কাতার বাঁধলাম এবং তার জন্য জানায়ার নামায আদায় করলাম।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاهُ (১৫৩৫)، مُسْلِم

আবু হুরাইরা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, হ্যাইফা ইবনু উসাইদ ও জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাদীসটিকে আবু সেসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। হাদীসটি আবু কিলাবা তার চাচা আবুল মুহাম্মাদের বরাতে ইমরান ইবনু হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাম্মাদের নাম আবদুর রাহমান, পিতার নাম আমর। অপর মতে তার নাম মুআবিয়া।

٤٩) بَابٌ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ ৪৯। জানায়ার নামাযের ফায়লাত

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبْنِ عَمْرُو : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبَعَهَا حَتَّى يَقْضِي دَفْنَهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطًا : أَحَدُهُمَا -أَوْ أَصْغَرُهُمَا- مِثْلُ أَحَدٍ .

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكِ؟ فَقَالَتْ

: صَدِقَ أَبُو هَرِيرَةَ، فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ : لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيظَ كَثِيرًا!

- صحيح : "ابن ماجه" (1539) ق.

১০৪০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক জানায়ার নামায আদায় করল সে লোকের জন্য এক কীরাত সাওয়াব। আর জানায়ার সাথে সাথে যে লোক যায় এবং দাফন সমাপ্ত পর্যন্ত থাকে তার জন্য দুই কীরাত সাওয়াব। এর একটি অথবা অপেক্ষাকৃত ছোটটি উভয় পাহাড়ের সমান। (বর্ণনাকারী বলেন) একথা ইবনু উমারের নিকট আমি বর্ণনা করলে তিনি আইশা (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে এ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা সত্য কথা বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমরা তো তাহলে অনেক কীরাত হতে বঞ্চিত হয়েছি।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৯), বুখারী, মুসলিম

বারাআ, আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবু সাউদ, উবাই ইবনু কাব, ইবনু উমার ও সাওবান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৫১ ॥ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো

১০৪২ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَزْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ
: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلُفُكُمْ، أَوْ
تَوْضَعَ .

- صحيح : "ابن ماجه" (১৫৪২) ق.

১০৪২। আমির ইবনু রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখলে তোমরা দাঁড়িয়ে থাবে। তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যায় অথবা তা মাটিতে না রাখা হয়।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৪২), বুখারী, মুসলিম

ଆବୁ ସାନ୍ତେଦ, ଜାବିର, ସାହଲ ଇବନୁ ହନାଇଫ, କାଇସ ଇବନୁ ସା'ଦ୍ ଓ ଆବୁ ହୁରାଇରା (ରାଃ) ହତେଓ ଏ ଅନୁଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଆମିର ଇବନୁ ରାବିଆର ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଈସା ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେ ।

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهَضِمِيُّ، وَالْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ
 الْخَلَّالُ الْحَلَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ
 الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَّازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ
 تَبَعَّهَا: فَلَا يَقْدِنُونَ حَتَّى تَوْضُعَ.

১০৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে
নিয়ে যেতে দেখলে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। লাশের পিছু পিছু যে লোক
যাবে সে লোক যেন না বসে যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিচে নামিয়ে না রাখা হয়।

- सहीहः बुखारी, मसलिम

এ অনুচ্ছেদে আবৃ সাংস্কৰিক (রাঃ) বর্ণি দীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান
সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেছেন, কাঁধ হতে
মৃত ব্যক্তিকে নিচে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত লাশের অনুসরণকারী বসবে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও
অপরাপর আলিম প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, লাশ ছাড়িয়ে তারা আগে চলে
যেতেন এবং বসে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির লাশ না পৌছাত।
ইমাম শাফিউর মতও তাই।

٥٢) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

অনুচ্ছেদঃ ৫২ ॥ মৃত ব্যক্তিকে দেখে না দাঁড়ানোর অনুমতি প্রসঙ্গে

১০৪৪ - حَدَثَنَا قُتْبَةُ : حَدَثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحِيَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ - وَهُوَ أَبْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعاذٍ -، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تَوْضَعَ، فَقَالَ عَلَيْهِ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَدَّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٤٤) .

১০৪৪। আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, “মৃত ব্যক্তিকে নিচে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা” প্রসঙ্গে তার সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৪৪), মুসলিম

হাসান ইবনু আলী ও ইবনু আবুস রাখাত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা সহীহ বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসের সনদে চারজন রাবী হলেন তাবিস্ত। তাদের মাঝে একজন অন্য জনের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেন। ইমাম শাফিজি (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে অধিকতর সহীহ। পূর্ববর্তী দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হাদীসের নির্দেশকে এই হাদীস মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে। ইমাম আহমাদ (রাহঃ) বলেন, ইচ্ছা করলে কোন লোক দাঁড়াতেও পারে আবার নাও দাঁড়াতে পারে। “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন” তিনি দলীল হিসাবে এই হাদীসটিকে পেশ করেছেন। ইসহাক ইবনু ইবরাহীমও একইরকম কথা বলেছেন। আবু ঈসা বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন” আলী (রাঃ)-এর এই

কথার তাৎপর্য এই যে, মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন এবং এ অভ্যাস পরবর্তী কালে ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি আর লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াতেন না।

٥٣) بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ : "اللَّهُدْ لَنَا، وَالشَّقْ لِغَيْرِنَا."

অনুচ্ছেদ : ৫৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ আমাদের জন্য লাহুদ কবর এবং অন্যদের জন্য শাক কবর

١-٤٥ - حَدَثَنَا أَبُو كَرِيْبٌ، وَنَصْرٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا: حَدَثَنَا حَكَامُ بْنُ سَلَمٍ، عَنْ كَلِّيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبَّارٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : "اللَّهُدْ لَنَا، وَالشَّقْ لِغَيْرِنَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٥٤) .

১০৪৫ । ইবনু আবু আব্দুল্লাহ (স্নাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহুদ এবং অন্যদের জন্য শাক ।

- محدث، ইবনু মা-জাহ (১৫৫৪)

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ, আইশা, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আবু আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে আবু ইস্যা হাসান গারীব বলেছেন ।

৫৪) بَابَ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَيْتَ الْقَبْرَ
অনুচ্ছেদ ৫৪ ॥ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময়
যে দু'আ পাঠ করতে হয়

১০৪৬ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَقُ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ :
حَدَّثَنَا الْحَجَاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ
الْمَيْتَ الْقَبْرَ - وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ رَمَرَةً : إِذَا وَضَعَ الْمَيْتَ فِي لَحْدِهِ : قَالَ
رَمَرَةً : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . وَقَالَ رَمَرَةً : بِسْمِ
اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى صَنْتَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ .
- صحيح : "ابن ماجه" (1000).

১০৪৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তিকে যখন
কবরে রাখা হত; আবু খালিদের বর্ণনায় আছে, মৃত ব্যক্তিকে যখন তার
কবরে নামানো হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন
বলতেন : “বিস্মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ”,
অপর বর্ণনায় আছে: ‘বিস্মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া ‘আলা সুন্নাতি
রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম”।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৫০)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান গারীব। এ
হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু
সিদ্দীক আন-নাজী হাদীসটিকে ইবনু উমারের বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবু সিদ্দীক আন-নাজীর সূত্রে
এটা মাওকুফ হিসাবেও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ يَلْقَى
تَحْتَ الْمَيْتِ فِي الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদঃ ৫৫॥ কবরে লাশের নিচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া

১০৪৭ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنَ فَرَقَدَ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شَقَارًا - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

- صحيح الإسناد.

১০৪৭। জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে ব্যক্তি লাহুদ (মিন্দুকী) কবর খুঁড়েছিলেন সে ব্যক্তি হচ্ছেন আবু তালহা (রাঃ)। আর তাঁর (কবরে লাশের) নিচে যে ব্যক্তি পশমী চাদর বিছিয়ে ছিলেন সে ব্যক্তি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস শুকরান (রাঃ)।

- সনদ সহীহ

জাফর (রাহঃ) বলেন, আবু রাফির ছেলে উবাইদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন, শুকরানকে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর শপথ! কবরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে আমিই পশমী চাদর বিছিয়েছি।

ইবনু আবুস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। শুকরানের হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। উসমান ইবনু ফারকাদের সূত্রে আলী ইবনুল মাদীনীও উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِينَدٍ، عَنْ

شَعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَعَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَطِيلَةً حَمْرَاءً.

- صحيح (٦١٣)

১০৪৮। ইবনু আব্রাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি লাল পশমী চাদর রাসূলুল্লাহ সান্দাক্তাহ আলাইহি ওয়াসান্দামের কবরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

- سহীহ, مুসলিম (৩/৬১)

অন্য জায়গায় মুহাম্মদ ইবনু বাশার এই হাদীসের সমন্বয় ইয়াহইয়ার পুর্বে মুহাম্মদ ইবনু জাফরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর এই সমন্বয়টি বেশি সহীহ। এ হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ বলেছেন। তবু হাদীসটিকে আবু হাম্যা আল-কাস্মাব হতে বর্ণনা করেছেন, তার নাম ইমরান ইবনু আবু আতা। আবু হাম্যা আয-যুবাই হতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম নাসর ইবনু ইমরান। তারা উভয়েই ইবনু আব্রাসের ছাত্র। বর্ণিত আছে যে, কবরে লাশের নিচে কিছু দেয়াকে ইবনু আব্রাস (রাঃ) মাকরহ ঘনে করতেন। এই হাদীস অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে আলিম এই অভিযন্ত গ্রহণ করেছেন।

٥) بَابٌ هَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

অনুবৰ্ধে ৪৫৬ ॥ ক্ষমতাকে শমান করা

١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبَّابٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ لَّهِ أَبْيَ كَاتِبٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِيهِ الْهَبَّاجِ الْأَسْبَرِيِّ: أَبْعَثْتُكَ عَلَى مَا يَعْتَنِي بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنْ لَا تَدْعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ، وَلَا تَمْثَلَ إِلَّا طَمَسْتَهُ.

- صحيح : "الاحكام" (٢٠٧)، "البراء" (٧٥٩)، "تحذير"

الساجد (١٢٠) م.

१०४९। आबू उमाईल (झाहू) हत्ते वर्णित आहे, आबूल हाइयाय आला-आसादीके आली (झाः) बल्लेन, आमि एमन एक काजेर दायित्व दियें भोगाके पाठाव ये काज करते झासूल्लाह साल्लाल्लाह आलाइहि ओमासाल्लाम आवाके पाठिये हिलेन। कोन धरणेर उंचु कबरके समान ना करेह छाडवे ना एवढ कोन श्रद्धिकृति ना भेजे राखवे ना।

- সর্বীহ, আল আহকাম (২০৭), ইবনেগ্রা (১৫৯), তাহফীফসু সাজিদ
(১৩০), মুসলিম

ଜୀବିର (ରାଃ) ହତେଓ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଆଲୀ (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଈମା ହାସାନ ବଲେଛେ । ଏ ହାଦୀସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦଳ ଆଲିମ ଆମଳ କରେଲ । ଭୂମି ହତେ କବର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରାକେ ତାରା ମାକର୍କହୁ ମନେ କରେଲ । ଇମାମ ଶାହିନ୍ ବଲେନ, କବର ଉଚ୍ଚ କରାକେ ଆମି ଯାକର୍କହୁ କଲେ ଯବେ କରି । ତବେ ଏହୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ତୋ ଅବଶ୍ୟ କରାତେ ହବେ ଯାତେ କରେ ଲୋକେମା ଦୁଃଖେ ଏହି କରଇ । ଏହି ଫଳେ କରସରେର ଉପର ଦିଯେ ତାରା ଚଲାକିନ୍ତା କରବେ ନା ଏବଂ ଏହି ଉପର ବନ୍ଦବେ ନା ।

٥٧) باب ما جاء في كرامية المفتي على القبور،
والجلوس عليها، والصلاة عليها

অনুষ্ঠেন : ৫৭ পদবীরের উপর দিয়ে চাকিলা করা এবং এর
উপর বসা, উঠার দিকে শব্দ করে সালাউ আদায় করা মাকড়াট

^{١٠٥}- حَدَّثَنَا مَنْدَلُونَ : حَدَّثَنَا مَعْبُودُ اللَّوِينُ الْمُبَارَكُ، عَنْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُشِّرٍ بْنِ مُبِيْرٍ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ وَاثِةِ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِيهِ مُرْتَضَى الْفَنْيَيِّ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقِبْرِ، وَلَا تَمْسُكُوا بِهِ.

-صحيح : "الأحكام" (٢٠٩، ٢١)، "تحذير الساجد" (٢٢) م.

১০৫০। আবু মারসাদ আল-গানাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবরের উপর তোমরা বসবে না এবং কবরকে সামনে রেখে নামায আদায় করবে না ।

- سَهْيَهُ، أَلَّا يَأْتِكُمْ (২০৯، ২১০)، تَاهِيরُسْ سَاجِدْ (৩৩)،
মুসলিম

আবু হুরাইরা, আমর ইবনু হাযম ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরের হাদীসের মত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতেও একটি সনদ সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجَّرٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مُرْثَيَةِ الْغَنْوَيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ... نَحْوُهُ؛ وَلَيْسَ
فِيهِ : عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ. وَهَذَا الصَّحِيحُ.

- صحيح : انظر ماقبله.

১০৫১। আলী ইবনু হজর এবং আবু আশার উভয়েই ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়ায়ীদ হতে, তিনি বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি ওয়াসিলা ইবনুল আসকা হতে, তিনি মারসাদ আল-গানাবী হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

- سَهْيَهُ، دَعْوَنَ پُر্বের হাদীস

এই সূত্রে আবু ইদরীসের নাম উল্লেখ নেই এবং এটাই সহীহ বণ্ণ। আবু ঈসা বলেন, ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, ইবনুল মুবারাক সনদের মধ্যে আবু ইদরীস আল-খাওলানীর নাম ভুল বশত যোগ করেছেন। এ ভাবেই অনেক বর্ণনাকারী হাদীসটি আবু ইদরীসের উল্লেখ না করেই বর্ণনা করেছেন। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাঃ) হতে বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ সরাসরি হাদীস শুনেছেন।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ،
وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ৪৫৮ ॥ কবর পাকা করা, এতে ফলক লাগানো নিষেধ

১০৫২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرُو الْبَصَرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصِّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبَيَّنَ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوْطَأَ.

- صحيح : "أحكام الجنائز" (٢٠٤)، "تحذير الساجد" (٤٠)،
"إِرْوَاءٌ" (٧٥٧) م دون الكتابة.

১০৫২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার উপর কোন কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ।

- سہیہ، آہکام مول جانہا-য়یہ (۲۰۸)، تاہیہ الرس ساجید (۸۰)،
ইরওয়া (۷۵۷)، লিখতে নিষেধ করেছেন ব্যক্তিত, মুসলিম ।

আবু দুসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । জাবির (রাঃ) হতে আরো একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে । কবরকে কাদা দিয়ে লেপার পক্ষে হাসান বাসরীসহ একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন । ইমাম শাফিহু বলেছেন কাদা দিয়ে কবর লেপাতে কোন সমস্যা নেই ।

٦٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ ৪৬০ ॥ কবর ঘিয়ারাত করার অনুমতি

১০৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسْنُ بْنُ

عَلَيْهِ الْخَلَالُ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمُ التَّنِيْلُ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثِيٍّ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بُرِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَدْ كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ؛ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ الْآخِرَةَ." .

- صحیح : "الاحکام" (۱۸۸، ۱۷۸) م.

۱۰۵۴। سُلَائِمَانُ إِبْنُ بُرَاهِيْدَةَ (رَاهْ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারাত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কেননা, তা আবিরাতের কথাকে মনে করিয়ে দেয়।

- سہیہ، آل آہکام (۱۷۸، ۱۸۸)، مُسْلِم

আবু সাঈদ, ইবনু মাসউদ, আনাস, আবু হুরাইরা ও উস্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বুরাইদার হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন। কবর যিয়ারাত করতে তাদের মতে কোন দোষ নেই। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাক, শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক (রাঃ)।

۶۱) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ۶۱ ॥ কবর যিয়ারাত করা মহিলাদের জন্য মাকরুহ

۱۰۵۶ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعِنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

- حسن : "ابن ماجه" (۱۵۷۶) .

১০৫৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কবর যিয়ারাতকারী মহিলাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

- হাসান, ইবনু মাজাহ (১৫৭৬)

ইবনু আব্বাস ও হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারাতের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেকার হাদীস এটি। তিনি কবর যিয়ারাতের অনুমতি দেওয়ার পর এই অনুমতির মধ্যে নারী-পুরুষ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিম মনে করেন, স্ত্রীলোকদের মাঝে অল্প ধৈর্য এবং বেশি অস্থিরতা থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কবর যিয়ারাত অপছন্দ করেছেন।

(٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ৬৩ ॥ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা বর্ণনা করা

১- حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا حَمِيدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مُرْسَلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَئْتُهُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَجَبَتْ" ، ثُمَّ قَالَ : "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ" .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩١) ق.

১০৫৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকজন তার প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার জন্য (জান্নাত) নির্ধারিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ পৃথিবীতে তোমরা (মু'মিনরা) আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৪৯১), বুখারী, মুসলিম

উমার, কা'ব ইবনু উজরা ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ، وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَازُ، قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ، قَالَ : قَرِيمَتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، فَمَرَوْا بِجَنَازَةٍ، فَأَتَتْنَا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ :
وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشَهِّدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ : قُلْنَا :
وَاثْنَانِ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ، قَالَ : وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ
عَنِ الْوَاحِدِ . - صحيح : "الأحكام" (٤٥) خ.

১০৫৯। আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মাদীনাতে এসে উমার ইবনুল খাতাব (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বসলাম। (আমাদের সামনে দিয়ে) লোকেরা একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিল। তারা তার ভালো শুণাবলীর প্রশংসা করছিল। উমার (রাঃ) বললেন, নির্ধারিত হয়ে গেল। তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, কি নির্ধারিত হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমি শুধু তাই বলেছি। তিনি বলেছেনঃ তিনজন লোকও যদি কোন মুসলমানের পক্ষে উন্ম সাক্ষী দেয় তাহলে তার জন্য জাল্লাত নির্ধারিত হয়ে যায়। উমার (রাঃ) বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, দু'জন লোক যদি এমন সাক্ষী দেয়ঃ তিনি বলেছেনঃ দু'জন লোক (সাক্ষী) দিলেও। উমার (রাঃ) বলেন, তারপর একজনের সাক্ষ্যের কথা আমরা প্রশ্ন করিনি।

- সহীহ, আল আহকাম (৪৫), বুখারী

ଆବୁ ଈସା ବଲେନ, ଏ ହାଦୀସଟି ହାସାନ ସହିତ । ଆବୁଲ ଆସଓୟାଦେର ନାମ ଯା-ଲିମ, ପିତା ଆମର ଏବଂ ଦାଦା ସୁଫିଯାନ ।

(۱۴) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ୬୪ ॥ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମାରା ଯାଏ
କେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଓୟାବ

— ୧୦୬ — حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَّسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا

الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ، عَنْ إِبْرِيزِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسْبِطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ؛ إِلَّا تَحْلُمُ الْقَسْمُ».

— صحیح: «ابن ماجہ» (۱۶۰۳)

୧୦୬୦ । ଆବୁ ହ୍ରାଇରା (ରାଃ) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ ବଲେଛେନଃ କୋନ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ତିନଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମାରା ଗେଲେ ତାକେ ଜାହାନାମେର ଆଶୁନ ସ୍ପର୍ଶ କରବେ ନା; ତବେ ଶପଥ ଭଙ୍ଗ କରେ ଥାକଲେ (ସ୍ପର୍ଶ କରବେ) ।

— سହିତ, ଇବନୁ ମାଜାହ (୧୬୦୩)

ଉମାର, ମୁଆୟ, କା'ବ ଇବନୁ ମାଲିକ, ଉତବା ଇବନୁ ଆବଦ, ଉଷ୍ଣ ସୁଲାଇମ, ଜାବିର, ଆନାସ, ଆବୁ ଯାର, ଇବନୁ ମାସଉଦ, ଆବୁ ସା'ଲାବା ଆଲ-ଆଶଜାଈ, ଇବନୁ ଆବାସ, ଉକବା ଇବନୁ ଆମିର, ଆବୁ ସାଇଦ ଏବଂ କୁରରା ଇବନୁ ଇୟାସ ଆଲ-ମୁଯାନୀ (ରାଃ) ହତେও ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମେର ଏହି ଏକଟି ମାତ୍ର ହାଦୀସଇ ଆବୁ ସା'ଲାବା ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଇନି ଆବୁ ସାଲାବା ଆଲ-ଖୁଶାନୀ ନନ । ଆବୁ ହ୍ରାଇରାର ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଈସା ହାସାନ ସହିତ ବଲେଛେନ ।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مِنْ هُمْ

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৫ ॥ শহীদগণের বর্ণনা

১- ١٠٦٣ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُونٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . (ح)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمِّيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ : الْمَطْعُونُ، وَالْمَطْبُونُ، وَالْغَرْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

- صحيح : "الأحكام" (٢٨) ق.

১০৬৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদ পাঁচ প্রকারেরঃ মহামারির কারণে যে লোক মারা যায়, যে পেটের অসুখের কারণে মারা যায়, পানিতে ডুবে যে লোক মারা যায়, চাপা পড়ে যে লোক মারা যায় এবং যে লোক আল্লাহ তা'আলার রাজ্ঞায় (যুদ্ধক্ষেত্রে) শহীদ হয়।

- সহিহ, আল আইকাম (৩৮) বুখারী, মুসলিম

আনাস, সাফওয়াম ইবনু উমাইয়া, জাবির ইবনু আতীক, খালিদ ইবনু উরফুতা, সুলাইমান ইবনু সুরাদ, আবু মুসা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু সলিম সহীহ বলেছেন।

১- ١٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْيَدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرْشِيِّ الْكُوفِيِّ :

حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ السِّيَّعِيِّ، قَالَ : قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ صَرْدٍ لِخَالِدِ بْنِ عَرْفَةَ - أَوْ خَالِدِ سَلِيمَانَ - : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ؛ لَمْ يَعْذَبْ فِي قَبْرِهِ؟" فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : نَعَمْ.

- صحيح : "الأحكام" (٢٨) .

۱۰۶۴۔ آبू اسحاق آس-سائبی (راہ) ہتھے بর्णیت آچے، تینی
وعلیہ، خالد بن عربونوں (راہ)-کے سولائیمان بن عربونوں (راہ)
অথবা سولائیمان (راہ)-کے خالد (راہ) پر غ کرلئن، آپنی کی
رائے سلسلہ اس سلسلہ آلات ایسی وسیاں کے اکٹھا ہتھے شوندھنے: "یہ
لئوک کے پٹے کے پیڈا میڈی دیوچے کوڑے سے لئوک کے کون رکھ شانتی^۱
دیویا ہوئے نا؟" تادیں اک جن انیجناں کے ہلکلے، ہے۔

- سہیت، آل آہکا م (۳۸)

آبू اسما ہلکلے، اے انوچھے دے اہدیستی ہاسان گاریب۔ انی
سُنْدَرِ وَ اَعْتَدْتُ اَنْتَ بَرْجَىٰ

۶۶) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَامَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

انوچھے ۶۶ || مہاماریتے آکھاں اکھاں ہتھے
پالانو نیزہد

۱۰۶۵ - حدثنا قتيبة : حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،
عن عامر بن سعيد، عن أسامة بن زيد : أن النبي ذكر الطاعون،
فقال : بقيه رجز - أو عذاب - أرسيل على طائفه من بني إسرائيل، فإذا
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، فإذا وقع بأرض وليسكم بها؛
فلا تهبطوا عليها .

- صحیح : ق.

۱۰۶۵۔ عسما ایوبن یاہید (راہ) ہتھے برثیت آچے، مہاماری
پر سمجھے رائے سلسلہ اس سلسلہ آلات ایسی وسیاں کرلئن اور
ہلکلے یہ گیب وبا شانتی وبا کی ایسیں ایسیں لے اک گوٹھیں اپر
اویسیلے، تار وبا کی ایسیں ایسیں لے اک گوٹھیں اپر
مہاماری کے دیکھادیلے اور سخانے تو مرا ایسیں ایسیں لے اک گوٹھیں اپر

জায়গা হতে চলে এসো না। অপরদিকে কোন এলাকায় এটা দেখাদিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থান না করলে সে জায়গাতে যেও না।

- সহীহ: বুখারী, মুসলিম

সাদ, খুয়াইমা ইবনু সাবিত, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, জাবির ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উসামা ইবনু যাইদের হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٦٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদঃ ৬৭॥ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত লাভকে যে লোক পছন্দ করে

আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করেন

١-٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَحْيَى يَحْدِثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّاصِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ؛ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ؛ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

- صحيح : ق.

১০৬৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করা পছন্দ করে, তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ তা'আলাও পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে না, তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ তা'আলাও পছন্দ করেন না।

- সহীহ: বুখারী, মুসলিম

আবু মূসা, আবু হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা ইবনুস সা-মিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَرَّاً بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ؛ أَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ؛ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ".

قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّنَا نَكِرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ : "لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بَشَّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَاحَتِهِ؛ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ، وَأَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ؛ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٦٤) ق.

১০৬৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ্ তা'আলা'ও পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে না, তার সাথে সাক্ষ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা'ও পছন্দ করেন না। আইশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহুর রাসূল! মৃত্যুকে তো আমরা সবাই অপছন্দ করি। তিনি বললেনঃ এর অর্থ তা নয়, বরং যখন আল্লাহ্ তা'আলার রাহমাত, তাঁর সন্তোষ ও তাঁর জাল্লাতের সুসংবাদ কোন মুমিন লোককে দেয়া হয় তখন সে লোক আল্লাহুর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করে এবং তার সাথে সাক্ষাত করাকে আল্লাহ্ তা'আলা'ও পছন্দ করেন। অপরপক্ষে যখন কাফির লোককে আল্লাহুর

নির্ধারিত আয়াব ও তাঁর গবেষণার দুঃসংবাদ দেয়া হয় তখন আল্লাহু
তা'আলার সাথে সাক্ষাত করাকে সে লোক পছন্দ করে না এবং তাঁর সাথে
সাক্ষাত করাকে আল্লাহু তা'আলাও পছন্দ করেন না।

- سَهْيَهُ، إِبْرَاهِيمُ مَالِكٌ (৪২৬৪)، بُوখَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এ হাদীসটিকে আবু ইস্মাইল সহীহ বলেছেন।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنَ قَتْلَ نَفْسَةَ.

অনুচ্ছেদ : ৬৮ || আঞ্চলিক জানাবার নামায (আলাইহু বাসুদেব)

١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَائِكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا
قُتِلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصْلَى عَلَيْهِ النَّيْمَةَ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٢٦) .

১০৬৮। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক
লোক আঞ্চলিক করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর
জানাবার আদায় করেননি।

- سَهْيَهُ، إِبْرَاهِيمُ مَالِكٌ (১৫২৬)، مُسْلِمٌ

এ হাদীসটিকে আবু ইস্মাইল সহীহ বলেছেন। আলিমদের মাঝে
আঞ্চলিক জানাবার আদায়ের ব্যাপারে মতের অভিল আছে। একদল
আলিম বলেন, কিবলার দিকে ফিরে যেসব লোক নামায আদায় করে
তাদের ও আঞ্চলিক জানাবার আদায় করা হবে। এই মতের প্রবক্তা
হচ্ছেন সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক (রাঃ)। ইমাম আহমাদ বলেন,
আঞ্চলিক জানাবার নামায ইমাম সাহেব আদায় করবেন না, তবে
অন্যান্য লোকেরা তা আদায় করবে।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُدْعُونَ

অনুচ্ছেদ : ৬৯ ॥ খণ্ডন্ত লোকের জানায়া

١-٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يَحْدُثُ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصْلِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنْ عَلِيَّ دِينًا، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِالْوَفَاءِ؛ قَالَ : بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ - صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٠٧) ق.

১০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু আবু কাতাদা (রাঃঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, কোন এক মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানায়ার উদ্দেশ্যে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানায় আদায় কর; কেননা, তার খণ্ড(অপরিশোধিত অবস্থায়) আছে। আবু কাতাদা (রাঃঃ) বললেন, তার দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তা পরিশোধ করে দেবে তোঃ তিনি বললেন, অবশ্যই পরিশোধ করব। তারপর তিনি সে ব্যক্তির জানায়ার নামায আদায় করলেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৪০৭), বুখারী, মুসলিম

জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আসমা বিনতু ইয়ায়ীদ (রাঃঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু কাতাদাহ (রাঃঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

١-٧٠ - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضِيلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التَّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْلَّيثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبِي

شَهَابٌ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَوْفَى؛ عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَقُولُ : "هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟" فَإِنْ حَدَثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ : "صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتوْحَ، قَامَ فَقَالَ : "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" ، فَمَنْ تَوَفَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتَرَكَ دِينًا : عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا : فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ" .

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۴۱۵) ق.

۱۰۷۰। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খণ্ডন্ত মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি প্রশ্ন করতেন, তার খণ পরিশোধ করার মত কোন কিছু রেখে গেছে কি এ ব্যক্তি? সে লোক খণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে বলা হলে তবে তিনি তার জানায়ার নামায আদায় করতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেনঃ তোমাদের ভাইয়ের জানায়ার নামায তোমরা আদায় কর। তারপর তাকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বিজয় দিলে তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতেও আমি বেশি কল্যাণকামী। অতএব, মু'মিনদের মাঝে কোন লোক যদি খণ্ডন্ত হয়ে মারা যায় তবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর ধন-সম্পদ রেখে যে ব্যক্তি মারা যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্তি।

- سہیہ، ایبن ماجہ (۲۴۱۵)، بُوخاری، مسلم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মতই লাইস ইবনু সা'দের সূত্রে ইয়াহুইয়া ইবনু বুকাইর ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

৭০) بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
অনুচ্ছেদ : ৭০ ॥ কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে

১০৭১- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحِيَّى بْنُ خَلْفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَشْرِيفُ
ابْنُ الْمُفْضَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا قُبِّرَ الْمَيْتُ - أَوْ
قَالَ : أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلْكًا نَّاسَدَانِ أَزْرَقَانِ - يَقَالُ لِأَحَدِهِمَا : الْمُنْكَرُ،
وَالْآخَرُ : التَّكْرِيرُ" - فَيَقُولُونَ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا
كَانَ يَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُونَ : قَدْ كَانَا نَعْلَمُ أَنْكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي
قَبْرِهِ سَبْعُونَ نِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يَنْورُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ : نَمَ، فَيَقُولُ :
أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِيِّ، فَأَخِيرُهُمْ؟ فَيَقُولُونَ : نَمَ كَنْوَمَةَ الْعَرْوِسِ الَّذِي لَا يُوقَظُ
إِلَّا أَحَبُّ أَهْلَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا؛
قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقَلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولُونَ : قَدْ كَانَا نَعْلَمُ
أَنْكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ : اتَّئْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا
أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَرَالِ فِيهَا مَعْذِبَا، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.
- حسن : "المشكاة" (۱۲۰)، "الصحيحة" (۱۲۹۱).

১০৭১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত লোককে বা
তোমাদের কাউকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের এবং

নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন তার নিকট। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করেনঃ তুমি এ ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রসঙ্গে কি বলতে? মৃত ব্যক্তিটি (যদি মু'মিন হয় তাহলে) পূর্বে যা বলত তাই বলবেঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মারুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারা উভয়ে তখন বলবেন, আমরা তো জানতাম তুমি একথাই বলবে। তারপর সে ব্যক্তির কবর দৈর্ঘ্য-প্রস্ত্রে সন্তুর গজ করে প্রশস্ত করা হবে এবং তার জন্য এখানে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর সে লোককে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, আমার পরিবার-পরিজনকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাদের নিকট ফিরে যেতে চাই। তারা উভয়ে বলবেন, বাসর ঘরের বরের মত তুমি এখানে এমন গভীর ঘুম দাও, যাকে তার পরিবারের সবচাইতে প্রিয়জন ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে তার বিছানা হতে জাগিয়ে তুলবেন। মৃত লোকটি যদি মুনাফিক হয় তাহলে (প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, তাঁর প্রসঙ্গে লোকেরা একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। এর বেশি কিছুই আমি জানি না। ফেরেশতা দু'জন তখন বলবেন, আমরা জানতাম, এ কথাই তুমি বলবে। তারপর যমীনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। সে লোককে এমন শক্ত করে যমীন চাপা দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো পরম্পরের মাঝে ঢুকে পরবে। (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তাকে তার এ বিছানা হতে উঠানো পর্যন্ত সে লোক এভাবেই আয়াব পেতে থাকবে।

- হাসান, মিশকাত (১৩০), সহীহাহ (১৩৯১)

আলী, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু আবুস, বারাআ ইবনু আযিব, আবু আইয়ুব, আনাস, জাবির, আইশা ও আবু সাঈদ (রাঃ) সকলেই এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কবরের শান্তি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হৱাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

১০৭২ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا مَاتَ الْمُيْتُ؛ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعُدٌ بِالْفَدَاءِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ : هَذَا مَقْعُدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحیح : ق.

১০৭২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক মারা গেলে তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার (আখিরাতের) বাসস্থান তুলে ধরা হয়। সে লোক জান্নাতে বসবাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে জান্নাতের জায়গা দেখানো হয়। আর যদি সে লোক জাহান্নাম বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকে জাহান্নামীদের জায়গা দেখানো হয়। তারপর বলা হয়, তোমার থাকার জায়গা এটাই। তোমাকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা এখানে পাঠাবেন।

- سہیہ: بُوكاری و مسلم

এ হাদীসটিকে আবু সেসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(৭২) بَابٌ مَا جَاءَ فِيمْنَ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : ৭২ ॥ জুমু'আর দিন যে লোক মৃত্যু বরণ করে

১০৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِّرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لِيَلَّةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةً
الْقَبْرَ.

- حسن : "المشاكاة" (١٣٦٧)، "الأحكام" (٣٥).

১০৭৪। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাতে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।

- হাসান, মিশকাত (১৩৬৭), আল আহকাম (৩৫)

এ হাদীসটিকে আবু দৈসা গারীব বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এর সনদ পরম্পর সংযুক্ত নয়। কেননা আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর নিকট হতে রাবীআ ইবনু সাইফ সরাসরি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে কোন হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মূলতঃ তিনি আবদুর রাহমান আল-হুরুলীর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

(٧٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৭৫ ॥ জানায় আদায়ে দুই হাত উঠানো

(রাফিউল ইয়াদাইন)

১-০৭৭ - حَدَثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَدَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ
- وَهُوَ أَبْنُ أَبِي أَنِيسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ،
وَوَضَعَ الْيَمْنَى عَلَى الْيَسَرَى .

- حسن : "الأحكام" (١١٥، ١١٦).

১০৭৭। আবৃ হুরাইরা (রাঘ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জনায়া আদায়ে ‘আল্লাহ আকবার’ বললেন এবং
প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত দুটোকে উঠালেন (রাফটল ইয়াদাইন
করলেন)। ডান হাতকে তিনি বাম হাতের উপর রাখলেন।

- হাসান, আল আহকাম (১১৫, ১১৬)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই আমরা জেনেছি। আলিমগণের মাঝে জানায়ায় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো প্রসঙ্গে মতের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মতে, জানায়ায় প্রতি তাকবীরেই হাত দুটোকে উঠাতে হবে। এরকম মত ইবনুল মুবারাক, শাফিউদ্দীন, আহমাদ ও ইসহাকেরও। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম তা শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময়ই করতে হবে বলেছেন। এই মত সুফিয়ান সাউরী ও কৃফাবাসী আলিমগণের। ইবনুল মুবারাক বলেন, জানায়ায় ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবে না (দুই হাতই ঝুলিয়ে রাখবে)। অপর একদল আলিম বলেছেন, অন্যসব নামাযের অনুরূপ জানাযাতেও ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবে। আবু ঈসা ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরাকেই উপর মনে করেছেন।

٧٦) - بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعْلَقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا

ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعْلَقَةٌ بِدِينِهِ، حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ :

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٤١٣).

৩৭৬

সহীহ আহ-জিরমিয়া / صحيح الترمذى

১০৭৮। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির জন্ম খণ্ড পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার খণ্ডের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৪১৩)

১০৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيهِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلَقَةٌ بِدِينِهِ، حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ".

- صحيح بما قبله.

১০৭৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির জন্ম খণ্ড পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার খণ্ডের সাথে বন্ধক থাকে।

- সহীহ, পূর্বের হাদীসের কারণে

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় এটা বেশি সহীহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ବ୍ୟକ୍ତିଗମ୍ୟ ଦୟାଲୁ ଆଜ୍ଞାହର ନାମେ ଶୁଣି କରିବି

٩ - كِتَابُ النَّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় ৯ : বিবাহ

١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ১ : ১ ॥ বিয়ের ফার্মালাত এবং এজন্য উৎসাহ দেয়া

١-٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَادَ الرَّبِيرِيُّ :

حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقِدُرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاعَةِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَصَرِ، وَأَحَصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٤٥) ق.

১০৮১। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের) আমাদের অর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তিনি বললেনঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই সে লোক যেন রোয়া আদায় করে। কেননা, তার যৌনশক্তিকে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৪৫), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় আল-হাসান ইবনু আলী আল খালাল আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি আমাশ হতে, তিনি উমারা এর সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী আ'মাশ হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু মুআবিয়া ও আল মুহা-রিবী আ'মাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, উভয় সনদই সহীহ।

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتِلِ

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ বিয়ে না করা বা চিরকুমার থাকা নিষিদ্ধ

১০৮২ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الرَّفَاعِيُّ، وَرَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّبَتِلِ .
- صحيح بما قبله.

১০৮২। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (বিয়ে না করে) চিরকুমার থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বারণ করেছেন। যাইদ ইবনু আখযাম (রাহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো আছেঃ এ আয়াতটি কাতাদাহ (রাহঃ) পাঠ করেনঃ “আমরা আরো অনেক রাসূলকেই তোমার পূর্বে প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছি” -(সূরা : রাদ - ৩৮)।

- সহীহ, পূর্বের হাদীসের সহায়তায়

১০৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ الْخَلَلِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ،

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسِ، قَالَ : رَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتَلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَّصِينَا .

- صحیح : ق.

১০৮৩। সাঁদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, সাঁদ ইবনু আবু ওয়াকাস (রাঃ) বলেন, উসমান ইবনু মায়উন (রাঃ)-এর বিয়ে না করার (চিরকুমারের) প্রস্তাবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে আমরাও নিজেদেরকে চিরবন্ধা করে নিতাম।

- সহীহ: বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। সাঁদ, আনাস ইবনু মালিক, আইশা ও ইবনু আববাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আশআস ইবনু আব্দুল মালিক এই হাদীসটি হাসান হতে তিনি সাঁদ ইবনু হিশাম হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের দু'টি সনদ সূত্রই সহীহ বলে কথিত।

(۳) بَأْبُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ فَزُوْجُوهُ
অনুচ্ছেদ ৩ ॥ তোমরা যে ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট
সে ব্যক্তির সাথে বিয়ে দাও

১০৮৪ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ سَلَامٍ : إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ؛ فَزُوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا؛
تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ .

- حسن صحيح : "الإرواء" (۱۸۶۸)، "الصحيحة" (۱۰۲۲) :

المشاكا (۲۵۷۹).

১০৮৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যে ব্যক্তির দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

- হাসান সহীহ, ইরওয়া (১৮৬৮), সহীহাহ (১০২২), মিশকাত (২৫৭৯)

আবু হাতিম আল-মুয়ানী ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেনঃ আবদুল হামীদের বিরোধিতা করা হয়েছে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসের সনদে। এটাকে মুরসাল হিসেবে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে লাইস ইবনু সাদ ইবনু আজলান হতে বর্ণনা করেছেন। লাইসের বর্ণনাটিকে ইমাম বুখারীও বিশুদ্ধতার নিকটতর বলেছেন এবং আবদুল হামীদের বর্ণনাকে সংরক্ষিত বলে বলে মনে করেন না।

১০৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوَاقُ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هَرْمَنَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدٍ ابْنِ عَبْيَدٍ، عَنْ أَبِيهِ حَاتِمٍ الْمُزْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا؛ تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ" ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ : "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ - ثَلَاثَ مَرَاتٍ" .

- حسن بما قبله.

১০৮৫। আবু হাতিম আল-মুয়ানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যে লোকের দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র দ্বারা সন্তুষ্ট আছ, তোমাদের নিকট যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ে দাও।

تا نা کرلنے پڑھیتے فیتنا-فیساڈ و بیپریوں چڑھے پڑوں । ساہابیگان بوللنے، ہے آسٹھاہر راسوں! کیچھ (کھٹ) تار مارے خاکلےو کی؟ تینی بوللنے: تو ماڈر نیکٹے یہ لوکے دینشیلتا و نیتک چریٹ پڑھنے ہے سے لوک تو ماڈر نیکٹ بیویوں پرستاہ کرلنے تبے تار ساتھ بیوے داؤ । (بُرْنَانَا كَارِيَ بَلَنَ) اکھا تینی تینبار بوللنے ।

- ہاسان، پورے ہادیسےو سہاہیتایا

اہ ہادیسٹکے آبُو ایسہا ہاسان گاریوں بولئے ہے । راسٹھاہ ساٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہمیر ساہری پے یوہنے آبُو ہاتیم آل-میانی । تینی راسٹھاہ ساٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہ ہتھے اہ ہادیسٹ بجتیا اار کون ہادیس بُرْنَانَا کرئے ہے کی-نا تا آماڈر جانا نہیں ।

(٤) بَأْبُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثٍ خَصَالٍ

انوچھد ۸: ۴ ॥ میرے دے رکے تینٹ بیشیت دے دے بیوے کرا ہے

۱۰۸۶ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

يُوسَفَ الْأَزْرَقَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا،

وَجَمَالِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ؛ تَرَبَّتْ يَدَاكَ! ۔

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۸۵۸) ق۔

۱۰۸۶ । جابر (رآ) ہتھے بُریت آچے، راستھاہ ساٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہمیر بولئے: مہلکا دے رکے بیوے کرا ہے تا دے دیندا ری، دن-سمپن و سوہنر دے دے । اب شای ٹھی دیندا ر پاٹیا کے بے شی اٹھادیکار دیوے؛ کل جانے تو ماڈر ہات پری پورن ہے ।

- سہیہ، ایبُنُ مَا-جَاه (۱۸۵۸)، بُرخا ری و مُسْلِیم

আওফ ইবনু মালিক, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবু সাউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمُخْطُوبَةِ

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَائِدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ سُلَيْمَانَ - هُوَ الْأَحْوَلُ -، عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ، عَنْ الْمُفْرِيَّةِ بْنِ شَعْبَةَ : أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَنْظُرْ إِلَيْهَا : إِنَّهُ أَحَدُ أَهْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٦٥).

১০৮৭। মুগীরা ইবনু শবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এক মহিলার নিকট বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে দেখে নাও, তোমাদের মধ্যে এটা ভালবাসার সৃষ্টি করবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৬৫)

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, জাবির, আবু হুমাইদ, আনাস ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, বিয়ে করার পূর্বে নিষিদ্ধ অঙ্গের প্রতি না তাকিয়ে পাত্রী দেখাতে কোন সমস্যা নেই। এই মত ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও। 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে' এ কথার অর্থঃ পাত্রীকে দেখে পছন্দ করার পর বিয়ে করলে দাপ্তর্য জীবনের ভালোবাসা স্থায়ী হয়।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النَّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ বিয়ের ঘোষণা করা

- ١٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجَمْحِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَصُلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوتُ".

- حسن : "ابن ماجه" (١٨٩٦) .

১০৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব আল-জুমাহী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দফ বাজানো ও ঘোষণা দেয়া হচ্ছে (বিয়েতে) হালাল ও হারামের পার্থক্য।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৮৯৬)

আইশা, জাবির ও রুবাই বিনতু মুআওবায় (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। আবু বালজের নাম ইয়াহুয়া, পিতা আবু সুলাইম এবং তাকে ইবনু সুলাইমও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব দেখতে পেয়েছেন। সে সময় তিনি নাবালেগ ছিলেন।

- ١٠٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيِّ : حَدَّثَنَا يُشْرِبُ بْنُ

الْمُفْضَلِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبِيعِ بْنِتِ مُعَوْذٍ، قَالَتْ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ غَدَّةَ بُنِيَّ بِي، فَجَلَسَ عَلَيْهِ فِرَاشِيْ كَمْجَلِسِكَ مِنِّي، وَجَوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبُنَّ بِدُفْوِفِهِنَّ، وَيَنْدِبُنَّ مِنْ قُتْلَ مِنْ آبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نِيَّيْ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدِيرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ

اللَّهُ عَزَّلَهُ : "اَسْكَنْتِي عَنْ هَذِهِ وَقْوَلِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولُنِي قَبْلَهَا".
- صحيح : "الآداب" (١٤).

১০৯০। মুআওবিয কন্যা রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাসর রাতের সকালে আমার ঘরে এলেন। আমার কাছে তুমি (খালিদ ইবনু যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, তিনি আমার বিছানায় ঠিক সেভাবে বসলেন। আমাদের বালিকারা এমন সময়ে দফ বাজিয়ে বদরের যুদ্ধের শহীদ হওয়া আমার বাপ-দাদার শোকগাঁথা গাইছিলো। তাদের কোন একজন গাইতে গাইতে বলল, “আমাদের মাঝে একজন নাবী আছেন। আগামী কাল কি হবে তা তিনি জানেন।” তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ “একপ বলা হতে বিরত থাক, বরং তাই বল এতক্ষণ যা বলতেছিলে”।

- سہیہ، آلب آداب (۹۸)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ : ৭ ॥ নব দম্পতিদের জন্য দু'আ

১.১১ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ : "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٠٥).

১০৯১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন কোন লোক বিয়ে করত, তখন তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এই দু'আ পাঠ করতেনঃ “বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া
জামাআ বাইনাকুমা ফিল খাইরি”। অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার জীবন
বারকাতময় করুন আর তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন।

- سہیہ، ایوبن ماء-الجاح (۲۹۰۵)

আকীল ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত
আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান
সহীহ বলেছেন।

(۸) بَأْبُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ۸۸ ॥ সহবাসের সময়ে পঠিত দু'আ

۱۰۹۲ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ

مُنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ : قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
جِئْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَبَّ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا؛ فَإِنْ قَضَىَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
وَلَدًا؛ لَمْ يَضْرِهِ الشَّيْطَانُ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۹۱۹) خ.

۱۰۹۲। ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন
লোক যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর তখন (মিলনের পূর্বে)
বলে, “বিস্মিল্লাহি আল্লাহুক্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ
শাইতানা মা রায়াকতানা”। তাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই
সহবাসে সন্তান দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন, তবে এ সন্তানের কোনরকম ক্ষতিই
শাইতান করতে পারে না।

- سہیہ، ایوبن ماء-الجاح (۱۹۱۹)، بুখারী

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحْبِطُ فِيهَا النَّكَاحُ

অনুচ্ছেদ : ৯ ॥ বিয়ে করার উভম সময়

- ১০৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ عُرُوْةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنِي بَيْ فِي شَوَّالٍ.

وَكَانَتْ عَائِشَةَ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبَنِّي بَنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۹۰) ۴ -

১০৯৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন এবং বাসর রাতও শাওয়াল মাসেই কাটিয়েছেন। শাওয়াল মাসে আইশা (রাঃ) তার পরিবারের মেয়েদের জন্য বাসর উদ্যাপনের ইচ্ছা করতেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৯০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এটিকে আমরা শুধুমাত্র ইসমাইল ইবনু উমাইয়ার সূত্রে যুহরীর বর্ণিত হাদীস হিসেবেই জানি।

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ ওয়ালীমার (বৌ-ভাতের) অনুষ্ঠান

- ১০৯৪ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي رَأْيِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةً، فَقَالَ : مَا هَذَا؟، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَذْنِ نَوَافِي مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ :

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۰۷) ق.

১০৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে (বা পোশাকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেন : কি ব্যাপার! তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে একটি খেজুর আঁটির অনুরূপ পরিমাণ সোনার বিনিময়ে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমায় আল্লাহ তা'আলা বারকাত দিন, ওয়ালীমার আয়োজন কর তা একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

- سَيِّد، إِبْنُ مَا-جَاهَ (۱۹۰۷)، بُرْخَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

ইবনু মাসউদ, আইশা, জাবির ও যুহাইর ইবনু উসমান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদ ইবনু হাস্বাল বলেন, প্রায় সাড়ে তিন দিরহাম ওজন হবে একটি খেজুরের বীচির পরিমাণ সোনার ওজন। ইসহাক মনে করেন এর ওজন প্রায় সাড়ে পাঁচ দিরহামের সমান।

১০৯৫ - حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عَمْرٍ : حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ

ابْنِ دَاؤَدَ، عَنْ أَبْنِهِ، عَنِ الرَّزْهَرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

أَوْلَمْ عَلَى صَفِيفَةَ بِنْتِ حُبَيْبَ بِسْوِيقَ وَتَمِّرِ ،

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۰۹) ق.

১০৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সাফিয়া বিনতু হৃয়াইকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করে ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেন ছাতু ও খেজুর দিয়ে।

- سَيِّد، إِبْنُ مَا-جَاهَ (۱۹۰۹)، بُرْخَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

১০৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سَفِيَّانَ

... نَحْنُ هَذَا.

- صحيح : انظر ما قبله.

১০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া হুমাইদ হতে, তিনি সুফিয়ান হতে অনুকরণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- سَهْيَهُ، دَعْبُونَ پُر্বেরِ هَادِيَس

একাধিক বর্ণনাকারী হাদীসটি ইবনু উয়াইনা হতে যুহরীর বরাতে আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা 'ওয়াইল তার পিতা হতে' এই কথাটি উল্লেখ করেননি।

আবু ঈসা বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এই হাদীসে তাদলীস করেছেন অর্থাৎ নিজের সাক্ষাত বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে তার উর্দ্ধতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাই কোন কোন সময় ওয়াইল তার পিতা হতে এর উল্লেখ করেননি আবার কোন কোন সময় তার উল্লেখ করেছেন।

(۱۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِيِّ

অনুচ্ছেদ ১১ ॥ দাওয়াত কবূল করা

১০৯৮ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىٰ بْنُ خَلْفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ

الْمُفْضَلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا الدُّعَوَةُ إِذَا دُعِيتُمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۱۴) ق.

১০৯৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দাওয়াত দেওয়া হলে তোমরা তাতে অংশগ্রহণ কর।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَا-জَاه (۱۹۱۸)، بُখَارী، مُسْلِم

আলী, আবু হুরাইরা, বারাআ, আনাস ও আবু আইয়ুব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ فِيمْنَ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ যে ব্যক্তি বিবাহভোজে

দাওয়াত ছাড়াই হায়ির হয়

১০৯৯- حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مسعودٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ : أَبُو شَعِيبٍ - إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَامٌ، فَقَالَ : اصْنُعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوْعَ، قَالَ : فَصَنَعَ طَعَاماً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ وَجَلَسَاهُ الدِّيْنِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعْهُمْ حِينَ دَعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ : "إِنَّهُ أَتَبَعَنَا رَجُلٌ، لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخُلَّ" ، قَالَ : فَقَدْ أَذِنْنَا لَهُ، فَلَيَدْخُلَ.

- صحيح : ق.

১০৯৯। আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবু শাইব নামক একজন লোক তার গোশত বিক্রেতা গোলামের নিকটে এসে বললেন, পাঁচজনের খাবার আমার জন্য বানিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে আমি ক্ষুধার ছাপ দেখতে পেয়েছি। সে খাবার বানানোর পর তিনি লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বসে থাকা লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে রাওয়ানা

হলে এক লোক তাঁদের অনুসরণ করে, দাওয়াত দেওয়ার সময় সে লোকটি তাঁদের সাথে ছিল না। বাড়ীর দরজায় পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর মালিককে বললেনঃ আরো এক লোক আমাদের পিছে পিছে এসেছে। তুমি আমাদের দাওয়াত দেওয়ার সময় সে আমাদের সাথে ছিল না। তুমি অনুমতি দিলে তবে সে তোমার বাড়ীতে আসবে। আবু শুআইব বললেন, তাকেও আমি অনুমতি দিলাম, সে যেন আসে।

- سَهْيَهُ: بُوখَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ অনুচ্ছেদ ১৩ ॥ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা

١١٠٠ - حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟!، فَقَلَّتْ : نَعَمْ، فَقَالَ : بِكَرًا أَمْ شَيْئًا؟، فَقَلَّتْ : لَا، بَلْ شَيْئًا، فَقَالَ : هَلَا جَارِيَةً، تَلَاعِبُهَا! وَتَلَاعِبُكَ؟، فَقَلَّتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبْعَدُ اللَّهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعًا -، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ : فَدَعَا لِيْ.

- صحيح : "البراءة" (١٧٨) ق.

১১০০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মহিলাকে বিয়ে করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। তিনি বললেনঃ হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কুমারী মেয়ে না বিধবা মেয়ে?

আমি বললাম, না, বরং বিধবা। তিনি বললেনঃ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তার সাথে তুমিও আনন্দ করতে পারতে এবং তোমার সাথে সেও আমোদ-প্রমোদ করতে পারত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত্যুর সময় আবদুল্লাহ (আমার পিতা) সাতটি অথবা নয়টি মেয়ে রেখে গেছেন। এজন্য এমন মহিলাকে এনেছি যেন সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। আমার জন্য তখন তিনি দু'আ করলেন।

- সহীহ, ইবনু বুখারী, মুসলিম

উবাই ইবনু কাব ও কাব ইবনু উজরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۴) بَأْبُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِولِيٰ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হয় না

১১০১- حَدَّثَنَا عَلَيْيَ بْنُ حَمْرَيْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا زِيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونَسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِولِيٰ " .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۸۸۱)

১১০১। আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৮১)

আইশা, ইবনু আবাস, আবু হুরাইরা ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جَرِيْجِ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرِجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ .

- صحيح : "ابرواء" (١٨٤٠).

১১০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। কিন্তু তার সাথে তার স্বামী সহবাস করলে তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগত হওয়ার কারণে তার নিকট মোহরের অধিকারী হবে। যদি অভিভাবকগণ বিবাদ করে তাহলে যে ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই তার ওয়ালী হবে দেশের শাসক।

- سہیہ، ایرانی (۱۸۴۰)

আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। ইবনু জুরাইজ (রাহঃ) হতে ইয়াহুইয়া ইবনু সান্দ, ইয়াহুইয়া ইবনু আইয়ুব ও সুফিয়ান সাওরীসহ একদল হাফিজ মুহান্দিস এরকমই বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত (১১০১ নং) হাদীসের সনদে মতের অমিল আছে। উপরোক্ত হাদীসটি ইসরাইল, শারীক, আবু আওয়ানা, যুহাইর, কাইস ইবনুর রাবী প্রমুখ আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবু মূসা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ ও যাইদ ইবনু হুবাব-ইউনুস ইবনু আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবু মূসা (রাঃ) হতে,

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবু উবাইদা আল-হাদ্দাদ-ইউনুস ইবনু আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবু মূসা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে আবু ইসহাকের উল্লেখ নেই। এ সূত্রেও ইউনুস ইবনু আবু ইসহাক-আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবু মূসা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরকমই বর্ণিত আছে। শুবা ও সাওরী-আবু ইসহাক হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ “অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে সম্পাদন হয় না”।

সুফিয়ানের কতক অনুসারী তার সূত্রে-আবৃ ইসহাক হতে, তিনি আবৃ বুরদা হতে, তিনি আবৃ মূসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। আমি মনে করি আবৃ ইসহাক আবৃ বুরদা হতে, তিনি আবৃ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে যারা বর্ণনা করেছেন যে, “অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হয় না” তাদের বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ। কারণ, তারা আবৃ ইসহাকের নিকট বিভিন্ন সময় এ হাদীস শুনেছেন। এ হাদীসটি আবৃ ইসহাকের নিকট হতে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের তুলনায় শুবা ও সুফিয়ান সাওরী বেশি স্বরণশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হলেও তাদের সবার বর্ণনাই আমার মতে বেশি সহীহ ও পরম্পর সংগতিপূর্ণ।

উক্ত হাদীস আবু ইসহাকের নিকট একই বৈঠকে শুবা ও সাওরী শুনেছেন এবং এ কথার প্রমাণ আছে মাহমুদ ইবনু গাইলানের বর্ণনায়। তিনি বলেন, আবু দাউদ বলেছেন যে, শুবা বলেছেন, আবু ইসহাকের নিকট আমি সুফিয়ান সাওরীকে প্রশ্ন করতে শুনেছিঃ আপনি কি আবু বুরদা (ব্রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হয় না”? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এই হাদীসটি একই সময়ে শুবা ও সাওরী শুনেছেন। ইসরাইল আবু ইসহাকের নিকট হতে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে খুবই বিশ্বস্ত। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীকে আমি বলতে শুনেছিঃ ইসরাইলের উপর

যে সময় হতে আমি নির্ভর করেছি আমি সে সময় হতে বঞ্চিত হয়েছি সাওয়ারীর বরাতে বর্ণিত আবু ইসহাকের হাদীসমূহ হতে। কেননা, তিনি পূর্ণভাবে আবু ইসহাকের রিওয়ায়াতগুলি বর্ণনা করতেন। আমার মতে অত্র অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস “অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে ঠিক হয়না” হাদীসটি হাসান।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনু জুরাইজ-সুলাইমান ইবনু মূসা হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ও জাফর ইবনু রাবীআ-যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হিশাম ইবনু উরওয়া-উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সনদেও বর্ণিত আছে। এই শেষেক সনদ প্রসঙ্গে কোন কোন হাদীস বিশারদ সামালোচনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ বলেন, এক সময় আমি এ হাদীস প্রসঙ্গে যুহরীর সাথে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি এটাকে অঙ্গীকার করেন। এ কারণেই উপরোক্ত সনদসূত্রটিকে মুহান্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাস্টিন বলেন, উক্ত কথাটি ইবনু জুরাইজের বরাতে শুধুমাত্র ইসমাইল ইবনু ইবরাহীমই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু জুরাইজ হতে ইসমাইলের কিছু শৃঙ্খলা খুবএকটা প্রমাণিত নয়। তবে তিনি আবদুল মাজীদ ইবনু আবদুল আয়ীয় ইবনু আবু রাওয়াদের পাঞ্জুলিপির সাথে পাঞ্জুলিপিকে মিলিয়ে সংশোধন করে নেন। অন্যথায় ইসমাইল ইবনু জুরাইজ হতে তিনি কিছুই শুনেননি। ইবনু জুরাইজের বরাতে ইসমাইলের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহকে ইয়াহ-ইয়া (রাহঃ) দুর্বল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার ইবনুল খাতাব, আলী ইবনু আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা (রাঃ) ও অন্যরা “অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না” এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন। একদল ফিক্‌হবিদ তাবিদি বলেছেন, অভিভাবকগণের বিনা অনুমতিতে কোন মহিলা বিয়ে

করতে পারে না (করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে)। এদের মধ্যে আছেন সাউদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান বাসরী, শুরাইহ, ইবরাহীম নাথঙ্গ, উমার ইবনু আবদুল আয়ীয ও অন্যরা। এই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঙ্গ, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঙ্গ, আহমাদ ও ইসহাকও।

١٧) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النَّكَاحِ ‘অনুচ্ছেদ ১৭।’

١١٥- حَدَثَنَا قُتْبَيْهُ : حَدَثَنَا عَبْرُونْ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّشَهِّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهِّدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ : التَّشَهِّدُ فِي الصَّلَاةِ : "الْتَّحِيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرُّ كَاتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالتَّشَهِّدُ فِي الْحَاجَةِ : "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ؛ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ؛ فَلَا هَادِيٌّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

قال عبّر: ففسره لنا سفيان الثوري : [اتّقوا الله حق تقاته] ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، [واتّقوا الله الذي تساء لون به والأرحام]

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، [اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا].
- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٩٢).

১১০৫। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে নামাযের তাশাহুদ এবং (বিয়ে ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহুদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ নামাযের তাশাহুদ হচ্ছে, “সমস্ত সম্মান, ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও প্রাচুর্যও। আমাদের ও আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। আমি সাক্ষ্য দিছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল”।

আর প্রয়োজনের (হাজাতের) তাশাহুদ হলঃ “সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। তাঁর নিকটই আমরা সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের কু-প্রবৃত্তি ও আমাদের মন্দ কাজসমূহ হতে আশ্রয় চাই। যে লোককে তিনি হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি গুরুত্ব করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল”। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী আবসার বলেন, এ তিনটি আয়াত সুফিয়ান সাওয়ারী উল্লেখ করেছেনঃ

১. “হে ঈমানদারগণ! বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং তোমরা মৃত্যুর পূর্ব মৃহৃত পর্যন্ত মুসলিম (অনুগত) না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না” (সূরা : আলে-ইমরান- ১০২)।

২. ‘হে জনগণ! ভয় কর তোমাদের প্রভুকে। তিনি একটি প্রাণ হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জোড়াও তৈরী করেছেন তা হতেই। তিনি অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের উভয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহ তা'আলাকে, তোমরা যার দোহাই

دی�ے نیج نیج اधیکار دا بی کر اکے اپرے رے نیکٹ اور بیرات خاک آسمیت اور سمپرک بینٹ کر رہا ہے۔ آنحضرت اب شیخی توماندے کا جے رے پریبے کشنا کر رہے ہیں” (سُرَا : نِسَاء - ۱) ।

۳۔ ”ہے ہمایوندیار گن! آنحضرت تا'اللہ اکے بی کر اور سرتی کथا بول۔ توماندے کا جے کرم آنحضرت سانشوادن کرے دیوئن اور توماندے کو نہ سماں سمع میں ماف کرے دیوئن۔ یہ لئوک آنحضرت و تا'ر راسوں لے رے آنوغتی کرے، سے لئوک بड رکمے رے سافلی پلے” (سُرَا : آہیا و - ۹۰، ۹۱) ।

- سہیح، ایوب نو مہاجاہ (۱۸۹۲)

آندی ایوب نو ہاتھیم (راہ) ہتھے اور انوچھے دے ہادیس برجیت آچے۔ آبادن علیہ (راہ)-اے برجیت ہادیس تیکے آبڑی ایسا ہاسان بلے ہن۔ آئماں برجنا کرے ہن آبڑی ایسہاک ہتھے، تینی آل آہ ویسا س ہتھے۔ تینی آبندن علیہ ہتھے، تینی ناوی سالا علیہ آلائی ہی ویسا علیہ ہتھے۔ آر شو برجنا کرے ہن: آبڑی ایسہاک ہتھے، تینی آبڑی ایسہاک ہتھے۔ تینی آبندن علیہ ہتھے تینی ناوی سالا علیہ آلائی ہی ویسا علیہ ہتھے۔ عوڈی سوتھا پاٹھ چاڈا و بیوئے شو ہبے ।

۱۱۰۶- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَّبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هَرِيرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهِدُ، فَهُنَّ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ۔

- صحیح : ”الأجوية النافعة“ (۴۸)، ”تمام المنة“ - التحقیق

الثانی۔

۱۱۰۶۔ آبڑی ہر را (راہ) ہتھے برجیت آچے، تینی بلے ن، راسوں علیہ سالا علیہ آلائی ہی ویسا علیہ ہتھے: یہ سو بخوتباوی (بکھر تاوا) تا شاہزاد پاٹھ کر رہا ہے نا تا کاٹا ہاتھ رے سمتولی ।

- سہیح، آل آجی بی تون نافیہ علیہ (۸۸)، تا مامول میہا علیہ تا ہنکیک چانی

اے ہادیس تیکے آبڑی ایسا ہاسان گاریو بلے ہن ।

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِفْمَارِ الْبِكْرِ، وَالثَّبِيبِ

অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ বিয়ের ব্যাপারে কুমারী (বিক্র) ও অকুমারীর
(সায়িয়াব) অনুমতি নেয়া

١١٠٧ - حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ :

حَدَّثَنَا أَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُنْكِحُ الْبَيْبَرَ حَتَّى تُسْتَأْمِرَ، وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنَهَا الصَّمُوتُ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٧١) ق.

১১০৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রাণবয়ঙ্কা (সায়িয়াব) নারীকে তার সুম্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার অনুমতি।

- سہیہ، ابن نعہ ما-جاح (۱۸۷۱)، بুখারী ও মুসলিম

উমার, ইবনু আব্বাস, আইশা ও উরস ইবনু উমাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, প্রাণবয়ঙ্কা (সায়িয়াব) নারীকে তার সুম্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেয় এবং সে মেয়ে যদি এ বিয়ে পছন্দ না করে তাহলে সকল আলিমের মত অনুযায়ী তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পিতা কর্তৃক কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করানোর বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। যদি প্রাণবয়ঙ্কা কুমারী মেয়েকে তার পিতা তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয় এবং এ বিয়ে যদি সে অপছন্দ করে, তবে কৃফার বেশিরভাগ আলিমের মতে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মদীনার একদল আলিমের মতে, যদি পিতা তাকে বিয়ে দেয় এবং তা যদি সে পছন্দ না করে তবুও এ বিয়ে জায়িয় হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক।

۱۱۰۸ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جَبِيرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "اَلْأَيْمَنُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا، وَالْكُوْنُ تُسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتْهَا" .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۸۷۰) م.

۱۱۰۸। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের (বিয়ের) ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ক নারী (আয়িম) তার অভিভাবক হতে বেশি কর্তৃত্বশীল। কুমারীর (বিক্ৰ, বিয়ের) ব্যাপারে তার মতামত নেয়া আবশ্যিক। তার নীরবতাই তার সম্মতি।

- سہیہ، ایوب نو ماجہ (۱۸۷۰) مسلم

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইমাম মালিকের সূত্রে শুবা ও সাওরী বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে একদল লোক বলেছেন, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতেও বিয়ে জায়িয়। কিন্তু এ হাদীসে তাদের জন্য দলীল নেই। কেননা, একাধিকসূত্রে ইবনু আব্বাসের নিকট হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না।” ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাবার পর এ ফাতাওয়াই দিয়েছেন যে, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না। “বয়স্কা (আয়িম) নারী তার বিয়ের পারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি কর্তৃত্বশীল”, বেশিরভাগ আলিমের মতে এ হাদীসের তৎপর্য হলঃ বয়স্কা মহিলার অভিভাবক তার মতামত এবং সম্মতি না নিয়ে তাকে বিয়ে দিতে পারে না, যদি দেয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, খ্যামের কন্যা খানাসার হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বয়স্কা ছিলেন। তার বাবা তাকে বিয়ে দিলে তিনি তা অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বিয়ে বাতিল করে দেন।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْبَيْتِمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ জোরপূর্বক ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দেওয়া

١١٠٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَتِيبةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ

ابْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

"الْبَيْتِمَةُ تَسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَّتْ؛ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبْتَ؛ فَلَا جَوَازٌ

عَلَيْهَا"

- حسن صحيح : "الإرواء" (١٨٢٤)، "صحيح أبي داود"

(١٨٢٥)

১১০৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়াতীম কুমারীর (বিয়ের) ব্যাপারে তার নিজের মত নিতে হবে। সে চুপ থাকলে তবে এটাই তার সম্মতিগণ্য হয়ে যাবে। সে সরাসরি অস্বীকার করলে তবে তার উপর জোর খাটানো যাবে না।

- হাসান সহীহ, ইরওয়া (১৮৩৪), সহীহ আবু দাউদ (১৮২৫)

আবু মুসা, আইশা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। আলিমদের মধ্যে ইয়াতীম মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল আলিমের মতানুযায়ী ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দিলে সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সে চাইলে এ বিয়ে বহাল রাখতে পারে অথবা নাকচও করে দিতে পারে। এই মত দিয়েছেন একদল তাবিস্ত ও অপরাপর আলিম। আর একদল আলিম বলেছেন, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীম মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার জায়িয় নেই। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিস্ত ও অপরাপর আলিম। আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, নয় বছরে পদার্পণ করার পর ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ে দেয়া

হলে এবং সে এতে রাজী থাকলে তা জায়িয হবে। বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার পর তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। আইশা (রাঃ)-এর বিষয়কে তারা দলীল হিসাবে নিয়েছেন। আইশা (রাঃ)-কে নিয়ে তাঁর নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর যাপন করেছেন। আইশা (রাঃ) বলেছেন, কোন বালিকা নয় বছরে পদার্পণ করলে সে মহিলা বলে গণ্য হবে।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ মনিবের বিনা অনুমতিতে গোলামের বিয়ে

١١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَبْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ زَهْيرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٌ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .

- حسن : "ابن ماجه" (١٩٥٩) .

১১১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে কোন গোলাম তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে সে ব্যভিচারী।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৯)

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীলের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সহীহ নয়। জাবিরের সূত্রটিই সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাবিঙ্গণ আমল করেছেন। তাদের মতে, কোন গোলাম মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে তা জায়িয হবে না। এই মত দিয়েছেন আহ্মাদ, ইসহাক ও অন্যরাও। এতে কোন মতভেদ নেই।

١١١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَمْوَى : حَدَّثَنَا أَبِي :

حَدَّثَنَا أَبْنُ جَرِيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : أَيْمًا عَبْدٌ تَرْوَجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ .
- حسن انظر ما قبله.

১১১২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন গোলাম তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে সে যিনাকারী বলে গণ্য হবে।

- হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٣ - بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ (মহিলাদের মোহরানার বর্ণনা)

١/١١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ الْخَلَّالِ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِعُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرِزَّوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً! فَقَالَ : "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا"، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِزارِكَ؟! إِنْ أَعْطَيْتَهَا؛ جَلَسَتْ وَلَا إِزارَ لَكَ؛ فَالْتَّمِسْ شَيْئًا"، قَالَ : مَا أَرِيدُ، قَالَ : "فَالْتَّمِسْ؛ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، قَالَ : فَالْتَّمِسْ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟"، قَالَ : نَعَمْ;

سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - لِسُورٍ سَمَّاهَا -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : زَوْجُكُمْ بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۸۸۹) : ق.

১১১৮/১। সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একজন স্ত্রীলোক বলল, আমি আপনার জন্য নিজেকে দান (হেবা) করলাম। (একথা বলে) সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি তাকে প্রয়োজন না হয় তবে আমার সাথে তার বিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তার মোহর আদায়ের মত তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল, আমার এ কাপড়টি ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে যদি তোমার কাপড়টি দাও তবে তোমাকে তো (ঘরে) বসে থাকতে হবে এবং তোমার কাপড় বলতে আর কিছু থাকবে না। অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে আস। (কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে) সে বলল, কিছুই খুঁজে পাইনি। তিনি বললেনঃ একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে আন। বর্ণনাকারী বলেন, সে কিছুই খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরআনের কিছু জানা আছে কি তোমার? সে বলল, হ্যা, অমুক অমুক সূরা জানি। সে সূরাগুলোর নামও বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরআনের যেটুকু অংশ তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম।

- سہیہ، ایوبن ماء-الجاح (۱۸۸۹)، بُখاری، مُسْلِم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফিউ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিয়ের জন্য কোন লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মত কিছু না থাকে এবং যদি সে লোক কোন নারীকে কুরআনের কোন সূরার বিনিময়ে বিয়ে করে তবে তা জায়িয় হবে। তার কর্তব্য হবে ঐ মহিলাকে সে সূরাটি শিখিয়ে দেয়া। কুফাবাসী আলিমগণ এবং আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িয় হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মোহরে মিসাল' পরিশোধ করতে হবে।

١١١٤ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ : أَلَا لَا تُغَالِوْا صَدَقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاقُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ، عَلَى أَكْثَرِ مِنْ شِتَّى عَشَرَةَ أُوقِيَّةً.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٨٧)

১১১৪/২। আবুল আজফা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাভাব (রাঃ) বলেছেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা উচ্চহারে বাড়িয়ে দিও না। কেননা, তা দুনিয়াতে যদি সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাকওয়ার বস্তু হত তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের চেয়ে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু বার উকিয়ার বেশি পরিমাণ মোহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

- سہیہ، ایبن مارزا (۱۸۸۷)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবুল আজফার নাম হারিম। আলিমদের মতে চলিশ দিরহামের সমান এক উকিয়া এবং চার শত আশি দিরহামের সমান বার উকিয়া।

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأُمَّةَ، ثُمَّ يَتَزَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ : ২৪ ॥ নিজের দাসীকে আযাদ করে বিয়ে করা

১১১৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبْوُ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ

ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيفَةً، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا .

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۵۷) ق.

۱۱۱۵। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে বিয়ে করেন তাকে আযাদ করে এবং তার মোহর নির্ধারণ করেন এই দাসত্ব মুক্তিকে।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۱۹۵۷)، بُখاری، مسلم

সাফিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঙ্গি আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাকও। আযাদ করে তা মোহর হিসেবে গণ্য করাকে একদল আলিম মাকরহ বলেছেন। এক্ষেত্রে তারা মোহর নির্ধারণের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদঃ ২৫॥ দাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার ফায়লাত

۱۱۱۶- حدثنا هناد: حدثنا علي بن مسحير، عن الفضل بن يزيد، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه؛ فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده حارية وضيئه، فآحسن أدبهما، ثم اعتقهما، ثم تزوجهما؛ ينتهي بذلك وجه الله؛ فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب

الآخر، فَامْنَ بِهِ؛ فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرْتَيْنَ۔
- صحيح : "ابن ماجه" (১৯৫৬)۔

১১১৬। আবু বুরদা ইবনু আবু মূসা (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবু মূসা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাওয়াব দিগ্নণ করা হবে। যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হাক্ক সঠিকভাবে আদায় করেছে। তার সাওয়াব দিগ্নণ করা হবে। যে লোকের সুন্দরী বাঁদী ছিল, সে তাকে উচ্চম আচরণ ও আদব-কায়দা শিখিয়েছে এবং তাকে পরবর্তীতে মুক্ত করে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। তার সাওয়াবও দিগ্নণ করা হবে। পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি যে লোক ঈমান এনেছে, তারপর পরবর্তী কিতাব (কুরআন) আসার পর তার উপরও ঈমান এনেছে, তাকেও দিগ্নণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

- سہیہ، ایوبن ماء جاہ (۱۹۵۶)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের মত হাদীস আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবু উমার সুফিয়ান হতে, তিনি সালিহ ইবনু সালিহ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আবু বুরদাহ হতে। আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবু বুরদার নাম আমির, পিতা আবদুল্লাহ, দাদা কাইস। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সালিহ ইবনু সালিহ এর সূত্রে। সালিহ ইবনু সালিহ হলেন আল-হাসান ইবনু সালিহের পিতা।

(۲۷) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوْجَهَا آخَرُ
فَيَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

অনুচ্ছেদ : ২৭ ॥ কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামী ধর্হণ করলে এবং সহবাসের পূর্বে সেও তাকে তালাক দিলে

১১১৮ - حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَمَّرٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَثَنَا

سُفِيَّاْنُ بْنُ عُيَّيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةً الْقُرْظَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْزَبِيرَ؛ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُذِّبَةِ التَّوْبِ، فَقَالَ : أَتَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا؛ حَتَّى تَذَوَّقِي عَسْيَلَتَهُ، وَيُدْوِقَ عُسْيَلَتَكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۳۴) ق.

۱۱۱۸। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে রিফাআ আল-কুরায়ীর স্ত্রী এসে বললো, আমি রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে বাত্তা তালাক অর্থাৎ তিন তালাক দেয়। তারপর আমি বিয়ে করি আবদুর রাহমান ইবনু যুবাইরকে কিন্তু তার সাথে কাপড়ের পাড়ের মত (অকেজো পুরুষাঙ্গ) ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রিফাআর নিকটে আবার ফিরে যেতে চাও? কিন্তু তা হবে না, তুমি যতক্ষণ না তার মধু আস্বাদন করবে এবং সে তোমার মধু আস্বাদন করবে (তারপর তালাক দিবে)।

- سহীহ، ইবনু মা-জাহ (১৯৩৪)، নাসা-ঈ

ইবনু উমার, আনাস, রুমাইসা অথবা গুমাইসা ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন। কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলে এবং তার সাথে সহবাসের পূর্বেই এই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যে পর্যন্ত না তার সহবাস হবে।

٢٨) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْمِحْلِ وَالْمَحْلُ لَهُ.

অনুচ্ছেদ : ২৮ ॥ যে লোক হিলা করে এবং
যে লোক হিলা করায়

١١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدُ الْأَشْجُونِيُّ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ زُبَيْرٍ الْأَيَامِيُّ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ
- صحيحاً : "ابن ماجه" (١٥٣٥).

১১১৯। আলী (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে
বলেছেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয়
তাদের উভয়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
অভিসম্পাত করেছেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৫)

ইবনু মাসউদ, আবু হুরাইরা, উকবা ইবনু আমির ও ইবনু আকবাস
(রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবু ঈসা
মা'লুল (সনদে সূক্ষ্ম ক্রটি আছে) বলেছেন। আর এভাবে বর্ণনা করেছেন
আশআস ইবনু আব্দুর রাহমান মুজালিদ হতে, তিনি আমির হতে, তিনি
আল-হারিস হতে, তিনি আলী ও আমির হতে, তিনি আলী ও আমির
হতে, তারা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম হতে, এ হাদীসের সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, মুজালিদ ইবনু
সাউদকে ইমাম আহ্মাদ ও অন্যরা ঘষ্টে বলেছেন। মুজালিদ-আমির
হতে, তিনি জাবির (রাঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ
ইবনু নুমাইর এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে ইবনু নুমাইর
বিভাস্তির শিকার হয়েছেন। প্রথম সূত্রটিই অনেক বেশি সহীহ। এ
হাদীসটি মুগীরা, ইবনু আবু খালিদ ও অন্যরা শাবি হতে, তিনি হারিস
হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

١١٢۔ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ :

حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هَرِيْلِ بْنِ شُرَحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْمَحِلُّ وَالْمَحْلُّ لَهُ.

- صحيح انظر ما قبله.

১১২০। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয় উভয়কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবু দুসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবু কাইস আল-আওদীর নাম আবদুর রাহমান, পিতা সারওয়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার ইবনুল খান্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মত দিয়েছেন। এই মত ফিক্‌হবিদ তাবিউদ্দেরও। একই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনু মুবারাক, শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাকও। ওয়াকীও একইরকম মত দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই বিষয়ে আহলুর রায়ের মত ছুড়ে ফেলে দেয়া কর্তব্য। ওয়াকী বলেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, হিলার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে কোন লোক বিয়ে করার পর তাকে নিজের বিবাহধীনে রাখতে চাইলে তা জায়িয় নয়। নতুনভাবে এই মহিলার সাথে তার বিয়ে হতে হবে।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

অনুচ্ছেদ ১১২১ ॥ মুত্ত্বা বিয়ে হারাম

১১২১۔ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْرٍ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۹۶۱) ق.

۱۱۲۱। আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খাইবারের যুদ্ধের দিন নারীদের সাথে মুত্তা বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

- سہیہ، ایوب نما-جاح (۱۹۶۱)، بُখاری، مسلمی

সাবরা আল-জুহানী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঙ্গণ আমল করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে 'মুত্তা'র অনুমতি আছে' বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু এটা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন বলে তাকে জানানো হলে তিনি তার মত প্রত্যাহার করেন। মুত্তা বিয়ে বেশিরভাগ আলিমের মতে হারাম। একথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাকও।

৩০) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشَّفَارِ

অনুচ্ছেদ : ৩০ ॥ শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ

۱۱۲۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ الْمَفْضِلِ : حَدَّثَنَا حَمِيدٌ - وَهُوَ الطَّوِيلُ -، قَالَ : حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا

شِغَارٌ فِي إِسْلَامٍ، وَمَنِ اتَّهَبَ نَهْبَةً؛ فَلِيسَ مِنَّا".

- صحيح : "المشكاة" (٢٩٤٧) - التحقيق الثاني)، "صحيح

أبي داود" (٢٣٢٤).

۱۱۲۳। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলামে 'জালাব', 'জানাব' বা 'শিগার' কোনটারই স্থান নেই। যে লোক ছিমতাই বা লুষ্টন করল সে লোক আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

- سہیہ، میشکات تاہکیک حانی (۲۹۴۷)، سہیہ آبू داؤد (۲۳۲۸)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আনাস, আবু রাইহানা, ইবনু উমার, জাবির, মুআবিয়া, আবু হুরাইরা ও ওয়াঈল ইবনু হজর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

۱۱۲۴- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ :

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

- صحيح : "ابن ماجه": (۱۸۸۳) ق.

۱۱۲۴। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

- سہیہ، ইবনু মা-জাহ (۱۸۸۳)، بুখারী، মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। তারা শিগার (অদল-বদল) প্রথায় বিয়েকে জায়িয বলে মনে করেন না। শিগারের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই শর্তে তার মেয়েকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেওয়া যে, বিনিময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মেয়ে অথবা বোনকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে এবং এদের মধ্যে কোন মোহরের আদান-প্রদান হবে না। এ ধরণের বিয়েকে 'নিকাহে শিগার' বলে। ইমাম শাফিউদ্দীন, আহমদ ও

ইসহাক বলেছেন, নিকাহে শিগার বাতিল, এটা জায়িয নয়, এমনকি মোহর নির্ধারণ করলেও। আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেছেন, উভয়ই নিজ নিজ বিয়েকে ঠিক রাখবে এবং উভয়ের স্তৰীয় জন্য “মোহরে মিসাল” নির্দিষ্ট হবে। কৃফার আলিমদেরও এই মত।

(۳۱) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَلَا عَلَىٰ خَالِتِهَا

অনুচ্ছেদ : ৩১ ॥ কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার স্তৰীয় হিসেবে বিয়ে করা বৈধ নয়

۱۱۲۵ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ أَبِي حَرْيَزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَا أَنْ تزوج المرأة على عمةِها، أو على خالتها.

- صحیح : "ابرواء" (۲۸۸۲)، ضعیف أبي داود (۳۰۲) .

۱۱۲۵ । ইবনু আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে (স্তৰীয়রূপে) বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

- سہیہ، ইরওয়া (২৮৮২), ষষ্ঠ আবু দাউদ (৩৫২)

বর্ণনাকারী আবু হারীয়ের নাম আব্দুল্লাহ ইবনু হ্সাইন। নাস্র ইবনু আলী আব্দুল আলা হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাস্সান হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

- سہیہ ইবনু মা-জাহ (১৯২৯), নাসা-ঈ

আলী, ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আবু সাইদ, আবু

উমামা, জাবির, আইশা, আবু মূসা ও সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَنَّبَانَا دَاؤِدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمِّهَا، أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالِتِهَا، أَوِ الْخَالَةَ عَلَى بُنْتِ أَخِتِهَا، وَلَا تُنْكِحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَا الْكَبِيرَ عَلَى الصُّغْرَى .

- صحيح : "الإرواء" (٢٨٩/٦)، "صحيح أبي داود" (١٨٠٢).

١١٢٦। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে অথবা কোন মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে এবং ছোট বোনের সাথে বড় বোনকে এবং বড় বোনের সাথে ছোট বোনকে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

- سহীহ، إیرওয়া (৬/২৮৯)، سহীহ، آবু دাউদ (۱۸۰۲)

ইবনু আবাস ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসদ্বয়কে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী সকল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করার কথা বলেছেন। কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করা যে বৈধ নয় তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই। কোন মহিলাকে যদি কোন ব্যক্তি তার খালা অথবা ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করে তবে পরের বিয়েটি বাতিল হয়ে যাবে। সকল আলিমই এ কথা বলেছেন। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর দেখা পেয়েছেন শাবি (রাহঃ) এবং তার নিকট হতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। শাবি এক রাবীর মধ্যস্থতায়ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(۳۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ

অনুচ্ছেদঃ ৩২॥ বিয়ে ‘আকদ (বিধিবদ্ধ) হওয়ার সময় শর্তারোপ

١١٢٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَيْثَ، عَنْ مُرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِينِيِّ
أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ الْجُهْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ
أَحَقَ الشُّرُوطِ أَنْ يَوْفَى بِهَا، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرْوَجَ".
- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۵۴) ق.

১১২৭। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদেরকে (বিয়ের চুক্তির) যে সকল শর্ত পালন করতে হয় তার মধ্যে সেসব শর্তই সবচেয়ে বেশি পালনীয় যার দ্বারা কোন মহিলাকে তোমরা হালাল কর।

- سہیہ، ایوبن معاذ (۱۹۵۴)، بُখاری، مسلم

উপরের হাদীসের মত আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাল্লা-ইয়াহুয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবদুল হামীদ ইবনু জাফরের সনদসূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে উমার (রাঃ)-ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করার সময় কোন লোক এই শর্ত করে যে, তার শহর হতে তাকে অন্য কোথাও সে নিয়ে যেতে পারবে না, তবে তার শহর হতে তাকে অন্য কোথাও স্বামী নিয়ে যেতে পারবে না। কিছু সংখ্যক আলিমেরও এই অভিমত। একথা বলেছেন ইমাম শাফিঁ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-ও। আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলার শর্ত নারীর শর্ত হতে বেশি অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর উপর ‘তাকে তার শহর হতে অন্য কোথাও

নিয়ে যেতে পারবে না' এরকম শর্ত দিলেও স্বামী তা মেনে নিতে বাধ্য নয়। এই মত একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কোন কোন কৃকাবাসী আলিমেরও।

بَابٌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ، وَعِنْهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ (৩৩)

অনুচ্ছেদ ৩৩ ॥ কোন লোক তার দশজন স্ত্রী

থাকাবস্থায় মুসলমান হলে

- ১১২৮ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَوْبَةَ، عَنْ مَعْمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ : أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ ۝ أَنْ يَتَخِيرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .

- صحيح : "ابن ماجه" (১৯৫৩) .

১১২৮ । ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে সময়ে গাইলান ইবনু সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন সে সময়ে তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি বিয়ে করেছিলেন জাহিলী যুগের মধ্যে। তার সাথে সাথে তারাও মুসলমান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৩)

আবু ঈসা বলেন, মামার-যুহুরী হতে, তিনি সালিমের পিতার সূত্রেও একইরকম বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেনঃ আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। যুহুরী হতে শুআইব ইবনু আবু হাময়া ও অন্যান্যদের বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই সহীহ। ইমাম বুখারী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু সুওয়াইদ সাকাফী হতে পেয়েছি। এতে আছে, গাইলান ইবনু সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন, সে সময় তার দশজন স্ত্রী ছিল। এই বর্ণনাটিই সহীহ। ইমাম বুখারী আরো বলেন, যুহুরী সালিমের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হলঃ

“সাকীফ গোত্রের কোন এক লোক তার স্ত্রীদের তালাক প্রদান করলো। উমার (রাঃ) তাকে বললেন, পুনরায় তোমার স্ত্রীদেরকে তুমি ফিরিয়ে আনবে। অন্যথায় (সামুদ্দ জাতির এক অভিশপ্ত ব্যক্তি) যেভাবে আবু রিগালের কবরে পাথর মারা হয়েছিল, সেভাবে আমিও তোমার কবরে পাথর মারব।” আবু ঈসা বলেন, আমাদের সাথীদের মতে, গাইলান ইবনু সালামার হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাকও অন্তর্ভুক্ত।

(٣٤) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانٌ
অনুচ্ছেদ : ৩৪ ॥ কোন লোক তার অধীনে দুই বোন স্ত্রী
থাকাবস্থায় মুসলমান হলে

١١٢٩ - حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَهُبَّ
الْجِيشَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلِمِيَّ يَحْدُثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلَّتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانٍ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَخْتَرْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ".

- حسن : "ابن ماجه" (١٩٥١) .

১১২৯। ইবনু ফাইরুয় আদ-দাইলামী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমার অধীনে দুই বোন স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দু'জনের মধ্যে যাকে ভালো লাগে তাকে বেছে নাও।

- হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৯৫১)

١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا
أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَ يَحْدُثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

أَيْ وَهِبْ الْجَيْشَانِيُّ، عَنِ الْضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدِّيلِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْلَمْتُ وَتَحْتَيْ أُخْتَانِ؛ قَالَ : "اَخْتَرْ أَيْتَهُمَا
شِئْتَ".

- حسن : انظر ما قبله.

১১৩০। ফাইরয দাইলামী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর
রাসূল! আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমার অধীনে দুই বোন একত্রে
স্ত্রী হিসেবে আছে। তিনি বললেনঃ তাদের মধ্যে যাকে খুশি তুমি বেছে
নাও।

- হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস।

এই হাদীসটি হাসান। আবু ওয়াহব আল-জাইশানীর নাম
আদ-দাইলাম, পিতার নাম হাওশা।

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ
অনুচ্ছেদ ৩৫ ॥ কোন লোক গর্তবতী দাসীকে ত্রয় করলে

১১৩১ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفِصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ بُشْرٍ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوِيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرَهُ".

- حسن : "ابرواء" (২১৩৭), "صحيح أبي داود" (১৮৭৪).

১১৩১। রুমাইফি ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর যে
লোক ঈমান রাখে সে লোক যেন নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অন্যের
সন্তানকে সিঞ্চ না করে।

- হাসান, ইরওয়া (২১৩৭), সহীহ আবু দাউদ (১৮৭৪)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। এটি বিভিন্ন সূত্রে রূআইফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে কোন লোক কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে সত্তান জন্মের পূর্বে সে লোক তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। আবুদ দারদা, ইবনু আববাস, ইরবায ইবনু সারিয়া ও আবু সাইদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

(৩৬) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأَمَّةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَّاها

অনুচ্ছেদ : ৩৬ ॥ যুদ্ধবন্দিনীর স্বামী থাকলে তার সাথে

সহবাস করা বৈধ কি-না?

১১৩২ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَثَنَا هَشَّيْمٌ : حَدَثَنَا عُثْمَانُ
الْبَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أَصَبَنَا سَبَابِيَا
يَوْمًا أَوْ طَاسِ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
فَنَزَّلَتْ {وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (১৮৭১)

১১৩২। আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাকে আওতাস যুদ্ধের দিন বন্দী করলাম। তাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামী ছিল তাদের নিজ সম্পদায়ে। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হল : 'কারো বিয়ে বন্ধনে যেসব স্ত্রীলোক আবদ্ধ আছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম; অবশ্য যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়' (সূরা : নিসা- ২৪)।

- سহীহ, سহীহ আবু দাউদ (১৮৭১)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি স্তুত্রে বর্ণিত হয়েছে। স্তুতগুলো এরূপ- সাওরী উসমান আল বাত্তী হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি আবু সাইদ হতে তিনি। হাম্মাম কাতাদা হতে, তিনি সালিহ আবুল খালীল হতে, তিনি আবু আলকামা আল-হাশিমী হতে, তিনি আবু সাইদ হতে। আবুল খালীলের নাম সালিহ, পিতার নাম আবু মারইয়াম।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ : ৩৭ ॥ ব্যভিচারিনীর উপার্জন হারাম

১১২৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ
بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحَلْوَانِ الْكَاهِنِ.
- صحيح : "ابن ماجه" (২৫৯০) ق.

১১৩৩। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিনীর উপার্জন এবং গণক ঠাকুরের উপটোকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

- سہیہ، ابن نعۑمân (۲۵۹۰)، بخاری، مسلم

রাফি ইবনু খাদীজ, আবু জুহাইফা, আবু হুরাইরা ও ইবনু আবুস সাম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ : ৩৮ ॥ কোন লোক তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর
নিজের প্রস্তাব যেন না দেয়

১১২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ

عَيْنَة، عَنِ الرَّهِيرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيبِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ - قَالَ قَتِيبةُ :
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ وَقَالَ أَحْمَدُ - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ
عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .
- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٢) ق.

১১৩৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যেন তার অন্য ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাবের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন নিজের বিয়ের প্রস্তাব না দেয়।

- سہیہ، ایوب نما-جاہ (۲۱۷۲)، بُখاری، مسلمی

কুতাইবা বলেছেন, এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আবু হুরাইরা (রাঃ) পৌছিয়েছেন এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তাঁর নিকট হতে তিনি সরাসরি বর্ণনা করেছেন। সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলঃ কোন মহিলার নিকট যদি কোন লোক বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় সে যদি তাতে সম্মত হয় তবে ঐ মহিলার নিকট অন্য কোন লোকের বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কোন অধিকার নেই। ইমাম শাফিউদ্দীন (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছেঃ কোন মহিলার নিকটে কোন লোক বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর পর সে তা গ্রহণ করলে এবং তাতে আগ্রহ দেখালে এ অবস্থায় তার নিকট অন্য লোকের বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো উচিত হবে না। হ্যাঁ, যদি প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের পক্ষে ঐ মহিলা আকৃষ্ট কি-না তা না যানা গেলে এরকম পরিস্থিতিতে তার নিকট অন্য কোন ব্যক্তির প্রস্তাব পাঠাতে কোন সমস্যা নেই। ফাতিমা বিনতু কাহিস (রাঃ)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসই এর দলীল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে বললেন, তার নিকট আবু জাহ্ম ইবনু হুয়াইফা ও মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেনঃ আবু জাহ্মের হাতের লাঠি

ନାରୀଦେର ହତେ ସରେ ନା ଏବଂ ମୁଆବିଯା ନିଃସ୍ଵ-ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର କୋନ ଧନ-ସମ୍ପଦ ନେଇ । ବରଂ ତୁମି ଉସାମାକେ ବିଯେ କର ।

ଆମାଦେର ମତେ ଏ ହାଦିସେର ତାତ୍ପର୍ୟ ହଲଃ ଫାତିମା (ରାଃ) ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ
ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ନିକଟ ତାଦେର କୋନ ଏକଜନେର ସାଥେ
ବିଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଁଯାର ସମ୍ମତି ଚାନନ୍ତି । ତିନି ତା କରଲେ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ
ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ତାର ନିକଟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତାବ କରନ୍ତେନ
ନା । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାଇ ଭାଲୋ ଜାନେନ ।

١١٣٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ : حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدُ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهَمِ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبْوَاهُ سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بْنَتِ قَيْسٍ، فَحَدَثَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفْقَةً، قَالَتْ : وَوْضَعَ لِي عَشْرَةً أَقْفَزَةً عِنْدَ أَبْنَى عَمَّ لَهُ؛ خَمْسَةَ شَعِيرًا، وَخَمْسَةَ بَرَا، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَتْ : فَقَالَ : "صَدَقَ"، قَالَتْ : فَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمَهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدِ فِي بَيْتِ أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَعُسَى أَنْ تُلْقِي شَيْابِكَ وَلَا يَرَاكَ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ، فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكَ؛ فَإِذِنِنِي"، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي؛ خَطَبَنِي أَبُو جَهَمٍ، وَمَعاوِيَةُ، قَالَتْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : أَمَا مَعاوِيَةً؛ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَا أَبُو جَهَمَ؛ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، قَالَتْ : فَخَطَبَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهُ، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أَسَامَةَ.

صحيح : "الرواية" (٢٠٩/٦)، "صحيحة أبي داود" (١٩٧٦) م.

১১৩৫। আবু বাকর ইবনু আবু জাহম (রাহঃ) বলেন, ফাতিমা বিনতু কাইসের নিকট আমি ও আবু সালামা ইবনু আবদুর রাহমান গেলাম। তিনি আমাদের বললেন, তাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সে তার জন্য থাকার ও ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করেনি তবে আমার জন্য তার চাচাতো ভাইয়ের নিকট পাঁচ কাফীয যব ও পাঁচ কাফীয আটা মোট দশ কাফীয়ের ব্যবস্থা করেছে। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে অবহিত করলাম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “সে ঠিকই করেছে”। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন উম্মু শারীকের বাড়ীতে ইদাত পালনের জন্য। আবার তিনি আমাকে বললেনঃ “মুহাজিরদের চলাচল খুব বেশি হয়ে থাকে উম্মু শারীকের বাড়ীতে। অতএব, তুমি ইদাত পালন কর উম্মু মাকতূমের ছেলের বাড়ীতে। তুমি প্রয়োজনে কাপড় পরিবর্তন করলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। কোন লোক যদি তোমাকে তোমার ইদাত পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তুমি আমার নিকট এসো।” আমার ইদাত শেষ হবার পর আবু জাহম ও মুআবিয়া উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে জানলাম। তিনি বললেনঃ মুআবিয়া দরিদ্র লোক, তার তেমন কোন ধন-সম্পদ নেই। আর স্ত্রীদের প্রতি আবু জাহম খুবই কঠোর। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, তারপর আমার নিকট উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) প্রস্তাব করেন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অশেষ কল্যাণ ও বারকাত দান করেছেন উসামার মাধ্যমে।

- সহীহ, ইরওয়া (৬/২০৯), সহীহ আবু দাউদ (১৯৭৬), মুসলিম

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আবু জাহমের সূত্রে সুফিয়ান সাওরীও বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাও আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ “তুমি উসামাকে বিয়ে কর।” আবু ঈসা বলেন, আমি এই হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রেও পেয়েছিঃ

মাহ্মুদ-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি আবু বাকর ইবনু আবু
জাহম হতে।

- سَهْيَهُ، دِسْرُونْ پُر্বের হাদীস، ইরাওয়া (১৮৬৪)

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ৩৯ ॥ আয়ল প্রসঙ্গে

١١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ، عَنْ يَحِيَّى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَلَّا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كَانَ
فِي عَزْلٍ، فَزُعِمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمُؤْوَدَةُ الصَّغِيرَى؟ فَقَالَ : كَذَّبَتِ الْيَهُودُ؛ إِنَّ
اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْلِقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ.

- صحيح : "الآداب" (٥٢)، صحيح أبي داود (١٨٨٤) .

১১৩৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আয়ল করতাম। কিন্তু এটাকে
'জীবন্ত করে দেয়ার' নামান্তর মনে করে ইয়াহুদীরা। তিনি বললেনঃ
ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টির
সিদ্ধান্ত নিলে কেউই তা বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

- سَهْيَهُ، آل-আ-দাব (৫২)، سَهْيَهُ আবু দাউদ (১৮৮৪)

উমার, বারাআ, আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ (রাঃ) হতেও এ
অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٣٧ - حَدَّثَنَا قَتِيبةُ، وَابْنُ أَبِي عَمْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَفِيَّانَ بْنَ
عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :

وَكَانَ عِزْلُهُ وَالْقُرْآنَ يَنْزَلُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٢٧) ق.

۱۱۳۷। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকাকালে (আল্লাহর রাসূলের জীবন্দশায়) আয়ল করতাম।

- سہیہ، ابُنُ ماجہ (۱۹۲۷)، بُوكاڑی، مُسْلِم

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। তার নিকট হতে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আয়ল করার অনুমতির পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিদ মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেছেন, স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার পর আয়ল করা জায়িয়, কিন্তু দাসীর নিকট অনুমতির প্রয়োজন নেই।

٤٠) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ : ৪০ ॥ আয়ল করা মাকরুহ

۱۱۲۸ - حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقَتِيبَةُ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَحْيَ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :

ذِكْرُ الْعَزْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ : لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ : وَلَمْ يَقُلْ : لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، قَالَ أَبُو عِيسَى : فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسًا مَخْلُوقَةً إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا.

- صحيح : "الآداب" (٥٤، ٥٥)، "صحيح أبي داود" (١٨٨٦) م.

১১৩৮। আবু সাউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আয়ল
করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনা
করা হলে তিনি বললেনঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক তা করে কেন?
(অধ্যন বর্ণনাকারী) ইবনু আবু উমারের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আরো
আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি’
“তোমাদের মাঝে কোন লোক যেন তা না করে।” তারপর উভয়ের
(কুতাইবা ও ইবনু আবু উমার) বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, ‘আল্লাহ
তা‘আলা সেসবকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন যেসব জীবন সৃষ্টি হওয়ার জন্য
নির্দ্বারিত হয়ে আছে।”

- সহীহ, আল-আ-দাব (৫৪, ৫৫), সহীহ আবু দাউদ (১৮৮৬),
যুসলিম

জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সাউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। বিভিন্ন সূত্রে আবু সাউদ (রাঃ)-এর নিকট হতে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আয়ল করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যরা অপছন্দ করেছেন।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبَكْرِ وَالثَّيْبِ

অনুচ্ছেদ : ৪১ ॥ বাকিরা ও সাইয়িবা ত্রীর মধ্যে পালা বন্টন

١١٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا يُشْرِبُونْ
الْمُفْضَلُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : لَوْ
شِئْتَ أَنْ أَقُولَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! وَلِكُنْهَ -، قَالَ : السُّنْنَةُ إِذَا تَزَوَّجَ
الرَّجُلُ الْبَكَرَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ عَلَى
امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْهَا ثَلَاثَةَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩١٦) ق.

১১৩৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেনঃ সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে, নিজের স্ত্রী থাকার পরেও কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে একাধারে সাত দিন সে তার সাথে অবস্থান করবে এবং সায়িবা (অকুমারী) নারীকে বিয়ে করলে একাধারে তিন দিন তার সাথে অবস্থান করবে।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯১৬), বুখারী, মুসলিম

উশু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আইয়ুব হতে তিনি আবু কিলাবা হতে তিনি আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে মারফুতাবে বর্ণনা করেছেন এবং মাওকুফভাবেও কিছু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিম এ হাদীস মোতাবেক আমল করেছেন। তারা বলেছেন, নিজের স্ত্রী থাকার পরেও কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে সাত দিন তার নিকট অবস্থান করবে, তারপর উভয়ের মধ্যে সঠিকভাবে পালাবণ্টন করবে। সায়িবা (অকুমারী) মহিলাকে যদি সে লোক বিয়ে করে তবে তিনদিন তার সাথে অবস্থান করবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিউদ্দিন আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। কতিপয় তাবিঙ্গ বলেন, নিজ স্ত্রী থাকাবস্থায় কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে তিন দিন এই শেষোক্তের নিকট অবস্থান করবে এবং সায়িবা নারীকে বিয়ে করলে তার নিকট দুইদিন অবস্থান করবে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে প্রথমোক্ত অভিমতটি।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِيرِ

অনুচ্ছেদঃ ৪২ ॥ স্ত্রীদের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করা

১১৪১- حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبَّابٍ : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ :

حَدَثَنَا هَمَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِّيرِ بْنِ نُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ

يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۶۹) .

১১৪১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোকের নিকট দু'জন স্ত্রী আছে সে লোক যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে কিয়ামাতের দিন সে লোক তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙা অবস্থায় উপস্থিত হবে।

- سہیہ، ابن نبی مہاجر (۱۹۶۹)

এই হাদীসটি মুসনাদ হিসাবে কাতাদার সূত্রে হাম্মাম ইবনু ইয়াহুয়া বর্ণনা করেছেন। কাতাদার সূত্রে হিশাম আদ-দাসতাওয়াঙ্গি ও এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, এটা মারফু হিসাবে শুধু হাম্মামের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। আর হাম্মাম একজন বিশ্বস্ত ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারী।

(٤٣) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الرَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুচ্ছেদ : ৪৩ ॥ মুশ্রিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন

ইসলাম গ্রহণ করলে

১১৪২- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يُونسُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاؤُدُّ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتْ سِنِينِ بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَحْدِثْ نِكَاحًا .

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۰۰۹) .

১১৪৩। ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যাইনাবকে প্রথম

বিয়ে বহাল রেখেই আবুল আস ইবনুর রাবীকে ছয় বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন, নতুন করে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।

- سہیہ، ایبُنُ مَاجِهٖ (۲۰۰۹)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এর কারণ প্রসঙ্গে আমরা কিছু জানি না। সম্ভবতঃ এই বিষয়টি দাউদ ইবনু হ্সাইনের শ্বরণশক্তির দুর্বলতার জন্যেই উৎপন্ন হয়েছে।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُرْأَةُ فِيمُوتُ

عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرَضَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ৪৪ ॥ বিয়ের পরবর্তীতে সহবাস ও মোহর নির্ধারণের
আগে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে

١١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ :

حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَتَّىٰ مَاتَ؟ فَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لَا وَكَسَ وَلَا
شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ،
فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِيقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلُ
الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرَحَ بِهَا أَبْنُ مَسْعُودٍ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۱۸۹۱).

১১৪৫ । ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে প্রশ্ন করা হলঃ এক লোক এক মহিলাকে বিয়ের পর তার মোহর না ঠিক করে এবং তার সাথে সহবাস না করেই মৃত্যুবরণ করল, তার জন্য কি হ্রকুম আছে? ইবনু

মাসউদ (রাঃ) বললেন, মহিলাটি তার পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের সম-পরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও পাবে না বেশিও পাবে না। তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য সে মহিলাটি ইদ্বাত পালন করবে এবং সে (তার) ওয়ারিসের অধিকারীও হবে। তখন মাকিল ইবনু সিনান আল-আশজান্স (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যে ধরণের ফায়সালা করেছেন, আমাদের বৎশের মেয়ে ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই ফায়সালা করেছেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) এটা শুনে খুবই আনন্দিত হন।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৯১)

ଆଲ-ଜାରରାହ (ରାଃ) ହତେଓ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଉପରୋକ୍ତ ହାଦୀସେର ମତ ଇଯାୟୀଦ ଇବନୁ ହାରନ ଓ ଆବଦୁର ରାଯଧାକ-ସୁଫିୟାନ ହତେ, ତିନି ମାନସୂର ହତେ ଏର ସୂତ୍ରେଓ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଇବନୁ ମାସଉଡ (ରାଃ)-ଏର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସଟିକେ ଆବୁ ଝୋସା ହାସାନ ସହୀହ ବଲେଛେ । ଏ ହାଦୀସ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍‌ତୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ଏକଦଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହାବୀ ଓ ଅପରାପର ଆଲିମ ଆମଲ କରେଛେ । ଏହି ମତ ଦିଯେଛେ ସୁଫିୟାନ ସାଓରୀ, ଆହମାଦ ଓ ଇସହାକ (ରାହଃ)-ଓ । ରାସ୍‌ତୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ଅନ୍ୟ ଏକଦଳ ସାହାବୀ, ଯେମନ ଆଲୀ ଇବନୁ ଆବୁ ତାଲିବ, ଯାଇଦ ଇବନୁ ସାବିତ, ଇବନୁ ଆବାସ ଓ ଇବନୁ ଉମାର (ରାଃ) ବଲେଛେ, କୋନ ତ୍ରୀଲୋକକେ କୋନ ଲୋକ ବିଯେ କରେ ମୋହର ନିର୍ଧାରଣ ଓ ସହବାସେର ଆଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରଲେ ସେ ମୀରାସ ପାବେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପାବେ ନା ଏବଂ ସେଇ ମହିଳାକେ ଇନ୍ଦାତ ପାଲନ କରତେ ହବେ । ଏକଥାଟି ଇମାମ ଶାଫିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ । ତିନି ଆରୋ ବଲେଛେ, ଓୟାଶିକେର କନ୍ୟା ବିରଓୟାଆର ହାଦୀସ (ସହୀହ) ହିସେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହଲେ ତବେ ରାସ୍‌ତୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ହତେ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଶେଷ ଫାଯସାଲା ହବେ ଏଟାଇ । ମିସର ଗିଯେ ଶାଫିଙ୍କ (ରାହଃ) ନିଜେର ପ୍ରଥମ ଅଭିମତଟି ବାତିଲ କରେନ ଏବଂ ଏ ହାଦୀସ ଅନୁଯାୟୀ ମତ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ঈশ্বর কৃত্তিময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুক্র কুরআন

। - كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় ১০ : শিশুর দুধপান

(۱) بَابُ مَا جَاءَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسْبِ
অনুচ্ছেদ ৪ । ॥ যে সকল লোক বৎসগত সূত্রে হারাম সে সকল
লোক দুধপানের কারণেও হারাম

١١٤٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَمَ مِنَ النَّسِبِ".
- صحيح : "البراءة" (٢٨٤/٦).

১১৪৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সকল লোককে আল্লাহ তা'আলা বৎসগত সম্পর্কের কারণে (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন, একইভাবে সে সকল লোককে দুধপানের কারণেও (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন।

- سہیہ، ایرওয়া (۱/۲۸۴)

আইশা, ইবনু আবুবাস ও উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু উসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলিমগণ আমল করতে সম্মতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন রকম মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

১১৪৭. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَمَ مِنَ الْوِلَادَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۳۷) ق.

১১৪৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সকল লোককে আল্লাহ তা'আলা জন্মসূত্রে (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন, সে সকল লোককে দুখপানের কারণেও হারাম করেছেন।

- سہیہ، ابن نبی ماجہ (۱۹۳۷)، بُوكاری، مُسْلِم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যান্য বিদ্঵ানগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

(۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحلِ

অনুচ্ছেদঃ ২ ॥ পুরুষের মাধ্যমে নারী দুঃখবর্তী হয়

১১৪৮. حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلَيٍّ الْخَلَلُ : حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فَلِيلِجْ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ عَمَلٌ" ، قَالَتْ : إِنَّمَا أَرْضَعْتِنِي الْمُرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَالَ : "فَإِنَّهُ عَمَلٌ؛ فَلِيلِجْ عَلَيْكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (۱۹۴۸) ق.

১১৪৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এসে ভিতরে প্রবেশের জন্য আমার নিকট অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তাকে ভিতরে আসতে অনুমতি প্রদানে সম্মত হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন। আইশা (রাঃ) বললেন, আমাকে তো স্ত্রীলোক দুধপান করিয়েছেন, পুরুষ লোক তো আমাকে দুধ পান করাননি। তিনি বললেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন।

- سہیہ، ایبنو ماجہ (۱۹۴۸)، بُخاری، مسلم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করতে বলেছেন। পুরুষ আফ্তীয়কেও তারা দুধপান প্রসঙ্গে মাহরাম বলেছেন। আইশা (রাঃ)-এর হাদীসই এই ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি। এই বিষয়ে একদল আলিম সুযোগ রেখেছেন (দুধ-মা ও দুধ-বোন ছাড়া অন্য কেউ মাহরাম নয়)। কিন্তু প্রথম মতটিই অনেক বেশি সহীহ।

১১৪৯. حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ :

حَدَّثَنَا مَعْنُونُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالْأُخْرَى غُلَامًا : أَيْحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟ فَقَالَ : لَا : الْقَافِ وَاحِدٌ.

- صحيح الإسناد.

১১৪৯। ইবনু আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে প্রশ্ন করা হল, এক ব্যক্তির কাছে দুইজন দাসী আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি কল্যাণকে দুধ পান করিয়েছে এবং অন্যজন একটি ছেলে সন্তানকে দুধ পান করিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে এই ছেলেটি কি ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি বলেন, না। কেননা, তারা দুইজন তো একজন পুরুষের দ্বারাই দুঘৰতী হয়েছে।

- সনদ সহীহ

লাবনুল ফাহল (পুরুষের মাধ্যমে দুধ) কথার তাৎপর্য এই (অর্থাৎ বীর্য পতনের মাধ্যমে নারীর স্তনে দুধের সঞ্চার হয়)। আর ইহাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের মূল ভিত্তি। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক।

(۳) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحِرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ

অনুচ্ছেদ ৩ ॥ এক-দুই চুমুক দুধ পান করলেই
বিয়ে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না

১১৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا
الْعَتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
مُلِيقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَا
تُحِرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّانِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (১৯৪১)

১১৫০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-দুই চুমুক দুধ পান (বিয়ের বৈধতাকে) হারাম করে না।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪১), মুসলিম

উশুল ফাদল, আবু হুরাইরা, যুবাইর ইবনুল আউয়াম ও ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক সূত্রে হাদীসটি

বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলো এই- ১। হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয় যুবাইর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। ২। মুহাম্মাদ ইবনু দীনার হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয় যুবাইর হতে, তিনি যুবাইর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রটি অরক্ষিত। হাদীস বিশারদদের মতানুসারে আব্দুল্লাহ ইবনুয় যুবাইরের মারফতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনু আবী মুলাইকা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আরও বলেন, আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, যুবাইরের সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। আইশা (রাঃ) বলেন, কুরআনে “সুনির্দিষ্টভাবে দশ চুমুক” মর্মে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, পরে ‘পাঁচবার’ রহিত হয়েছে এবং ‘পাঁচবার’ -এর বিধান কার্যকর থাকে। এটাই কার্যকর থাকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত।

আইশা (রাঃ) হতে আরো একটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

এ ফাতাওয়াই প্রদান করতেন আইশা (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্তু।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪২)

এই কথা বলেন ইমাম শাফিউ ও ইসহাক (রাহঃ)-ও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ (রাহঃ) বলেন, ভ্রমাত সাধারণতঃ এক-দুইবার দুধ পান করাতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি আরো বলেন, যদি আইশা (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী কোন লোক পাঁচ চুমুক দুধ পানের মত গ্রহণ করে তবে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী মত হবে। এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করা তার দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও তাবিউ বলেছেন, দুধের পরিমাণ কম অথবা বেশি যেটাই হোকনা কেন তা শিশুর পেটে যাওয়া মাত্রই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম

হয়ে যাবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, আওয়াঙ্গি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ওয়াকী (রাহঃ) এবং কৃফাবাসীগণ।

আবদুল্লাহ ইবনু আবু মুলাইকার উপনাম আবু মুহাম্মাদ, পিতার নাম উবাইদুল্লাহ এবং দাদার নাম আবু মুলাইকা। তাকে তাইফের বিচারপতি হিসেবে ইবনু যুবাইর (রাহঃ) নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ দুধপান প্রসঙ্গে একজন মহিলার সাক্ষ্য

١١٥١. حَدَّثَنَا عَلَيْيَ بنُ حَجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلِيقَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عَبِيدٍ أَحْفَظُ -، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةً سُودَاءً، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَلَّتْ : تَزَوَّجْتُ فَلَانَةً بِنْتَ فَلَانِ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةً سُودَاءً، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا - وَهِيَ كَاذِبَةٌ ! - قَالَ : فَأَعْرَضْ عَنِّي، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَعْرَضْ عَنِّي بِوْجْهِهِ، فَقَلَّتْ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ : وَكَيْفَ بِهَا، وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ! دَعْهَا عَنْكَ .

- صحيح : "البراءة" (٢١٤٦) خ.

১১৫১। উকবা ইবনুল হারিস (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। তারপর আমাদের নিকট একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল, তোমাদের দুজনকেই আমি দুধ পান করিয়েছি। আমি (উকবা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, অমুকের কন্যা অমুককে আমি বিয়ে করেছি। আমাদের নিকট এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল, “তোমাদের দুজনকেই আমি দুধ পান

৪৩৬

সহীহ তাত্ত্বিক / صحيح الترمذى

করিয়েছি”। সে মিথ্যাবাদিনী। বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথায়) তিনি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এলাম, তিনি আমার কাছ থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, সেতো মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেনঃ “তুমি কিভাবে এর সাথে বিয়ে বহাল রাখতে পার! অথচ সে বলেছে, সে দুধ পান করিয়েছে তোমাদের দুজনকেই। সুতরাং তুমি তাকে ছেড়ে দাও (তালাক দাও)।

- সহীহ, ইরওয়া (২১৪৬), বুখারী

এই অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি উকবা (রাঃ) হতে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উবাইদা ইবনু আবু মারইয়ামের নাম সেখানে উল্লেখ নেই এবং “তুমি তাকে ছেড়ে দাও” এ কথাটিরও উল্লেখ নেই। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঙ্গ মত প্রকাশ করেছেন। তারা একজন মহিলাকে দুধপানের সম্পর্ক প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য অনুমোদন করেছেন। ইবনু আবুস (রাঃ) বলেন, একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দুধপান প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই মহিলাকে শপথও করাতে হবে। এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। আর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ একজনের বেশি সাক্ষী না পাওয়া যায়। এই অভিযন্ত ইমাম শাফিউদ্দীন। ওয়াকী (রাহঃ) বলেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য দুধপানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তবে দুজনকেই সতর্কতার জন্য আলাদা করে দিতে হবে।

٥) بَابُ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي
الصَّفَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ৫ ॥ দুই বছরের কম বয়সের শিশু

দুধপান করলেই বিয়ের সম্পর্ক হারাম হয়

১১৫২. حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُحِرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الشَّدِّي، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٤٦) .

১১৫২। উচ্চু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোঁটা হতে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানের নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না (অর্থাৎ দুধপান জনিত কারণে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় না) ।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪৬)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ । এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যরা আমল করার কথা বলেছেন । তাদের মতে, কোন শিশু দুই বছরের কম বয়সে দুধ পান করলেই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে । কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করলে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না ।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْنَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ ৪ । ॥ সধবা মহিলাকে দাসত্বমুক্ত করা হলে

১১৫৪. حَدَّثَنَا عَلَيْيَ بْنُ حَمْرَيْ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدَأَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حَرَّاً؛ لَمْ يُخِيرَهَا .

صحيح : "الإرواء" (١٨٧٣), "صحيح أبي داود" (١٩٣٥) م-

কিন কোলে : "লো কান" মدرج মন কোল উরো। ও(খ) মনে জম্বলে আলো।

১১৫৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী একজন ক্রীতদাস ছিল। বারীরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীনতা দান করলেন (দাসত্ব হতে মুক্তির পর বিয়ের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার বা ছিন্ন করার)। বারীরা নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন (বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করেন)। যদি সে লোকটি (স্বামী) স্বাধীন হতো তাহলে তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও তাকে (বারীরাকে) এ স্বাধীনতা প্রদান করতেন না।

- سَهْلٌ، إِرْوَاهُ (۱۸۷۳)، سَهْلٌ، أَبُو دَعْدَنٍ (۱۹۳۵)، سَمَّاً يَدِي
سَهْلَيْنَ هَذِهِ بَشِّارَةٌ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
سَهْلٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ
سَهْلٌ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ
سَهْلٌ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرَّاً، فَخَيَّرَهَا
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرَّاً، فَخَيَّرَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

- شاذ : بلفظ : حرا و المحفوظ : "عبد" "ابن ماجة" (۲۰۷۴).

১১৫৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) ইথিতিয়ার প্রদান করলেন।

- বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল এই শব্দে হাদীসটি শাজ। দাসছিল এই বর্ণনাটি সংরক্ষিত। ইবনু মাজাহ (২০৭৪)

আবু ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, বারীরার স্বামী দাস ছিল। ইক্রিমা বর্ণনা করেছেন, ইবনু আববাস (রাঃ) বলেছেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি, সে ছিল গোলাম, তাকে মুগীস নামে ডাকা হত। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও একইরকম বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, কোন বাঁদী কোন আয়াদ ব্যক্তির বিবাহধীন থাকলে এই অবস্থায় তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে সে (স্ত্রী) বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার ইথিতিয়ার

পাবে না। হ্যাঁ তার স্বামী যদি গোলাম হয় এবং সে (স্ত্রী) দাসত্বমুক্ত হয় তবে সে ইখতিয়ার পাবে। ইমাম শাফিউজ্জিন, আহমাদ ও ইসহাকের মত এটাই।

একাধিক রাবী আমাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রাঃ) বলেন, “বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বারীরাকে (বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার) ইখতিয়ার দেন।” আসওয়াদও বলেছেন, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ তাবিঙ্গ ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। সুফিয়ান সাওরী ও কৃফাবাসী আলিমদের মত এটাই।

١١٥٦. حَدَّثَنَا هَنَدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَوْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبْنَيِ الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللَّهُ لَكَائِنِي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا؛ وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لَحْيَتِهِ؛ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ.

- صحیح : ق.

১১৫৬। ইবনু আবুআস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বারীরাকে গোলাম হতে মুক্তি দেয়ার সময় তার কৃষ্ণাঙ্গ স্বামী মুগীরা গোত্রের গোলাম ছিল। আল্লাহর শপথ! আমি যেন মাদীনার রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে তাকে (মুগসিকে) বেড়াতে দেখছি আর তার চোখের পানি তার দাঢ়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সে যেন তাকে ফিরিয়ে না দেয় সেই উদ্দেশ্যে বারীরাকে সম্মত করাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারীরা তা করেনি।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। সাইদের পিতার নাম মাহরান এবং তার উপনাম আবুন নায়র।

(৮) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ বাচ্চার মালিক বিছানা

১১৫৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسِبِّ، عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

- صحیح : ق.

১১৫৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিছানার মালিকই বাচ্চার মালিক এবং ব্যতিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম

উমার, উসমান, আইশা, আবু উমামা, আমর ইবনু খারিজা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, বারাআ ইবনু অধিব এবং যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ আমল করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি যুহরী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও আবু সালামা হতে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(৯) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

অনুচ্ছেদ : ৯ ॥ কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের ভাল লাগলে

১১৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ

وَخَرَجَ، وَقَالَ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ؛ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأً فَأَعْجَبَتْهُ؛ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنْ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا".
- صحيح : "الصحيحة" (٢٣٥).

১১৫৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি মহিলাকে দেখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাব (রাঃ)-এর ঘরে যান এবং নিজের চাহিদা পূর্ণ করেন (সহবাস করেন)। তারপর বাইরে এসে বলেনঃ কোন মহিলা যখন আগমন করে সে শাহিতানের বেশে আগমন করে। অতএব, কোন মহিলাকে দেখার পর তোমাদের কোন লোকের যদি তাকে ভাল লাগে তবে সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকট যায়। কেননা, ঐ মহিলার যা আছে তার (স্ত্রীর)-ও তা আছে।

- سہیہ، سہیہ (۲۳۵)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। হিশাম আদ-দাসতাওয়াঙ্গের পিতার নাম সানবার।

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

১১৫৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمْلَيْ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَوْ كُنْتُ أَمِرَّاً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لَأَمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (١٨٥٣).

১১৬০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে অন্য কোন লোকের

প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।

- হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৮৫৩)

মুআয় ইবনু জাবাল, সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম, আইশা, ইবনু আবাস, আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা, তালুক ইবনু আলী, উম্ম সালামা, আলাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ইসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান গারীব।

١١٦. حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ؛ فَلْتَأْتِهِ؛ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنْورِ .

- صحيح : "المشకاة" (٣٢٥٧), "الصحيحة" (١٢٠٢).

১১৬০। তলক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার নিকট আসে, এমনকি সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।

- سহীহ, مিশকাত (৩২৫৭), سহীহ (১২০২)

এ হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান গারীব বলেছেন।

(١) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمُرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا^۱
অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার

١١٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا؛ أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
خُلْقًا.

- حسن صحيح : "الصحيحة" (٢٨٤).

১১৬২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।

- হাসান সহীহ, সহীহা (২৪৪)

আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঝিসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

১১৬৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلُ : حَدَّثَنَا الْحَسِينُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْأَحْوَصِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهَدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَتَشَّى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَظَ - فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً -
فَقَالَ : "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ؛ لَيْسَ
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَّ
فَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيِّلًا، أَلَا إِنَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقُّ، وَلَنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ
حَقٌّ، فَإِنَّمَا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلَا يُوْطِئُنَّ فُرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهَنَّ، وَلَا

يَأْذِنَ فِي بَيْوِتِكُمْ لِنَ تَكْرِهُونَ، أَلَا وَقَهْنَ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

- حسن : "ابن ماجه" (١٨٥١) .

১১৬৩। সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, বিদায় হাজ্জের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি আল্লাহু তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ওয়াজ-নাসীহাত করলেন। এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। তোমাদের নিকট তারা বন্দীর মত। তাছাড়া তোমাদের আর কোন অধিকার নেই তাদের উপর, কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। তারা যদি তাই করে তাহলে তাদের বিছানাকে আলাদা করে দাও এবং সামান্য প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদেরকে নির্যাতনের অজুহাত খুঁজতে যেও না। জেনে রাখ! তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসব লোককে তোমরা মন্দ বলে জান তাদেরকে যেন অন্দর মহলে চুকার অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। “আওয়ানুল ইন্দাকুম” অর্থাৎ ‘তোমাদের নিকট বন্দী’।

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْبَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ১২। শুহুরারে সংগম করা নিষেধ

1160. حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٌ الْأَشْجَنِيُّ : حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلِيمَانَ، عَنْ كَرِيبٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ".

- حسن : "المشకاة" (٣١٩٥).

۱۱۶۵। ইবনু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সংগম করে (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

- হাসান, মিশকাত (৩১৯৫)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ওয়াকীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ আত্মর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে

۱۱۶۸. حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ : حَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَغْارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغْارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ : أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَمَ عَلَيْهِ".

- صحيح : ق.

۱۱۶۸। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিচয়ই আল্লাহ তা'আলাৰ গাইরাত (সূক্ষ্ম আত্মর্যাদাবোধ) আছে এবং মু'মিনেরও

গাইরাত আছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন, সে তাতে লিঙ্গ হলে আল্লাহ তা'আলার গাইরাতে আঘাত লাগে।

- সহীহ: বুখারী, মুসলিম

আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আসমা বিনতু আবু বাক্র (রাঃ) হতেও অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে এবং এ সূত্রটিও সহীহ। আল হাজ্জাজ আস-সাওয়াফের পিতার নাম মইসারাহ, ডাক নাম আবু উসমান আর হাজ্জাজের ডাক নাম আবুস সালত, ইয়াহ-ইয়া ইবনু সান্দ আল-কাতান বলেছেন, হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ একজন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

(١٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ মহিলাদের একাকী সফর করা মাকরহ

١١٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا؛ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهاً، أَوْ أَخْوَهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنَهَا، أَوْ ذُو مَحْرُومٍ مِنْهَا۔

- صحيح : "ابن ماجه" (২৮৯৮) م.খ.

১১৬৯। আবু সান্দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর যে সকল মহিলা ঈমান রাখে, তার সাথে তার পিতা অথবা তার ভাই অথবা তার স্বামী অথবা তার ছেলে অথবা তার কোন মাহ্রাম আঢ়ায় না থাকলে সে সকল মহিলার জন্য তিন দিন বা তার বেশি সময় (একাকী) সফর করা বৈধ নয়।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৮৯৮), বুখারী, মুসলিম

আবু হুরাইরা, ইবনু আবুস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু দৈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ “কোন মহিলা যেন এক দিন ও এক রাতের পথও অতিক্রম না করে তার সাথে কোন মাহরাম আঞ্চীয় না নিয়ে (একাকী)”।

এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। কোন মাহরাম আঞ্চীয় ব্যতীত কোন মহিলার একাকী ভ্রমণকে তারা মাকরুহ বলেছেন। কোন মহিলার ধন-সম্পদ আছে কিন্তু কোন মাহরাম আঞ্চীয় নেই, সে মহিলা এরকম পরিস্থিতিতে হাজের সফরে বের হতে পারবে কি-না এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল আলিম বলেন, হাজ আদায় করা সে মহিলার জন্য ফরজ নয়। কেননা, রাস্তা অতিক্রমের যোগ্যতা থাকার শর্তের মধ্যে মাহরাম আঞ্চীয় সাথে থাকার শর্ত অন্তর্ভুক্ত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “এই ঘরে পৌছানো পর্যন্ত যে লোকের সামর্থ্য আছে”। অতএব, তারা বলেন, যখন তার কোন মাহরাম আঞ্চীয় নেই তখন এই ঘর (কাবা) পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্যও তার নেই। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের। আর একদল আলিম বলেছেন, যাতায়াতের রাস্তা যদি বিপদ মুক্ত হয় তবে সে ভিন্ন লোকের সাথে হাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে যেতে পারে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক ও শাফিউ।

١١٧. حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ : حَدَّثَنَا يُشْرُبُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُسَافِرْ امْرَأَةً مَسِيرَةً يَوْمٌ وَلَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٩٩) ق.

১১৭০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মাহরাম আঞ্চীয় ব্যতীত একাকী যেন কোন মহিলা এক দিন ও এক রাতের দূরত্বে অতিক্রম না করে।

- سَهْيَةٌ، إِبْنُ مَاجَاهُ (২৮৯৯)، بُخَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغَيْبَاتِ

অনুচ্ছেদঃ ১৬॥ যার স্বামী অনুপস্থিত তার সাথে দেখা করা নিষেধ

১১৭১. حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ

أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِيَّاكُمْ

وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ

الْحَمْوَ؟ قَالَ : "الْحَمْوُ الْمَوْتُ" .

- صحيح : "غاية المرام" (১৮১) ق.

১১৭১। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! মহিলাদের সাথে তোমরা কেউ অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। আনসার সম্পদায়ের এক লোক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ সে তো মৃত্যু (সমতুল্য)।

- سَهْيَةٌ، غَامِرٌ مَارَامٌ (১৮১)، بُخَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

উমার, জাবির ও আমর ইবনুল মাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। অবাধে স্ত্রীলোকদের সাথে মেলা-মেশার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একইরকম হাদীস আরও আছে। তিনি বলেনঃ ‘একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শাইতান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে

যোগ দেয়”। “হাম্ড” অর্থ হচ্ছে ‘স্বামীর ভাই’। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাবীর সাথে দেবরকেও একাকী থাকতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ (۱۷)

অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ (শাহীতান প্রবাহিত রক্তের ন্যায় বিচরণ করে)

١١٧٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرِي الدَّمِ، قُلْنَا : وَمِنْكَ؟! قَالَ : وَمِنِّي؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمْتُ.

صحیح : الطرف الأول یشهد له ما قبله وسائره في "الصحابي"
"صحیح أبي داود" (١١٣٣ - ٢١٣٤)، "تخریج فقه السیرة" (٦٥).

১১৭২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা, তোমাদের সকলের মাঝেই শাহীতান (প্রবাহিত) রক্তের ন্যায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আমাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ।

- সহীহ, এই হাদীসের প্রথম অংশকে পূর্বের হাদীস সমর্থন করে।
পূর্ণ হাদীসটি সহীহতে আছে। সহীহ, আবু দাউদ (১১৩৩-২১৩৪),
তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (৬৫)।

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন।
মুজালিদ ইবনু সাইদের অরণ্যশক্তি সম্পর্কে একদল মুহাদ্দিস সমালোচনা
করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী “কিন্তু আল্লাহ
তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ”-এর ব্যাখ্যায়

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, তার নিকট হতে আমি নিরাপদে থাকি বা আত্মরক্ষা করতে পারি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেন। সুফিয়ান আরো বলেন, কেননা, শাইতান কখনও অনুগত হয় না বা ইসলাম গ্রহণ করে না। যে সকল মহিলাদের স্বামী তাদের নিকট উপস্থিত নেই এমন স্ত্রীলোকদেরকেই 'মুগীবাত' বলে। 'মুগীবাহ' শব্দের বহুবচন 'মুগীবাত'।

بَابٌ (১৮)

অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ (শাইতান মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে)

১১৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوْرِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمَرْأَةُ عُورَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ".
- صحيح : "المشكاة" (৩১০৯), "إذرواهم" (২৭৩), "التعليق على ابن خزيمة" (১৬৮০).

১১৭৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শাইতান তার দিকে ঢোখ তুলে তাকায়।

- سہیہ، میشکات (۳۱۰۹)، ایرওয়া (۲۷۳)، تا'لیک آলা ইবনি خুয়াইমা (১৬৮৫)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

بَابٌ (১৯)

অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ (স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ)

১১৭৪. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا قَاتَلَتْ زَوْجَهَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ : لَا تُؤْذِنِيهِ؛ قَاتَلَكَ اللَّهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكُ دَخِيلٌ؛ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَ إِلَيْنَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤١).

১১৭৪। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) বিস্তৃত চক্রবিশিষ্ট হৃদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিনী ! তাকে কষ্ট দিও না । তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যেন ধৰ্ম করে দেন ! তোমার নিকট তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র । শীঘ্রই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন ।

- سহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৪১)

এ হাদীসটিকে আবু দৈসা হাসান গারীব বলেছেন । শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটি জেনেছি । ইসমাইল ইবনু আইয়্যাশের সিরিয়ার মুহাদ্দিসগণ হতে বর্ণিত হাদীসগুলো অনেক বেশি সহীহ, কিন্তু হিজায ও ইরাকের মুহাদ্দিসদের নিকট হতে তার বর্ণনার মধ্যে অনেক প্রত্যাখ্যাত রিওয়ায়াত আছে ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বিষ্ণু কৃষ্ণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে তুম্হ হৰতি

۱۱ - کِتَابُ الطَّلاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় ۱۱ : তালাক ও লিআন

۱) بَابٌ مَا جَاءَ فِي طَلاقِ السَّنَةِ

অনুচ্ছেদ ۱ ॥ তালাকের সূন্নাত পদ্ধতি

۱۱۷۵ - حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ

ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سَأَلَتْ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرَاجِعَهَا، قَالَ :

قُلْتُ : فَيَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ : فَمَهَا؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۰۲۲) ق.

۱۱۷۵ । ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, এক লোক তার স্ত্রীকে হায়িয থাকাবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে চেন? সে তার স্ত্রীকে হায়িয থাকাবস্থায় তালাক দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমার (রাঃ) (এর বিধান প্রসঙ্গে) প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে নিজ স্ত্রীকে ফেরত নিতে হুকুম দিলেন। বর্ণনাকারী উমার (রাঃ) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) প্রশ্ন করলাম, এ তালাকও কি গণনা করা হবে? তিনি

বললেনঃ কেন হবে না! তুমি কি মনে কর, যদি কোন লোক অপারগ হয় বা আহম্মকি করে (তাতে কি তালাক কার্যকর হবে না)।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَاجَةَ (۲۰۲۲)، بُوكَارِيٌّ، مُسْلِمٌ

١١٧٦ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى أَلِ طَلْحَةَ -، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ فَقَالَ : "مَرْهُ فَلَيْرَأِجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطْلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٢٣) .

১১৭৬। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে হায়িয থাকা অবস্থায় তালাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমার (রাঃ) এর বিধান জানতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরত নেওয়ার হুকুম দাও। অতঃপর সে যেন তাকে তুহরে (পবিত্র অবস্থা চলাকালে) অথবা গর্ভবস্থায় তালাক দেয়।

- سَهْيَهُ، إِبْنُ مَاجَةَ (۲۰۲۳)، مُسْلِمٌ

ইবনু উমারের সূত্রে ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু উমার হতে সালিম (রাহঃ) বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। তালাকের সুন্নাত (আইনানুগ) পদ্ধতি প্রসঙ্গে তাদের মত হলঃ যে তুহরে সঙ্গম করা হয়নি সেই তুহরে তালাক দেওয়া। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, তুহর অবস্থায় তিন তালাক দিলে তাও সুন্নাত নিয়মে হয়ে যাবে। এই মত ইমাম শাফিন্দি ও আহমাদের। আর একদল আলিম বলেছেন, সুন্নাত পদ্ধতি মুতাবেক তালাক হবে এক তালাক দেওয়া হলে কিন্তু একসাথে তিন তালাক দেওয়া হলে তা হবে না। এই মত সুফিয়ান

সাওরী ও ইসহাকের। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসঙ্গে তাদের মত হল, যে কোন সময়ই তাকে তালাক দেয়া যায়। এই মত শাফিঙ্গ, আহমাদ ও ইসহাকের। অন্য এক দল আলিম বলেছেন, প্রতি মাসে এক তালাক করে দিবে (তিন তালাক একসাথে দিবে না)।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ : ৪ ॥ স্বাধীনতা প্রদান প্রসঙ্গে

١١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ؛ أَفَكَانَ طَلاقًا؟! . - صحيح : "ابن ماجه" (২০৫২) .

১১৭৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা বা না থাকার) স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে ধ্রহণ করলাম। এতে কি তালাক হল?

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৫২)

একইরকম হাদীস আইশা (রাঃ) হতে মাস্কুনকের বরাতে আবৃয় যুহা হতে বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। স্ত্রীকে যদি তার স্বামী তার সাথে থাকা বা না থাকার স্বাধীনতা দেয় তবে এর ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। উমার ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী নিজের প্রতি (স্বামী হতে পৃথক হওয়ার) ইখতিয়ার প্রয়োগ করলে তবে তাতে এক বাইন তালাক হবে। তাদের আরো একটি মত উল্লেখ আছে যে, তাতে এক রিঙ্গ তালাক হবে। আর যদি স্বামীর সাথে থাকাকেই স্ত্রী ইখতিয়ার করে তবে কোন তালাক হবে না। আলী (রাঃ) বলেছেন, সে নিজেকে বেছে নিলে এক বাইন তালাক হবে এবং স্বামীকে বেছে নিলে

এক রিজঙ্গে তালাক হবে। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, তিন তালাক হবে যদি সে নিজেকে ইখতিয়ার করে এবং এক তালাক হবে যদি সে স্বামীকে ইখতিয়ার করে। উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর মতকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ ফিকহবিদ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ গ্রহণ করেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলিমগণও। কিন্তু আলী (রাঃ)-এর মতকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বাল (রাঃ) গ্রহণ করেছেন।

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطْلَقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفْقَةً

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ তিন তালাকপ্রাণী নারী ইদ্বাত চলাকালে
বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ পাবে না

١١٨- حَدَّثَنَا هَنَّا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بْنُتْ قَيْسٍ : طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفْقَةٌ".

قَالَ مُغِيرَةُ : فَذَكَرْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ : قَالَ عَمْرُ : لَا نَدْعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسْتَةَ نِسَيْنَا ﷺ؛ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ : لَا نَدْرِي أَحَدَفِطَتْ أُمْ نَسِيْتَ؟! وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفْقَةَ.

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَبْنَائَا حَصَّينَ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَحَدَّثَنَا دَاؤُدُّ - أَيْضًا - عَنِ الشَّعِيرِيِّ، قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بْنُتِ قَيْسٍ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا؟ فَقَالَتْ : طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَّمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفْقَةِ، فَلَمْ

يَجْعَلُ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةً، وَفِي حَدِيثِ دَاؤَدْ، قَالَتْ : وَأَمْرَنِيْ
أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمٍّ مَكْتُومٍ .
- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٣٦ ، ٢٠٣٥) .

১১৮০। শাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কাইসের মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্ধায় আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেনঃ তুমি বাসস্থান এবং ভরণ-পোষণ কোনটাই পাবে না। মুগীরা (রাহঃ) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখসীর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন, আমরা আল্লাহু তা'আলার কিতাব ও আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দিতে পারি না। সে স্মরণ রেখেছে না ভুলে গেছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তিন তালাকপ্রাপ্তার জন্য উমার (রাঃ) বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা করেছেন।

শাবী (রাহঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কাইসের মেয়ে ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট এলাম এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফায়সালা দিয়েছেন তাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, তাকে তার স্বামী শেষ তালাক দিলে তিনি বাসস্থান ও খরচ-পাতির জন্য তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত দেননি। দাউদের বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি (ফাতিমা) বলেন, উম্ম মাকতুমের ছেলের ঘরে আমাকে ইদাত পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন।

- سہیہ، ایوب نو ما جاہ (۲۰۳۵، ۲۰۳۶)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাসান বাসরী, আতা ইবনু আবু রাবাহ ও শাবীর মতে তালাকপ্রাপ্তকে স্বামীর জন্য আবার তার বিয়ের বন্ধনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ না থাকলে সে (স্ত্রী) ইদাতকালের জন্য বাসস্থান ও খরচ-পাতি পাবে না। ইমাম আহমাদ ও

ইসহাকও একথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ইন্দাত কালের জন্য তিনি তালাকপ্রাণ্ড স্ত্রী বাসস্থান ও খরচ-পাতি পাবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও কৃফাবাসী ফাকীহগণ। ইমাম মালিক, লাইস ইবনু সাদ ও শাফিউ আরো বলেছেন, সে বাসস্থান পেলেও খরচ-পাতি পাবে না। শাফিউ আরো বলেন, আমরা তার বাসস্থান পাওয়ার কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ীই বলেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ “তোমরা (ইন্দাতকালে) তাদের বাসস্থান হতে তাদেরকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়লে তবে ভিন্ন কথা”

(সূরা ১ : তালাক- ১)।

আলিমগণ বলেন, এখানে পুরুষের পরিবার-পরিজনের সাথে অসভ্য আচরণ করাকেই ‘অশ্লীলতা’ বলে বুঝানো হয়েছে। তারা ফাতিমাকে বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার স্বামীর সাথে অসদাচরণ করেছিলেন। ইমাম শাফিউ বলেন, এ ধরণের তালাকপ্রাণ্ড মহিলার খরচ-পাতির ব্যবস্থা করাটা স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে ফাতিমা বিনতি কাইস সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস।

٦) بَأْبُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ৬ ॥ বিয়ের আগেই তালাক দেয়া

প্রকৃতপক্ষে কোন তালাক নয়

۱۱۸۱ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَثَنَا عَامِرُ الْأَخْوَلُ، عَنْ عَمِّرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِيلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نَدْرِ لِإِنِّي أَدْمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤٧)

১১৮১। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তান যে সকল জিনিসের মালিক নন সে সকল জিনিসের মানত জায়িয নয়, সে যার মালিক নয় তাকে সে মুক্তি দিতে পারে না এবং তার সাথে যার বিয়ে হয়নি তাকে সে তালাকও দিতে পারে না ।

- হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৪৭)

আলী, মুআয ইবনু জাবাল, জাবির, ইবনু আবরাস ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ অনুচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী মত দিয়েছেন। এই মত দিয়েছেন আলী ইবনু আবু তালিব, ইবনু আবরাস, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ), সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান বাসরী, সাইদ ইবনু জুবাইর, আলী ইবনু হুসাইন, শুরাইহ, জাবির ইবনু যাইদ প্রমুখ একাধিক ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবিসও। ইমাম শাফিস্টি একইরকম কথা বলেছেন।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোন এলাকার কোন নির্দিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করার কথা উল্লেখ করে তালাক দিলে সে তালাক কার্যকর হবে (কেউ যদি বলে, আমি অমুক বংশ বা অমুক এলাকার অমুক মেয়ে বিবাহ করলে সে তালাক, এ ক্ষেত্রে বিয়ে বিধিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে)। শাবী, ইবরাহীম নাথঙ্গি ও অপরাপর আলিম বলেন, তালাক অবতীর্ণ হবে যদি সময় নির্দিষ্ট করে বলা হয়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনু আনাসও। তারা বলেন, সঠিকভাবে কোন মহিলার নাম, অথবা সঠিক সময় নির্ণয় করে, অথবা কোন শহরের নাম স্পষ্টভাবে বলা হলে, যেমন আমি অমুক শহরের অমুক মেয়ে বিয়ে করলে (সে তালাক), এসব অবস্থায় তালাক কার্যকর হবে।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাক (রাঃ) কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন লোক যদি এক্রপ করে তবে আমি বলি না যে, তার

জন্য ঐ মহিলাটি হারাম হবে। আহমাদ (রাহঃ) বলেন, সে যদি বিয়ে করে তবে আমি তাকে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার হকুম দেই না। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী ইসহাক (রাহঃ) নির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে তালাক সংঘটিত হওয়ার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বিয়েকে জায়িয় মনে করেন। তিনি বলেন, যদি ঐ মহিলাকে শপথ করার পরও সে লোক বিয়ে করে তবে আমি একথা বলি না যে, তার জন্য ঐ মহিলাটি হারাম হবে। আর ইসহাক (রাহঃ)-এর মত অনির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে আরও উন্নত। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাককে প্রশ্ন করা হল যে, সে শপথ করে বলেছে যে, সে বিয়ে করবে না, করলে তালাক হয়ে যাবে। পরে দেখা গেল যে, সে বিয়ে করতে চাছে। এরকম পরিস্থিতিতে বিয়ের সুযোগ আছে বলে যেসব ফিকহবিদ মত দিয়েছেন, তাদের মতের অবলম্বনে এই লোক কি বিয়ে করতে পারবে? এর উত্তরে ইবনুল মুবারাক বললেন, যদি এসব ফিকহবিদের মতের প্রতি সে লোক এই সমস্যায় জড়িত হওয়ার পূর্বে আস্থাবান হয়ে থাকে তাহলে সে লোকের তাদের মত গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু পূর্ব হতেই যে লোক তাদের এ মত পছন্দ করেনি এবং সে যখন পরবর্তীতে এ সমস্যায় জড়িয়ে পড়লো তখন তাদের মত গ্রহণ করতে চায়, তাদের মত গ্রহণের সুযোগ তার আছে বলে আমি মনে করি না।

(۸) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاقِ امْرَأٍ

অনুচ্ছেদ : ৮ ॥ স্ত্রীকে মনে মনে তালাক দেয়ার ধারণা করলে

১১৮৩ - حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ

أَوْفَىِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " تَجَاوِزَ اللَّهُ لِإِمْتِيٌّ مَا

حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا؛ مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۰۴۰) ق.

১১৮৩। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে পর্যন্ত আমার

উম্মাত কোন মনের কথা প্রকাশ না করে অথবা সে অনুযায়ী কাজ না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা উপেক্ষা করেন (ক্ষমা করেন)।

- سہیہ، ایوب نو ماجاہ (۲۰۸۰)، بُرْخاری، مُسْلِم

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত দিয়েছেন। কোন লোক তার মনে মনে তালাকের কথা ভাবলে তা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

٩) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلاقِ

অনুচ্ছেদ ১৯ ॥ প্রকৃতপক্ষে অথবা ঠাট্টাছলে তালাক দেওয়া

١١٨٤- حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدْنِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " ثَلَاثَ جِدْهَنْ جِدْ، وَهُزْلَهَنْ جِدْ :

النِّكَاحُ، وَالْطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ ."

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٣٩).

১১৮৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বললেও এবং ঠাট্টাছলে বললেও যথার্থ বলে বিবেচিত হবেঃ বিয়ে, তালাক ও রাজআত (তালাক প্রত্যাহার)।

- سہیہ، ایوب نو ماجاہ (۲۰۳۹)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন। আবদুর রামানের পিতা হাবীব এবং দাদা আরদাক আল-মাদানী। আমার মতে ইবনু মাহাক অর্থাৎ মাহাকের ছেলের নাম ইউসুফ।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلُعِ

অনুচ্ছেদ : ১০ ॥ খোলার বর্ণনা

١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : أَنَّبَانَا الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى، عَنْ سُفِيَّانَ : أَنَّبَانَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ مَوْلَى أَكْلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذٍ بْنِ عَفْرَاءَ.

أَنَّهَا احْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ أَمْرَتْ - أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَرَةِ

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٥٨).

١١٨٥/١ | মুআওবিয ইবনু আফরার মেয়ে রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি 'খোলা' (তালাক) করান। তাকে এক হায়িয়কাল সময় ইদ্বাতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়।

- سহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৫৮)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, রুবাই বিনতু মুআওবিয (রাঃ)-এর হাদীসে 'তাকে এক হায়িয়কাল সময় ইদ্বাত পালনের নির্দেশই' সহীহ।

٢- أَنَّبَانَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيِّ : أَنَّبَانَا عَلِيُّ

بْنَ بَحْرٍ : أَنَّبَانَا هِشَامَ بْنَ يُوسَفَ، عَنْ مَعْمِرٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ احْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَرَةِ

- صحيح : انظر ماقبله.

১১৮৫/২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাবিত ইবনু কাইস (রাঃ)-এর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে খোলা (তালাক) নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হায়িয়কাল সময় ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন।

- সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবু ইসা বলেন এ হাদীসটি হাসান গারীব। আলিমদের মধ্যে খোলা তালাকপ্রাণ্ডা মহিলার ইদ্দাত পালনের মেয়াদ প্রসঙ্গে মত পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ বলেছেন, তালাকপ্রাণ্ডা মহিলার মত খোলা গ্রহণকারিণী মহিলাকেও ইদ্দাত পালন করতে হবে তিন হায়িয়কাল সময়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, কৃফাবাসী আলিমগণ, আহমাদ ও ইসহাকের মতও তাই। অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, এক হায়িয়কালই হচ্ছে খোলা গ্রহণকারিণীর ইদ্দাতের সময়। ইসহাক (রাহঃ) বলেন, কোন লোক এই মত গ্রহণ করলে সেটাই হবে শক্তিশালী মাযহাব।

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

অনুচ্ছেদ : ১১ ॥ খোলা দাবিকারিণী নারী প্রসঙ্গে

১১৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو كَرْيَبٍ : حَدَّثَنَا مُزَاجِمُ بْنُ ذَوَادَ بْنِ عُلْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوَيْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٦٢٣)، "المشكاة" (٣٢٩٠) التحقيق

الثاني.

۱۱۸۶। سا�ওبان (رাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খোলা তালাক দাবিকারিণী নারীরা মুনাফিক।

- سہیہ، سہیہ (۶۳۳)، مিশকাত তাহকীক ছানী (৩২৯০)

এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদসূত্রে আবু ঈসা গারীব বলেছেন। এর সনদ খুবএকটা মজবুত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ “যে সকল নারী স্বামীর নিকট হতে কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই খোলা তালাক গ্রহণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না”।

۱۱۸۷. أَنْبَأَنَا بِذِلِّكَ بَنْدَارٌ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ : أَنْبَأَنَا أَيْوَبُ،
عَنْ أَبِي قِلَّابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : "إِيمَانًا
امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۰۵۵)

۱۱۸۷। ساওبان (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর নিকট হতে যেসব নারী কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।

- سہیہ، ইবনু মাজাহ (۲۰۵۵)

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মারফূতাবে নয়।

(۱۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاتِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : ۱۲ ॥ মহিলাদের সাথে উদার ব্যবহার

۱۱۸۸. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
ابْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيْبٌ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْضَّلَعِ، إِنْ ذَهَبَتْ تُقْيِيمُهَا؛ كَسَرَتْهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا؛ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوْجٍ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٣/٧٢-٧٣) م.. خ نحوه.

١١٨٨। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলারা পাঁজরের বাঁকা হারের মত। তুমি যদি সেটাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি ফেলে রাখ (সোজা করার চেষ্টা না কর) তবে তার বাঁকা অবস্থায়ই তুমি ফায়দা উঠাতে পারবে।

- سہیہ، تا'لیکুর রাগীব (৩/৭২-৭৩)، مسلم، بুখارী অনুবর্তন

আবু যার, সামুরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন এবং এর সনদসূত্র উভয়।

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسَأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطْلَقَ زَوْجَهُ
অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ স্ত্রীকে পিতার নির্দেশে তালাক দেওয়া অসঙ্গে

١١٨٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَبْنَائَا أَبْنَ المَبْارِكِ : أَبْنَائَا أَبْنَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَتْ تَحْزِي امْرَأَةً أَحِبَّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمْرَنِي أَبِي أَنْ أَطْلُقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ : "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ! طُلِقِ امْرَأَكَ".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٠٨٨).

۱۱۸۹ । اے بنو عوام (رآ) ہتھے بُرْنَیت آچے، تینی بلئے، آماں بیباہیت اک سُنی چل یاکے آمی بالو بادتا م، کینڈو تاکے آماں پیتا پھند کرaten نا۔ تینی آماکے نیردش دن تاکے تالاک پردانےر جنے । کینڈو آمی تا اُسپیکار کری । بیشیاٹی راسلُلُوہُ اَلَّا ح سالُلُوہُ اَلَّا ح آلا ایہی ویسا سالُلُوہُ میرے نیکتے آمی علیک کرلنے تینی بلئے نہ ہے عمارےر- پُر اب دُلُوہُ اَلَّا ح! تُرمی تو ماں سُنیکے تالاک داؤ ।

- ہاسان، اے بنو ماجاہ (۲۰۸۸)

اے ہادیسٹیکے آبُو یوسفیہ ہاسان سہیہ بلئے ہن । آماں اے ای ہادیسٹیر ساتھے شُعُرُمَاۃِ اے بنو آبُو یوب- ار سُنْدِری پریتھیت ہتھے پرے ہن ।

(۱۴) بَأْبُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا

انوچھے ۱۸ ॥ کون ناری یعنی تار بونےر
تالاک پراوھنا نا کرے

۱۱۹۰. حدثنا قتيبة : حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن

سعید بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ، قال : "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفِيَ مَا فِي إِنَائِهَا".

- صحیح ابی داؤد (۱۸۹۱)

۱۱۹۰ । آبُو ہرایرہ (رآ) ہتھے بُرْنَیت آچے، ناری سالُلُوہُ اَلَّا ح آلا ایہی ویسا سالُلُوہُ میرے بلئے ہن نے کون ناری یعنی تار بونےر پاٹ پورنےر جنے تالاک پراوھنا نا کرے ।

- سہیہ، سہیہ آبُو داؤد (۱۸۹۱)

عُسُلُ سالامہ (رآ) ہتھے و اے انوچھے ہادیس بُرْنَیت آچے । آبُو ہرایرہ (رآ) ہتھے بُرْنَیت ہادیسٹیکے آبُو یوسفیہ ہاسان سہیہ بلئے ہن ।

১৭) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ গর্ভবতী বিধবার ইদাত

সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত

১১৯৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ : حَدَّثَنَا حُسْنَى بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِيلِ بْنِ

بَعْكٍ، قَالَ : وَضَعَتْ سَبِيعَةً بَعْدَ وَفَاهَا زَوْجُهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ - أَوْ خَمْسَةَ عَشْرِينَ - يَوْمًا، فَلَمَّا تَعْلَمَتْ تَشْوُفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ : "إِنْ تَفْعَلْ؛ فَقَدْ حَلَّ أَجْلُهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (২০২৭) -

১১৯৩। আবুস সানাবিল ইবনু বাকাক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সুবাইআ (রাঃ) সন্তান প্রসব করেন তার স্বামী মারা যাবার তেইশ বা পঁচিশ দিন পর। তিনি নিফাস হতে পৰিত্ব হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কেউ কেউ সেটাকে খারাপ বলে মনে করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেনঃ সে ইচ্ছা করলে এটা করতে পারে, কেননা, তার ইদাত পূর্ণ হয়ে গেছে।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০২৭)

এ হাদীসটি আরো একটি সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উম্ম সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা ব্লেন, আবুস সানাবিল (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে মাশহুর ও গারীব। আবুস সানা বিলের নিকট হতে আল-আসওয়াদ হাদীস শুনেছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, আবুস সানাবিল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিলেন কি-না তা আমাদের জানা নেই।

এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন যে, যদি কোন গর্ভবতী মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে তার সন্তান জন্মের সাথে সাথে তার বিষ্ণে করা হালাল (জায়িয়), যদিও তার ইদাত (চার মাস দশদিন) পূর্ণ না হয়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল সাহাবী ও অন্যদের মতে “দুই মেয়াদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর মেয়াদ” হবে তার ইদাতকাল। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনেক বেশি সহীহ।

١١٩٤. حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ : حَدَّثَنَا الْلَّиْثُ، بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسَ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا، الْحَامِلُ تَضَعُعُ عِنْدَ وَفَاهُ زَوْجِهَا؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجْلِينِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : بَلْ تَحْلِي حِينَ تَضَعُعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلُوا إِلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ -؟ فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعْتُ سَبْعِينَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاهِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفَتَ رَسُولَ اللَّهِ -؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزْوَجَ.

- صحيح : "البراءة" (٢١١٣)، "صحيح أبي داود" (١١٩٤) ق.

١١٩٤। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, গর্ভবতী বিধবা স্ত্রীলোকের ইদাত প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও আবু সালামা ইবনু আবদুর রাহমান (রাঃ) আলোচনা করলেন, যে স্বামীর মৃত্যুর পরপর সে সন্তান প্রসব করে (তার ইদাত কখন পূর্ণ হবে)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, দুই মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদই হবে তার ইদাতকাল। আবু সালামা (রাঃ) বললেন, সন্তান জন্মের সাথে সাথে তার বিষ্ণে করা বৈধ হবে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি আমার ভাইয়ের

ছেলে আবু সালামার সাথে একমত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রী উন্মু সালামা (রাঃ)-এর নিকট বিষয়টি সমাধানের জন্য (লোক) পাঠান। তিনি বললেন, সুবাইয়া আসলামিয়া তার স্বামী মারা যাবার অল্পদিন পরই সন্তান প্রসব করে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফাতওয়া জানতে চাইলে তিনি তাকে বিয়ের অনুমতি দেন।

- سہیہ، ایرওয়া (۲۱۱۳)، سہیہ آবু داؤد (۱۱۹۶)،

আবু ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(۱۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَتَوْفِيِّ عَنْهَا زَوْجَهَا

অনুচ্ছেদ ১৮ ॥ যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদাত

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى : أَبْنَانَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْثَلَاثَةِ :

1195. قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -
عِنْ تَوْفِيقِ أَبْوَاهَا أَبُو سُفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقَ
أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَتْ بِهِ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَتْ بِعَارِضِيَّهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي
بِالْطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ ؟ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ
لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

- صحيح : "الإرواء" (۲۱۱۴)، "صحيح أبي داود" (۱۹۹۰) -

آبू سالاما (رাঃ)-এর মেয়ে যাইনাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি অধস্তন বর্ণনাকারী হুমাইদ ইবনু নাফিকে নিম্নোক্ত তিনটি হাদীস প্রসঙ্গে জানিয়েছেন।

۱۱۹۵। তিনি (যাইনাব) বলেছেনঃ (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উস্মু হাবীবা (রাঃ)-এর পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর আমি তার নিকট গেলাম। তিনি কস্তুরি মিশ্রিত হলুদ বর্ণের খালুক নামক সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন। তিনি একটি বালিকার গায়ে তা মাখালেন, তারপর তা নিজের উভয় গালে লাগালেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার সুগন্ধি মাখার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তা শুধুমাত্র এজন্যই মাখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের উপর যে মহিলা ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মৃত্যের জন্য তিনি দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়িয় নয়। শুধুমাত্র স্বামীর জন্য শোক পালন হবে চার মাস দশ দিন।

سہیہ، ایرওয়া (۲۱۱۸)، سہیہ آبু دাউد (۱۹۹۰، ۱۹۹۱)، بুখারী،
মুসলিম

۱۱۹۶. قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلَتْ عَلَى رَبِيعَ بْنِ جَحْشٍ؛ حِينَ تَوْفِيَ أَخْوَاهَا، فَدَعَتْ بِطَيْبٍ، فَمَسَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لِيَالٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔

- صحيح : المصدر نفسه.

۱۱۹۶। (দুই) যাইনাব (রাহঃ) বলেন, জাহশের মেয়ে যাইনাব (রাঃ)-এর ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমি তার নিকট গেলাম। তিনি সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার সুগন্ধি মাখার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর যে মহিলা ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মুতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়িয নয়। শুধু স্বামীর জন্য শোক পালন হচ্ছে চার মাস দশ দিন।

- সহীহ, প্রাণক্ষণ

১১৭. قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسِمِعْتُ أُمِّيْ أَمَّ سَلْمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تَوْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنِيهَا : أَفْنَحْلَاهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا، مَرْتَنِينَ، أَوْ ثَلَاثَ مَرْسَاتٍ، كُلُّ ذَلِكِ يَقُولُ : لَا، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

- صحيح : المصدر نفسه.

১৯৯৭। (তিন), যাইনাব (রাহঃ) বলেন, আমি আমার মা উন্মু সালামা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যবরণ করেছে। ইদানীং তার দুই চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে। আমরা তার চোখে সুরমা লাগাতে পারব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। মহিলাটি দুই কি তিনবার এই প্রশ্ন করল এবং প্রতি বারেই তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ না। তারপর তিনি বললেনঃ এটা তো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। জাহিলী যুগে তোমাদের কোন মহিলাকে এক বছর পর্যন্ত শোক পালন শেষে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে ইদ্বাতকে সমাপ্ত করতে হত।

- সহীহ, প্রাণক্ষণ

মালিক ইবনু সিনানের কন্যা এবং আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর বোন ফুরাইআ ও উমার (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা (রাঃ) হতেও

এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উস্মা বলেন, যাইনাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্য আলিম মত দিয়েছেন। তাদের মতে যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে সে মহিলা ইদ্বাতের সময় সুগক্ষি ও সাজসজ্জা বর্জন করবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفَّرَ
অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে
যিহারকারী সহবাস করলে

১১৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفَّرَ؛ قَالَ : "كُفَّارَةً وَاحِدَةً".

- صحيح : المصدر نفسه.

১১৯৮। সালামা ইবনু সাখর আল-বায়ায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যিহার করার পর কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমতাবস্থায় তার একটি মাত্র কাফ্ফারাই হবে।

- সহীহ, প্রাঞ্চু

আবু উস্মা বলেন এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম মত দিয়েছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাক (একই কাফ্ফারা হবে)। অপর কিছু আলিম বলেন, যিহার করার কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করলে দু'টি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। এই মত দিয়েছেন আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীও।

১১৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحَسِينُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أُمْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجِيِّي، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ؟ فَقَالَ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ سِيرَحُكَ اللَّهُ -؟!، قَالَ : رَأَيْتُ خَلَالَهَا فِي ضَوءِ الْقَمَرِ، قَالَ : فَلَا تَقْرِبَاها، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۰۶۵).

১১৯৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক যিহারের পর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তারপর সে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রীর সাথে আমি যিহার করেছি এবং কাফকারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমায় রাহাম করুন! তোমাকে কোন্ জিনিস এ কাজে লিঙ্গ হতে উদ্বৃদ্ধ করল? সে বলল, আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের অলংকার দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা হৃকুম করেছেন তা পালনের পূর্বে আর তার ধারে-কাছেও যেও না।

- سہیہ، ایوب نو ماجہ (۲۰۶۵)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

(২০) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَارَةِ الظَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ১২০ ॥ যিহারের কাফকারা

১২০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَنَّبَانَا هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَازَ : أَنَّبَانَا عَلِيًّا بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنَّبَانَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّبَانَا

أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرِيَ الْأَنْصَارِيَ - أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهِيرَ أُمِّهِ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِنَ رَمَضَانَ؛ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَاتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَعْتَقْ رَقْبَةَ، قَالَ : لَا أَجِدُهَا، قَالَ : "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" ، قَالَ : لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرِو : "أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرْقَ" . - وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا -؛ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٦٢) .

১২০০। আবু সালামা ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বায়ায়া গোত্রের সালমান ইবনু সাখর আনসারী তার স্ত্রীকে রামায়ান মাসের জন্য তার মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করল (যিহার করল)। এই মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর এক রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ একটি গোলাম আয়াদ কর। সে বলল, এটা করার সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বললেনঃ একাধারে দুই মাস রোয়া রাখ। সে বলল, আমার সামর্থ্য নেই এটা করার। তিনি বললেনঃ ঘাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। সে বলল, এটা করারও আমার সামর্থ্য নেই। তখন ফারওয়া ইবনু আমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে এই খেজুরের ঝুড়িটা দাও যাতে ঘাটজন মিসকীনকে সে খাওয়াতে পারে। আরাক এমন বড় ঝুড়িকে বলা হয় যাহাতে ১৫ অথবা ১৬ সা' খেজুর ধরে।

- সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৬২)

আবু উস্তা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস অনুযায়ী যিহারের কাফ্ফারা নির্ধারণের ব্যাপারে আলিমগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সালামানকে সালামা আল-বায়ারীও বলা হয়।

(۲۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَانِ

অনুচ্ছেদ : ۲۲ ॥ শিআনের বর্ণনা

١٢٠٢. حَدَثَنَا هَنَدٌ : حَدَثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَالَ : سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمَارَةِ مُضْعِفِ بْنِ الزَّبِيرِ؛ أَيْفَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقَمَتْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، اسْتَأْتَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِيْ : إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِيْ، فَقَالَ : ابْنُ جُبَيرٍ؟ ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةً، قَالَ : فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرَدْعَةِ رَحِيلِهِ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلَاعِنِ أَيْفَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ! نَعَمْ؛ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَدَنْ أَبْنُ فَلَدَنْ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَيْتَ لَوْ أَنْ أَحْدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ؛ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ إِنْ تَكْلِمَ؛ تَكْلِمْ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ؛ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ! قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَجْبَهْ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَكَ عَنْهُ قَدْ ابْتَلَيْتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَاءٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ} حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَّ

الْأَيَّاتِ عَلَيْهِ، وَوَعْظِهِ، وَذِكْرِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ
 الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لَا وَالَّذِي يَعْتَقُ بِالْحَقِّ؛ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ،
 فَوَعَظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ،
 فَقَالَتْ : لَا وَالَّذِي يَعْتَقُ بِالْحَقِّ؛ مَا صَدَقَ، قَالَ : فَبَدَا بِالرَّجُلِ : فَشَهِدَ
 أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّمَّا لَمَّا الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّمَّا
 لَمَّا الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
 ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا .

- صحيح أبي داود: (۱۹۵۵) م.

۱۲۰۲। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুসআব ইবনু যুবাইরের শাসনামলে এক জোড়া লিআনকারী (দম্পত্তি) প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করা হলঃ তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে কি-না। আমি এই প্রসঙ্গে কি বলব তা সঠিক অনুমান করতে পারলাম না। আমি আমার ঘর হতে বেরিয়ে সোজা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর ঘরের দরজার সামনে এলাম এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল, তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি ভিতর হতে আমার কথা শুনে বললেন, ইবনু জুবাইর? ভিতরে প্রবেশ কর। নিচয়ই কোন জরুরী বিষয় নিয়ে তুমি এসেছ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। তিনি তার বাহনের হাওদার নিচের মোটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে আবদুর রাহমানের পিতা! লিআনকারী দম্পত্তিকে কি একে অপর হতে আলাদা করতে হবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম অমুকের ছেলে অমুক প্রশ্ন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে

তাকে পশ্চ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের মাঝে কোন লোক তার স্ত্রীকে খারাপ কাজে (যিনায়) জড়িত দেখে তখন সে কি করবে, এ প্রসঙ্গে আপনি কি মত পোষণ করেন? যদি সে মুখ খুলে তবে একটা ভয়ানক কথা বলল, আর সে চুপ থাকলে তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুপ রইল।

বর্ণনাকারী (ইবনু উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে নীরব রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। তিনি (ফিরে যাওয়ার পর) আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনাকে যে বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে আমি নিজেই জড়িয়ে পড়েছি। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ “নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে সকল লোক যিনার অভিযোগ তোলে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের আর কোন সাক্ষী থাকে না তবে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলবে..... যদি সে সত্যবাদী হয়” (৬-১০)।

তিনি লোকটিকে ডেকে এনে তাকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনান, তাকে উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে বুঝান। তিনি তাকে বললেনঃ দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি হতে অনেক হালকা। তিনি বললেন, না, সেই সভার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! তাকে আমি মিথ্যা অপবাদ দেইনি। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকেও উপদেশ দিয়ে উত্তমভাবে বুঝালেনঃ দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি হতে খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, সেই সভার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! সে সত্য কথা বলেনি।

বর্ণনাকারী (ইবনু উমার) বলেন, তারপর প্রথমে পুরুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করালেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম সহকারে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি (অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী। তিনি পঞ্চম বারে বললেন যে, তিনি (আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে) মিথ্যবাদী হলে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে লিআন করান। সে চারবার আল্লাহ তা'আলার

نام ڈکھارنے سہ کارے شپथ کرے ساک্ষی دل یے، تار بیرکت دلے ڈٹھانے ابیویوگے سے (سماں) میथیابادی۔ سے پہلے وارے بلال، سے (سماں) ساتھیابادی ہلے تبے تار نیجے رپار آٹھاہر ابیسپاٹ۔ تارپار تادریو بیوے بکن راسلٹھاہ سالٹھاہ آلاتاہیہ ویساٹھاہ چنے کرے دلئے ।

- سہیہ، سہیہ آب داؤد (۱۹۵۵)، موسلمیم

ساحل ایون ساند، ایون آکواس، ہیٹھاہ فا و ایون ماسٹد (راہ) ہتھو اے انوچھے دہادیس برجت آچے۔ ہادیس انویاہی بیشے بیجھ االیمگن آمال کرئن۔ ایون ٹمار (راہ) ہتھ برجت ہادیستیکے آب دیسا ہاسان سہیہ بلوچن ।

۱۲۰۳. أَبْيَانًا قَتِيبَةُ : أَبْيَانًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ
عُمَرَ، قَالَ : لَا عَنْ رَجُلٍ امْرَأَتَهُ، وَفَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقُّ الْوَلَدُ
بِالْأَمْمَةِ .

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۰۶۹) ق.

۱۲۰۴. ایون ٹمار (راہ) ہتھ برجت آچے، تینی بلوچن، اک لوک تار سڑیو بیرکت دلیانا کرال۔ تادریو بیوے بکنکے راسلٹھاہ سالٹھاہ آلاتاہیہ ویساٹھاہ چنے کرے دن اے وے ساتھیستیکے تار ماۓرے ساٹھے سپکھ کرئن ।

- سہیہ، ایون ماجہ (۲۰۶۹)، ناسائی

اے ہادیستیکے آب دیسا ہاسان سہیہ بلوچن । اے ہادیس انویاہی بیشے بیجھ االیمگن آمال کرئن ।

(۲۳) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُ الْمُتَوَفِّيُّ عَنْهَا زَوْجُهَا

انوچھدہ ۲۳ ॥ سماں مکھیو پر سڑی کوڈاہی ایکھات پالن کرवے؟

۱۲۰۴. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : أَبْيَانًا مَعْنُ : أَبْيَانًا مَالِكَ، عَنْ سَعْدٍ

ابن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي اخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : أنها جاءت رسول الله ﷺ تسائله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعيده له أبقوه، حتى إذا كان يطرف القدوء لحقهم، فقتلوه، قالت : فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي؟ فـإـن زوجـي لم يـتـرـكـ لي مـسـكـنـا يـمـلـكـه وـلـأـنـفـقـةـ؟ قـالـتـ : فـقـالـ رسولـالـلهـ ﷺ : نـعـمـ، قـالـتـ : فـأـنـصـرـتـ، حـتـىـ إـذـاـ كـنـتـ فـيـ الـجـرـةـ - أوـ فـيـ الـمـسـجـدـ؛ نـادـيـ رـسـوـلـالـلهـ ﷺ ، - أوـ أـمـرـ بـيـ - فـنـوـدـيـتـ لـهـ فـقـالـ : كـيـفـ قـلـتـ؟ قـالـتـ : فـرـدـدـتـ عـلـيـهـ الـقـصـةـ الـتـيـ ذـكـرـتـ لـهـ مـنـ شـائـرـ زـوـجـيـ، قـالـ : اـمـكـثـيـ فـيـ بـيـتـكـ، حـتـىـ يـبـلـغـ الـكـتـابـ أـجـلـهـ، قـالـتـ : فـاعـتـدـتـ فـيـ أـرـبـعـةـ أـشـهـرـ وـعـشـرـاـ، قـالـتـ : فـلـمـ كـانـ عـشـانـ؛ أـرـسـلـ إـلـيـ فـسـائـلـيـ عـنـ ذـلـكـ؟ فـأـخـبـرـتـهـ، فـاتـبعـهـ، وـقـضـيـ بـهـ .

- صحيح : "ابن ماجه (٢٠٣١)" .

১২০৪। যাইনাব বিন্তু কাব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে মালিক ইবনু সিনান (রাঃ)-এর মেয়ে এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর বোন ফুরাইআ (রাঃ) জানিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন একটা প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে যে, ইন্দ্বাতের জন্য তার নিজের বৎশ খুদরা গোত্রে যেতে পারেন কি-না। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক গোলামের খৌজে গিয়েছিলেন। তিনি যখন পত্যাবর্তন করতেছিলেন তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা সেখানে তাকে মেরে ফেলে। ফুরাইআ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

سالاٹھاہ آلائیہی ویسا سالاٹھامےर نیکٹ آماں ای بازار باڈی یا ویا ای دیشے آبیدن کر لاما۔ کئننا، آماں جنی آماں سماں تار نیجسے کون ای رے یاننی، امکنکی بولن-پوشنےر خرچ پاتیو نی۔ فوراٹھا (راۃ) بولن، راسلٹھاہ سالاٹھاہ آلائیہی ویسا سالاٹھام ہے ای بولنے۔ تینی بولن، تارپار آمی فیرے چل لاما۔ آمی شدھ (تاڑا) ہجرا ایضا ماسجیدےر نیکٹے پیٹھ لاما، تکن راسلٹھاہ سالاٹھاہ آلائیہی ویسا سالاٹھام آماکے آبایر ڈاکلنے یا آماکے ڈاکا ر نیردش دیلنے۔ آماکے تینی پرش کر لئنے؛ تومی کی بولے ہیلے؟ فوراٹھا (راۃ) بولن، آماں سماں سمسکے پورے آمی یہ ٹٹنے بولے ہیلما تاڑا نیکٹا آبایر بھلام۔ تینی بولنے؛ تومی ٹوماں گرے ایک ایداٹ پورن نا ہو یا پرست۔ فوراٹھا (راۃ) بولن، آمی اخانے ایداٹ پالن کر لاما چار ماس دشادیں۔ تینی بولن، تارپار عسماں (راۃ) خالیفہ ہو یا ای پر تینی آماں کا ہے لوک پارٹیے اے بیسیٹی جانتے چاہیلنے۔ آمی اے پرسنے تاکے جان لاما۔ تینی اے انوسارن کرے ہے اے سے انویا یہی فیسیلہ دیے ہے۔

- سہیہ، ایبن ماجہ (۲۰۳۱)

اے ہادیسٹ کا'ب ایبن عجراء (راۃ) ہتے انی اکٹی سُکرے و برجت ہیے۔ اے ہادیسٹکے آبू یوسا ہاسان سہیہ بولے ہے۔ اے ہادیس انویا یہی راسلٹھاہ سالاٹھاہ آلائیہی ویسا سالاٹھامےر بیشیر باغ بیشے بجت ساہابی و اپراؤپر االیم گن مات دیے ہے۔ تادے ر ماتے، ایداٹے ر سماں پورن نا ہو یا پرست ایداٹ پالن کاری سماں ای رے ہتے یا بے نا۔ اے مات دیے ہے سو فیضان ساہابی، شافعی، احمد و ایسہاک راسلٹھاہ سالاٹھاہ آلائیہی ویسا سالاٹھامےر اپر اک دل بیشے بجت ساہابی و تبغیر بجت االیم گن بولن، () مہیلا تار ای چھا مات یہ کون جا یا یہ ایداٹ پالن کر رتے پارے۔ سماں ای رے ایداٹ پالن نا کر لے و کون سمسج نہی۔ آبू یوسا بولن، کیتھ پر خمک مات اے انکے بیشی سہیہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
জন্ম কৃত্যাগমের দয়ালু আল্লাহর নামে শুক্র কৃতি

۱۳ - کتابُ الْبَيْوِعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অধ্যায় ১২ : ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

(۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشَّبَهَاتِ

অনুচ্ছেদ ১ ॥ সন্দেহজনক জিনিস পরিহার করা

۱۲۰۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ : أَنَّبَائًا حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ السَّعْيَبِيِّ، عَنْ الشَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَلَالِيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَهَىْتَهَا، لَا يَدِرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا إِشْتِبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ؛ فَقَدْ سَلَمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا؛ يُوشِكُ أَنْ يَوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْغِي حَوْلَ الْحِمْيَ؛ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمْيًّا، أَلَا وَإِنَّ حِمْيَ اللَّهِ مَحَارِمٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۹۸۴) ق.

۱۲۰۵ । নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ হালাল ও সুম্পষ্ট, হারাম ও সুম্পষ্ট এবং এ দুটির মাঝে অনেক সন্দেহজনক বিষয় আছে । তা হালাল হবে না হারাম হবে সেটা অনেকেই জানে না । যে লোক এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো নিজের দ্বীন এবং মান-ইজ্জাতের হিফায়াতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবে সে নিরাপদ হল । যে লোক এর কিছুতে

লিঙ্গ হল তার হারাম কাজে লিঙ্গ হওয়ারও সংশয় থেকে গেল। (উদাহরণস্বরূপ) নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে যে লোক পশু চড়ায়, তার এতে প্রবেশের ভয় আছে। জেনে রাখ! প্রতিটি সরকারেরই কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হল 'তাঁর হারাম করা বিষয়গুলো'।

- سہیہ، ابن ماجہ (৩৯৮৪)، بُرْخاَرِی، مُسْلِم

হাল্লাদ ওয়াকী হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু আবী যাইদা হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি নু'মান ইবনু বাশীর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। একাধিক বর্ণনাকারী নু'মান (রাঃ)-এর সূত্রে একই বিষয়বস্তু সন্দিগ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢) بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ সুন্দর গ্রহণ প্রসঙ্গে

١٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِيمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعْنَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْلِ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.
- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۲۷۷).

১২০৬। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -সুন্দরোর, সুন্দ দাতা সুন্দের সাক্ষীদ্বয় ও সুন্দের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।

- سہیہ، ابن ماجہ (২২৭৭)

উমার, আলী, জাবির ও আবু জুহাইফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

(۳) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّفْلِيْظِ فِي الْكَذِبِ وَالْزُورِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ৩ ॥ মিথ্যা ও অতারণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে

কঠোর হঁশিয়ারি

- ۱۲۰۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْرٍ أَلَا عَلَى الصَّنْعَانِيِّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ

ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَّسٍ، عَنْ

أَنَّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي الْكَبَائِرِ، قَالَ : "الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعَقْوَةُ

الْوَالِدِينِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقُولُ الزُورِ" .

- صحيح : "غاية المرام" (২৭৭) ق.

১২০৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাবীরা গুনাহ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে মেরে ফেলা এবং মিথ্যা কথা বলা (কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত) ।

- سہیہ، گاییہ‌تول مارام (۲۹۷)، بُو خَارِرِی، مُوسَلِیم

আবু বাকরা, আইমান ইবনু খুরাইম ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ইসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন ।

(۴) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ৪ ॥ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই নামকরণ করেন

- ۱۲۰۸ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ

أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَنَحْنُ نَسْمَى : السَّمَاسِرَةَ - ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ ! إِنَّ الشَّيْطَانَ
وَالْإِثْمَ يَحْضُرُانِ الْبَيْعَ ; فَشَوْبُوا بِيَعْكُمْ بِالصَّدَقَةِ .
- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٤٥) .

১২০৮। কাইস ইবনু আবী গারায়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। আমাদেরকে 'সামাসিরাহ' (দালাল) বলা হত। তিনি বললেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্পন্দায়! শাইতান ও গুনাহ ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় এসে হাফির হয়। অতএব, ব্যবসায়ের সাথে তোমরা দান-খায়রাতও যুক্ত কর।

- سہیہ، ایوب نما-জاہ (۲۱۴۵)

বারাআ ইবনু আযিব ও রিফাআ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কাইস ইবনু আবী গায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। মানসূর, আ'মাশ, হাবীব ইবনু আবী সাবিত, এবং আরও অনেকে আবু ওয়াইল-এর সূত্রে কাইস ইবনু গারায়া হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের মত হাদীস হান্নাদ হতে, তিনি আবু মুআবিয়া হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি কাইস ইবনু আবু গারায়া (রাঃ) হতে এই সনদেও বর্ণিত আছে। এ সূত্রটিও সহীহ।

(٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ كَادِبًا

অনুচ্ছেদ : ৫ ॥ নিজের পণ্য প্রসঙ্গে যে লোক মিথ্যা শপথ করে

১২১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا

শুভ্য, قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زَرْعَةَ بْنَ عَمْرِو

ابن جرير يحدث، عن حرثة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ، قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قلنا : من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا، وخسروا! فقال : المُنَافِقُونَ، والمسِبِّلُونَ إِزَارَهُ، والمُفْقِطُونَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٨) .

১২১১। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিবসে তিনি শ্রেণীর লোকের প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? এরা তো ব্যর্থ ও ধৰ্মস হল। তিনি বলেছেনঃ (তারা হল) উপকার করার পর তার খোঁটাদানকারী, পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং নিজের পণ্ডৰ্ব্য মিথ্যা শপথ করে বিক্রয়কারী।

- سہیہ، ایوب نو مہاجہ (۲۲۰۸)

ইবনু মাসউদ, আবু হুরাইরা, আবু উমামা ইবনু সালাবা, ইমরান ইবনু হুসাইন ও মাকিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتجَارَةِ

অনুচ্ছেদ : ৬ ॥ সকালে ব্যবসায়ের কাজে বের হওয়া

১২১২- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِقِيُّ : حَدَّثَنَا هَشْيْمٌ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءً، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْفَامِدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَمْتِي فِي بَكُورِهَا"، قَالَ : وَكَانَ إِذَا

بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا؛ بَعَثُوهُمْ أَوْلَ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا،

وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً؛ بَعَثُوهُمْ أَوْلَ النَّهَارِ، فَأَتَرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

- صحيح : دون قوله : "وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَيْهِ فَابْنَهُ"

ضعف، "الروض النضير" (٤٩٠)، "صحیح أبي داود" (٢٣٤٥)،

"أحاديث البيوع"، "الضعيفة" (٤١٧٨)

১২১২। সাখ্ৰ আল-গামিদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “হে আল্লাহ! আমার উচ্চাতের ভোর বেলার মধ্যে তাদেরকে বারকাত ও প্রাচুর্য দান করুন।” বর্ণনাকাৰী বলেন, যখন তিনি কোথাও কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বাহিনী পাঠানোৱ সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন তাদেরকে দিনের প্রথম অংশেই পাঠাতেন। সাখ্ৰ (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ীদের পাঠাতে ইচ্ছা কৰলে তাদেরকে দিনের প্রথম অংশেই পাঠাতেন। ফলে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন।

- سহীহ، 'তিনি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বাহিনী দিনের প্রথম অংশেই প্রেরণ কৰতেন' - 'অংশটুকু যদিকে রাওয়ন নায়ির (৪৯০), سہیہ آبু داؤد (২৩৪৫), বেচা-কেনার হাদীস, যঙ্গিফা (৪১৭৮)

আলী, ইবনু মাসউদ, বুরাইদা, আনাস, ইবনু উমার, ইবনু আকবাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, সাখ্ৰ আল-গামিদী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি মাত্র হাদীসই আমরা সাখ্ৰ (রাঃ)-এর নিকট হতে জেনেছি। এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী শুবা হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু আতা হতে পরম্পরায় বর্ণনা কৰেছেন।

৭) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشَّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ
অনুচ্ছেদ ৪ ॥ নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে
ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি

১২১২ - حَدَثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيعٍ

أَخْبَرَنَا عَمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ :
كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانَ قَطْرِيَّاً غَلِظَانَ، فَكَانَ إِذَا قَدِدَ فَعْرَقَ
ثَقْلًا عَلَيْهِ، فَقَدِيمَ بَزْ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقَلَتْ : لَوْ بَعْثَتْ إِلَيْهِ،
فَأَشْتَرَتْ مِنْهُ ثَوْبِينَ إِلَى الْمِيسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتَ مَا يَرِيدُ
إِنَّمَا يَرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا لِي - أَوْ بِدَارَاهِمِيَّ - !، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كَذَبٌ ! قَدْ عِلِّمْتُ أَنِّي مِنْ أَنْقَاهِمْ لِلَّهِ، وَأَدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ .

- صحيح : "أحاديث البيوع".

১২১৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনের দু'টি মোটা কিতরী কাপড় ছিল। যখন তিনি বসতেন তখন তাঁর দেহের ঘামে কাপড় দু'টি ভিজে ভারী হয়ে যেত। একবার কোন এক ইয়াতুন্দীর সিরিয়া হতে কাপড়ের চালান এলে আমি বললাম, আপনি যদি তার নিকট হতে সুবিধামত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে লোক পাঠিয়ে একজোড়া কাপড় কিনে নিতেন। তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। ইয়াতুন্দী বলল, আমি জানি সে (মুহাম্মাদ) কি করতে চায়। সে আমার মাল অথবা নগদ অর্থ হস্তগত করার পরিকল্পনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে মিথ্যা বলেছে। তার ভাল করেই জানা আছে যে, তাদের মধ্যে আমি বেশি আল্লাহ ভীরুৎ এবং সবচেয়ে বেশি আমানাত ফিরতদাত।

- সহীহ, বেচা-কেনার হাদীস

ইবনু আবুরাস, আনাস ও ইয়ায়ীদের কন্যা আসমা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীসটি শুবা উমারা ইবনু আবী হাফসা হতে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ তায়ালিসী বলেন, এই হাদীস প্রসঙ্গে শুবাকে একদিন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করব না যে পর্যন্ত না তোমরা উঠে গিয়ে হারামী ইবনু উমারার মাথায় চুমা দিছ। তখন তারা তার মাথায় চুম্বন করল। উক্ত মাজলিসেই হারামী (রাহঃ) হায়ির ছিলেন। আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী হারামীর প্রতি সশ্রান্ত দেখানো ছিল এই কথার উদ্দেশ্য।

۱۲۱۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَثْمَانَ أَبْنَ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : وَمَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَخْذَهُ لَا هُلْهُلَةً . - صحیح : "ابن ماجہ" (۲۲۳۹) .

۱۲۱۵। ইবনু আবুরাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাস্তুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাবার সময় তাঁর লৌহবর্ম বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিয়নে বন্ধক রাখা ছিল। তা তিনি নিজ পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন।

- سہیح، ইবনু মা-জাহ (۲۲۳۹)

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

۱۲۱۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَّسِ، (ح) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنَا مُعاَذُ أَبْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَّسِ، قَالَ : مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزٍ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنْخَةٍ، وَلَقَدْ رَهِنْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَخْذَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتَهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ : "مَا

أَمْسَىٰ فِي أَلِّ مُحَمَّدٍ صَاعٌ تَمِّ، وَلَا صَاعٌ حُبٌ؛ وَإِنَّ عِنْدَهُ يوْمًا
لَتِسْعَ نِسْوَةً.

- صحیح : "ابن ماجہ" (۲۴۳۷) خ۔

۱۲۱۵। آنانس (رাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম যবের ঝুটি ও বাসী চর্বি নিয়ে। তখন এক ইয়াহুদীর নিকট বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে তাঁর লোহবর্মটি বন্ধক ছিল। তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য তা নিয়েছিলেন। আমি একদিন তাঁকে বলতে শুনলামঃ মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পরিবার-পরিজনের নিকট কোন রাতে না এক সা' পরিমাণ খেজুর আর না এক সা' পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। এ সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিল।

- سہیہ، ایوبن معاویہ (۲۴۳۷)، بُوكاری

এ হাদীসটিকে আবৃ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

(۸) بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

অনুচ্ছেদ ۸ ॥ লেনদেনের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা

۱۲۱۶- حدثنا محمد بن بشير : أخبرنا عباد بن ليث - صاحب

الكريبيسي - البصري : أخبرنا عبد الجبار بن وهب، قال : قال لي العداء بن خالد بن هودة : ألا أقر لك كتاباً كتبه لي رسول الله ﷺ !؟ قال : قلت : بلى، فآخر لى كتاباً : هذا ما اشتري العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله ﷺ : اشتري منه عبداً أو أمةً لا داء، ولا غائلة، ولا خيبة؛ بيع المسلم المسلم.

- حسن : "ابن ماجہ" (۲۲۵۱).

۱۲۱۶۔ آبادوں ماجدید ایبن نو ویاہب (راہ) ہتھے بُرْنیت آچے، تینی بولئے، آل-آندھا ایبن نو خالید ایبن نو ہاوما (راہ) آماکے بوللئے، یہ چُکپتہ راسوں لٹھاہ سالٹھاہ آلا ایہی ویساں لٹھاہ آماکے لیکھے دن تا کی تو ماکے پڈے شوناں؟ آمی بوللماں، ہے۔ آماں سامنے تینی اکٹی پڑھ بے ر کرلئے۔ تاھے لیکھا ہیلہ: “راسوں لٹھاہ سالٹھاہ آلا ایہی ویساں لٹھاہ میر نیکٹ ہتھے آل-آندھا ایبن نو خالید ایبن نو ہاوما اکٹی گولماں وہ داسی کینلو (اٹی تار دلیل)، یا ر کوئں اسوند نہیں، یا پلائیں پر نی ایہ چاری تھیں وہ نی۔ اے ہلے اک موسلمانوں ساتھے انی موسلمانوں کیا-بیکری”।

- ہاسان، ایبن نو ما-جاح (۲۲۵۱)

اے ہادیسٹیکے آبڑ سوسا ہاسان گاریب بولئھنے۔ آماڑا ایہ ہادیسٹی شدھ آکھا د ایبن نو لایسے ر سو تھے جنے ہیں۔ اکادمیک ہادیس بیشوار د تار نیکٹ ہتھے اے ہادیسٹی بُرْنیت کرلئے۔

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيعِ المَدِيرِ انوچھد : ۱۱ ॥ موداکھار گولماں بیکری

۱۲۱۹ - حدثنا ابن أبي عمر : حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن جابر : أنَّ رجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَرَ غَلَامًا لَهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَتَرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشتَرَاهُ نُعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَامِ. قَالَ جَابِرٌ : عَبْدًا قَبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ أَبْنِ الرَّبِيرِ.
- صحیح : ”الرواۃ“ (۱۲۸۸)، ”احادیث البیوۃ“ ق.

۱۲۲۰۔ جابر (راہ) ہتھے بُرْنیت آچے، آنسا ر بخشہ ر اک لوك مختبران کرل تار گولماں کے موداکھار کرلار پر۔ سے لوكٹی آر کوئں سمند رلے یا یانی ای گولماٹی بُرْنیت۔ راسوں لٹھاہ سالٹھاہ آلا ایہی ویساں لٹھاہ اکے بیکری کرلئے۔ تاکے کینلئے نُواہیم ایبن نو

আবদুল্লাহ ইবনু নাহহাম (রাঃ)। জাবির (রাঃ) বলেন, সে ছিল কিবতী বংশপোত্তৃত গোলাম। সে ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম বছর মৃত্যুবরণ করেন।

- سہیٹ، ایروے (۱۲۸۸)، بےچا-کেনার হাদীস، বুখারী، মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এটা বিভিন্ন সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। তারা মুদাব্বার গোলাম বিক্রয়ে কোন সমস্যা আছে বলে মনে করেন না। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউ, আহমাদ ও ইসহাক। মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মাকরাহ বলেছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও আওয়াঙ্গ।

মালিক মৃত্যুবরণ করার পর গোলাম আযাদ হবে, এই শর্তে কোন গোলাম আযাদ করাকে “মোদাব্বার” বলা হয়। -অনুবাদক

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلْقَيِ الْبَيْوَعِ

অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ বাজারে পৌছার পূর্বে শহরের বাইরে গিয়ে
পণ্ডব্র্য কেনা নিষেধ

١٢٢- حَدَّثَنَا هَنَدٌ : حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكٍ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ تَلْقَيِ الْبَيْوَعِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۱۸۰) .

১২২০। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পণ্ডব্র্য আমদানী করে আনা কাফিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

- سہیٹ، اইবনু মা-জাহ (۲۱۸۰)، মুসলিম

আলী, ইবনু আবাস, আবু হুরাইরা, আবু সাউদ, ইবনু উমার (রাঃ)-সহ আরো একজন সাহাবী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

১২২১ - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَلَاقَ الْجَلْبَ، فَإِنْ تَلَقَاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ
فَصَاحِبُ السُّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ؛ إِذَا وَرَدَ السُّوقُ .

- صحيح : 'ابن ماجه' (২১৭৮) ।

১২২১। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বাজারে পণ্ডুব্য নিয়ে আসা লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন। (ব্যবসায়ীদের) কোন ব্যক্তি যদি এগিয়ে গিয়ে তার পণ্ডুব্য কিনে, তবে বাজারে পৌছার পর বিক্রয় বাতিল করার স্বাধীনতা পাবে।

- سহীহ، ইবনু মা-জাহ (২১৭৮)، মুসলিম

আবু ঈসা বলেন, আইয়ুবের বর্ণিত হাদীসটি হিসেবে হাদীসটি হাসান গারীব। আর ইবনু মাসউদের হাদীসটি হাসান সহীহ। পণ্ডুব্য বাজারে আসার আগেই বাজারের বাইরে গিয়ে তা কেনাকে একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মাকরুহ বলেছেন। তারা মনে করেন এটা এক প্রকারের প্রতারণা ও ধোকাবাজি। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিউদ্দ ও অন্যান্য আলিমগণ।

۱۳) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদ : ১৩ ॥ শহরের লোকেরা ধারাখলের লোকদের
পণ্ডুব্য বিক্রয় করবে না

১২২২ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْعِيْعَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفِيَّاً بْنَ عَبِيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمَسِيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ قُتْبَيْةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ، قَالَ : "لَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (২১৭৫) ق.

১২২২। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহরাঞ্চলের লোকেরা গ্রামাঞ্চলের লোকদের পণ্ডৰ্ব্ব্য বিক্রয় করবে না।

- سہیہ، ابن ماجہ (۲۱۷۵)، ناسا-ই

তালহা, জাবির, আনাস, ইবনু আবু আবাস, হাকীম ইবনু আবু ইয়ায়ীদ তার পিতার সূত্রে, আমর ইবনু আওফ (রাঃ) এবং আরো একজন সাহাবী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

১২২৩ - حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعٍ، قَالَا : حَدَثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . لَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دُعُوا النَّاسُ؛ يَرْزَقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

- صحيح : "ابن ماجه" (২১৭৬) ق.

১২২৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহরের মানুষগণ গ্রামের মানুষদের পণ্ডৰ্ব্ব্য বিক্রয় করবে না। লোকদেরকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এক দলের মাধ্যমে অন্য দলের রিয়িকের ব্যবস্থা করেন।

- سہیہ، ابن ماجہ (۲۱۷۶)، بুখারী، مুসলিম

আবু ঈসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। আর জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। গ্রাম-গঞ্জের লোকের পক্ষে

শহরে বসবাসকারীদের বিক্রয় করাকে তারা মাকরহু বলেছেন। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এ ধরণের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এ ধরণের বিক্রয় করাকে ইমাম শাফিউ মাকরহু বলেছেন। তবে কেউ যদি তা বিক্রয় করে তবে তা জায়িয হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

١٤) بَابُ مَاجَاءِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَّةِ وَالْمَزَانِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : ১৪ ॥ মুহাকালা ও মুযাবানা ধরণের

ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
إِلْكَنْدِرَانِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ
: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَّةِ وَالْمَزَانِيَّةِ .
- صحيح : " البراء " (২৩৫৪) .

১২২৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাকালা ও মুযাবানা ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে রাস্তালাহ সালালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

- সহীহ, ইরওয়া (২৩৫৪)

ইবনু উমার, ইবনু আবাস, যাইদ ইবনু সাবিত, সাদ, জাবির, রাফি
ইবনু খাদীজ ও আবু সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত
আছে। আবু দুসা বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান
সহীহ। মুহাকালা বলা হয় ক্ষেত্রে ফসলকে সংগৃহীত গমের বিনিময়ে
বিক্রয়কে। আর মুযাবানা বলা হয় শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের
(অসংগৃহীত) খেজুর বিক্রয়কে। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ
আমল করেছেন। তারা মাকরহু বলে মত দিয়েছেন মুহাকালা ও মুযাবানা
ধরণের ক্রয়-বিক্রয় করাকে।

١٢٢٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

يَرِيدَ : أَنْ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْطِ، فَقَالَ :
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
- صحيح : "ابن ما جه" (২২৬৪)

১২২৫। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবু আইয়্যাশ যাইদ (রাহঃ) বার্লির বিনিময়ে গম বিক্রয় করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সাদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ তখন তিনি (সাদ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত উত্তম? তিনি (যাইদ) বললেন, গম। তারপর তিনি (সাদ) এ ধরণের বিক্রয় করা নিষেধ করলেন তিনি আরও বললেন, আমি তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় কি-না সেই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি। তিনি তাঁর পাশের লোকদের প্রশ্ন করলেন যে, খেজুর শুকালে কি (ওজনে) কমে যায়? তারা বললেন, হ্যাঁ। তারপর এ ধরণের বিক্রয়কে তিনি নিষিদ্ধ করে দিলেন।

- سہیہ، ایبنو ماجاہ (۲۲۶۴)

হান্নাদ বর্ণনা করেছেন ওয়াকী হতে, তিনি আবুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি যাইদ আবু আইয়্যাশ (রাহঃ) হতে, তিনি বলেন, সাদ (রাঃ)-কে আমরা প্রশ্ন করলাম.....উপরের হাদীসের মত।

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিজ্ব এবং আমাদের সাথীরাও।

١٥) بَأْبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثِّمَرَةِ
حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا

অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ ফল পরিপুষ্ট বা ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার
পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

১২২৬ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْدِعٍ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ .

عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ。 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ بَيْعِ
النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو.

- صحيح : أحاديث البيوع .

১২২৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খেজুরের লাল বা হলুদ বর্ণ না আসা পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

- سহীহ، বেচা-কেনার হাদীস

১২২৭ - وَبِهَذَا إِسْنَادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ بَيْعِ السُّنْبَلِ حَتَّى
بَيْضَ، وَيَأْمُنَ الْعَاهَةَ، نَهَا الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

- صحيح : المصدر نفسه .

১২২৭। একই সনদ সূত্রে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীষ জাতীয় ফসল (ধান, গম ইত্যাদি) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তা পেকে সাদা না হয়।

- سহীহ প্রাগুক্তি

আনাস, আইশা, আবু হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, জাবির, আবু সাউদ ও যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু সৈদ বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আল্লাম অভিন্ন করেছেন। ফল পক্ষ হওয়ার আগেই বিক্রয় করা তাদের মতে মাকরুহ। এই মত পোষণ করেন ইমাম শাফিউদ্দিন, আহমাদ ও ইসহাকও।

১২২৮ - حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ،
وَعْفَانَ، وَسَلِيمَانَ بْنَ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ سَلْمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ،

৪৯৬

সহীহ আহ তিরমিয়া / صحيح الترمذى

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْعِنْبِ حَتَّىٰ يَسُودَ، وَعَنْ بَيْعِ
الْحِبَّ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (۲۲۱۷)

১২২৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাল রং ধারণ না করা
পর্যন্ত আঙুরকে এবং হষ্টপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শস্যকে বিক্রয় করতে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

- سہیہ، ابن ماجہ (۲۲۱۷)

আবু দৈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটাকে শুধু
হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রেই মারফূ হিসেবে জেনেছি।

এ অধ্যায়ের বাকী ৬০টি অনুচ্ছেদ
পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হলো

وختاماً سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

বিসিল্পা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

কুরআন ও সহীহ হাদীসের পূর্ণ দর্জীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করুন।

সংকলন ও রচনায় : হসাইন বিন সোহরাব (হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদানী আরব) ৩৮ নং, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা- ১১০০। ফোন : ৯১১৪২৩৮, মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩।
বিত্তীয় শাখা- ১১, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং- ৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯১৩৩৭৬৯২৭

ফকীর ও মায়ার থেকে সাবধান (বড় সংক্ষিপ্ত)	পরকালের ভয়ংকর অবস্থা
আজ্ঞায়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি	সত্যের সংক্ষয়নে
স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ (১ম-২য় খণ্ড ও ৩য়-৪র্থ খণ্ড)	রামায়ানের সাধনা
আল-মাদানী সহীহ নামায, দু'আ ও পর্দা ও ব্যতিচার	ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা (বড়, ছেট ও পকেট সাইজ)	ঘটে গেল বিশ্বয়কর মিরাজ
বিষয় ভিত্তিক শানে নৃযুগ্ম ও আল-কুরআনে	মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী	প্রিয় নাবীর কল্যাণ (রায়িঃ)
মৰ্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি ()	প্রিয় নাবীর বিবিগণ (রায়িঃ)
হাদীসের আলোকে আল-কুরআনে	ক্রিয়ামাত্রের পূর্বে যা ঘটবে
বর্ণিত কাহিনী সিরিজ (১-৮ খণ্ড)	মরণ যখন আসবে
আকৃত্বাত্ম ও শিশুদের ইসলামী আনকমন নাম	জান্নাত পাবার সহজ উপায়
ফেরেশতা, জিন্ন ও শয়তানের বিশ্বয়কর ঘটনা	রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান
সাহাবীদের ঈমানী চেতনা ও মুনাফিকের পরিচয়	মীলাদ জায়িয় ও নাজায়িয়ের সীমারেখা
আল-মাদানী সহীহ খৃত্বা ও জুমু'আর দিনের 'আমল	হাদীস আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
তাফসীর আল-মাদানী। ১ম-১১তম খণ্ড পৃষ্ঠ ৩০ পারা।	প্রশ্নেওরে মাসিক আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
সহীহ হাদীসের আলোকে আল-কুরআন	রাসূলের বাণী থেকে সকাল সন্ধ্যার পঠিত্ব্য দু'আ
নায়িল হওয়ার কারণসমূহ	নামাযের পর সম্বলিত দু'আ
ক্লাসাসুল 'আবিয়া (আঃ) [নবীদের জীবনী]	বদরের ময়দানে ৩১৩ জন (রায়িঃ)
পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা	আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
নির্বাচিত ৮ (আট)টি সূরার তাফসীর	আল-কুরআন একমাত্র চ্যালেঞ্জ এন্ট
সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ	আল-মাদানী পাঞ্জে সূরা ও সহীহ দু'আ শিক্ষা
সহীহ হাদীসের সন্ধ্যানে	কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
সূরাঃ ইয়াসীন ও সূরাঃ আর-রাহমান। [তাফসীর]	আল-মাদানী সহীহ হাজ্জ শিক্ষা
তাওবাত্ম ও ক্ষমা	জুমু'আর দিনে করণীয় ও বর্জনীয়
কাজের মেয়ে	সহীহ ফায়ালিলে দর্কন ও দু'আ
	আল-মাদানী সহীহ মুহাম্মাদী ক্লায়দা

বিস্থিতি-হিঁর রাহমা-নির রাহী-য

হ্সাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত **হ্সাইন বিন সোহরাব ও ঈসা**
মিএ়া বিন খলিলুর রহমান কর্তৃক অনুদিত **বইসমূহ সংগ্রহ করম্যন**।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ-আল্লামা মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন আলবানীর তাহকীকৃত বইসমূহের অনুবাদ

১। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামায়ের নিয়মাবলী	৮৫/=
২। রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড)	১৫১/=
৩। রিয়াদুস সালেহীন (২য় খণ্ড)	১৫১/=
৪। রিয়াদুস সালেহীন (৩য় খণ্ড)	১৫১/=
৫। রিয়াদুস সালেহীন (৪র্থ খণ্ড)	১৫১/=
৬। রিয়াদুস সালেহীন (বাংলা) (একট্রো)	৬০১/=
৭। রিয়াদুস সালেহীন (আরবী-বাংলা) (একট্রো)	৬০১/=
৮। যদ্রিফ আত্-তিরমিয়ী (১ম খণ্ড)	১৬১/=
৯। যদ্রিফ আত্-তিরমিয়ী (২য় খণ্ড)	১৬১/=
১০। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (১ম খণ্ড)	২১৫/=
১১। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (২য় খণ্ড)	২১৫/=
১২। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (৩য় খণ্ড)	২১৫/=
১৩। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (৪র্থ খণ্ড)	২১৫/=
১৪। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (৫ম খণ্ড)	২১৫/=
১৫। সহীহ আত্-তিরমিয়ী (৬ষ্ঠ খণ্ড)	২৮১/=
১৬। আহকামুল জানায়িয় বা জানায়ার নিয়ম কানুন	১২০/=
১৭। বুলুগুল মারাম -মূলঃ হাফিয ইবনু হাজার আসক্তালানী (রাহঃ)	২২১/=
১৮। তাকতিয়াতুল ঈমান -মূলঃ আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ (রাহঃ)	৫০/=
১৯। কিতাবুত তাওহীদ -মূলঃ মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাব	৬১/=
২০। ইসলামী আক্টীদাহ -মূলঃ মুহাম্মদ ইবনু জামিল যাইনু	৫১/=
২১। তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড) -মূলঃ আবু আরবাস মাইনুল্লাহ ইবনু আবী বাক্তুর যাবীনী (রাহঃ)	৩৫১/=
২২। তাজরীদুল বুখারী (২য় খণ্ড) -মূলঃ ঐ	৩৫১/=
২৩। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি -মূলঃ আল্লামা আবু বাক্তুর জাবির আল-জায়ারী	৩১/=
২৪। মাতা-পিতার প্রতি সম্প্রবহারের ফায়িলাত নিয়াম -মূলঃ মোহাম্মদ সালিহ ইয়াকুবী	৫১/=
২৫। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান -মূলঃ মুহাম্মদ ইবনু জামিল যাইনু	১০০/=
২৬। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ)	৫০১/=
২৭। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ)	১৬১/=
২৮। আল-মাদানী সহীহ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড) -মূলঃ ইমাম বুখারী (রাহঃ)	২,৩৮৫/=
২৯। সহজ আক্টীদাহ (ইসলামে মূল বিশ্বাস)	৩১/=
৩০। আক্টীদাহ ওয়াসিতুয়া -মূলঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহঃ)	৩১/=
হ্সাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে পরিবেশিত ও ড. মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুদিত প্রক্ষেপন ও চোরায়ান আরবী ও ইসলামিক টেক্স বিভাগ, জাগুরী বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ। পরিচালক- উত্তর পিকারেন্স, নিউইয়র্ক।	
* তাফসীর ইবনু কাসীর (১ - ১৮ খণ্ড) (পূর্ণ ৩০ পারা)	৩,৫২০/=
এছাড়াও আমাদের পরিবেশিত আরও একটি বই-	
* সহীহ ও যদ্রিফ সুনান আবু দাউদ (১ম ও ২য় খণ্ড) [তাহকীক: আলবানী] ৯৭০/=	

صحيح سان الترمذى

(الجزء الثانى)

لإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذى

المتوفى سنة ٢٧٩ هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألبانى

ترجمه الى اللغة البنغالية

* حسین بن سهراپ

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

* عيسى میا بن خلیل الرحمن

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى، داكا،

بنغلاديش